বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন ভলিউম

এপিঠ ওপিঠ লুটতরাজ

কাজি মাহবুব হোসেন

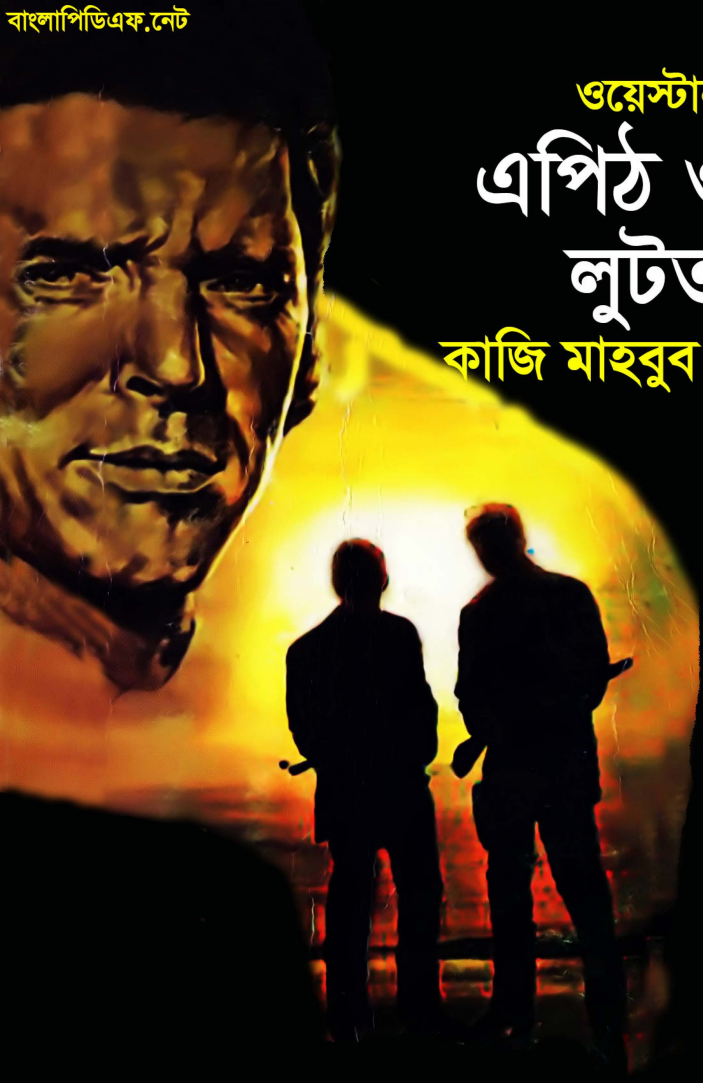

সুবা প্রকাশনা
SUVOM

দুটি বই একত্রে

বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন
(দুটি বই একত্রে)

এপিঠ ওপিঠ

কাজি মাহবুব হোসেন

নির্বিরোধী ভাল মানুষ ইভান। কারও সঙ্গে ঝগড়া বা মারপিটে জড়ায় না কখনও। কিন্তু গরু কিনতে পশ্চিমে এসে জড়িয়ে গেল মহা ঝামেলায়। মাতাল হয়ে ওকে পিস্তল যুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে বসল ব্যারি। লোকে কাপুরুষ বলে বলুক—অযথা মৃত্যু এড়াতে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল সে। কিন্তু ঝামেলা পিছু ছাড়ল না ওর।

লুটতরাজ

টিরেসা জেমসকে ওরা বলেছিল চেরোকী ট্রেইলে স্টেজ স্টেশন চালানো কোন মহিলার কাজ নয়। কিন্তু এ ছাড়া টিরেসার আর কোন উপায় নেই যে। ওর স্বামীকে অন্যায়ভাবে খুন করেছে গেরিলা চীফ টিমোথি হোয়াইট। এখন সে ভোল পাল্টে গভর্নর হওয়ার চেষ্টা করছে। ভয়ঙ্কর আউটল, ইন্ডিয়ান ও গেরিলাদের মোকাবিলা করে এই বিপজ্জনক স্টেশনে কি টিকে থাকতে পারবে একজন বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা? দেখা যাক।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SUVOM

ওয়েস্টার্ন

এপিঠ ওপিঠ

লুটতরাজ

[দুটি বই একত্রে]

কাজি মাহবুব হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-8246-X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্বঃ লেখকের

প্রথম প্রকাশঃ ২০০৫

প্রচ্ছদ বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপুব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপনঃ ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি পি. ও. বক্সঃ ৮৫০
E-mail. Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

EPITH OPITH

LUTTARAJ
Two Western Novels
By Qazi Mahbub Hussain

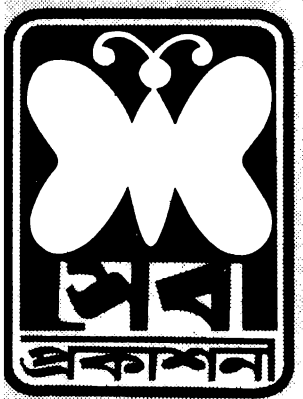

পঁয়তাল্লিশ টাকা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

এপিঠ ওপিঠ : ৫–১১৫
লুটতরাজ ১১৬–২৪০

ওয়েস্টার্ন

এপিঠ ওপিঠ

লুটতরাজ

কাজী মাহবুব হোসেন

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেনঃ আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ডয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন। **খোন্দকার আলী আশরাফঃ** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিলঃ** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্নগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেনঃ** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদঃ** শেষ মার। **আলীমুজ্জামানঃ** মরুসৈনিক। **রকিব হাসানঃ** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমানঃ** শিকারী। **জাহিদ হাসানঃ** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামানঃ** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজঃ** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমানঃ** বাজি। **খসরু চৌধুরীঃ** ভুল।

আদনান শরীফঃ পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীনঃ** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীনঃ** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজঃ** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেনঃ** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেনঃ সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক। **ইফতেখার আমিনঃ** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈমঃ** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসুরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী। **টিপু কিবরিয়াঃ** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহঃ** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিমঃ** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ারঃ** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা। **আবু মাহদীঃ** পাঞ্জার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্যঃ** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মানঃ** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর।

বিক্রয়ের শর্তঃ এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এপিঠ ওপিঠ

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৬

এক

শহরের মানুষ মনে করবে ও ভয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। কিন্তু এত সামান্য একটা কারণে কাউকে মারা বা নিজে মরার কোন মানেই হয় না। আজ পর্যন্ত কখনও মানুষের বিরুদ্ধে সে পিস্তল ধরেনি–এখন নতুন করে তা শুরু করতে চায় না।

একবার পিছন ফিরে চেয়ে দেখল শহরটা অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। পিছু নেয়নি কেউ।

ভোর হয়ে আসছে। সবাই আশা করবে সকালের আলো ফোটার সাথেই সে কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে রাস্তায় নেমে ব্যারি ব্লেডের মোকাবিলা করবে। ব্যারি ঠিকই ওখানে থাকবে। ল্যাস ভেগাসের রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পিস্তল হাতে তৈরি থাকবে।

এটা পশ্চিমের একটা বর্বর, ঘৃণ্য রীতি। তার মা তাকে এসব থেকে দূরে নিয়ে যাবার জন্য পুবে গিয়ে ঠিকই করেছিল। মায়ের পরিবারের সবাই পুবেই থাকে। ইভান স্কিনারের মা পশ্চিমকে মনেপ্রাণে কোনদিনই ভালবাসতে পারেনি।

ব্যবসার খাতিরে এলেও পশ্চিমে এসে ইভান ভুলই করেছে। কিন্তু সে যে গোলমালে জড়িয়ে পড়বে এটা ভাবতেই পারেনি। ড্রিঙ্ক খুব কমই করে–গায়ে পড়ে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়াও তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। বারে ঢুকে এক গ্লাস বিয়ার নিয়ে যার সাথে দেখা করার কথা, তারই জন্য অপেক্ষা করছিল। ওই সময়েই তর্কে জড়িয়ে পড়ে। ঠিক আছে···ভুল করেছে ও···কিন্তু কী করে জানবে ওই সামান্য জিনিসকে ওরা এত বড় করে দেখবে?

জাহান্নামে যাক ব্যারি ব্লেড আর ল্যাস ভেগাস! সেলুনে বলা কয়েকটা কথার জন্য সে মারা পড়তে চায় না। এর কোন অর্থ হয় না–কোন মানে নেই।

যখন টের পাবে ইভান পালিয়েছে, ওরা কী বলাবলি করবে? যখন দেখবে ও হাজির হলো না? ভাবতে গিয়ে ইভানের কান লাল হয়ে উঠল–অস্বস্তি বোধ করছে।

গোল্লায় যাক ওরা। মরা হিরো হওয়ার চেয়ে কাপুরুষ হয়ে বেঁচে থাকা ভাল

কাপুরুষ···শব্দটা মনে বাজছে। ও কি সত্যিই কাপুরুষ? ও কি ভয়ে পালিয়েছে? নিজের কাছে এর জবাব খুঁজে কোন উত্তরই পেল না। নিজেকে কাপুরুষ বলে বিশ্বাস হচ্ছে না ওর। একটা অবান্তর পরিস্থিতি এড়িয়ে চলে এসেছে···নিজের মনকে ওটা বোঝাচ্ছে না তো? ও কি সত্যিই ভয় পায়নি?

ইভান অনুভব করছে তার বাবার ঠাণ্ডা বিচক্ষণ দুটো চোখ তাকে যেন জরিপ করে দেখছে। মানুষকে বোঝার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তার।

যেদিন তাকে স্ট্রেচারে করে বাড়ি নিয়ে আসা হলো–ওই দিনটার কথা ইভানের স্পষ্ট মনে আছে তখনও বেঁচে আছে–কিন্তু গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে দেহ। ওখানে তিনজন ছিল ওদের একজন বেশ মদ খেয়েছে, বাতাসে বোতল

দুলিয়ে টলছিল সে। কিন্তু ইভান স্কিনারের বাবা যখন তাকে অ্যারেস্ট করতে এগোল, হঠাৎ বোতল ফেলে দিল লোকটা। অ্যামবুশ থেকে আরও দু'জন লোক বেরিয়ে এল–ওর বাবা ক্রসফায়ারে পড়ে কচুকাটা হলো। মাত্র একটাই গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পেয়েছিল সে। লোক তিনটা শহর ছেড়ে পালাল।

অনেক কষ্টের মধ্যেও ইভানের বাবা আরও দুদিন বেঁচে ছিল। কিন্তু ফোর্ট থেকে ডাক্তার এসে পৌঁছার আগেই সে মারা গেল।

ওর মা ওকে যা শিখিয়েছে তা-ই ঘটল: পিস্তলবাজির পোশাক নিলে পিস্তলের গুলি খেয়েই মরতে হয়। ইভানের বাবা ছিল পশ্চিমের একজন বিখ্যাত রেঞ্জার। রেঞ্জার হচ্ছে অপরাধ দমনের জন্য স্পেশাল ডিটেকটিভ।

কবরখানা থেকে ফেরার পথে একজনের একটা মন্তব্য ইভানের এখনও মনে পড়ে। 'ছেলেটা বড় হলে ওই লোকগুলোর কপালে খারাবী আছে!'

শহরের মানুষ বিল স্কিনারকে শ্রদ্ধা করত। ওই শহরের মার্শালও ছিল সে। ছয় বছর শহরে কোন গোলমাল হয়নি। বিল স্কিনারই সব সামলেছে। ওস্তাদ হলেও ওকে পিস্তল খুব কমই বের করতে হয়েছে। অন্যজনকে পিস্তল ফেলে দেওয়ার সুযোগ দিত সে। ওরা সাধারণত মোকাবিলা না করে পিস্তল ফেলে দিত। কেবল একজন দেয়নি।

লোকটা গুলি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মিস করল। বিল স্কিনার মিস করেনি।

ওই লোকটার মৃত্যুর কারণেই শেষে ওকে মরতে হলো। যারা ওকে মারতে এসেছিল তারা ওই লোকটার বন্ধু। ওরা ফাঁদ পেতে বিল স্কিনারকে হত্যা করল।

ওসব স্মৃতির কথা ভেবে লাভ নেই। গোড়ালি দিয়ে ঘোড়ার পেটে গুঁতো মেরে চলার গতি বাড়াল ইভান। সকাল হয়ে আসছে; ভোর হওয়ার আগেই শহর থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে চায় সে। আসলে পশ্চিমে আসাটাই তার ভুল হয়েছে। মা আর সু, দুজনেই তাকে বুঝিয়ে ঠেকাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে গ্যারেটের সাথে যুক্তি দেখিয়ে তাকে বুঝিয়েছে যে পুবে গরুর মাংসের ঘাটতি আছে–নিজে পশ্চিমে গিয়ে কিনে আনলে আর দালালদের পয়সা দিতে হবে না। লাভ বেশি হবে।

সু-এর বাবা গ্যারেট নিউ ইয়র্কের একজন ব্যবসায়ী। তার বেশির ভাগ ব্যবসাই গরু আর অন্যান্য পশু কেনা বেচা। ইদানীং জমাজমি আর ব্যাংকের ব্যবসার দিকেও সে কিছুটা ঝুঁকেছে। ব্যবসায়ী মানুষের পক্ষে ইভান নিজে পশ্চিমে গিয়ে কিনলে কতটা সুবিধা এটা বুঝে নেওয়া খুব সোজা হলো। ইভানের পশ্চিমে আসায় মত দিল সে।

ক্যানসাসে গরু পাওয়া গেল না। কিন্তু এক গরু ব্যবসায়ী ওকে জানাল ল্যাস ভেগাসের অল্প দূরেই বেশ কিছু গরু আছে–চেষ্টা করলে ওগুলো হয়তো কেনা সম্ভব। গরুর মালিক ডিক আর গিলবার্ট ভাল মুনাফার জন্য তাদের স্টক এতদিন ধরে রেখেছে–কিন্তু ওদের এখন টানাটানি চলছে, হয়তো এখন ওরা বিক্রি করতে রাজি হবে। সাথেসাথেই ল্যাস ভেগাসের উদ্দেশে রওনা হয়েছে ইভান। গরুর মালিকদের সাথে দেখা করার উদ্দেশেই সে বারে অপেক্ষা করছিল। টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ওদের আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিল।

হোটেলে উঠেই, দেরি না করে বারে গেল ইভান। ওখানেই গিলবার্ট আর ডিকের সাথে তার দেখা করার কথা।

ব্যারি ব্লেড ঢুকল। বারে যাবার পথে ইভানের গায়ে ওর জোর ধাক্কা লাগল ইভানের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে সে বলল, 'কানা নাকি?'

ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে উঠলেও রূঢ় মন্তব্যটা উপেক্ষা করল ইভান। একটু সরে ব্যারিকে কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিল সে। জানে, তার চলে যাওয়াই ভাল, কিন্তু গিলবার্টের সাথে দেখা করাও দরকার। ওর আসার কথা আছে। তাই অপেক্ষায় রইল সে।

ইভানের ড্রিঙ্ক শেষ হয়ে গিয়েছিল, একটু ইতস্তত করে আর একটার অর্ডার দিল। ওইদিন সকালের পর থেকে আর ওর পেটে কোন খাবার পড়েনি–বুঝতে পারছে আর মদ খাওয়া তার ঠিক হবে না। কিন্তু ড্রিঙ্ক শেষ হয়ে যাবার পর অর্ডার না দিয়ে বারে থাকতেও লজ্জা লাগছে।

ওর দ্বিতীয় ড্রিঙ্কটাও শেষ হলো, কিন্তু গিলবার্ট এল না। বার ছেড়ে চলে যাবার জন্য ঘুরল ইভান। হঠাৎ রুক্ষভাবে কেউ তার কাঁধ চেপে ধরল।

রেগে উঠে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ইভান। 'কানা সাহেব কি কানেও শোনো না? আমি তোমাকে আমার সাথে একটা ড্রিঙ্ক করার অফার দিয়েছিলাম।'

'মাফ করো, শুনতে পাইনি আমি। তবে আমার আজকের জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেছে–আজ আর খাব না। ধন্যবাদ।'

কোমরে হাত রেখে ইভানের কথার পুনরাবৃত্তি করল ব্যারি। 'যথেষ্ট হয়েছে–আজ আর খাব না।' ব্যঙ্গ করে কথাটা বলার পরই তার স্বর বদলে গেল। 'তোমার কখন যথেষ্ট হয়েছে সেটা আমি বুঝব। এখন মাল খাও!'

'না।'

কামরার সবাই চুপ করে ওদের কথা শুনছে সবার চোখ ওদের উপর। মাতাল লোকটার হঠাৎ নেশা ছুটে গেল। 'ব্যারি ব্লেড কাউকে ড্রিঙ্ক অফার করলে তার খেতে হবে।' স্থির গলায় ঘোষণা করল সে। 'ভাল চাও তো খাও।'

'না।'

বোকামি হলো। তামাসা দেখার মত একটা পরিবেশ দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণ এখানে থেকে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ার জন্য ইভানের নিজের উপরই রাগ হচ্ছে। কিন্তু এখন আর ওকথা ভেবে লাভ নেই।

'তোমার সাথে ড্রিঙ্ক করতে পারলে খুশি হতাম–কিন্তু আমি দুঃখিত, আরও মদ খাওয়ার আমার কোন ইচ্ছা নেই। আমি ফিরে যাচ্ছিলাম।'

'আমি যখন বুঝব তোমার যাবার সময় হয়েছে তখন আমি নিজেই তোমাকে যেতে বলব। এখন এসো মদ খাও।'

আড়চোখে ওর দিকে একবার চেয়ে যাবার জন্য ঘুরল ইভান। আবার একটা হাতের থাবা পড়ল ওর কাঁধে। এবার ক্ষেপে গেল সে দ্রুত ঘুরে হাতটা ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়ে সরিয়ে দিল।

টাল সামলাতে না পেরে দড়াম করে আছাড় খেল ব্যারি। রাগের মাথায় পিস্তল বের করার জন্য হাত বাড়াল সে।

'ব্যারি!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠের চিৎকারে ওর মাথা থেকে রাগের ধোঁয়াটা কেটে গেল

সুট পরা ছোট-খাট গড়নের একজন লোক পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। 'এই ভদ্রলোকের কাছে পিস্তল নেই। তুমি আগে না দেখে থাকলে এখন দেখে নাও। পিস্তল বের করলে তোমাকে ছ্যাঁদা করে দেব আমি।'

'এটা তোমার কোন ব্যাপার নয়, গিলবার্ট। ওর আর আমার মধ্যে ঝগড়া।'

গিলবার্ট? ইভান ওকে ভাল করে দেখার জন্য ঘুরল। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি হবে। জামা-কাপড় পরিপাটি–ঠাণ্ডা চেহারা। এই লোকটার সাথেই দেখা করতে এসেছিল ইভান।

'সবাই জানে এই লোকটার পরনে পিস্তল নেই তুমি যদি একজন নিরস্ত্র লোককে গুলি করো, তা হলে তোমার যেন ফাঁসি হয়, এটা আমি দেখব।'

ব্যারি উঠে দাঁড়াল। ধীর গতিতে নিজের পিস্তলটা খাপে ভরল সে। 'ঠিক আছে,' শান্ত কণ্ঠে বলল। 'ঠিক আছে, গিলবার্ট কিন্তু আগামীকাল সকালে আমি এই পিস্তল পরে ওর জন্য অপেক্ষা করব তখন ওর সাথে যদি পিস্তল না থাকে, ওর দুটো ঠ্যাঙই ভেঙে দেব আমি।' কথা শেষ করেই ঝট করে ঘুরে সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে গেল ব্যারি।

হাত বাড়িয়ে দিল ইভান। 'আমি ইভান স্কিনার, মিস্টার গিলবার্ট। ধন্যবাদ–অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

দুজনে একসাথেই হোটেলে ফিরল ওরা। 'খুব খারাপ একটা ঘটনা ঘটে গেল,' মন্তব্য করল গিলবার্ট। 'লোকটা গণ্ডগোল পাকাতে ওস্তাদ। তবে সাবধান, পিস্তলে কিন্তু ওর হাত ভাল।'

কাঁধ ঝাঁকাল ইভান। 'ওর সাথে আমার আর দেখা হবে কিনা সন্দেহ। আসলে আমি আপনার সাথেই দেখা করতে এসেছি। শুনলাম শহরের বাইরে আপনার একটা বড়সড় গরুর পাল আছে ওগুলো আমি কিনতে চাই।'

'দেখি, দামে বনলে বেচতে পারি।' হোটেলের সামনে পৌঁছে গেছে ওরা। একটা চুরুট বের করে দাঁত দিয়ে কাটল গিলবার্ট 'ব্যারি দেখা দেবে না মনে করে থাকলে ভুল করছ। দু'একজন মানুষ সে আগেও মেরেছে।'

'এসব অর্থহীন, মিস্টার গিলবার্ট। পুরো ব্যাপারটাই ছেলেমানুষি। ভোর হওয়ার আগেই সে সব ভুলে যাবে।'

সিগার ধরিয়ে ম্যাচের কাঠিটা মাটিতে ফেলল গিলবার্ট তারপর সিগারের পাশ দিয়ে বলল, 'না, মিস্টার স্কিনার সে তো ভুলবেই না ওখানে আর যারা ছিল, তারাও ভুলবে না দুনিয়া ওলটপালট হয়ে গেলেও সে ঠিকই আগামীকাল ভোরে কোমরে পিস্তল বেঁধে রাস্তায় নামবে তোমার কাছে পিস্তল না থাকলে একটা কিনে নাও বা কারও কাছ থেকে ধার নাও তোমার দরকার হবে।'

'আপনি কি সিরিয়াসলি বলছেন কাল আমি ওর মোকাবিলা করব? ওই···ওই আধ-পাগলা লোকটার মুখোমুখি হব?'

আড়চোখে ইভানের দিকে চাইল গিলবার্ট 'বিল স্কিনারের সাথে কি তোমার কোন সম্পর্ক আছে?'

'আমি তার ছেলে।'

'তা হলে আমার মনে হয়–'

হঠাৎ অধৈর্য হয়ে উঠল ইভান। 'মিস্টার গিলবার্ট, আমি আপনার সাথে দেখা করে গরু কেনার প্রস্তাব দিতেই ল্যাস ভেগাসে এসেছি। এতদিন আমরা অন্য লোকের মাধ্যমে কিনতাম–এবার সরাসরি নিজেই কিনব বলে এসেছি। মারপিট আর গোলাগুলি আমি অপছন্দ করি–ওসবের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার আমার কোন ইচ্ছা নেই।'

'ভাল কথা।'

একটু আড়ষ্ট হয়ে এল গিলবার্টের ব্যবহার। এক মিনিট চুপ করে থেকে সে বলল, 'তোমার বাবাকে আমি চিনতাম–শ্রদ্ধাও করতাম। এই মুহূর্তে গরু বিক্রি করার ইচ্ছা আমার ছিল না যা হোক তুমি যখন বিল স্কিনারের ছেলে দামে বনলে আমি রাজি আছি।'

'আমি ভাল দামই দেব, স্যার।'

'তোমার বাবার মৃত্যুর পরপরই তোমরা পুবে চলে গিয়েছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'এখানকার ব্যাপার-স্যাপার পুবের থেকে অনেক আলাদা। টাকাটাই সব থেকে বড় কথা নয় মানুষের আদিম দোষ গুণগুলোও এখানে বিরাজ করছে। এখানে সাহস আর অনুরাগকে আমরা প্রচুর দাম দিই।'

'অর্থাৎ?'

'মানে খুবই সহজ, একটা মানুষের সাহস কতটা আছে এটা পশ্চিমে একটা মহা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এখানে মিলেমিশে কোন কাজ করতে হলে কার সাহস বা ক্ষমতা কত এটা জানার অধিকার সাথীদের থাকে–কারণ তাঁরা সবাই একই সাথে ঝুঁকি নিচ্ছে।'

'অর্থাৎ আপনি বলছেন আগামীকাল ব্যারি ব্লেডের মুখোমুখি না হলে আমার পুবে ফিরে যাওয়াই ভাল?'

'ঠিক তাই। স্বীকার করতেই হবে পরিবেশটা তোমার উপযুক্ত নয়। ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

'ওকথা আমি বিশ্বাস করি না।'

কাঁধ ঝাঁকাল গিলবার্ট। 'তুমি কি বিশ্বাস করো তাতে কিছু আসে যায় না। তোমার বাবা বুঝতেন, এবং ওই নিয়ম মেনেই তিনি চলেছেন।'

'ওতে মারাও পড়েছেন।'

'মাঝেমাঝে অমন ঘটে।'

'তা হলে,' শান্ত স্বরে জবাব দিল ইভান, 'আমি ভুল দেশে এসেছি। কাউকে মারা বা নিজে মরার কোন ইচ্ছা আমার নেই আমি ব্যারি ব্লেডের কাছে গিয়ে মাফ চেয়ে নেব।'

'তাতে তোমার ওপর ঘেন্না ধরে যাবে ওর।'

'ভাল কথা, কিন্তু ঘটনার ওখানেই ইতি হবে।'

চুরুটে আর একটা টান দিয়ে মুখ থেকে ওটা নামিয়ে নিল চুরুটটা এখন মুখে বিস্বাদ ঠেকছে। 'না, মিস্টার স্কিনার, ওখানে ঘটনার শেষ হবে না–বরং ওখানেই হবে শুরু পাণ্ডা গোছের লোকেরা জানবে তোমার ওপর চড়াও হলেও

তুমি প্রতিবাদ করবে না। মারপিটে যাবে না তুমি। ভালমানুষ তোমাকে এড়িয়ে চলবে–গুণ্ডা-পাণ্ডা তোমাকে উত্যক্ত করবে। কেউ কেউ দেখতে চাইবে কতদূর গেলে তুমি ফাইট করো।

'কথাটা মনে রেখো, শান্তি, ভালবাসা আর মারপিটে অনীহা কাউকে কখনও গোলমালে পড়া থেকে বাঁচাতে পারেনি।'

ওখানেই ওদের কথা শেষ হলো। কিন্তু রাতের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ইভান।

এখন আবার জিনের উপর ঘুরে পিছন ফিরে চেয়ে দেখল। কিছুই নেই–কেউ আসছে না।

চারপাশে উন্মুক্ত আকাশ আর বিশাল তৃণভূমি। উত্তর দিকে পাহাড়। সামনে কিছু ভাঙা আর উঁচুনিচু জমি রয়েছে। এতক্ষণে টের পেল সে কী করেছে।

পুবে না গিয়ে পশ্চিমে চলেছে।

দুই

পুবে পড়ে রয়েছে তার ঘর-বাড়ি, বন্ধু-বান্ধব আর নিরাপত্তা। তার মা আর সু রয়েছে ওখানে। তার চাকরি আর ভবিষ্যৎও ওখানেই। তবু সে পশ্চিমে চলেছে। কেন?

পুবে না গিয়ে কীসের তাড়নায় সে পশ্চিমে যাচ্ছে? ভিতরে-ভিতরে সে কি আসলে নিরাপত্তা খুঁজছে না? পালাতে চাইছে না?

ওখানে তার জন্য দুটো পথই খোলা ছিল। পিস্তল ব্যবহার করা বা না করা।

তার মনে হচ্ছে না সে ভয়ে পালিয়েছে–কিন্তু শিওর হবে কীভাবে? মিসিসিপির পশ্চিমে সবার ধারণাই গিলবার্টের মত। মিসিসিপির পুবেও কিছু লোকের ধারণা ওই রকম। যারা ওর সিদ্ধান্তকে প্রশংসা করবে তারাও ওর সাহস সম্পর্কে সন্দিগ্ধ থাকবে। লোকমুখে কথাটা ছড়াবে।

পালিয়ে এসে ব্যারি ব্লেডের সাথে মুখোমুখি হওয়া আপাতত ঠেকাতে পেরেছে–কিন্তু কতদিন? এমন পরিবেশে সে আবারও পড়তে পারে। কতদিন পালিয়ে বেড়াবে?

কিন্তু সেটা এখন মুখ্য ব্যাপার নয়। সে পশ্চিমে এসেছিল গ্যারেটের জন্য গরু কিনতে। ল্যাস ভেগাসে পায়নি কিন্তু আরও পশ্চিমে, ওয়াইওমিঙে গিয়ে গরু কিনে ইউনিয়ন প্যাসিফিক কোম্পানির রেলে তুলে পাঠাতে পারবে।

পশ্চিমে আসার জন্য গ্যারেটের কাছ থেকে নিজের খরচা বাবদ সে টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছে। গরু কেনার জন্য একটা ব্যাংক ড্রাফটও এনেছে। যে জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে সেটা করা তার কর্তব্য। তার উপর নির্ভর করে আছে গ্যারেট।

পরিস্থিতিটা মনে মনে বিচার করে দেখল ইভান। আরও পশ্চিমে রয়েছে সান্তা ফে। ঘোড়ার পিঠে তিন দিনের পথ। ওখানে গরু কেনা হলে ট্রেনে তোলার জন্য ওকে ল্যাস ভেগাসের ভিতর দিয়েই ফিরতে হবে। এই অবস্থায় ওটা সম্ভব নয়।

যুক্তিসঙ্গত কারণেই ওর উত্তরে যাওয়া দরকার। কিন্তু তার আগে বিছানাপত্র, কিছু খাবার-দাবার আর একটা মাল-টানা ঘোড়া ওর দরকার।

আস্তাবল থেকে যে ঘোড়াটা কিনেছে ওটা সত্যিই ভাল। ঘোড়া চিনতে ইভানের ভুল হয় না। গ্যারেটের জন্য অনেক কেনাবেচা সে করেছে।

সামনেই রয়েছে একটা স্টেজ-স্টেশন–কিয়ারনিজ গ্যাপ। আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে, জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে হিচরেইলের সাথে ঘোড়া বাঁধল ইভান।

বাড়ির পিছন থেকে এক মহিলার ক্যাচক্যাচ করার শব্দ হচ্ছে–সম্ভবত স্টেজ-স্টেশন মালিকের গৃহিণী। কোনা ঘুরে উঁকি দিল ইভান। উস্কোখুস্কো চুলের অধিকারী এক লোক বালতি করে পানি নিয়ে আসছে।

'এসো, এসো,' হাসিখুশি ভাবে বলে উঠল লোকটা। 'কফি চাপানো আছে–এখনই ডিম ভাজব। ভিতরে এসে বসো।'

কফি খেতে খেতে সান্তা ফে আর সকোরোর কথা উঠল।

'সকোরোর দিকে গেলে ঠিকই আছে,' বলল লোকটা, 'কিন্তু সান্তা ফে যেতে চাইলে ঘোড়ায় চড়ে এই পথে না যাওয়াই ভাল। আর একটু সামনে পাহাড়ের ওপর দিয়ে একটা পথ আছে–পথটা একটু দুর্গম হলেও ওদিক দিয়ে দূরত্ব অনেক কম পড়বে। তুমি কি সান্তা ফে যাচ্ছ?'

'সকোরো,' জবাব দিল ইভান। 'কিন্তু আমি কিছু না নিয়েই রওনা হয়েছি। তোমার কাছে মালপত্র কিছু পাওয়া যাবে?'

'কিছু মাল আছে, ইন্ডিয়ানদের কাছে বিক্রি করি। তোমার কী দরকার?'

আধঘণ্টার মধ্যেই দুটো কম্বল আর ছালায় ভরে কিছু খাবার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ইভান। আগুন জ্বালাবার কাঠ কাটার জন্য একটা বড় ছুরিও নিল। স্টেশন থেকে দেখা যাবে না এমন দূরত্বে এসেই চট করে ঘুরে ঝোপের ভিতর দিয়ে অন্য ট্রেইলের খোঁজে চলল।

আগুয়া যারকায় পথ খুঁজে পেয়ে স্যান জেরোনিমোর টিকোলোটের দিকে এগোল। জিন থেকে না নেমেই কোট আর শার্ট খুলে স্টেজ-স্টেশনে কেনা লাল শার্টটা পরে নিল ইভান।

দুপুর বেলায় ঘোড়া থেকে নেমে আগুন জ্বেলে কফি তৈরি করে কফির সাথে কয়েকটা বিস্কিট খেল।

ইভানের মন থেকে ধীরে ধীরে উদ্বেগটা মুছে গেল।

জুনিপার আর অন্যান্য ফুলের গন্ধ, শান্ত পরিবেশ আর দূরে শকুনের অলস গতিতে চক্কর কাটা, ওর মনের সব ভয় আর জড়তা কাটিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনল

আবার ঘোড়ার পিঠে উঠে রওনা হলো সে। ল্যাস ভেগাস ছাড়ার সময়ে ওখান থেকে দূরে সরে যাওয়াটাই তার প্রধান চিন্তা ছিল। এখন বুঝতে পারছে উত্তরে মোরা হয়ে সিমেরন যাওয়াই ওর জন্য সব থেকে ভাল হবে। ওখানে অনেক গরু পাওয়া যাবে।

গ্লোরিয়েটায় আবার সান্তা ফের ট্রেইল পাশ কাটিয়ে টাউনের দিকে রওনা হলো ইভান যেভাবে সে ল্যাস ভেগাস ছেড়ে পালিয়েছে তাতে জানা কথা

অনেকেই ওকে কাপুরুষ বলে মনে করবে। কিন্তু ইভান জানে সে কাপুরুষ নয় কিন্তু জনমত কীভাবে ঠেকাবে সে?

কিন্তু ওগুলো এখন অতীত। সিমেরনে পৌঁছে গরু কিনে রেলে তুলে দিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে সু-এর কাছে ফিরে যাবার পথ ধরবে।

সু···

কখনও থামছে কখনও চলছে ইভান। যতটা সম্ভব প্রধান ট্রেইল থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছে

ই-টাউনের দক্ষিণে দেখল একটা ঘোড়া দ্রুত এগিয়ে আসছে। পথ ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াল ইভান

রোন ঘোড়াটার মুখের রঙ ঠিক আগুনের মত। পিঠে দুজনকে বইছে ঘোড়াটা। ইভানকে দেখে ওরা থেমে দাঁড়াল

'এই যে বিদেশী—কোথা থেকে আসছ?'

'সান্তা ফে,' জবাব দিল ইভান।

লোক দুজনের বয়স কম। গুণ্ডার মত চেহারা। একজনের হাতে আবার একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা রয়েছে।

'পথে কারও সাথে দেখা হলো?'

'না, কাউকে দেখিনি।'

'সম্ভবত অনেক লোককেই দেখবে। এতক্ষণে অনেকেই আমাদের পিছু নিয়েছে।' ওদিকে এলিজাবেথ টাউনে আমরা কিছু গোলাগুলি করেছি, হ্যাল একটু চোট পেয়েছে। ওর ঘোড়াটাও মারা পড়েছে। ঘোড়াটা চমৎকার ছিল।

'জেফ,' বলল হ্যাল, 'অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করেছ? লোকটার কোমরে পিস্তল নেই!'

'খারাপ এলাকা,' মন্তব্য করল জেফ। তোমার জায়গায় হলে আমি পিস্তল রাখতাম। কার সাথে দেখা হবে কিছুই বলা যায় না।'

কাঁধ ঝাঁকাল ইভান। 'আমি পিস্তল নিয়ে বেড়াই না। আমার মতে সাথে পিস্তল থাকলেই ঝামেলা বাড়ে।'

'ওর কথা শুনছ, জেফ? ওর কাছে কোন পিস্তল নেই

'হয়তো পিস্তল থাকলে গোলমালের সম্ভাবনা বাড়ে,' বলে উঠল জেফ। 'কিন্তু মাঝেমাঝে না থাকলেও ঝামেলায় পড়তে হয়।' হঠাৎ পিস্তল বের করল সে। 'ঘোড়া থেকে নামো।'

'এই যে শোনো। আমি—'

'নামো, নইলে গুলি করে তোমাকে নামাব। দ্বিতীয়বার আর বলব না।'

হ্যাল ওর দিকে চেয়ে হাসছে। ওর শুকনো খোঁচাখোঁচা দাড়িওয়ালা মুখে ব্যঙ্গের চিহ্ন সুস্পষ্ট। 'যা বলেছে তাই করবে ও। এখন পর্যন্ত চারজনকে খুন করেছে সে—আমার চেয়ে একটা বেশি।'

'এসবের কী মানে?' আপত্তি জানাল ইভান। 'তোমাদের কারও ক্ষতি আমি করিনি?'

কানের লতিটা উড়ে যাবার পর পিস্তল ফোটার শব্দটা ওর কানে এল সব

কিছুই যেন একসাথে ঘটল–আগুনের ঝলক, কানের ব্যথা আর গুলির শব্দ

'আমি বাতাসের সাথে কথা বলছি না, মিস্টার, ঘোড়া থেকে নামো

অত্যন্ত সাবধানে ধীরে ঘোড়া থেকে নীচে নামল ইভান। ভিতরে ভিতরে জ্বললেও তার করার কিছুই নেই ভয় পেয়েছে সে। লোকটা তাকে খুন করতেই চেয়েছিল।

জেফের পিছন থেকে চট করে লাফিয়ে নেমে ইভানের ঘোড়ায় চড়ে বসল হ্যাল। তারপর চড়া গলায় একটা বুনো ডাক ছেড়ে ঘোড়া ছুটাল। বোকার মত ওদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল ইভান।

ওরা যেখানে ইভানের উপর চড়াও হলো সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু গাছপালা থাকলেও সামনের দিকটা একেবারে খোলা প্রান্তর। নিরিবিলি এলাকা, সামনে যতদূর দেখতে পাচ্ছে কিচ্ছু নেই–কোন বাড়িঘর, প্রাণী বা মানুষের চিহ্নও নেই। কিন্তু সে বেঁচে আছে। কোমরে পিস্তল থাকলে হয়তো ওরা তাকে মেরেই ফেলত···অথবা সে ওদের একজনকে খুন করত

একঘণ্টা হাঁটার পরও সে কারও দেখা পেল না। এখনও খোলা প্রান্তরেই রয়েছে ইভান। তবে দূরের পাহাড়টা যেন একটু কাছে এগিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

ওই লোকটা ইচ্ছা করে মিস করেনি। তাকে খুন করতেই চেয়েছিল। পুরো ঘটনাটাই অবিশ্বাস্য আর অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে। ওর কাছে কোন অস্ত্র ছিল না, আক্রমণাত্মক কোন আচরণও সে করেনি–তবু তার ঘোড়া চুরি করে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

ইভান সশস্ত্র থাকলে কি ওরা লুট করতে সাহস পেত? চিন্তাটাকে মনে ঠাঁই দিতে চাইছে না–তবু সন্দেহ আর অনিশ্চয়তা থেকেই গেল।

হঠাৎ খেয়াল করল দূরে একটু ধুলো উড়তে দেখা যাচ্ছে। ওটা যেন কাছে এগিয়ে আসছে। আর একটু কাছে আসতেই দেখতে পেল কয়েকজন লোক প্রচণ্ড বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। ইভানের কাছে এসে ওরা থামল।

ওদের একজন জিজ্ঞেস করল, 'এদিক দিয়ে একই ঘোড়ার ওপর দু'জন লোককে যেতে দেখেছ?'

'ওরা এখন আর এক ঘোড়ার উপর নেই–পিস্তল দেখিয়ে আমার ঘোড়াটা নিয়ে গেছে।'

'তুমি দিলে? ওরা খুব খারাপ লোক···ওদিকে একজন লোককে খুন করে পালিয়েছে। আগেও আরও খুন করার রেকর্ড ওদের আছে।'

'আমার উপায় ছিল না। আমার সাথে অস্ত্র নেই।'

অবাক চোখে ইভানের দিকে চেয়ে রইল ওরা। দাড়িওয়ালা লোকটা বলল, 'এদেশে অস্ত্র ছাড়া চলাফেরা করাই ঠিক না। তুমি এক কাজ করো,' জিনের উপর ঘুরে পাহাড়ের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। 'ওই পাহাড়ের ওপাশে–হয়তো মাইল তিনেক হবে–ওখানে একটা ছোট্ট ঘর আর আস্তাবলে দুটো ঘোড়া দেখতে পাবে তুমি।

'ওখান থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে সিমেরন যাও। টেবিলের ওপর একটা নোট লিখে রেখো···আন্দ্রেজের কেবিন ওটা–বুড়ো বুঝবে। ঘোড়াটাকে সিমেরনের আস্তাবলে রেখে দিলেই চলবে।'

ওরা চলে যাবার পর আবার একা হলো ইভান।

সন্ধ্যা নাগাদ আন্দ্রেজের কেবিনে পৌঁছল। খোঁয়াড়ে দুটো ঘোড়া আছে বটে, কিন্তু কোন জিন নেই। এর আগেও জিন ছাড়া ঘোড়ায় চড়েছে ইভান। দড়ি দিয়ে লাগাম তৈরি করে ঘোড়ার পিঠে উঠল। রওনা হতে যাবে, এই সময়ে টেবিলের উপর নোট লিখে রাখার কথা মনে পড়ায় আবার নামল।

কাগজে লিখে কাগজটা একটা রূপার ডলার দিয়ে চাপা দিয়ে রাখল। মুখটা চুলকাচ্ছে, হাত দিয়ে দেখল কানের লতির ক্ষত থেকে কিছুটা রক্ত বেরিয়ে শুকিয়ে রয়েছে। রুমাল বের করে ওটা মুছে ফেলল।

খুব অল্পের উপর দিয়ে সে বেঁচে গেছে। এটা নেহাৎ ভাগ্য যে ওই গুলিতে ইভান মারা পড়েনি। একান্ত খেয়াল বশেই জেফ আর দ্বিতীয়বার গুলি ছোঁড়েনি। এত কাছে থেকে পরেরবার সে কিছুতেই মিস করত না।

ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল ইভান। এখানে কেউ তাকে খুন করে সবকিছু লুটে নিলেও কিছুই করার নেই। কাগজপত্র সব নিয়ে গেলে তার পরিচয়ও কেউ জানবে না—এখানে সে কেন এসেছে তাও জানবে না। অর্থহীন মৃত্যুর কত কাছাকাছি সে পৌঁছেছিল ভাবতেই গা শিরশির করছে। একটা নামহীন কবরে পচত তার মৃতদেহ। বাড়িতে কেউ কোনদিন জানতেও পারত না তার ভাগ্যে কী ঘটেছে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ইভান। এই দেশে আর নয়—প্রথম স্টেজ-কোচ আর প্রথম যে ট্রেনটা যাবে, তাতেই চেপে পুবে ফিরে যাবে। তারপর ওখানেই সভ্য লোকসমাজে বাস করবে।

কয়েক মিনিট ধরেই পিছন থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ইভানের কানে আসছে। ফিরে চেয়ে দেখল একটা হালকা-বাদামী রঙের ঘোড়ায় চড়ে একজন আরোহী আসছে। ওই ঘোড়াটাই আন্দ্রেজের খোঁয়াড়ে দেখেছিল ইভান। ওর পিঠে লম্বা এক বুড়ো সিধে হয়ে বসে আছে। লোকটার গোঁফ সাদা—চোখ স্বচ্ছ নীল।

'হ্যালো, স্কিনার!' চেঁচিয়ে বলে উঠল সে। 'আমি আন্দ্রেজ। ডলার রেখে আসার কোন দরকার ছিল না। এদেশে ঘোড়ার দরকার হলে কাউকে জানালেই হলো।'

'ধন্যবাদ।' সংক্ষেপে ঘোড়া কীভাবে খোয়া গেল জানাল ইভান।

'খুনী, বর্বর ওরা। তবে সাথে অস্ত্র রাখা উচিত ছিল—থাকলে ওরা কখনোই এতটা সাহস পেত না।'

'পসি দলটা কি ওদের ধরতে পারবে?'

'ওদের? নাহ্—আর ধরতে পারবে না। এখন দুটো ঘোড়া রয়েছে ওদের—তা ছাড়া ওরা পাহাড়ী লোক। এখান থেকে পশ্চিমের ওই পাহাড়ী এলাকায় ঢুকে গেলে ওদের আর কেউ খুঁজে পাবে না।'

আড়চোখে ইভানের দিকে চাইল আন্দ্রেজ। 'তুমি কি এদিকে র‍্যাঞ্চ করবে বলে ভাবছ?'

'না, গরু কিনতে এসেছিলাম। কিন্তু গত কয়েকদিনে যা ঘটেছে তাতে এখান থেকে যত জলদি সম্ভব সরে পড়তে পারলে বাঁচি।'

নীরবেই ইভানের পাশাপাশি ঘোড়া চালাচ্ছে আন্দ্রেজ। কিছুদূর যাবার পর সে বলল, 'এই এলাকাটা ভাল। এখনও কচি–কেবলমাত্র গড়ে উঠছে ভবঘুরে আর বুনো প্রকৃতির মানুষ আকৃষ্ট হয়ে এদিকে আসে। কেউ কেউ এখানেই আস্তানা গেড়ে ভাল বাসিন্দা হয়–কিন্তু কিছু মানুষ বর্বরই থাকে। তোমাদের পুবেও ওরা আছে।'

'এখানকার মত না।'

'ওরাও একই রকম···পুলিশ, আইন-আদালত, আর তোমাদের সমাজটা সুশৃঙ্খল বলেই ওরা খারাপ কাজ করতে সাহস পায় না। কিন্তু এটা জেনো, রাস্তা দিয়ে পাঁচটা লোক হেঁটে গেলে তার মধ্যে দুজনই হচ্ছে বর্বর। হয়তো এটা তারা নিজেরাও জানে না–কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে ওদের স্বরূপ প্রকাশ পাবে। জঙ্গলের এটাই নিয়ম।'

'এখানে স্থানীয় আইন ছাড়া আর কিছুই নেই। যতক্ষণ না কোন শক্ত লোকের পাল্লায় পড়ে বা লোকজন একত্র হয়ে শান্তির ব্যবস্থা না করে, ততক্ষণ পাজি লোক যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। এইজন্যেই এদেশে থাকতে হলে তোমার অস্ত্রের দরকার।'

'অস্ত্র ঝামেলার সৃষ্টি করে।'

'ভাল,' আন্দ্রেজ শুকনো কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু আমি তো দেখছি অস্ত্র না থাকাতেই তুমি বিপদে পড়লে।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'চোর-ডাকাত আর খুনীদের কাছে অস্ত্র থাকবে, তাই ভাল মানুষও যদি সাথে অস্ত্র না রাখে তবে খারাপ লোকের জন্যে কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। তবে এটা তোমার নিজস্ব ব্যাপার। তুমি নিজের নীতিতে অটল থাকলেও কারও বলার কিছু নেই।

সিমেরনের কাছে এসে পড়েছে ওরা। এখনও রাত হয়নি, তবু একটা দুটো করে বাতি জ্বলে উঠছে।

'সেইন্ট জেইমস-এ যাও,' উপদেশ দিল আন্দ্রেজ। 'ওখানে প্রতি রাতেই গরু ব্যবসায়ীরা তাস খেলার জন্যে জড়ো হয়। গরু তুমি পাবে–কিন্তু সাথে পিস্তল না থাকলে একটু নরম সুরে কথা বোলো। আর হুইস্কি ছুঁয়ো না।'

গোসল আর ডিনার সেরে এখন ইভানের খুব ভাল লাগছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে টাই ঠিক করে নিল। ভাগ্য একটু প্রসন্ন হলে কয়েক দিনের মধ্যেই নিউ ইয়র্কে পৌঁছে যাবে সে।

সেইন্ট জেইমস-এর সেলুনে বিশেষ ভিড় নেই। এখনও সবার আসার সময় হয়নি। তবে বেশির ভাগ ব্যবসায়ীক লেন-দেন এই সময়েই হয়। ইভান জানে পশ্চিমের সেলুন শুধুমাত্র মদ খাওয়ার জায়গাই নয়–ট্রেইলের খবর, ভাল ঘাস কোথায় আছে, ইন্ডিয়ানদের মনোভাব, ব্যবসা, রাজনীতি; সবই ওখানে আলোচিত হয়।

সেলুনের মালিক ডাচ অ্যাকিনের কাছে নিজের পরিচয় দিল ইভান। 'আমি কিছু গরু কিনতে চাই, মিস্টার অ্যাকিন। আমার নাম ইভান স্কিনার। আপনার জানাশোনা কেউ যদি–'

'মিস্টার স্কিনার'–নামটা শুনে অ্যাকিনের মুখের ভাব একটু আড়ষ্ট হলো–'কোথায় পাওয়া যেতে পারে তা আমি জানি, কিন্তু ওখান থেকে কেনার পরামর্শ আমি দেব না।'

অবাক হয়ে ইভান জিজ্ঞেস করল, 'কেন? আমি তো গরু কিনতেই সিমেরনে এসেছি।'

'আমি বিদেশী হলেও এখানকার রীতিনীতির সাথে পরিচিত। গরু কেনা সহজ হবে, কিন্তু সেগুলো রেল-রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্যে লোক পাওয়া যাবে না।'

'কী বলছেন, বছরের এই সময়ে লোক পাওয়া যাবে না?'

'লোক আছে, কিন্তু তোমার অধীনে ওরা কাজ করবে না। আশা করি অপরাধ নেবে না, আমি সত্যি কথাই বলছি—পশ্চিমে কোন কথাই গোপন থাকে না। ব্যারি ব্লেডের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা না করে তুমি কীভাবে পালিয়েছ, এ নিয়ে এই বারেও আলোচনা হয়েছে।

'কিন্তু কাজের লোক ভাড়া করার সাথে এর সম্পর্ক কী?'

'এখান থেকে রেলরাস্তা অনেক দূরের পথ। যে এলাকা দিয়ে যেতে হবে সেখানে প্রায়ই শাইয়্যান, কোমাঞ্চি আর কিওয়ারা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। কঠিন এলাকা। তার ওপর পানির অভাব, ধূলিঝড়, স্ট্যামপিড ছাড়াও আরও অনেক বিপদ আছে। যার সাহস সম্পর্কে লোকজনের সন্দেহ আছে, তার নেতৃত্বে কেউ ঝুঁকি নিতে রাজি হবে না।'

সরাসরি এমন একটা অভিযোগ ইভানের মনে প্রচণ্ড আঘাত হানল। পুরো এক মিনিট সামনের কফি-কাপটার দিকে চেয়ে থাকল। শেষ পর্যন্ত মুখ তুলে বলল, 'মিস্টার অ্যাকিন, আমি কাপুরুষ নই। মানুষ খুন করতে চাই না বলেই পিস্তল সাথে-রাখি না।'

'খুনাখুনি আমিও পছন্দ করি না, কিন্তু এই কামরাতেই ছাব্বিশ জন লোক গুলি খেয়ে মরেছে। পিস্তল হাতে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস যার নেই, তার সাথে এখানকার কেউ ক্যাটল-ড্রাইভে যাবে না।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার অ্যাকিন,' বলল ইভান। ওর গলাটা ফ্যাসফ্যাসে শোনাল।

কফি কাপের দিকে চেয়ে একা বসে রইল ইভান। কাপের কফি ঠাণ্ডা হচ্ছে।

তিন

কিছুক্ষণ পর ইভানের নিরাশ ভাবটা কেটে গেল। হার সে মানবে না। বিক্রির জন্য যদি গরু থাকে, সে কিনবে। তারপর যে-ভাবেই হোক মার্কেটে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে।

কপাল ভাল জেফ আর হ্যাল কেবল ঘোড়া আর খাবার নিয়েই তাকে রেহাই দিয়েছে—সব কেড়ে নেয়নি।

এরপর সে কোন পথে এগোবে, বসে বসে সেই কথাই ভাবছিল ইভান। একটা বিয়ারের গ্লাস হাতে করে আন্দ্রেজ ওর টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। 'বসতে পারি?'

'নিশ্চয়।'

'কাজ কিছু এগোল?'

'না। মিস্টার অ্যাকিন বলছেন গরু কিনলেও আমি গরু খেদিয়ে নিয়ে যাবার লোক জোগাড় করতে পারব না।'

'তা হলে এখন কী করবে?'

অল্পক্ষণ ভেবে সে জবাব দিল, 'মিস্টার আন্দ্রেজ, গরু আমি কিনব, নিয়েও যাব। কাজের লোক না পেলে গরু নিয়ে আমি একাই রওনা হব।'

শব্দ করে হাসল আন্দ্রেজ। 'হয়তো তোমাকে তাই-ই করতে হবে। সত্যিই কিনতে চাইলে তোমাকে আমি লোক চিনিয়ে দিচ্ছি। বারে দাঁড়ানো বিশাল লোকটাকে দেখছ–যার ঘড়ির চেইনে একটা ভালুকের দাঁত ঝুলছে? ওর কাছে বিক্রি করার মত পাঁচ-ছয়শো গরু আছে। ওর ডান পাশে দাঁড়ানো লী ডওবারের কাছে আছে আট-নয়শো। ওদের সাথে তুমি কথা বলে দেখতে পারো।'

'ধন্যবাদ।'

'আর একটা কথা, ওদিককার টেবিলে বসা লম্বা সুশ্রী লোকটাকে দেখছ–ওর নাম ফেবিয়ান প্রেস্টন। ওর কাছেও সাত-আটশো গরু আছে, কিন্তু ওগুলো না কেনাই ভাল।'

'কেন?'

'ফেবিয়ান একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। হাসিখুশি, অমায়িক ব্যবহার···একটু বেশি মাত্রায় বন্ধু-সুলভ। প্রায়ই প্রচুর গরু বিক্রি করে লোকটা। কিন্তু ওর স্টক কমতে দেখা যায় না–মনে হয় যেন ওর গরুগুলো এক একবারে তিনটে করে বাচ্চা দেয়।'

'প্রশ্ন উঠতে পারে এমন ব্র্যান্ডের গরু আমি চাই না।'

'ফেবিয়ানের মার্কা-মারা গরু নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলবে না। আগে ছাপ মারা হয়েছে এমন কোন গরুর ওপর সে দ্বিতীয়বার মার্কা বসায় না।'

বিয়ারের গ্লাসটা টেবিলের উপর ঘোরাতে ঘোরাতে আন্দ্রেজ বলল, 'কেন জানি না, তোমাকে আমার ভাল লাগে। ফেবিয়ান সম্পর্কে তোমাকে যা বললাম এটা ওর কানে গেলে আমার বিপদ আছে–খুনও হয়ে যেতে পারি।'

'আমার কাছ থেকে এসব কথা বেরোবে না।'

দুজনেই কয়েক মিনিট নীরবে বসে থাকার পর ইভান বলল, 'আমি কী করব তা ঠিক করে ফেলেছি।'

'কী?'

'ওই লোক দুটোর কাছ থেকে গরু কিনে ফেবিয়ানকেই ক্যাটল-ড্রাইভের জন্যে নিযুক্ত করব।'

কতক্ষণ অবাক হয়ে ইভানের মুখের দিকে চেয়ে থেকে হাসতে শুরু করল আন্দ্রেজ। 'বাছা, তোমার নার্ভ আছে বটে। অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে সাবধান, বাড়তি লাভের আশা না থাকলে ফেবিয়ান কোন চুক্তির মধ্যে যাবে না।'

সময় নষ্ট করে লাভ নেই। ব্যারি ব্লেডের সাথে ফাইট এড়িয়ে যাওয়ার কথাটা যখন ছড়িয়ে পড়েছে তখন হয় তাকে দেশ ছাড়তে হবে–আর নইলে তাকে লড়ে প্রমাণ করতে হবে সে কাপুরুষ নয়। টেবিল ছেড়ে উঠে কামরার ওপাশে

ফেবিয়ানের দিকে এগোল ইভান।

গরুর মালিক দুজনও ফেবিয়ানের সাথে একই টেবিলে বসেছে। ওকে টেবিলের কাছে এসে থামতে দেখে সবাই মুখ তুলে তাকাল।

'ফেবিয়ান প্রেস্টন? আমি ইভান স্কিনার।'

অলসভাবে চোখ তুলে তাকাল ফেব। 'তোমার কথা আমার জানতে বাকি নেই।'

'তা হলে ব্যারি ব্লেডের ঘটনা তোমার কানেও পৌঁছেচে? সহজ কথা হচ্ছে, যারা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে মারপিঠ বাধায়, সেই সব টম, ডিক আর হ্যারিকে ঘুরে ঘুরে গুলি করে বেড়াবার মত সময় আমার নেই। আমি এখানে গরু কিনতে এসেছি। শুনলাম তোমার আর এই দুজন ভদ্রলোকের কাছে বিক্রি করার মত গরু আছে। এও শুনলাম যে আমি নাকি রেল-রাস্তা পর্যন্ত গরু নিয়ে যাবার জন্য লোক পাব না। কিন্তু কথাটা আমি বিশ্বাস করি না।'

'তোমাদের কাছে বেচার মত যা গরু আছে সেগুলো সবই আমি ক্যাশ টাকা দিয়ে কিনতে চাই। এই কামরায় আর যারা আছে, তাদের গরুও আমি একই শর্তে কিনতে রাজি আছি।'

'গরুগুলো মার্কেটে কীভাবে নেবে?' বলতে গেলে নিজের জায়গা থেকে প্রায় নড়েইনি ফেব। চেয়ারে হেলান দিয়ে মাথা উঁচু করে ইভানের দিকে চেয়ে ঠাণ্ডা চোখে ওকে জরিপ করে দেখছে।

'লোকের মুখে শুনেছি তুমি একজন ধূর্ত ব্যবসায়ী। তোমাকে বিশ্বাস করা ঠিক না।' কামরার সবাইকে শুনিয়ে চড়া গলায় কথা বলছে ইভান। সবাই ওর কথা শুনছে। 'শুনেছি তোমার সাথে কেউ ব্যবসার কোন চুক্তিতে গেলে তার সবই খোয়া যায়। আমি তা বিশ্বাস করি না।'

কথা শুনে ফেবিয়ানের মুখের ভাব একটু আড়ষ্ট হলো, কিন্তু ইভানের মুখের উপর থেকে ওর চোখ সরল না।

'তুমি বিশ্বাস করো না?'

'না। তাই আমি তোমাকেই প্রস্তাব দিচ্ছি আমার গরুগুলো রেল-রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে গেলে বিক্রি করে আমি যা টাকা পাব তার তিন ভাগের এক ভাগ তোমাকে দেব।'

সেলুনের সবাই চুপ করে ওদের কথা শুনছে। এতক্ষণে শব্দ করে হেসে উঠল ফেবিয়ান। 'বসো,' বলল সে, 'তোমার জন্যে এক গ্লাস মদের অর্ডার দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে, আমিও তোমাকে এক গ্লাস খাওয়াব।'

ইভান বসল। ফেবিয়ানের কালো চোখ দুটো চকচক করছে। যেন মজা লুটছে।

'তোমার ধারণা আমি ঠকাব না?'

'হ্যাঁ। আমি জানি, কথা দিলে তোমার কথার নড়চড় হবে না।'

কৌতূহলী চোখে ইভানকে কিছুক্ষণ দেখে ফেব বলল, 'হয় তুমি বোকার হদ্দ, নয় দারুণ চালাক। ঠিক আছে, কে চালাক আর কে বোকা সেটা পরে বিচার হবে। তোমার ধারণা আমি সৎ–আর আমার মনে হচ্ছে তোমার ভিতরে কঠিন মাল আছে।

'ঠিক আছে, তোমার শর্তে আমি রাজি আছি···তবে তোমাকেও আমাদের

সাথে যেতে হবে। আর, শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে হবে। মাঝপথে দল ছেড়ে পালালে পুরোটাই আমার হয়ে যাবে।' ফেব হাসছে। ওর চোখে বিদ্রূপ। 'আমার শর্তে রাজি থাকলে বলো–নইলে ব্যবসার কথা এখানেই শেষ।'

বোতলটা ফেবের দিকে ঠেলে দিল ইভান। 'তোমার ড্রিঙ্ক ঢালো–এখন থেকে আমরা পার্টনার।'

'আমার শর্তে রাজি আছ তুমি?'

'অবশ্যই।'

'মিস্টার লী ডওবার, এবার গরুর কথায় আসা যাক।' ফেবের সঙ্গীদের দিকে ফিরল ইভান।

একঘণ্টা কথা চলল। কথার শেষে বাইশশো গরুর মালিক হলো ইভান। পরদিনই সে ব্যাংক ড্রাফট ভাঙিয়ে সবার টাকা শোধ করে দিল।

কপাল ভাল থাকলে গরু নিয়ে রেল-রাস্তার শেষে পৌঁছতে ওদের তিরিশ দিন লাগবে। যদি ঠিকমত পৌঁছতে পারে তবে অন্তত পঞ্চাশ হাজার ডলার দাম পাওয়া যাবে। অর্থাৎ ছত্রিশ হাজার ডলার লাভ হবে। কিন্তু পৌঁছতে না পারলে সবটাই লোকসান।

সময় কত লাগবে সেটাই আন্দাজ করার চেষ্টা করছে ইভান। সে জানে রেল-রাস্তা পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু কতটা এগিয়েছে তার জানা নেই। কথাটা ফেবের জানা আছে কিনা জানে না ইভান।

ডজ সিটি পর্যন্ত এসে অনেক দিন টাকার অভাবে রেল-লাইন বসানোর কাজ বন্ধ ছিল। ইদানীং আবার কাজ শুরু হয়েছে। দিনে প্রায় এক মাইল করে রেল-লাইন বসানো হচ্ছে। কিন্তু খবরটা নিজের ভিতরই গোপন রাখতে চায় ইভান–ফেবকে জানাবার ইচ্ছা ওর নেই।

ফেবিয়ান সম্পর্কে কোন অলীক ধারণা ইভানের নেই। সে জানে লোকটা অত্যন্ত চতুর আর খল। এটা ঠিক যে লোকটার প্রচণ্ড আত্মসম্মান বোধ আছে। ইভান কৌশলে ওটাকেই নাড়া দিয়েছে।

শুয়ে শুয়ে ভাবছে ইভান: জুয়া খেলায় নেমেছে ফেব। যে জিতবে সে-ই সব পাবে। এতদূর পথ ইভান টিকতে পারবে না বলেই ওর ধারণা। সন্দেহ নেই, ইভানের জন্য যাত্রাটা যতদূর সম্ভব দুর্বিষহ করে তুলবে ফেবিয়ান। এভাবে কাজটা করা কিছুটা বোকামিই হয়েছে–মনে মনে স্বীকার করল ইভান। এ-ছাড়াও ব্যারি ব্লেডের সাথে তার মোকাবিলা এড়িয়ে যাওয়াটাও কাউ-হ্যান্ডরা কেউ ভাল চোখে দেখবে না।

যা টাকা এনেছে তাতে নিজের কিছু টাকা থাকলেও বেশিরভাগই গ্যারেটের। অন্যের টাকায় এতটা ঝুঁকি নেওয়া কি ঠিক হচ্ছে? ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে বুঝতে পারছে বোকামি হয়ে যাচ্ছে।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই তাড়াতাড়ি নাস্তা সেরে আস্তাবলে গিয়ে দুটো ঘোড়া কিনল ইভান। দুটোই চমৎকার ঘোড়া। ওর আগ্রহ দেখে আস্তাবলের মালিক ঘোড়ার জন্য চড়া দাম আদায় করল। ঘোড়ার সাজ আর একটা পুরোনো জিনও কিনল সে। জেনারেল স্টোর থেকে গুটানো বিছানা, কম্বল, বর্ষাতির সাথে

আরও টুকিটাকি কিছু জিনিসপত্র কিনল।

'একটা পিস্তলও কিনে নেওয়া তোমার উচিত।' পরামর্শ দিল দোকানি।

হেসে মাথা নাড়ল ইভান। 'পিস্তল আমার দরকার পড়বে বলে মনে হয় না,' বলল সে। 'তবে একটা উইনচেস্টার রাইফেল আমি কিনব, কোনদিন মোষ শিকার করিনি–হয়তো মাংসের দরকার হতে পারে।'

একটা উইনচেস্টার আর চারশো গুলি কিনল সে। বলল, 'প্র্যাকটিস করার জন্যে বেশি গুলি নিলাম।' দোকানি জানে না, পিস্তল আর রাইফেলে ইভানের জুড়ি পাওয়া যাবে না। বাপের সব গুণই সে পেয়েছে। বাপের চেয়েও ভাল পারে–কিন্তু ব্যবহার করতে নারাজ।

দোকানি উপদেশ দিল, 'গরুর দলের কাছাকাছি প্র্যাকটিস করতে যেয়ো না–স্ট্যামপিড শুরু হয়ে যেতে পারে।'

ভাবতে গিয়ে এই প্রথমবার বাবাকে নতুন করে চিনল ইভান। নিজে একই পরিবেশে পড়ার আগে বাবাকে সে পুরোপুরি চিনতে পারেনি।

সব গরু সিমেরনের পুবে ভারমেজো নদীর ধারে জড়ো হবার কথা। ওখান থেকেই যাত্রা শুরু হবে।

ভারমেজো ক্যাম্পের দিকে রওনা হলো ইভান। এরই মধ্যে অনেক গরু জমা হয়েছে ভারমেজোর ক্যাম্পে। পাশ দিয়ে যাবার সময়ে ইভান কথা বললেও লাল চুলওয়ালা একজন কর্মচারী ওকে উপেক্ষা করে কোন জবাব দিল না।

সাপ্লাই ওয়্যাগনের কাছে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামল ইভান। নিজের বেড-রোলের উপর হেলান দিয়ে ইভানের দিকে চেয়ে হাসছে ফেবিয়ান। ইভান এগিয়ে যেতেই একজন লোক ওয়্যাগনের পিছন থেকে বেরিয়ে থমকে দাঁড়াল। অপেক্ষা করছে সে।

লোকটা ব্যারি ব্লেড।

চার

মুহূর্তের জন্য সব যেন স্থির হয়ে গেল। বুকের পিটুনি বেড়ে গেছে টের পাচ্ছে ইভান। মুখের ভিতরটাও শুকিয়ে আসছে। কিন্তু যখন কথা বলল ওর গলা থেকে পরিষ্কার স্বাভাবিক স্বর বেরোল। 'হ্যালো, ব্যারি, কফি চলবে?'

ব্যারিকে এখানে দেখবে এটা মোটেও আশা করেনি ইভান। তবে ফেবের কাছ থেকে সবই আশা করা যায়। এতেই আঁচ করা যায় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ফেব কতদূর যেতে পারে।

'কফিতে আপত্তি নেই আমার,' বলল ব্যারি।

কফি পটটা তুলে নিয়ে প্রথমে ব্যারির কাপে ঢেলে নিজের কাপটাও ভরে নিল ইভান। 'সেই রাতের ঘটনার জন্যে আমি দুঃখিত,' বলল ইভান। 'কিন্তু ওই

সামান্য কারণে তোমাকে মেরে ফেলা বা নিজে মরার কোন মানে হয় না।'

অস্বস্তিভরে কাঁধ ঝাঁকাল ব্যারি। মদ না খাওয়া অবস্থায় লোকটা একেবারে ঠাণ্ডা। কোন কাজ থাকলে নীরবে কাজ করবে–কম কথার মানুষ। 'ওসব কথা ভুলে যাও, তোমার সাথে আমার কোন বিবাদ নেই।'

উঠে বসল ফেবিয়ান। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না সে হতাশ হলো কিনা। তবে ইভানের সন্দেহ হচ্ছে। ওরা দুজনে মারপিট করে মারা গেলেই ফেবের লাভ হত সবচেয়ে বেশি।

'তুমি দেখছি দুটো ঘোড়া নিয়ে এসেছ। তবে দুটোয় কাজ হবে না আরও দরকার পড়বে।'

'আমার ধারণা ছিল তুমি আমার জন্যে বিশেষ কিছু ঘোড়া তৈরি রাখবে। তাই আমি কেবল দুটোই কিনেছি।'

'আমি যে ঘোড়া ঠিক করে দেব তাতে চড়বে তুমি?'

'চেষ্টা করতে আমার আপত্তি নেই।'

ব্যারি ব্লেডের মুখোমুখি হলে কী ঘটে দেখার জন্য অনেকেই এগিয়ে এসেছিল। এখন ওরা আবার যে যার কাজে ফিরে গেল।

ঘোড়ায় চড়ে দুই পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে গরু এনে জড়ো করতে সাহায্য করল ইভান। এগুলো সবই ফেবিয়ানের গরু। মার্কাগুলো ভাল করে খেয়াল করল–ছাপগুলো নতুন, কিন্তু কারচুপির কোন চিহ্ন ওর চোখে পড়ল না।

পরবর্তী কয়েক দিন সব গরু একসাথে জড়ো করার কাজ চলল। প্রচুর খাটল ইভান। জীবনে এত পরিশ্রম কোনদিন করেনি। ভোর হওয়ার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে সাপার খাওয়ার পর বিছানায় গিয়েছে। মাঝে মাঝে নাইট-গার্ডের কাজও ওকে করতে হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার, রাতের বেলা ঘোড়ায় চড়ে ঘুমন্ত গরুগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময়ে সু বা পুবের কথা তার মনে পড়েনি। বাবার মৃত্যুর আগে ছেলেবেলার কথাই মনে পড়েছে।

মনে পড়ে গরমের সময়ে স্তব্ধ শহরের কথা। অনেকদিন বৃষ্টির অভাবে রোদে ঝলসানো খয়েরি রঙের মাঠ। সূর্য ডোবার পর কোয়েলের ডাক।

ইন্ডিয়ান যারা ওদের বাসায় আসত তাদের কথাও ওর মনে পড়ে। বাবা নিজের হাতে খাবার বয়ে নিয়ে ওদের খাওয়াত।

ইভানের ধারণা তাদের পুরোনো র‍্যাঞ্চটা ওখান থেকে আরও পুবে কোথাও হবে। ছয় বছর বয়সের বাচ্চার দিক সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকার কথা নয়।

হঠাৎ গর্তটার কথা ওর মনে পড়ে গেল। প্রায় ছয় বছর বয়সে বাড়ির কাছেই ঝর্নার পাশে খেলতে গিয়ে ওটা আবিষ্কার করেছিল। সহজে ওটা কারও চোখে পড়বে না। কার্নিসের মত একটা পাথর বেরিয়ে আছে পাহাড় থেকে। ওটাই গর্তটাকে আড়াল করেছে। অন্ধকার গর্তটার ভিতরে দাঁড়িয়ে হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে ছাদ ছুঁতে পারল না। পরে আরও বড় লাঠি এনেও ছাদ ছুঁতে পারল না বটে, কিন্তু বাম দিকের দেয়ালটা স্পর্শ করতে পেরেছিল। পানির ধারাটার ডান দিকে শক্ত পাথরের মেঝে রয়েছে।

গর্তটার নাম দিয়েছিল 'গোপন গুহা'। বাবাকেও ওটার কথা জানিয়েছিল।

এতদিন হয়ে গেল, প্রায় বিশ বছর 'গোপন গুহার' কথা এরমধ্যে আর ইভানের মনে পড়েনি।

কাউকে অর্ডার করছে না ইভান। কিছু করার দরকার হলে নিজেই করে নিচ্ছে–অথবা ফেবিয়ানকে জানাচ্ছে। দলে ফেবের কোন বন্ধু নেই, তবে ইভানের সাথে মাঝে মধ্যে এটা-ওটা আলাপ করেছে সে। লোকটার অতীতের কিছু না জানলেও ইভানের মনে হয়েছে লোকটা শিক্ষিত। কিন্তু নিজে থেকে মুখ খোলেনি ফেব–ইভানও যেচে জিজ্ঞেস করেনি।

দলের সবাই ইভানকে এড়িয়ে চলে। আশ্চর্য ব্যাপার, শেষ পর্যন্ত ব্যারি ব্লেডের সাথেই ওর কিছুটা ভাব গড়ে উঠেছে।

অপ্রত্যাশিত ভাবেই ঘটনার শুরু। ক্যাম্পে ফিরছিল ইভান, এই সময়ে লক্ষ করল আর একজন আরোহী এমন পথে এগোচ্ছে যে দুজনের দেখা হবেই। কাছে আসার পর যখন দুজনে দুজনকে চিনতে পারল তখন আর এড়িয়ে যাবার সময় নেই। লোকটা ব্যারি।

'চমৎকার এলাকা,' মন্তব্য করল ইভান।

জবাবে ব্যারি কেবল ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল। তারপর এক মিনিট নীরবতার পর বলল, 'বেশি নিশ্চিন্ত হয়ো না, সাংঘাতিক লোক ফেবিয়ান। ওর হয়ে কাজ করতে সাধারণত ঝামেলা হয় না, কিন্তু শান্ত জীবন কাটানোর চেয়ে গোলমাল পাকানো ওর বেশি পছন্দ।'

'লোকটাকে বোঝা কঠিন।'

'তা ঠিক,' শুকনো স্বরে সায় দিল ব্যারি। 'কিন্তু গরুর ব্যাপারে ওর চেয়ে বেশি কেউ জানে না–ট্রেইলেও সে ভাল।' একটু চুপ করে থেকে ব্যারি আবার বলল, 'স্কিনার, আমি এর মধ্যে নাক গলাতে চাই না, কিন্তু তোমার ভালর জন্যেই বলছি, গোলমাল দেখলেই কেটে পড়ো। তোমাকে সে নির্ঘাত বিপদের মধ্যে নিয়ে ফেলবে।'

'আবার ধন্যবাদ।' পাশাপাশি চলেছে ওরা। 'ব্যারি, তোমার কি মনে হয় আমি কাপুরুষ? ফাইটের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি না আমি, নিছক কৌতূহলবশেই জিজ্ঞেস করছি।'

দাঁত বার করে হাসল ব্যারি, তারপর শান্ত স্বরেই বলল, 'না, এখন আর আমার তা মনে হয় না। তবে তুমি কোন অস্ত্র সাথে রাখো না বলে অনেকেই তাই ভাবে। বিশ্বাস করো, এতেও নিজেকে ঝামেলা মুক্ত রাখতে পারবে না তুমি।'

'কিন্তু আমরা দুজনেই বেঁচে আছি, ব্যারি।'

'হ্যাঁ, তুমিও হ্যাকড়ামি করলে দুজনের একজন মারা পড়তাম, কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। ওই ডাকাত দুজনের হাত থেকে তুমি কপাল জোরে বেঁচে গেছ···তোমাকে দেখামাত্র ওরা আবার গুলি করবে।'

ওদের দুজনকে একসাথে ক্যাম্পে ঢুকতে দেখে কয়েকজন ফিরে তাকাল। কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। ফেবও না হেসে গম্ভীর মুখেই ব্যাপারটা লক্ষ করল।

খেতে খেতে হঠাৎ প্লেটটা নামিয়ে রেখে ফেব বলল, 'বাইশশো গরু জড়ো

হয়েছে। তোমার আরও দরকার?'

'না···এবার রওনা হওয়া যায়।'

'আগামীকাল ভোরে?'

'হ্যাঁ।'

'ডজ সিটি?'

'না।'

সবাই অবাক হয়ে মুখ তুলে চাইল। ইভানের মনে হলো ফেবিয়ানই সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছে। এর আগে পর্যন্ত ইভান গরুর সব রকম দেখাশোনা ফেবের উপরই ছেড়ে দিয়েছিল।

'সেটা তোমার খুশি,' নরম ভাবেই জবাব দিল ফেবিয়ান। 'প্রচুর পানি আর সহজ পথ আরও আছে,' হাসল সে, 'কিন্তু সময় অনেক বেশি লাগবে।'

ওই রাতে আকাশের দিকে চেয়ে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আছে ইভান। ঘুম আসছে না। যেদিক দিয়ে সে গরুর দলটাকে নিয়ে যাবে ঠিক করেছে সেদিক দিয়ে খুব কমই গরু নেওয়া হয়েছে। ওদিকে প্রতি পদক্ষেপে বিপদ।

অন্ধকারে শুয়ে ওর নিজেকে খুব একা বোধ হচ্ছে। কিন্তু মনে পড়ছে, বাবা বলত, 'একাকীত্বে ভয় পেয়ো না, বাছা। যে মানুষ একা চলতে পারে সে-ই সবচেয়ে সবল। কারও ওপর নির্ভর করতে গেলেই তুমি দুর্বল হয়ে পড়বে।'

পাঁচ

ভোরে গরু রওনা করিয়ে দিয়ে ইভান আগে আগে চলল। আকাশে তখনও তারা রয়েছে। সব গরুর গতি সমান নয় বলে ধীরে ধীরে দলটা লম্বা হচ্ছে। আকাশটা ফিকে হয়ে আসছে। ভোরের আলো পড়ে শিঙগুলো চকচক করছে। দু'একটা হেঁটে এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছে; ওদের আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

ঘোড়ার পিঠে ইভানের পাশে চলে এল ফেব। 'গরুর দল লম্বা লাইনে ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের জন্যে কাজ সহজ হয়েছে।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে আবার বলল, 'লম্বা রাস্তাটা কেন বেছে নিলে? ওদিকটা একটু শুকনো হলেও অনেক জলদি পৌঁছানো যেত। ভয় পেয়েছ? নাকি সাবধানী হচ্ছ?'

'হয়তো দুটোই। ঝুঁকি নিয়ে কী লাভ?'

আড়চোখে ইভানের দিকে চাইল ফেব। 'কাউ-হ্যান্ডরা তোমাকে ডরপুক মনে করলে তোমার কিছু আসে যায় না?'

ভিতরের রাগ চড়তে শুরু করলেও নিজেকে সামলে রাখল ইভান। জবাব দেওয়ার সময়ে ওর গলাটা শান্ত শোনাল। 'হ্যাঁ, খারাপ ঠিকই লাগে। এখনও আমার ভিতর যথেষ্ট ছেলেমানুষি রয়ে গেছে–তাই খারাপ লাগে। কিন্তু আমি পুরুষও বটে, তাই এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে যাই না।'

'কিন্তু চূড়ান্ত পরিস্থিতি দাঁড়ালে সেটা এড়াবে কী করে?'

'তেমন অবস্থা দাঁড়ালে তুমিই তা প্রথম জানবে।'

তীক্ষ্ণ চোখে ইভানের দিকে তাকাল ফেব। 'শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই তোমার বাধবে বলতে চাও?'

'তার সম্ভাবনা খুবই কম। গরুগুলো ঠিক মত পৌঁছানোর জন্যে তোমাকে আমার দরকার। মনে রেখো আমি পিস্তলবাজ লোক নই।'

'তোমাকে বোঝা দায়। কথা শুনে মনে হয় তুমি ভীতু নও। কিন্তু কাজে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।'

'ফেব, লম্বা পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে। গরু নিয়ে ঠিকমত পৌঁছতে হলে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। তোমারও মরা চলবে না।'

'যদি গোলাগুলির ঝামেলা আসে?'

'শুনেছি এই এলাকায় তোমার চেয়ে ভাল হাত আর কারও নেই। ওটা সামলানোর ভার আমি তোমার ওপর ছেড়ে দিয়েছি।'

'কিন্তু তুমিও নিশ্চয়ই গুলি ছুঁড়তে জানো। নইলে তোমার প্যাকে উইনচেস্টার রয়েছে কেন?'

'মাংসের জন্য···অনেক খাবার আমাদের দরকার হবে। ঠেকায় না পড়লে নিজের গরু আমি জবাই করতে চাই না।'

'লোকে আমার সম্পর্কে তোমাকে আর কী বলেছে?'

'জানোই তো ওরা কি ধরনের কথা বলতে পারে। বলেছে এই এলাকায় তোমার গরুগুলোই সবচেয়ে ভাল–ওগুলো বছরে তিন-চারটা করে বাচ্চা দেয়।'

দাঁত বের করে হাসল ফেব। 'হয়তো আমারই কপাল ভাল।' পাদানির উপর দাঁড়িয়ে সামনের এলাকাটা ভাল করে দেখল সে। 'তা হলে আমাকে বেছে নিলে কেন?'

'কারণ ওরা আরও বলেছে তুমি মানুষের গরু হয়তো চুরি করতে পারো, কিন্তু তাসে কখনও চুরি করো না। তুমি আর যা-ই করো কথার খেলাপ করো না। বলেছে তুমি দারুণ সাহসী, আর গরু চেনো। সিদ্ধান্ত নিলাম তোমাকেই আমার দরকার।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পিছন দিককার গরুগুলোকে চেক করে দেখতে গেল ফেবিয়ান।

একটু ইতস্তত করে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে এগোল ইভান। এলাকাটা আগে থেকেই দেখে রাখতে চায়। তা ছাড়া ওদিক থেকে কেউ এলে সে-ই প্রথম তার সাথে কথা বলতে চায়। রেল-রাস্তা কতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে, খবরটা জানা ওর জন্য একান্ত জরুরী হয়ে উঠেছে।

একটা ছোট টিলার মাথায় উঠে দূরে পুব দিকে কিছু কালো ছোপ নড়তে দেখল। কয়েকটা ছাড়া-ছাড়া কালো বিন্দুও নড়ছে–ওগুলো মহিষ। কাছে কিছুই নেই।

চমৎকার পরিষ্কার আকাশ···কোন মেঘ নেই। খালি চোখেই বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ঘোড়াটা লাগামে টান দিচ্ছে–ছুটতে চাইছে। কিন্তু অপেক্ষা করছে ইভান। ভাল করে চারপাশটা দেখে নিচ্ছে। শুধু চেয়ে থাকা নয়, দেখা শিখতে

হবে। কোনটা কী তা দেখে চিনতে হবে, এবং তার মানে বুঝতে হবে। পশ্চিমে এর উপর মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করে।

অস্ত্র সাথে রাখায় ইভানের ঘোর আপত্তি। কিন্তু আজকাল মাঝেমাঝে তার মনে হয় একটা পিস্তল বা রাইফেল থাকলেই যেন ভাল হত–ওটা এক ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

ওই বিশাল প্রান্তরের সামনে দাঁড়িয়ে ইভানের নিজেকে বড্ড একা মনে হচ্ছে। একটু ভয়ও করছে। ঝুঁকি নিয়ে এমন একটা চুক্তিতে জড়িয়ে পড়েছে, এখন নিজের জীবন আর প্রেমিকার বাবার টাকা–দুটোই খোয়া যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্যাটল-ড্রাইভের সাথে রেল-রাস্তায় পৌঁছানো পর্যন্ত তাকে টিকে থাকতে হবে। ব্যারি ব্লেডের উপস্থিতি থেকেই বোঝা যাচ্ছে লাভের জন্য ফেবিয়ান কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে।

ফেব কি আশা করেছিল ব্যারিকে দেখে সে লেজ গুটিয়ে পালাবে? সম্ভবত তাই। কিন্তু ইভান পালায়নি। দাবার ছক সাজানোই আছে–পরবর্তী চাল ফেবের।

জিনের উপর ঘুরে পিছন ফিরে চেয়ে দেখল প্রায় মাইলখানেক পিছনে লম্বা গরুর লাইন দেখা যাচ্ছে। প্রায় বাইশশো গরু–ইভান সহ মোট ষোলোজন লোক রয়েছে দলে। শুধু শেষ পর্যন্ত গরুগুলোকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, এই সিদ্ধান্ত টাই ইভান নিজের হাতে রেখেছে। গরু আর দলের বাকি লোকজনকে সামলানোর দায়িত্ব ফেবের।

পুবে রয়েছে মহিষের এলাকা। ইন্ডিয়ানদের বাসও ওদিকেই। শিগ্‌গিরই ওদের পুবে মোড় নিতে হবে। ওই এলাকায় সর্বক্ষণ ইন্ডিয়ান আক্রমণ আর গরু চোরের হামলার ভয় থাকবে।

ইভানের বিশ্বাস ফেব তার গরু চুরি করার চেষ্টা করবে না···অনেকেই তাদের শর্তের কথা জানে। ইভানকে তাড়াতে না পেরে অন্য উপায়ে গরুগুলোর মালিক হলে সেটাকে সে ব্যক্তিগত ব্যর্থতা বলেই মনে করবে···অন্তত ইভানের তাই ধারণা।

ইভানকে সাবধান থাকতে হবে। ছেলেবেলার কথা যেটুকু মনে আছে···ট্রেইল ড্রাইভে পাগলা ঘোড়ায় চড়িয়ে দেওয়া; কম্বলের নীচে র‍্যাটল স্নেক রেখে দেওয়া; এসব ঠাট্টা কাউ হ্যান্ডদের কাছে নতুন কিছু নয়।

সবচেয়ে খারাপ কথা, দলে তার কোন বন্ধু নেই। ব্যারি ব্লেডও তার সাথে বিশেষ কথা বলে না। দলের কোন কোন লোক অন্যায় করা হচ্ছে দেখলে তার পক্ষ নিতে পারে সেটা মনে মনে নাড়াচাড়া করে দেখল ইভান।

ম্যাক···বেঁটে, স্বাস্থ্যবান লোক। লালচে কোঁকড়ানো চুল–কঠিন মুখ। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। প্রথম শ্রেণীর ঘোড়সওয়ার–গরুর কাজেও ভাল। কারও কাছ থেকে সাহায্য বা অনুগ্রহের ধার ধারে না। নিজের যা কাজ তা সারার পরেও একটু বেশিই করে। কোমরে একটা পিস্তল ঝুলছে, দেখে মনে হয় ওটার ব্যবহার সে জানে।

টিম···চুপচাপ ধরনের লোক, কিছুটা গম্ভীর। ম্যাকের চেয়ে বয়সে সে চার-পাঁচ বছরের বড়। ইলিনয়েসের লোক, সৈনিক হিসাবে ফ্রন্টিয়ার ক্যাভেলরিতে

এক বছর আর কাউহ্যান্ড হিসাবে চার বছর কাজ করেছে।

গল···টেক্সাসের লোক। ওদের পরিবারটাই প্রথম দিকে নিউসেসের পশ্চিমে বসতি করেছিল। লম্বা, মেদহীন শরীর, স্টীলের পাকানো তারের মতই শক্ত। রসিক হাসিখুশি লোক, শোনা যায় পিস্তলে নাকি ওর হাত ভাল। তবে ঝামেলা না চাইলে ফেবিয়ানের সামনে কেউ কখনও পিস্তলবাজির বড়াই করে না।

বক্সার, হিগিন আর স্যাম কাজের লোক, তবে ওরা সবাই ফেবের অনুগত। সন্দেহ নেই এখন যেসব নাম ওরা ব্যবহার করছে সেগুলো ছদ্মনাম। খারাপ লোক। আর যারা আছে তারাও তাই।

এগিয়ে চলল ইভান। ঘাস শুকিয়ে গেছে, কিন্তু প্রচুর রয়েছে। প্রশস্ত খোলা প্রান্তর সামান্য ঢেউ খেলেছে। সামনে দৈত্যের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ঈগল্ রক। ওরই গোড়ায় রাতের জন্য ক্যাম্প করবে ওরা। দুবার লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল ইভান। কেমন যেন একটা ভয় জড়ানো অস্বস্তির অনুভূতি হচ্ছে–কেবলই মনে হচ্ছে কেউ যেন তার উপর নজর রেখেছে। কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না–শুনতেও পেল না কিছু। কোন নড়াচড়া চোখে পড়ল না। কেবল ঢালের উপর খয়েরি ঘাস মাঝে-মধ্যে দমকা হাওয়ায় দুলে উঠছে।

মাটিতে নতুন কোন ছাপও নেই।

ঘোড়া ঘুরিয়ে সতর্ক হয়ে চিহ্ন দেখার উদ্দেশ্যে পশ্চিমে এগোল ইভান। ওদিকে কিছুই পেল না। মোষের পায়ের ছাপ আর মাঝেমাঝে ঘোড়ার দু'একটা পুরোনো ছাপ রয়েছে। পাদানির উপর দাঁড়িয়ে অল্প দূরে পুবের 'কেনেডিয়ান' ভাঙাচোরা খাঁজগুলোর দিকে চাইল।

ঝর্না দিয়ে এসে নদীতে পড়ার পথে পানি পাহাড়ের খাঁজগুলোকে কিছু কিছু জায়গায় গভীর ভাবে কেটেছে। ওই ভাঙাচোরা এলাকায় একটা আর্মি লুকিয়ে রাখা সম্ভব।

ঘাসে ভরা একটা ঢালের উপর দিয়ে অনেকখানি ওঠার পর রুদ্ধস্বরে অস্পষ্ট একটা শব্দ ইভানের কানে এল। মানুষের স্বর বলে চেনা যায় না। কিছুই দেখা যাচ্ছে না, অথচ শব্দটা বেশ কাছে থেকেই এসেছে। ঘোড়াটা মাথা উঁচু করে কান খাড়া করল। কাছেই ডান দিকে খাঁজগুলোর উপর চোখ রাখল ইভান।

কান পেতে অপেক্ষা করছে। মানুষের, নাকি পশুর আওয়াজ? কোন পশু এমন শব্দ করতে পারে? একটু ভেবে সে নিশ্চিত হলো ওটা মানুষেরই স্বর।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে শব্দের উৎসের দিকে রওনা হলো ইভান। কাছে এসে খাঁজের ভিতর উঁকি দিল।

খুব সাবধানে চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখল। এটা ফাঁদও হতে পারে। ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে অনেক গল্পই সে শুনেছে কিন্তু সব বিশ্বাস করেনি। তবু সাবধান হলো। ঘোড়াটা আগে বাড়ল–সতর্ক ভাবে পা-পা করে এগোচ্ছে। যে-কোন মুহূর্তে ছুটে পালানোর জন্য তৈরি। বোঝাই যাচ্ছে সামনে যা আছে বলে ঘোড়াটা আন্দাজ করছে সেটা ওর পছন্দ নয়।

সামনে এগিয়ে কী দেখবে? একটু শঙ্কা আর ভয় লাগছে। ইভান একবার ভাবল এখনও সময় আছে, ফিরে গিয়ে ওদের সাবধান করবে সামনে বিপদ

আছে? তারপর লোকজন নিয়ে একসাথে এগোবে···কিন্তু কিছু যদি না থাকে? সবার সামনে বোকা আর কাপুরুষ বলে প্রমাণিত হবে।

না, ফিরে যাওয়া চলবে না। পায়ে পায়ে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে একটা ছোট ঢিবির মাথায় এসে পড়ল ইভান। ওপাশটা অল্প গভীর কিছুটা জায়গার পরেই খুব ঢালু হয়ে নদী পর্যন্ত নেমে গেছে। কিন্তু সেটা লক্ষ করল না ইভান, খুঁটিতে বাঁধা লোকটার উপর ওর চোখ। ঘোড়া থেকে নেমে এক পা আগে বাড়ল।

লোকটার গায়ে জামা-কাপড় কিছুই নেই। হাত-পা ছড়িয়ে তাকে 'x' এর আকারে চারটে খুঁটির সাথে বাঁধা রয়েছে। এরই মধ্যে রোদে লোকটার সাদা দেহ পুড়ে কিছু কিছু জায়গা বিচ্ছিরি রকম লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু রোদে পোড়ার কষ্ট ওর আসল কষ্টের তুলনায় কিছুই না। দেহটাকে বীভৎস ভাবে ফালি ফালি করে চেরা হয়েছে।

প্রত্যেক পায়ে কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত গভীরভাবে চেরা হয়েছে। পেট কেটে ফাঁক করে তাতে পাথর ভরা হয়েছে। দুই গালে আর হাতেও ছুরি দিয়ে কয়েকটা পোঁচ দেওয়া হয়েছে। এক মুহূর্ত স্থির চেয়ে রইল ইভান–ভয়ানক বিস্ময়ের ধাক্কায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে ও। এই সময়ে ঘোড়াটা ভীষণ ভাবে চমকে পিছিয়ে গেল।

ঝট করে পিছন ফিরে দেখল ছয়জন ইন্ডিয়ান ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে মুখ দেখল, তারপর হাত। ওদের হাতগুলো তাজা রক্তে লাল হয়ে আছে। মনে পড়ল তার রাইফেলটা ঘোড়ার পিঠে খাপের ভিতর রয়েছে। মাত্র ছয়ফুট দূরে–কিন্তু ছয় মাইল হলেও একই কথা হত। ওদিকে এগোবার চেষ্টা করলে ইন্ডিয়ানরা ওকে মেরে ফেলবে। এমনিতেও হয়তো মারবে।

ওর সামনেই প্রমাণ রয়েছে। ওই লোকটাকে ওরা হত্যা করেছে। সন্দেহ নেই লোকটা ওদের বিরুদ্ধে লড়েছে। বাঁচতে হলে ওদের মিইয়ে দিতে হবে। হঠাৎ শান্ত স্বরে কথা বলে উঠল ইভান।

'এই কাজটা তোমরা ভাল করোনি। একজন মানুষ তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারত না।'

ইভানকে অবাক করে দিয়ে ওদের একজন ভাঙা ইংরেজিতে জবাব দিল, 'উই ফাইন্ড ট্র্যাক। উই ফলো। উই কিল।'

'কেন?'

ইন্ডিয়ানটার কাছে ওটা একটা অবান্তর প্রশ্ন। সে শুধু বলল, 'না কেন?'

'যাও, আমি ওকে কবর দেব।'

'ঠিক আছে।' ইন্ডিয়ানটা নিজের ভাষায় সঙ্গীদের কী যেন বলল–শুনে সবাই একসাথে হেসে উঠল। 'ঠিক আছে। কবর দাও। এখনও মরেনি।' তারপর প্রশংসার সুরে বলল, 'হি স্ট্রঙ ম্যান। হি নো ক্রাই। নো বেগ। হি লাফ্, হি সোয়্যর। ব্রেভ ম্যান।'

কী বলল? লোকটা এখনও মরেনি?

'ওকে কবর দেব আমি,' আবার বলল ইভান। 'তোমরা যাও।'

ইন্ডিয়ানটা জবাব দিল, 'আমরা দেখব।' তারপর আবার বলল, 'তুমি ওর মত স্ট্রঙ?'

'যাও।' নিজের ভিতর থেকে ঠেলে ওঠা ভীতি সামলাতে চেষ্টা করল ইভান। 'যাও।' আশ্চর্যের ব্যাপার ওরা সত্যিই চলে গেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের যাওয়া দেখছে ইভান। নিজের চোখকেই ওর বিশ্বাস হচ্ছে না। হঠাৎ পিছন থেকে একটা গোঙানির আওয়াজে চমকে ফিরে তাকাল।

নির্যাতনে মৃতপ্রায় লোকটা বলল, 'তোমার কাছে পানি থাকলে একটু দাও।' গলার স্বরটা শান্ত, নিয়ন্ত্রিত।

'তুমি–তুমি বেঁচে আছ?'

'বেশিক্ষণ নেই। একটু পানি পেলে কৃতজ্ঞ থাকব।'

তাড়াতাড়ি ঘোড়ার কাছে গিয়ে পানির বোতলটা নিয়ে এল ইভান। লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বোতল খুলে ওর ঠোঁটের কাছে ধরল। কাঁপতে কাঁপতে কয়েক ঢোক পানি খেল লোকটা, তারপর বলল, জীবনে এত স্বাদ আর কিছুতে পাইনি।'

'তোমার বাঁধন খুলে দিচ্ছি। আমি–'

'না। ও নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না।' চোখ খুলে শান্ত দৃষ্টিতে ইভানের দিকে চাইল সে। 'দেখতে পাচ্ছ না? আমার কাজ শেষ।' একটু থেমে আবার বলল, 'ওদের হারিয়ে দিয়েছি! ওই লালমুখো লোকগুলোর সহ্য ক্ষমতার বড়াই আমি ভেঙে দিয়েছি! একবারও ফোঁপাইনি!' শেষের দিকে ওর গলাটা ফ্যাঁসফ্যাঁসে হয়ে এল। 'তুমি ওদের বলো ম্যাক-গিনিস কাঁদেনি! ওদের বলো!'

'আমাদের সাপ্লাই ওয়্যাগনটা আসছে, ওতে ওষুধ আছে–'

'বোকার মত কথা বোলো না,' বলল লোকটা। 'তুমি ফোর্টের ওদের জানিও। ওদের বোলো–'

গলার স্বর অস্পষ্ট হয়ে এল, তারপর চোখ দুটো হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। উঠে দাঁড়াল ইভান। লোকটা মারা গেছে···

ছয়

'শেষ?'

প্রশ্ন শুনে ঘুরে তাকাল ইভান। ফেবিয়ান, ব্যারি ব্লেড, টিম, গল আর স্যাম ঢিবিটার আড়াল থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। সবার হাতেই রাইফেল।

'কীভাবে বাঁচবে?'

'কঠিন মানুষ ছিল লোকটা,' মন্তব্য করল টিম। 'অমন মানুষ সহজে মরে না।'

'ব্যারি, ওয়্যাগন থেকে একটা কোদাল নিয়ে এসো,' বলল ফেবিয়ান। 'ওকে সম্মানের সাথে আমরা কবর দেব।'

আড়চোখে টিমের দিকে চাইল ফেব। 'শেষ কথাগুলো কে বলবে, তুমি, না স্কিনার?'

'না!' চিৎকার করে উঠল স্যাম। 'যে লোক ওভাবে মরেছে তার জন্যে স্কিনার প্রার্থনা করতে পারে না!'

প্রথমে লজ্জায় মাটির সাথে মিশে গেল ইভান। কিন্তু পরক্ষণেই রাগ চড়তে শুরু করল। খুনের নেশা চেপেছে ওর মাথায়। 'স্যাম, আমি–'

'চুপ করো!' চাবুক ফোটার মত শব্দে ধমকে উঠল ফেব। 'টিম পড়বে। স্কিনার, তুমি ওয়্যাগনের কাছে ফিরে যাও।'

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইভান। ফেবের ধমকে আর একটা গোলাগুলি থেকে বেঁচে গেল বুঝে ওর রাগ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

'ঠিক আছে, কিন্তু তোমরা নিশ্চয় খেয়াল করেছ আমার কাছে অস্ত্র ছিল না, তবু ইন্ডিয়ানরা আমাকে আক্রমণ করেনি। ম্যাক গিনিসও যদি তাই করত, তা হলে–'

অধৈর্য ভাবে বাধা দিল টিম। 'দেখছ না? ওই লোকটাও নিরস্ত্র ছিল। কিন্তু তাই বলে সে রক্ষা পায়নি। ট্র্যাকগুলো দেখলেই বুঝবে···চিহ্ন অনুসরণ করেই আমরা এখানে পৌঁছেচি। ধাওয়া করে লোকটাকে ধরে ওরা নির্যাতন করে মেরেছে। ইন্ডিয়ানটা কী বলল শোনোনি?'

'তুমি শুনেছ? তোমরা এখানেই ছিলে?'

'ওরা বাধ্য ছেলের মত কেন চলে গেল, বোঝো না? তোমার সুন্দর শান্তির কথা শুনে যায়নি। ঢিবির ওপর থেকে ওদের দিকে তাক করা রাইফেল দেখতে পেয়েই কেটে পড়েছে। যেচে গোলাগুলির মধ্যে আমরা যেতে চাইনি–এই পরিস্থিতিতে সেটা ওরাও চায়নি বলেই চলে গেছে।'

ব্যারিকে কোদাল নিয়ে ফিরতে দেখে ওর দিকে এগোল ফেব।

একটু ইতস্তত করে ঘোড়ায় চেপে বসল ইভান। সবার সামনে পুরোপুরি বোকা বনেছে আজ। ওরা সময় মত না এলে হয়তো ওই লোকটার পাশে ওইভাবেই তাকে পড়ে থাকতে হত। তবু, সত্যি কী ঘটত তা কে জানে?

সে যাই হোক, নিজের উপর তার ভীষণ রাগ হচ্ছে। ওদের চোখে সে নিচু হয়ে গেল। তাকে মানুষ ঘৃণা করে এটা সে সহ্য করতে পারছে না। নিজের কাজ ওরা সবাই ভাল জানে–নিজেদের সাহস আর ক্ষমতার প্রমাণ দিয়ে পরস্পরের কাছে স্বীকৃত হয়েছে। ইভান কারও কাছেই কিছু প্রমাণ করেনি–নিজের কাছেও না। ওদের চোখে সে ছোট, তাই মৃত লোককে কবর দেওয়ার সময় শেষ কথাগুলোও বলার অধিকার তার নেই।

এটা মেনে নেওয়া খুব কঠিন। ক্যাম্পে ফিরে অল্প কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ল ইভান। সামনেই ক্লিফটন হাউস। ওখানে হয়তো খবর পাওয়া যাবে। কপাল ভাল থাকলে আর বেশিদূর যেতে হবে না।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে মনস্থির করে ফেলল ইভান। ক্লিফটন হাউস একটা স্টেজ স্টেশন। গরু পৌঁছানোর আগেই সে ওখানে গিয়ে হাজির হবে। ক্লিফটন হাউসের কিছুটা দূরেই আগামীকাল গরু নিয়ে ক্যাম্প করা হবে। কোন খবর পেলে সেই অনুযায়ী ক্যাটল ড্রাইভের পথ বদলাবে সে।

সকালে উঠেই ক্লিফটন হাউসে যাওয়ার কথা ফেবিয়ানকে জানাল ইভান।

বলল, 'ওখানে আমার চিঠি আসার কথা।'

'তোমার নাক মুছিয়ে দেয়ার জন্যে কাউকে নিয়ে যাও,' মন্তব্য করল স্যাম। 'ওখানে অনেক গুণ্ডা-পাণ্ডা আছে।'

অন্য কেউ বললে হয়তো ইভান বাঁকা মন্তব্যটা হজম করে যেত। কিন্তু স্যাম পাজি লোক। ওর মাঝে এক বিন্দুও ভালমানুষি নেই। তার উপর গত দিনের কথাটা সে ভোলেনি। কফির কাপটা নামিয়ে রাখল ইভান।

'স্যাম, মানুষ খুন করায় আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু কেউ বাড়াবাড়ি করলে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করতে বাধা নেই।'

ক্যাম্পের সবাই হাঁ করে চেয়ে আছে ইভানের দিকে। স্যামও অবাক চোখে ওকে দেখছে। 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ওই কথা তুমি আমাকে বলছ?'

'হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি,' উঠে দাঁড়াল ইভান। 'গান-বেল্টটা খুলে রাখো, তোমাকে খালি হাতেই পিটিয়ে লাশ করব।'

মারপিটে স্যামের নাম আছে। এটা নিয়ে ওর গর্বও আছে। প্লেটটা নামিয়ে রেখে বেল্ট খুলল সে। 'এসো, হাতের সুখটা মিটিয়ে নিই।'

পিস্তল সহ গান-বেল্টটা মাটিতে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল স্যাম। অপ্রত্যাশিত ঘুসিটা সোজা ইভানের চিবুকে লাগল। পড়ে গেল সে। এগিয়ে এসে লাথি মারল স্যাম। বেশি তাড়াতাড়ি মেরেছে—কাঁধে লাগল। জীবনে এই প্রথম লাথি খেলো ইভান। বুঝল জলদি অ্যাকশনে যেতে না পারলে বিপদ আছে।

গড়িয়ে উবু হয়ে বসে ওখান থেকেই ইভান ঝাঁপিয়ে পড়ল স্যামের উপর। সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াবার অপেক্ষায় ছিল স্যাম। পেটের উপর মাথার গুঁতো খেয়ে টলতে টলতে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। ঘুসি চালাল ইভান।

ইভান স্কিনারের দেহে কোথাও মেদ নেই। পুরো জিমনেশিয়ামে আগেও অনেক কুস্তি আর বক্সিং লড়েছে—কীভাবে লড়তে হয় এটা ওর ভালই জানা আছে।

ঘুসি খেয়ে মাটিতে পড়ায় ভীষণ রেগে উঠে দাঁড়াল স্যাম। ঘুরিয়ে ডান হাতে ঘুসি ছুঁড়ল সে। এগিয়ে গিয়ে পাঁজরের উপর প্রচণ্ড একটা মার মারল ইভান।

জড়িয়ে ধরে মাথা দিয়ে ঢুঁস মেরে বুটের গোড়ালি দিয়ে ইভানের পায়ের উপর মারল স্যাম। ওকে টেনে এক পা পিছিয়ে এসে হিপ-থ্রো করল ইভান।

লাফিয়ে উঠে মুখ লক্ষ্য করে ঘুসি চালাল স্যাম। ইভান পাল্টা ঘুসি মারল স্যামের পাঁজরে।

এতক্ষণে 'ওয়ার্মড আপ' হয়েছে ইভান। বেশ ভাল বোধ করছে এখন। ভাল বক্সিং জানে বলেই এতে প্রচুর আনন্দও পায় সে। স্যামের ওজন একশো নব্বই পাউন্ড। ইভানের চেয়ে ওজনে বিশ পাউন্ড বেশি হলেও বক্সিং-এর কলা কৌশল স্যামের জানা নেই। সে কেবল মারপিটই বোঝে—নিজেকে কীভাবে রক্ষা করতে হয় জানে না।

তিনটে কঠিন ঘুসি খেয়েও ইভান নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। চতুর্থ ঘুসিটাকে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে স্যামের পাঁজরে প্রচণ্ড আঘাত করল ইভান। এবার সাবধানে ঘুরছে স্যাম। সুযোগের অপেক্ষায় আছে। বুঝে নিয়েছে, যতটা সোজা হবে মনে করেছিল তেমন হবে না। বাম হাতে পেটে ঘুসি মারার ভঙ্গি করল

ইভান। ঠেকানোর জন্য হাত নীচে নামানোর সাথে সাথে ডান হাতে কানের উপর ঘুসি চালাল। চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল। বক্সিং-এর অভিজ্ঞতা স্যামের নেই বুঝে নিয়েছে ইভান। বাম হাতে নাকের উপর পরপর দুটো জোরাল ঘুসি বসাল। নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত বেরিয়ে এল। খেপে উঠেছে স্যাম। এগিয়ে এসে দুই উরুর ফাঁক লক্ষ্য করে লাথি চালাল। সময় মত দেখতে পেয়ে পিছিয়ে গেল ইভান। কিন্তু কারও বাড়ানো পায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। মাথা লক্ষ্য করে লাথি চালাল স্যাম। গড়িয়ে সরে গেল ইভান।

বাড়ি দিয়ে স্যামের ঘুসিটা সরিয়ে দিয়ে দুহাতে দুটো ঘুসি মারল স্যামের মুখে। টলতে টলতে পিছিয়ে গেল লোকটা। ডান হাতের একটা প্রচণ্ড মারে স্যামের নাক ভেঙে গেল।

রক্ত গড়াচ্ছে, কিন্তু ইভান স্কিনারের মাথায় রক্ত চড়ে গেছে, এর শেষ দেখবে ইভান। ভাঙা নাকের উপর আর একটা প্রচণ্ড ঘুসি মারল সে। পেটে দুটো ঘুসি মেরে গলার উপর একটা মারল।

টলছে স্যাম। এগিয়ে গিয়ে টকাটক আরও দুটো ঘুসি ঠুকে দিল ওর মুখে। ওয়্যাগনের উপর গিয়ে পড়ল স্যাম। একটা আপার কাট মারল ইভান। পড়ে যাচ্ছে স্যাম। শার্ট ধরে ওকে তুলে ধরে আর একটা প্রচণ্ড ঘুসি মারল ওর মুখে। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ল স্যাম।

ঘুরে দাঁড়াল ইভান। সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। 'আমি মানুষ খুন করতে পছন্দ করি না। কিন্তু তাই বলে কেউ যদি মনে করে আমি ভীতু তা হলে ভুল করবে। কারও যদি সন্দেহ থাকে তবে এখনই এগিয়ে এসো।'

পায়ের উপর পা তুলে এতক্ষণ ফাইট দেখছিল ফেবিয়ান। এবার পা নামিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'এভাবে পিটিয়ে লাশ করলে আমাদের কাজের লোকের অভাব পড়ে যাবে। এবার ছাড়ো।'

ওয়্যাগনের কাছে গিয়ে পানি দিয়ে নিজের মুখ ভাল করে ধুয়ে নিল ইভান। এখন ব্যথা টের পাচ্ছে–মারপিটের সময়ে কোন ব্যথা অনুভব করেনি।

নিজের ঘোড়ার কাছে এসে ঘোড়ায় চেপে বসল ইভান। হাতের গিঁটগুলো ছড়ে গেছে। নদীর কাছে পৌঁছে হাতের রক্ত ধুয়ে ফেলল ইভান। চোখ তুলে দেখল একজন ইন্ডিয়ান নদীর অন্য পাড়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকেই চেয়ে আছে। ওর রাইফেলটা ঘোড়ার পিঠে খাপের মধ্যেই রয়েছে–বারো ফুট দূরে। মারপিটের পর গিট থেকে রক্ত ধোওয়ার তাগিদে রাইফেলটা কাছে রাখতে ভুলে গেছে ইভান। ইন্ডিয়ানটা চাইলে এতক্ষণে ওকে মেরে ফেলতে পারত।

ধীরে উঠে দাঁড়াল ইভান। 'আমি "পওনি" বন্ধু,' বলল ইন্ডিয়ানটা।

ইশারায় অদৃশ্য গরুগুলো দেখাল ইভান। 'গরু নিয়ে যাচ্ছি আমি।'

'মারপিট করেছ?'

'হ্যাঁ,' তৃপ্তির সাথে জবাব দিল ইভান। 'আমি জিতেছি।'

এপারে এসে পওনি লোকটা একটা পাথরের উপর বসল। 'ওদিকে কে আছে, ফেবিয়ান?'

'হ্যাঁ।'

'ওর নিজের গরু?'

'না, আমি কিনে নিয়েছি।'

'ওর সাথেই মারপিট করেছ?'

'না, স্যাম নামে একটা লোকের সাথে।'

'স্যামকে আমি চিনি–খুব খারাপ লোক।'

পওনিদের সম্পর্কে অনেক শুনেছে ইভান। ওরা সবাই দক্ষ যোদ্ধা।

'অনেক ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি,' পওনি বলল। 'ডজে যাও না কেন?'

'ফেবিয়ান তাই চেয়েছিল–কিন্তু আমি শুনেছি রেল-রাস্তা পশ্চিমে আসছে। ওকে বলিনি, তবে আমার বিশ্বাস আরও কিছুটা উত্তরে গিয়ে তারপর পুবে গেলে আমরা রেল-রাস্তার দেখা পাব।'

ইভানের কথা পওনি লোকটা একটু ভেবে দেখে বলল, 'কিন্তু ওরা তো ফেবিয়ানের লোক–নিজের লোকজন নিয়ে সরে পড়লে তখন কী করবে?'

'আমি একাই গরু নিয়ে এগোব,' ইভান জানে সে আবোল তাবোল কথা বলছে। 'কিংবা অন্য লোক ভাড়া করব।'

ইন্ডিয়ানটা উঠে দাঁড়াল। 'তুমি কি ক্লিফটনের দিকে যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল ইভান।

'হ্যাঁ।'

'তা হলে চলো এক সাথেই যাই। তোমার কাছ থেকে এই এলাকার কথা জানা যাবে। বাবার কাছে শুনেছি পওনিরা দারুণ যোদ্ধা। পওনি রকের যুদ্ধের কথা আমি শুনেছি।'

'ওটা একটা ফাইট হয়েছিল বটে।'

'আমি ইভান স্কিনার।'

'সান চীফ।'

এক ঘণ্টা নীরবেই ঘোড়া চালাল ওরা। ক্লিফটনের কাছাকাছি এসে ইভান বলল, 'আমার হয়ে কাজ করবে তুমি?'

'ফেবিয়ানের সাথে? না।'

লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল ইভান। 'আমার জন্যে কিছু খোঁজখবর নিতে পারো তুমি। রেল-রাস্তাটা কোথায়, পানি কোনখানে পাওয়া যাবে, এসব খবর তুমি আমাকে দিতে পারো। ক্যাম্পে এসো না, যখন সম্ভব তখনই রিপোর্ট করো–কিন্তু কেউ যেন না দেখে। সান চীফ, আমি চাই তুমি আমাকে সাহায্য করো।'

'ঠিক আছে। হবে।'

পকেট থেকে একটা সোনার মুদ্রা বের করল ইভান। 'এটা রাখো–কাজ শেষ হলে এমন আরও একটা পাবে।'

'ওটা তোমার কাছেই থাক। কাজ শেষ হলে একবারে দিও।' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল সান চীফ। 'চললাম।'

ক্লিফটন হাউস শহরে পৌঁছল ইভান। স্টেজ কোচটা মাত্র এসেছে। লোক নামছে। ওদের মধ্যে একটা মেয়েও রয়েছে।

সাত

বারের সামনে হিচিং রেইলে ছয়টা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। ঘোড়া বেঁধে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে বারে ঢুকল ইভান। বারের সামনে দাঁড়ানো লোকজন আড়চোখে ওকে দেখল–কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করল না।

একটা বিয়ারের অর্ডার দিয়ে পাশের লোকটার দিকে ফিরে বলল, 'আমার সাথে একটা বিয়ার খাও?'

'ধন্যবাদ।'

লোকটার লম্বা চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। ডেনিম জ্যাকেটের তলায় রঙ চটে যাওয়া একটা নীল শার্ট। পিস্তলটা উরুর সাথে বাঁধা। 'এই এলাকাটা একেবারে শুকনো,' মন্তব্য করল সে।

'আমি উত্তরে যাচ্ছি। পিকেট ওয়ায়্যারের আশেপাশের এলাকা তুমি চেনো?'

'কিছুটা। আমি ওদিক থেকেই এলাম।'

'ওদিকে পানি আছে?'

'মোটামুটি যথেষ্টই আছে বলা যায়।'

এটা ওটা অনেক কথা হলো। রেল-রাস্তার কথা শোনার জন্য কান খাড়া রেখেছে ইভান।

'তুমি ক্যাটল ড্রাইভের সাথে আছ? কার গরু?'

'আমার···রেল-রাস্তা পর্যন্ত টিকে থাকতে পারলে আমার। ফেবিয়ান ট্রেইল বস।'

'ফেবিয়ান? তোপের মুখে আছ তুমি। লোকটা ওস্তাদ পিস্তলবাজ।'

'ওকে চেনো তুমি?'

'চিনি বললে ভুল হবে। তবে ওর কথা আমি শুনেছি। সাথে থাকলে তোমার–ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।'

ব্যাখ্যা করল ইভান। সাথে পিস্তল রাখার বিরুদ্ধে নিজের মতবাদও সে জানাল।

নীরবে শুনল কাভানা। বারে দাঁড়ানো আরও কিছু লোক ইভানের কথা শুনল। কিন্তু তাতে কেয়ার করে না সে। তার কাছে যা ঠিক মনে হয় তাই বলেছে।

'তোমার মুখের অবস্থা এমন কেন? মারপিট করেছ?'

'হ্যাঁ। গোলাগুলির মধ্যে আমি যেতে চাইনি। স্যাম নামে একজন আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। ওকে আচ্ছা মত পিটিয়ে দিয়েছি।'

বিয়ারে চুমুক দিল ইভান। কথা এগিয়ে চলল। 'তোমার সাথে পওনি ইন্ডিয়ান সান চীফের পরিচয় আছে?'

'হ্যাঁ। লোকটা মেজর নর্থ-এর স্কাউট ছিল। ভাল লোক। আহত হয়ে অনেকদিন ভুগেছে। শুনেছি এখন আবার খাড়া হয়েছে।'

'রেল-রাস্তা খুঁজে বের করার জন্যে ওকে কাজে লাগিয়েছি আমি।'

'তোমার আর কোন লোক দরকার? আমি কাজ খুঁজছি।'

বিয়ারের গ্লাসটা খালি করল ইভান। 'তুমি তো সব কথাই শুনলে, এর পরেও আমার হয়ে কাজ করতে চাও? কিছু লোকের ধারণা আমি ভীতু লোক।'

কাঁধ ঝাঁকাল কাভানা। 'সবারই নিজস্ব মতবাদ আছে–ওতে অন্য কারও হাত নেই। আমার মনে হয় তোমার ধারণা ভুল। সময় আসবে, তখন বুঝবে। চান্স নিতে আমি রাজি আছি।'

মনে মনে রাগ হচ্ছে ইভানের। সব কিছু সহজ কেন হতে পারে না? সম্ভবত তাকে শেষ পর্যন্ত ফাইট করতে হবে।

'আমার বিশ্বাস পিস্তলের চেয়ে যুক্তি দিয়ে বেশি কাজ হয়।'

'ঠিক আছে, তোমার বিশ্বাস নিয়ে তুমি থাকো, আমি কোমরে পিস্তল ঝোলাব।'

'সে তোমার খুশি। আমি প্রীচার নই।'

বিয়ারের গ্লাসটা তুলল কাভানা। 'গুড লাক!' বলল সে। 'ওটা তোমার দরকার হবে।'

দুটো বিয়ারের অর্ডার দিল কাভানা। 'এটাই শেষ, আমার কাছে আর পয়সা নেই।' বিয়ার এলে সে আবার বলল, 'চাকরি তো নিলাম, কিন্তু কী করতে হবে?'

'চলো, ওদিকে গিয়ে টেবিলে বসে কিছু ডিনার খাওয়া যাক। আমাকে তাড়াবার জন্যে ফেবিয়ান কী কী করতে পারে সেটাও তোমার থেকে শোনা যাবে।'

খেতে বসে এক ঘণ্টা আলাপ চলল। ঠাণ্ডা মেজাজের লোক কাভানা। ক্যাটল ড্রাইভ সম্পর্কে জানেও যথেষ্ট। 'হয়তো ফেবিয়ানই স্যামকে তোমার সাথে লড়ার জন্যে উত্তেজিত করেছে।'

কাভানাকে ইতস্তত করতে দেখে বুঝল সে কিছু বলতে চায়, বলতে পারছে না।

'কী বলবে, বলো?'

মুখ তুলে ইভানের দিকে চাইল কাভানা। 'তুমি জানো সে কি করবে। তোমাকে সশস্ত্র অবস্থায় পেলেই সে গুলি করবে। তোমার কোন অজুহাত থাকবে না।'

'গোলাগুলির মধ্যে আমি যাব না।'

অবাক চোখে কতক্ষণ ইভানের দিকে চেয়ে থাকল কাভানা। শেষে বলল, 'ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না, তুমি গুলি না করলেও তোমাকে গুলি করবে ফেবিয়ান।'

'গরুগুলো নেয়ার জন্যে আমাকে খুন করবে?'

'স্বপ্ন দেখছ? অবশ্যই খুন করবে। দরকার হলে সে দলের সবাইকে মারবে। আমার মনে হয় আগামী পঞ্চাশ মাইল যাওয়ার আগেই এসব ঘটবে।'

কেউ কথা বলছে না। কাভানার কথাটাই ভাল করে বিচার করে দেখছে ইভান। ফেবিয়ান একজন পরিচিত ঠগীবাজ লোক। মানুষ খুন করার রেকর্ডও তার আছে। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো সৎ থাকার চেষ্টা করবে সে। কিন্তু কাভানার কথাই ঠিক–সামনে তার অনেক বিপদ আছে।

সিদ্ধান্ত নিল কোন অস্ত্রই কাছে রাখবে না ইভান। বললও তাই।

জবাবে কাভানা বলল, 'তোমাকে নির্জন জায়গায় কোথাও মেরে হাতের কাছে একটা পিস্তল রেখে দিলেই হলো–এমন আগেও অনেক হয়েছে।

'গুলি ছুঁড়তে পারো তুমি? মানে অস্ত্র ব্যবহার করেছ কখনও?'

'পারি। অনেক শিকার করেছি আমি।'

'পিস্তল ড্র করতে পারো?'

'পারি। ছেলেবেলায় বাবা শিখিয়েছিলেন। তবে ওটা আমার পছন্দ নয়। এসব কথা বলে লাভ নেই, আমি অস্ত্র ব্যবহার করব না।'

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল ইভান। 'গরুর পালের ওপর নজর রেখো। বিশেষ কিছু ঘটলে আমার সাথে যোগাযোগ কোরো।'

'ঠিক আছে, কিন্তু তুমি সাবধানে থেকো।'

চারপাশেই উন্মুক্ত প্রান্তর। বিন্দু বিন্দু স্প্যানিস বেয়োনেট আর কিছু ইউক্কাও দেখা যাচ্ছে। অনেক দূরে কিছু মোষও রয়েছে।

আগে আগে চলেছে ইভান। গরুর দলটা পিছনে। সাবধানে ঘোড়া চালাচ্ছে ইভান। রাইফেলটাও সাথে রাখেনি–কেবল একটা বাওই ছুরি রয়েছে ওর সাথে। দিগন্তের উপর সতর্ক চোখ রেখেছে, কিন্তু কিছুই নড়ছে না।

ধুলোয় কোন ট্র্যাক নেই। নদীর কাছে পৌঁছে দেখল নদী শুকিয়ে আছে। কেবল মাঝখানে একটু কাদা দেখা যাচ্ছে।

পানি নেই।

সকাল থেকে গরুগুলো পানি খায়নি। এখানে পানি পাওয়া যাবে বলে আশা করা গেছিল। ফেবিয়ানও বলেছিল ওখানে পানি পাওয়া যাবে। নদী ধরে এগিয়ে গেল ইভান। হয়তো ঘোড়াকে খাওয়ানোর মত পানি সামনে কোথাও পাওয়া যাবে।

চলতে চলতে একটা জঙলা জায়গার কাছে এসে পড়ল। কটনউড আর উইলোর বন। অল্পদূর এগিয়েই চমকে উঠল ইভান। নিভু-নিভু আগুনের পাশে অলস ভঙ্গিতে শুয়ে আছে জেফ আর হ্যাল। কিছুটা দূরে দুটো ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে। ওই দুটোর একটা কিছুদিন আগেও তারই ছিল।

ওরা এখানে কী করছে? অবশ্য ওদের পক্ষে যে কোন জায়গাতেই যাওয়া সম্ভব। আইনের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে ওরা। কিন্তু ইভানের গরুগুলোর কাছে কেন?

ফিরে এসে অন্য ঘোড়াটার পিঠে জিন চাপিয়ে পুব দিকে রওনা হলো ইভান। ফেবিয়ান সতর্ক চোখে ওকে লক্ষ করল, কিন্তু কিছু বলল না।

তিন মাইল যাওয়ার পরেই চিহ্নগুলো ইভানের চোখে পড়ল। বেশি পুরোনো নয়।

ঠিক আছে, ওরা তা হলে দক্ষিণ দিক থেকে এসেছে। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ শেষ যখন ওদের দেখেছে, ওরা দক্ষিণেই যাচ্ছিল। ট্র্যাক ধরে আরও কয়েক মাইল পিছনে গেল ইভান। গরুর দলটার সমান্তরাল রাস্তায় চলেছে ওরা। একবার একটা ছোট টিলার উপর দাঁড়িয়ে গরুগুলোর উপর নজরও রেখেছিল।

ব্যাপারটা কিছুই নয়–কিন্তু তাই কী? এটা কি নেহাৎ দৈব যোগ? নাকি ওদের আরও কোন মতলব আছে? ব্যারি ব্লেড আনার মত ফেবিয়ানের ওদের সাথেও যোগাযোগ নেই তো?

ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরল ইভান।

আজকে পিস্তলের অভাবটা খুব বেশি রকম টের পাচ্ছে। এতদিন বোকামিই করেছে। জেফ আর হ্যালের মত মানুষ যুক্তি শোনে না। ওদের সাথে বসে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যায় না–ওরা সত্যিকার অর্থে খারাপ লোক–ওরা খুনী।

পুবের নিয়ম এখানে চলবে না। এখানকার সব কিছুই অন্য নিয়মে চলে। পশ্চিমের নিজস্ব নিয়ম। আইন এখানে প্রবেশ-পত্র পায়নি।

এতদিন আইনই ইভানকে রক্ষা করেছে। কিন্তু এখানে কোন আইন নেই। এখানে সবাইকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়। নিজের ভাল-মন্দ নিজেকেই দেখতে হয়।

পেটে বুটের গুঁতো দিয়ে জোরে ঘোড়া ছুটাল ইভান। সময় এসেছে। কিছু সিদ্ধান্ত ওকে নিতে হবে।

আট

সূর্য ওঠার সাথে সাথেই আবার যাত্রা শুরু হলো। স্কিনারও গরুর পিছন পিছন চলেছে। এখনও নিজের সমস্যাটা নিয়ে ভাবছে সে।

বেশ গরম পড়েছে। পিছন দিককার কিছু গরুকে তাড়িয়ে লাইনে এনে ইভানের পাশাপাশি চলছে টিম। ধুলোর জন্য নাকের উপর রুমাল বেঁধে নিয়েছে।

'স্যামকে ভালই পিটিয়েছ,' বলল টিম। 'মার খাওয়ার দরকার হয়ে পড়েছিল ওর।'

'কাপুরুষতা আর মানুষ খুন করতে না চাওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য। স্যাম আমাকে ভুল বুঝেছিল।'

'তুমি একটু সাবধান থেকো। স্যাম বলে বেড়াচ্ছে ঘটনা এখনও শেষ হয়নি।'

দুপুর বেলা ঘোড়া বদল করে নিল ইভান। চারপাশের এলাকা একটু ঘুরে দেখার ইচ্ছা ওর। ওয়্যাগন থেকে নিজের রাইফেলটা নিল। ওয়্যাগনে যাওয়ার পথেই স্যামকে গজগজ করতে শুনেছে ইভান। রাইফেল হাতে ওয়্যাগন থেকে ঘুরতেই স্যাম বলল, 'এই যে বাঙ্গু মিঞা; এখন অস্ত্র রয়েছে তোমার হাতে–ঘুরে গুলি করা শুরু করো।'

রাইফেলের ব্যারেল ইভানের বাম হাতে প্রায় মাথার কাছে ধরা। রাইফেল ঘুরিয়ে স্যামের মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল ইভান। মাথা নিচু করে কাটাল স্যাম। ওর দিকে ঝাঁপ দিল ইভান। গুঁতো খেয়ে টলতে টলতে পিছিয়ে গেল স্যাম। পিস্তলটা ঠিকমত সই করার আগেই গুলি বেরিয়ে গেল। হঠাৎ গুলির শব্দে ভয়ে গরুগুলো ছুটল।

ইভানের কাঁধের ধাক্কায় টলতে টলতে পড়ে গেল স্যাম। হাঁটু ভাঁজ করে উড়ে গিয়ে ওর পেটের উপর পড়ল ইভান। মুখের উপর দুটো ঘুসি মেরে পিছিয়ে এল। স্যাম মাটি ছেড়ে উঠার চেষ্টা করতেই আবার হাঁটু দিয়ে মুখের উপর মারল ইভান।

লোকজন ঘোড়ায় চড়ে স্ট্যামপিড ঠেকানোর চেষ্টায় ছুটছে। স্যামের উঠার জন্য এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল ইভান। কিন্তু ওর মেজাজ বিগড়ে গেছে। এগিয়ে গিয়ে সামলে উঠার আগেই স্যামের মুখের উপর প্রচণ্ড দুটো ঘুসি বসাল। পাঁজরের উপর আরও দুটো ঘুসি মেরে বলল, 'তোমার চাকরি গেল, স্যাম। তোমার লোকজন নিয়ে কেটে পড়ো। তোমাকে আর আমি এখানে দেখতে চাই না।' রাইফেলটা তুলে নিয়ে নিজের ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গেল ইভান।

ঘোড়া ছুটিয়ে দূরে গিয়ে গরুগুলোকে কেন্দ্রের দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় ব্যস্ত হলো ইভান। এক ডজন গরু নিয়ে গল ফিরছিল। সে জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে কী হয়েছে?'

'স্যামকে আবার পিটিয়েছি আমি। ওকে বের করে দিয়েছি।'

'সে যদি তোমার কথা না শোনে?'

'শুনবে।'

'কী করে জানো?'

'তা হলে আবার মার খাবে। যতক্ষণ না যাবে মার খাবে।'

কোন মন্তব্য করল না গল। সবাই গরু ফিরিয়ে আনার কাজে ব্যস্ত। অনেক পরিশ্রমের পর সব গরুই ফিরে এল।

'আমরা আরও এগিয়ে যাব। হয়তো সামনে পানি পাওয়া যাবে,' বলল ফেবিয়ান। আশেপাশে চেয়ে সে আবার বলল, 'স্যাম কোথায়?'

সবাই শুনছে। 'ওকে বরখাস্ত করেছি আমি। ব্যক্তিগত ঝগড়া নিষ্পত্তি করার জায়গা এটা নয়। ওর গুলিতেই স্ট্যামপিড শুরু হয়েছে।'

চিন্তিত মুখে ইভানের দিকে চাইল ফেবিয়ান। 'এখন আমাদের লোকের কমতি পড়বে। তা ছাড়া তোমার জন্যে হয়তো সে ফাঁদও পাতবে।'

'তা হলে লোকবল আরও হবে।'

'অর্থাৎ?'

'চিহ্ন রাখে মানুষ। আমি এত বোকা না যে চিহ্ন চিনতে পারব না। সহযোগী আরও পাবে সে।'

'তার মানে?'

'ওদিকে আরও মানুষ রয়েছে।'

সবাই ওর দিকে চেয়ে আছে—ওদের উপক্ষো করে সামনে এগিয়ে গেল ইভান। আশপাশের এলাকা ভাল করে দেখার জন্য একটা ছোট টিলার উপর উঠল। মাইল তিনেক সামনে ডান দিকে জমিটা নিচু হয়ে গেছে। ওদিকটা সবুজও বেশি।

আধ ঘণ্টা পর ওখানে পৌঁছল ইভান। দেখল ওদিকে প্রচুর পানিও আছে। গরুর দলটাকে ওখানে নিয়ে যাবার জন্য ফিরল সে।

'পানি?' ফেবিয়ানের ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। 'এদিকে পানির কথা কখনও শুনিনি।'

'যা হোক, এখন শুনলে, গরু নিয়ে ওই দিকেই চলো।'

গরুগুলো পানি খেয়ে উঠতে উঠতেই সন্ধ্যা হয়ে এল। ওয়্যাগনের কাছে আগুন জ্বেলে ক্যাম্প-ফায়ার করা হয়েছে।

আগুনের পাশে গল্পগুজব চলছে না। লোকজন সবাই ভীষণ ক্লান্ত। ফেবিয়ান একাই আগুনের পাশে বসে ধূমপান করছে। মাঝে মাঝে আড়চোখে ইভানের দিকে চাইছে।

শেষ পর্যন্ত ফেব বলল, 'তোমাকে বোঝা কঠিন, আর যাই হোক তুমি কাপুরুষ নও।'

'ধন্যবাদ।'

'তবে আমি যে জিতব এ-বিষয়ে মনে কোন সন্দেহ রেখো না। ডজ অনেক দূর।'

'ডজ এখনও অনেক দূরে কথাটা মিথ্যা নয়,' কফি কাপ থেকে মুখ তুলল ইভান। 'কিন্তু তুমি যখন ওখানে পৌঁছবে, আমি তোমার সাথেই থাকব।'

ফেবিয়ানের চোখের দৃষ্টি কঠিন হলো, তারপর হাসল। 'যেমন লোক, হয়তো থাকবেও তাই,' হাসিমুখে জবাব দিল ফেব। 'যদি সত্যিই টিকতে পারো তবে আমার প্রশংসা পাবে।'

'ক্রেডিট নিয়ে দরকার নেই, আমার ক্যাশটা পেলেই চলবে।'

নিজের প্লেটে খাবার তুলে নিয়ে আগুনের পাশ থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে বসল ইভান। তাকে স্বীকৃতি না দিলে গোল্লায় যাক ওরা। সে নিজেই নিজের পথ বেছে নিতে পারবে। ইভানের ভিতরেও একটা চেঞ্জ এসেছে–এখন সে আরও শক্ত আর কঠিন হয়েছে। প্রশস্ত খোলা প্রান্তর পশ্চিমের হাওয়া ইভানের উপর তার ছাপ রেখে যাচ্ছে। ফেবিয়ান, স্যাম, হ্যাল আর জেফেরও এতে অনেক দান রয়েছে।

মানুষ মারা অন্যায়–ভুল। এ বিষয়ে তার মত পাল্টাবে না। তবে হয়তো তার চিন্তা ধারায় কিছু রদবদল করার প্রয়োজন আছে। এখানে পশ্চিমে যাদের হাতে অস্ত্র আছে তাদের হাতেই আইন।

পশ্চিমে এসে তার প্রধান শিক্ষা এই হয়েছে যে সে নিজে ভায়োলেন্সে বিশ্বাসী না হলেই যে আর সবাইও তাই ভাববে, এর কোন মানে নেই। ভবিষ্যতে তাকে আরও সাবধান হতে হবে। হ্যাল আর জেফের এখানে উপস্থিতি যদি দৈবক্রম না হয়? ফেবিয়ান যদি ওদের সাথে যুক্তি করে ইভানকে মারার উদ্দেশ্যে ওদের আনিয়ে থাকে?

সকালে কয়েক ঘণ্টা ঘোড়ার পিঠে থাকার পর ঘোড়াটাকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য আর একটা ঘোড়া নিল ইভান। মাসট্যাঙ–ছোট, কিন্তু তারের মত টানটান।

'সাবধান বন্ধু,' নিচু স্বরে ফিসফিস করে বলল ব্যারি। 'পাজি ঘোড়া ওটা।'

ঘোড়াটা জিন চাপানো পর্যন্ত স্থির হয়েই থাকল। ইভান জিনে চড়ে বসতেই শুরু হলো ওর খেলা। ফোল্ডিঙ ছুরির মত বাঁকা হয়ে পরমুহূর্তেই আবার ভীষণ বেগে ঝটকা দিয়ে সোজা হলো। জিনের উপর আছড়ে পড়ল ইভান। বেয়াড়া লাফালাফির চোটে ছিটকে পড়ে যাবার অবস্থা। জোড়া পায়ে সামনে পিছনে ডজনখানেক আচমকা লাফ মারল। বুনো ঘোড়ার পিঠে আগেও চড়েছে ইভান

কিন্তু এর মত লাফাতে কাউকে দেখেনি। কপাল গুণেই জিনের উপর টিকে থাকল সে। দুহাতে পমেল আঁকড়ে ধরতে যাবে, এইসময়ে লাফ থামিয়ে দৌড়ে কয়েক পা এগিয়ে শান্ত হয়ে থেমে দাঁড়াল ওটা।

ঘোড়া চালিয়ে ওয়্যাগনের কাছে গিয়ে নিজের রাইফেলটা নিল ইভান। তারপর সমতল জমির উপর দিয়ে সামনে এগোল।

আধমাইল পথ চলার পর দেখল পাহাড়ের খাঁর্জ থেকে একজন আরোহী বেরিয়ে অপেক্ষা করছে। লোকটা কাভানা।

'আরও আগে দেখা করতে পারতাম–কিন্তু ভাবলাম ওদের কথা তুমি জানো। তোমার ঘোড়ার ট্র্যাক আমি দেখেছি।'

'ডাকাত দুজন? হ্যাঁ, ওদের আমি দেখেছি।'

'বুঝতে পারছি না ওদের মতলবটা কী। যে রকম ধীর গতিতে ওরা এগোচ্ছে, তাতে মনে হয় ওদের কোন উদ্দেশ্য আছে। প্রায়ই টিলার মাথায় উঠে তোমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে।'

ওদের উপস্থিতির কারণ সম্পর্কে ইভানের নিজস্ব ব্যক্তিগত ধারণা রয়েছে। ওর মনে হয় যেভাবেই হোক ফেবিয়ান ওদের কাছে খবর পৌঁছেচে। ওত পেতে ইভানকে খতম করার সুযোগের অপেক্ষাতেই ওরা রয়েছে।

'তোমার একটু সাবধান থাকা দরকার।'

'সান চীফের কোন খোঁজ পেয়েছ?'

'না, ওর কোন পাত্তাই নেই।' ব্যাগের ভিতর থেকে কিছুটা শুকনো মাংস বের করে চিবাতে শুরু করল কাভানা। 'ভাল কথা, ওখানে ক্লিফটনে যেদিন তোমার সাথে দেখা হলো সেদিন ওখানে একটা মেয়ে ছিল।'

'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'মেয়েটাও তোমাকে দেখেছে। তোমার ব্যাপারে অনেক খোঁজখবর নিচ্ছিল। তোমার বিষয়ে তার এত কৌতূহল কেন?'

'জানি না। মেয়েটা দেখতে বেশ সুন্দর এইটুকুই মনে আছে।'

'বিপদের গন্ধ টের পাচ্ছি।'

'মেয়েটা প্রশ্ন করছিল?'

'হ্যাঁ, আর প্রশ্নগুলো পুরুষে আগ্রহী একটা মেয়ের প্রশ্ন নয়। সে জিজ্ঞেস করছিল তুমি কোনদিকে কোন রুটে যাচ্ছ। তোমার সাথে কতজন লোক রয়েছে, এইসব।'

'এই কৌতূহলের মানে বুঝতে পারছি না।'

'মানে কিছু নিশ্চয় আছে,' মন্তব্য করল কাভানা।

নয়

মেয়েটার কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না ইভান। তরুণ যুবক সম্পর্কে মেয়েদের

আগ্রহ এই প্রথম নয়। ডাকাত দুজন, আর সান চীফ কখন রেল-রাস্তার খবর নিয়ে আসবে এইসব নিয়েই বেশি চিন্তা।

খুব ধীরে এগোচ্ছে গরুর দল। ওয়াটার হোলের সংখ্যা এখন অনেক কমে এসেছে। পানি পাওয়াই কঠিন হয়ে উঠছে। তবু ড্রাইভ মসৃণ ভাবেই চলেছে। কাউহ্যান্ড যারা আছে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ নেই–ইভানকেও কেউ উত্যক্ত করছে না। স্যামকে দু'দুবার পিটানোর পর এখন দলের কারও মনে ওর সাহস সম্পর্কে আর সন্দেহ নেই। স্যামের কারণে যে স্ট্যামপিড শুরু হয়েছিল তাতে ওদের অনেক খাটুনি গেছে।

কঠিন পরিশ্রমের কাজ হলেও সবকিছুই একটা বাঁধা ছকে এগোচ্ছে। ইভান স্কিনার জানে এতে তার বিপদের সম্ভাবনা আরও বেড়েছে। রুটিন বাঁধা কাজ করতে করতে মানুষের সাবধানতা অনেকখানি লোপ পায়। বিপদ এড়াতে হলে ওকে প্রতিটি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হবে।

গরু নিয়ে ফেবিয়ান তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে না বলে ভিতরে ভিতরে একটু অস্থির বোধ করলেও ইভান বুঝতে পারছে এতে বরং ভালই হচ্ছে। গরুগুলো বেশিক্ষণ ঘাস খেতে পাচ্ছে–আর তাতে ওদের ওজনও বাড়ছে। এই হারে এগোলে গরুগুলো চমৎকার মোটাতাজা অবস্থায় মার্কেটে পৌঁছবে।

ফেবিয়ান কী ভাবছে? এত ধীরে এগোচ্ছে কেন সে? সেও কি রেল-রাস্তার খবরের অপেক্ষায় আছে?

এখনও সান চীফের কোন দেখা নেই।

কাভানা কাছে পিঠেই থাকছে। চলার পথে বেশ কয়েকবার ওর ট্র্যাক দেখতে পেয়েছে ইভান। হ্যাল আর জেফের চিহ্নও ইভানের চোখে পড়েছে। একজন তৃতীয় ব্যক্তি ওদের সাথে এখন যোগ দিয়েছে।

রাতে আগুনের ধারে বসে ফেবিয়ান বলল, 'তোমার প্রশংসা না করে পারছি না–তোমার অংশের কাজ তুমি ঠিকই করছ। তোমাকে এতটা কাজের লোক আমি ভাবিনি।'

'ধন্যবাদ। তোমার কাজও তুমি ঠিকই করছ।'

শব্দ করে হাসল ফেব। 'তবে এখনও ডজ বা রেল-রাস্তা অনেক দূরে।'

'চিন্তা কোরো না, ফেব, যখন পৌঁছব তখন টাকা আদায় করার জন্যে আমি হাজির থাকব।'

'সামনে কী আছে এ সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা আছে?' ইভানকে বিদ্রূপ ভরা চোখে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে ফেব। 'কিওয়া! বিশ্বাস করো ওদের চেয়ে ভয়ঙ্কর ইন্ডিয়ান আর নেই। ওরা আমাদের প্রচুর ভোগাবে।'

'আর বৃষ্টি হয়নি বলে আমাদের পানিরও অভাব হবে। গরু-চোরের আক্রমণও হতে পারে। এসব কথা তুমি আগেও শুনিয়েছ।' ফেবিয়ানের চোখেচোখে চাইল ইভান। 'আমাকে আর একদফা ব্যারি ব্লেড দেখাতে যেয়ো না–আমি সহ্য করব না।'

'কী করবে তুমি?'

আগুনের ধারে বসা কাউহ্যান্ডরা সবাই ওদের কথা শুনছে। 'ফেবিয়ান, আমাকে

খুন করার জন্যে যদি কেউ আসে, তা হলে বুঝব তাকে তুমিই পাঠিয়েছ।'

'আর তারপর?' ফেবের গলার স্বর নিচু।

'পিস্তল কেড়ে নিয়ে তোমার ঘাড় মটকে দেব।'

হেসে উঠল ফেবিয়ান। 'আমি তোমাকে মেরে ফেলব, ইভান। স্যামকে তুমি যেভাবে পিটিয়েছ সেভাবে আমার গায়ে কাউকে হাত তুলতে দেব না। পিস্তল থাক বা না থাক, তোমাকে খুন করব।'

'তা হলে আমাকে আসতে দেখলে আগে থেকেই পিস্তল বের করে রেখো, নইলে পিস্তল বের করারও সুযোগ পাবে না।' উঠে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে ওয়্যাগনের কাছে গিয়ে কফি পটটা এনে প্রথমে ফেবিয়ানের কাপ পরে নিজেরটাও ভরে পটটা আগুনের পাশে নামিয়ে রাখল। 'আর কথা যখন উঠলই, তুমি হ্যাল আর জেফকেও নিজের পথ দেখতে বলে দিও। নইলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে।'

ফেবিয়ানের দিকে চেয়ে হঠাৎ হাসল ইভান। 'তোমার কোমর ভেঙে ফেলার পর ভুল করেছি বুঝে লাভ নেই। ওদের তুমি কেটে পড়তে বলো।'

মাথা নাড়ল ফেবিয়ান। 'স্কিনার, গরুগুলো থেকে তোমাকে বঞ্চিত করার প্রতিজ্ঞায় আমি অটল না হলে তোমার সাথে আমার হয়তো ভাব হতে পারত।'

পরদিন ভোরে বেশ ঠাণ্ডা পড়ল—বাতাসের বেগও যথেষ্ট। গরুগুলোকে জোর করে বাতাসের বিরুদ্ধে আগে বাড়াতে হচ্ছে। নিচু ধূসর মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য ওঠার পরেও বাতাসের বেগ কমল না।

পিকেটওয়ায়্যারে ক্যাম্প করবে ওরা। ওখানে পানি পাওয়া যাবে। নদীর ঢালে হয়তো বাতাস থেকে কিছুটা আড়ালও পাওয়া যেতে পারে।

সারা সকাল গরুর দলটার পিছনে কাটিয়ে দুপুরের দিকে ঘোড়া বদল করে পাজি মাসট্যাঙটা নিয়েই চারপাশটা দেখতে বেরোল ইভান।

ঠাণ্ডা এখনও কমেনি। নীল উলের শার্টের উপর বাকস্কিনের জ্যাকেট পরেছে ইভান। সোজা পুব দিকে এগিয়ে দুবার টাট্টু ঘোড়ার ট্র্যাক দেখতে পেল। দুটোই কয়েকদিনের পুরোনো। নিচু জায়গা ধরে চলছে—দু'একবার ওপাশটা দেখে নেওয়ার জন্য টিবির মাথায় উঠলেও নিজেকে খোলাখুলি প্রকাশ করছে না। অস্বস্তি বোধ হচ্ছে বলে খাপ থেকে রাইফেলটা বের করে হাতেই রাখল।

বাতাসটা খুব ঠাণ্ডা—জ্যাকেটের কলার তুলে দিল ইভান। আপন মনে জমি জরিপ করে চলতে চলতে হঠাৎ দেখল একটা বাঁকের কাছে এসে পড়েছে। টিলা পার হতে হলে তাকে দেখা দিতেই হবে—আর তা না হলে বাঁকের এপাশ দিয়েই ঘুরে গরুর ট্রেইলে ফিরতে হবে। কিন্তু সামনে ওপাশে কী আছে সেটা দেখাই তার উদ্দেশ্য।

ঝুঁকি না নিয়ে পাহাড়ের ঢালের পাশ দিয়েই এগোল ইভান। এবার পাহাড়ের একটা খাঁজ ওর চোখে পড়ল। ওদিক দিয়ে ওপাশে গেলে টিলার মাথায় নিজেকে দেখা দিতে হবে না। ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে খাঁজের দিকে রওনা হলো ইভান।

পুরোনো ট্র্যাক দেখে বুঝল ওই পথেই যাতায়াত করে মোষের দল। একশো গজ এগানোর পর একটা বাঁক ঘুরে অন্য পাশে পৌঁছে গেল সে।

গুলির শব্দটা ওর কানে যায়নি, কিন্তু ধাক্কাটা টের পেল। মনে হলো কেউ যেন মাথার পাশে চাবুকের বাড়ি মারল।

বুঝতে পারছে আঘাত পেয়েছে, পড়ে যাচ্ছে ইভান। রাইফেলটা আঁকড়ে ধরে থাকতে ভুলল না। এরপরের ঘটনা আর কিছু তার মনে নেই। কেবল মাটিতে পড়ার সময়ে ধুলো ওড়ার গন্ধ আর তার নিজের ঘোড়ার কিছু অস্পষ্ট আওয়াজ কানে এসেছে।

ঠাণ্ডা···দাঁতে দাঁত বাড়ি খাওয়া বরফের মত ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডাতেই তার জ্ঞান ফিরে এল। চোখ খুলল ইভান।

চারপাশে অন্ধকার নেমে এসেছে···ঠাণ্ডা কালো রাত। বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ। দূরে মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। নড়তে চেষ্টা করে তীব্র ব্যথায় ককিয়ে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল।

গুলি খেয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিল ইভান। সেটা দুপুর নাগাদের ঘটনা। ওকে দলের লোকেরা খোঁজাখুঁজি করে থাকলেও খাঁজের ভিতর দেখার কথা ভাববে না।

কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল ইভানের কাঁধে। আশ্রয়···একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। ব্যথা উপেক্ষা করে উঠে বসার চেষ্টা করে তৃতীয়বারে সক্ষম হলো। হাত বাড়িয়ে রাইফেলটা খুঁজল···নেই।

ছুরিটা? ওটাও গেছে। টাকার জন্য পকেট হাতড়াল···টাকাও নেই। এতক্ষণে খেয়াল করল তার পা ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে আছে।

পায়ের বুট জোড়াও গেছে।

সাবধানে মাথা ছুঁয়ে দেখল। মাথার ভিতরে সমান তালে দপদপ করছে। রক্ত শুকিয়ে চুলের সাথে চাপ বেঁধে রয়েছে। ব্যথায় চোখ ছোট করে চারপাশে চেয়ে দেখল।

ঘোড়াটাও গেছে। এবার তার মনে পড়ল ঘোড়ার ছুটে পালানোর আওয়াজ পেয়েছিল। হয়তো বেশিদূর যায়নি মনে করে কয়েকবার চিৎকার করে ডাকল। কোন সাড়া এল না।

টলতে টলতে খাঁজের মুখে এসে আবার চারপাশে চাইল। এত অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

এতক্ষণে গরুগুলো সামনে বামদিকে কোথাও থাকার কথা। খুব সাবধানে পা ফেলে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে নামল ইভান। একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। উঠে দেখল পটকান খেয়ে হাতের তালু কিছুটা কেটে গেছে।

যে-ই গুলি করে থাকুক, সে মরে গেছে বা শিগ্‌গিরই মরবে মনে করে তাকে ফেলে রেখে গেছে।

বৃষ্টি থাক বা না থাক, প্রথমেই খালি পায়ের একটা ব্যবস্থা করা দরকার। একটা ধারাল পাথর খুঁজে জ্যাকেট খুলে দুটো হাতাই কনুই এর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। জ্যাকেটের হাতার সাথে ঝুলন্ত চামড়ার ফিতে দিয়ে হাতা দুটো পায়ের সাথে বেঁধে নিল।

কোটটা আবার পরে সাবধানে রওনা হলো ইভান। এরই মধ্যে পাথরে হোঁচট

খেয়ে তিনবার পটকান খেয়েছে। সামনে গভীর কালো রেখা দেখে আঁচ করল ওগুলো গাছ। ইন্ডিয়ানরা ওর ভিতরে আশ্রয় নিয়ে থাকলেই বিপদ–তাই আরও ধীরে সতর্ক হয়ে এগোল সে। কটনউড বনের ধারে এসে কান পাতল। খাঁজের ভিতর দিয়ে পানি গড়াবার শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ শুনতে পেল না।

আশেপাশে কোন আগুন বা মানুষের উপস্থিতির সাড়া পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখল–কিছুই নেই। গাছের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে এগিয়ে চলল ইভান। কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেল কয়েকটা গাছ বেশ ঘন হয়ে জন্মে কিছুটা আড়ালের সৃষ্টি করেছে। ভিতরে ঢুকে একটা গাছের সাথে হেলান দিয়ে কুঁকড়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমন্ত ইভান থেকে হাজার মাইল পুবে গলা পর্যন্ত লেস আঁটা সাদা পোশাক পরা একটা মেয়ে বাবার দিকে চেয়ে বলল, 'বাবা, ইভানের কাছ থেকে কোন খবর এখনও পেলাম না–ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না।'

মুখ তুলে মেয়ের দিকে চেয়ে গ্যারেট শান্ত স্বরে বলল, 'আমি আশা করছি সে ভালই আছে। এদিকে কী ঘটেছে জানাবার জন্যে ওকে আমি চিঠি দিয়েছি। এখন সবই ওর ওপর নির্ভর করছে।'

শান্ত চেহারার সুন্দর মেয়ে সু। কিন্তু এখন ওর চোখ আর চিবুকে একটা পশ্চিমের জেদি ভাব লক্ষ করল গ্যারেট। 'বাবা, আমি পশ্চিমে ওর কাছে যেতে চাই,' বলল সু।

'প্রশ্নই ওঠে না। মাঠে-ঘাটে কোথাও সে আছে এখন–যতটা শুনেছি ওগুলো একেবারে বুনো এলাকা।'

'ওর সাহায্যের দরকার হতে পারে।'

'তুমি গিয়ে ওর কি সাহায্য করতে পারবে? তুমি একা মেয়েমানুষ–তা ছাড়া ওখানে আমাদের জানাশোনা মানুষও কেউ নেই যার কাছে গিয়ে তুমি উঠতে পারো–এটা অত্যন্ত অশোভন দেখাবে।'

'সে যা-ই হোক, আমি যেতে চাই।'

'অপেক্ষা করো, আমার বিশ্বাস দু'একদিনের মধ্যেই ওর কাছ থেকে খবর আসবে।'

শীতে কাঁপতে কাঁপতে জাগল ইভান। জামা-কাপড় চুপচুপে ভেজা। আশ্রয় নেই, খাবার নেই, আগুনও নেই। রক্ত হারিয়ে দেহ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত গাছটাকে আঁকড়ে ধরে থাকল। তাকে এগিয়ে যেতেই হবে, কিন্তু মাথাটা ঝিমঝিম করছে–পথ চলতে পারবে কিনা বুঝতে পারছে না। পুবের আকাশটা হালকা হয়ে আসছে–সকাল হতে আর বেশি বাকি নেই। পুবেই রয়েছে তার প্রেয়সী সু আর মা। পারতেই হবে–এভাবে হারা চলবে না। সু-এর বাবা গ্যারেটও সব টাকা ইভানের হাতে তুলে দিয়ে ওর ক্ষমতায় আস্থা রেখে অপেক্ষা করছে। মাটি থেকে একটা ভাঙা ডাল তুলে নিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে এগোল সে।

গরুর দলটা এতক্ষণে আবার রওনা হয়েছে, কিংবা অল্পক্ষণের মধ্যেই রওনা

হবে। এই অবস্থায় পায়ে হেঁটে ওদের ধরা সম্ভব নয়। ত্রিনিদাদ থেকে সম্ভবত পনেরো মাইল দূরে রয়েছে সে।

মেঘ অনেক নীচে নেমে এসেছে, আলোও কম। ফিশার্স পিক, বা স্প্যানিশ পিক দেখা গেলেও দিকের একটা হদিস পাওয়া যেত। কিন্তু ওগুলো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে রয়েছে।

কেউ তার খোঁজ করবে না। সে না ফিরলেই ফেবিয়ানের সুবিধা হয়।

মাইলখানেক এগিয়ে নদীর পাড়ে নেমে পানি খেল ইভান। তারপর আবার এগোল। প্রতি পদক্ষেপেই যন্ত্রণা হচ্ছে, কিন্তু সে জানে থামলে চলবে না। তাই একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে।

পাহাড়ের খাঁজে কতগুলো গাছের কাছে এসে আবার পড়ে গেল ইভান। আর একটু এগিয়ে একটা পুরোনো ক্যাম্পফায়ার দেখতে পেল।

প্রয়োজনীয় কিছু পাবার আশায় আশপাশ খুঁজে দেখল—একটা ভাঙা ছুরির ফলা বা অন্য কিছু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেবল গর্তের মত একটা আশ্রয় খুঁজে পেল। হাঁটুর উপর বসে গড়িয়ে ভিতরে ঢুকল ইভান। তারপর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল।

কথার আওয়াজে ওর ঘুম ভাঙল। কিন্তু চোখ খুলল না সে। কারণ ওদের প্রথম কথাগুলো ওর কানে গেছে।

'ওকে ছেড়ে দাও, মিউরিয়েল। দেখাই যাচ্ছে ব্যাটা মরতে বসেছে।'

'কিন্তু যদি না মরে?'

'ওর দফা শেষ।'

'আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই, পিটার। খামোকা এতদূর আসিনি আমি। ও মরলে ফেবিয়ান গরুর পালের মালিক হবে···তখন কেবল একজনই থাকবে।'

'মাত্র হাজার দুই গরুর জন্যে এত কিছু করে লাভ আছে?'

'ডজ সিটিতে ওগুলোর অন্তত দশ হাজার ডলার দাম হবে।'

'দশ হাজার? কিন্তু কাউহ্যান্ডদের টাকাও মেটাতে হবে।'

'বোকার মত কথা বোলো না, পিটার। তোমার পিস্তলটা আমাকে দাও।'

'পিস্তল? পিস্তল দিয়ে কী করবে?'

'ওকে গুলি করে, পিস্তলটা ওর হাতে ধরিয়ে দেব। কেউ ওকে খুঁজে পেলে ভাববে উপায়হীন অবস্থা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে।'

মিউরিয়েলের মনের ইচ্ছা ভালভাবেই টের পেয়েছে ইভান। যে কারণেই হোক মেয়েটা তাকে খুন করবেই। নড়ার শক্তি আছে কিনা জানে না—চেষ্টা করতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে পিটার বলে উঠল, 'চলো, ঠাণ্ডা লাগছে। আগুন জ্বেলে কফি তৈরি করি। ওর ব্যাপারে পরে ভাবলেও চলবে। আপাতত নড়ার ক্ষমতাও ওর নেই।'

একটা গাছের তলায় সরে গেল ওরা। লোকটা আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত হলো। কফি চাপিয়ে দুজনেই আগুনের পাশে বসল। মাথা উঁচিয়ে সাবধানে চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখল ইভান। আসন্ন বিপদে ওর মাথাটা এখন ভাল কাজ করছে।

ওদের ঘোড়া দুটো ষাট-সত্তর গজ দূরে বাঁধা রয়েছে।

কনুই-এ ভর দিয়ে সাবধানে ক্রল করে আশ্রয় থেকে বেরিয়ে পড়ল ইভান।

কোন শব্দ না করে একটা গাছের আড়ালে···সেখান থেকে উল্টোদিক দিয়ে ঘুরে ঘোড়া দুটোর কাছে পৌঁছল।

আগুনের ধারে বসে গল্প করছে ওরা দুজন। বাতাসে কফির গন্ধ···নিজেকে টেনে তুলে ঝোপের সাথে বাঁধা স্লিপনটটা খুলে লাগাম হাতে নিল ইভান। জিনের পমেল ধরতেই ঘোড়াটা অপরিচিত গন্ধে একপাশে সরে গেল। জিনের সাথে বাড়ি খেল ইভান।

কেউ চিৎকার করে উঠল···ঝাঁপিয়ে পড়ে পমেল ধরে ফেলল ইভান। ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠে ছুটতে শুরু করল। ইভানের পা রেকাব খুঁজে পেয়েছে···জিনের উপর উঠে বসল সে। দ্রুত ছুটছে ঘোড়াটা···পিছন থেকে কেউ গুলি ছুঁড়ল।

দশ

ঘোড়াটা ভাল, অত্যন্ত দ্রুত ছুটতে পারে। ভয় পেয়েছে বলে আরও জোরে ছুটেছে এখন। জিনের উপর ইভান সুস্থির হয়ে বসার আগেই বন পেরিয়ে সামনের ছোট টিলা ডিঙিয়ে ছুটল।

চট করে চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে ঘোড়াটাকে পশ্চিম দিকে ছোটাল ইভান। আধঘণ্টা পর ঘোড়ার গতি কমাল। ওর যেমন দুর্বল অবস্থা তাতে ত্রিনিদাদে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামতে পারবে কিনা সন্দেহ।

পৌঁছে দেখল বিশেষ কিছুই নেই ওখানে। কয়েকটা কেবিন আর ছাড়া-ছাড়া কয়েকটা ঘর। দু'একটা সেলুনও রয়েছে···একটা দোতালা দালানে সাইন ঝুলছে–হোটেল। রাস্তাটা এখন সম্পূর্ণ নির্জন।

নতুন উদ্যম ফিরে পেয়েছে ইভান। ঘোড়াটাকে হোটেলের সামনে বেঁধে আদর করে ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে হোটেলে ঢুকল।

কামরায় তিনজন লোক রয়েছে। সবুজ চশমা পরা একজন লোক একা একটা টেবিলে বসে তাস ফেঁটে বাঁটছে। আর একজন ডেস্কের পিছনে রয়েছে। তৃতীয়জন মুখের সামনে খবরের কাগজ খুলে ধরে কাগজ পড়ছে।

ওরা সবাই মুখ তুলে অবাক চোখে ইভানকে দেখল। ওর প্রতি পদক্ষেপে মেঝেতে পানি আর কাদার ছাপ পড়ছে। ভেজা চুলগুলো কয়েকটা করে একসাথে গোছা বেঁধে মাথার চারপাশে ঝুলছে। মাথার ক্ষতটা থেকে আবার রক্ত বেরোচ্ছে। জ্যাকেটের হাতা দুটো ছেঁড়া।

'আমি একটা ঘর চাই,' খসখসে গলায় বলল ইভান। 'একটা ঘর আর কিছু খাবার।'

'মিস্টার,' প্রতিবাদ করল কেরানি, 'এমন জামা-কাপড় পরে এখানে এসেছ–টাকা দিতে পারবে?'

'ফেবিয়ান যে গরুর পাল নিয়ে এদিক দিয়ে গেছে সেটার মালিক আমি। টাকা আমি ঠিকই দিতে পারব'–এই মুহূর্তে তর্কের মধ্যে যেতে চাই না।

'শোনো, কথা হচ্ছে–'

রাগ ইভানের শক্তি জোগাল। হাত বাড়িয়ে দুহাতে ক্লার্কের শার্ট-কলার টেনে ধরে বলল, 'কামরাটা আমি চাই, কোন ওজর-আপত্তি শুনতে চাই না!'

'দিয়ে দাও।' গলাটা পরিচিত মনে হলো। 'আমি জিম্মি থাকব।',

কেরানির কলার ছেড়ে ঘুরল ইভান। খবরের কাগজ ভাঁজ করতে করতে গিলবার্ট এগিয়ে এল।

'ঠিক আছে,' রাগ চেপে বলল কেরানি, 'আপনি যখন বলছেন, দিচ্ছি।'

ইভানের বাহুমূল চেপে ধরে অন্যহাতে কেরানির কাছ থেকে ঘরের চাবিটা নিল গিলবার্ট। 'এসো, তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।'

একতলার কামরায় যাবার করিডরে ঢুকতে গিয়েও আবার ফিরে এল গিলবার্ট। টেবিলের কাছে এসে জুয়াড়ী লোকটাকে। বলল, 'মোবাইল, একটু কষ্ট করে ক্রিস্টোফারকে ডেকে আনতে পারবে?'

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারের পিছনে ঝুলানো জ্যাকেটটা তুলে নিল।

আবার ফিরে এসে ইভানের সাথে তার কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করল গিলবার্ট। 'ভেজা জামা-কাপড়গুলো ছেড়ে ফেল–তোমার একটা কড়া ড্রিঙ্ক দরকার। তুমি জামা ছাড়, আমি ড্রিঙ্ক নিয়ে আসছি।'

একটা কাঠের চেয়ারে বসে পা থেকে কোটের হাতা খুলতে গিয়ে মেঝের উপর পড়ে গেল ইভান। কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই আবার নিজেকে ঠেলে তুলল···অনেক কাজ পড়ে আছে। একটা ঘোড়া দরকার। তাকে ক্যাটল ট্রাইভে যোগ দিতে হবে। বাকস্কিন কোট আর শার্ট খুলে ফেলল। দুটোই ভিজে ভারি হয়েছে। একটা তোয়ালে নিয়ে নিজের মাথা আর গা-হাত ভাল করে মুছে ফেলল।

গিলবার্ট ফিরে এল, হাতে একটা বোতল আর গ্লাস। 'হুইস্কির ভক্ত আমি নই, কিন্তু তোমার যা অবস্থা তাতে এটাই তোমার দরকার।'

এক ঢোক হুইস্কি খেলো ইভান। টের পাচ্ছে তাপ ছড়িয়ে পড়ছে দেহে। একটু অপেক্ষা করে আর এক ঢোক খেলো।

'তুমি খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে নাও, পড়ে কথা হবে।'

'এখনই কথা সেরে নেয়া ভাল,' বলল ইভান। 'পরে হয়তো দেরি হয়ে যাবে।' আর একটু হুইস্কি খেলো। 'কেউ আমাকে খুন করার চেষ্টা করছে।' সংক্ষেপে মিউরিয়েল আর পিটারের কথা জানাল। ঘোড়া নিয়ে কীভাবে পালিয়েছে তাও বলল।

'ওদের চেনো তুমি?' প্রশ্ন করল গিলবার্ট।

'চিনি না···কিন্তু ওরা আমাকে চেনে বলেই মনে হচ্ছে। ওরা কেন আমাকে মারতে চায় তাও বুঝতে পারছি না। ওরা পশ্চিমের লোক বলেও মনে হয় না।'

কোমরে গোঁজা একটা খাটো ব্যারেলের পয়েন্ট ফোর ফোর পিস্তল বের করল গিলবার্ট। 'তোমার কি এখনও পিস্তল ব্যবহার করার বিরুদ্ধে কুসংস্কার আছে? ঘোড়া ট্র্যাক করে ওরা ঠিকই তোমাকে খুঁজে বের করবে।'

'কুসংস্কার ছুটে গেছে,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল ইভান। 'পিস্তলটা দেন।'

'এটা কাছেই রেখো।'

দরজার নক শোনা গেল। মোবাইলের সাথে আরও বয়স্ক একজন লোক দরজায় দাঁড়িয়ে।

'ভিতরে এসো, ক্রিস্টোফার,' বলল গিলবার্ট। 'এই তরুণ যুবক আমার বন্ধু। একজোড়া বুট, জামা-কাপড়, একটা পিস্তল আর একটা উইনচেস্টার আজ রাতের মধ্যেই ওর দরকার। দিতে পারবে?'

'আপনার জন্যে সব করতে রাজি আছি।' ঘুরে চলে যাওয়ার আগে আবার ঘাড় ফিরিয়ে চাইল ক্রিস্টোফার। 'চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ওর কিছু গরম সুপ বেশ দরকার।'

'আমি নিয়ে আসছি,' বলল মোবাইল। 'আনার পথে বৃষ্টির পানিতে সুপ কিছুটা পাতলা হলেও গরমই থাকবে।'

বিছানায় শুয়ে কম্বলটা গায়ের উপর টেনে নিল ইভান। ক্লান্তিতে ঘুম আসছে ওর। ঘরের তাপ আর হুইস্কির গরম তার ঘুমের ভাবটাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

'মিস্টার গিলবার্ট, আমার জন্যে আপনি এত করছেন কেন? আমার তো ধারণা ছিল আমার ওপর আপনি বিরক্ত।'

'কথাটা ঠিক,' হাসল গিলবার্ট। পকেট থেকে একটা চুরুট বের করল সে। 'কিন্তু তুমি অনেক এগিয়েছ–কিছু বন্ধুও জুটিয়ে ফেলেছ। স্যামের সাথে আমার ল্যাস ভেগাসে দেখা হয়েছে। তোমার উপর সে খুব খাপ্পা। তবে ওর চেহারা দেখলেই বোঝা যায় কেন। সবাই ফেবিয়ানের সাথে তোমার দুঃসাহসিক চুক্তির কথা বলাবলি করতে শুরু করেছে।'

'ওকথা আপনার কানেও পৌঁছেচে?'

'ওটা সবাই জানে। এই জন্যেই তোমাকে আমি সাহায্য করছি। তোমার জন্যে একটা ঘোড়াও আমি তৈরি রাখব–সব থেকে ভাল ঘোড়াটাই কিনব।'

'আপনার কি মনে হয় ফেবিয়ান আমার পিছনে লোক লাগিয়েছে?'

'না, সে ওরকম নয়, যা করার সামনা-সামনি করবে। অ্যামবুশ করে কাউকে খুন করানোর মত নীচে সে নামবে না।'

মোবাইল সুপ নিয়ে ঘরে ঢুকল। গিলবার্ট বেরিয়ে যাবার পরও সে থাকল। 'তুমি নিশ্চিন্তে খানিকটা ঘুমিয়ে নাও। তোমার হয়ে আমি চারপাশে খেয়াল রাখব।'

'তুমি তো আমাকে চেনোও না।'

কাঁধ ঝাঁকাল মোবাইল। 'চেনার দরকার নেই। আমি মিস্টার গিলবার্টের র‍্যাঞ্চেই কাজ করতাম। পরে দেখলাম ওই জীবনটা বড় কঠিন। তাই শেষ পর্যন্ত জুয়া খেলাটাই পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছি। উপার্জন বেশি হয় না, তবু আয়েশ করে সময় কাটাতে পারি।'

ধীরে কম্বলের আরও ভিতরে ঢুকে গুলো ইভান। শীতে আর ক্লান্তিতে আড়ষ্ট হওয়া পেশীগুলো এবার আলগা হচ্ছে।

'মোবাইল?' আবার চোখ খুলল ইভান। 'মিউরিয়েল আর পিটার নামের কাউকে চেনো?'

'না।'

'ওরা ঘোড়াটার খোঁজে এইদিকেই আসবে। আমার মনে হয় ওটা এখানকারই ঘোড়া। ফর্ক ব্র্যান্ড।'

'হেনরি স্মিথের ব্র্যান্ড ওটা। শহর থেকে অল্প দূরেই ওর র‍্যাঞ্চ।' দরজার দিকে পা বাড়াল মোবাইল। 'তুমি এবার ঘুমিয়ে পড়ো–আমি খোঁজ নেব।'

দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল মোবাইল। ঘরে অখণ্ড নীরবতা। দু'এক মিনিট চুপচাপ শুয়ে থেকে উঠল ইভান। একটা চেয়ার দরজার হাতলের নীচে ভাল মত ঠেসে আটকে দিয়ে আবার ফিরে এল বিছানায়। ঘরে কোন জানালা নেই, কাউকে ঢুকতে হলে দরজা দিয়েই ঢুকতে হবে। নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজল। বিছানার মত এত আরামের জিনিস আর নেই।

ঘুমাল সে···বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির শব্দে ঘোড়ার খুরের শব্দটা ঢাকা পড়ল। পিছনের গলি দিয়ে পায়ে হেঁটে এগোনোর আওয়াজও কারও কানে গেল না। লোকটা পিছন দিক দিয়ে হোটেলে ঢুকল।

তবে বৃষ্টি দৃষ্টিকে ততটা আড়াল করতে পারেনি। টেবিলে বসে তাস ফেঁটতে ফেঁটতে যুবতী মেয়ের অস্পষ্ট আকৃতিটা মোবাইলের চোখে পড়ল। রাস্তার ওপাশে একটা বাড়িতে ঢুকল ওই মেয়ে। মোবাইল সহজে কোন মানুষকে বিশ্বাস করে না–বিভিন্ন জিনিসের আপাত চেহারাও না। ইভান স্কিনার সম্পর্কে সে শুধু এইটুকুই জানে যে গিলবার্ট তাকে দাম দেয়।

দুজন মানুষ ইভানকে খুন করতে চেয়েছিল–ওদের মধ্যে একজন ছিল মহিলা। এইমাত্র একজন মহিলা ওদিককার অফিসঘরে ঢুকল। এই বৃষ্টির মধ্যে নেহাত ঠেকায় না পড়লে কোন মেয়ে বাইরে বেরোবে না। কিন্তু লোকটা কোথায়?

এটাই শহরের একমাত্র হোটেল। ইভানকে খুন করতে চাইলে লোকটাকে এখানেই আসতে হবে। সদর দরজা দিয়ে সে ঢুকবে না, তা হলে লোকজন তার চেহারা মনে রাখার সুযোগ পাবে।

তাসগুলোকে সমান করে গুছিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল মোবাইল। আড়চোখে একবার চেয়েই বুঝল করিডরের বাতিটা জ্বলছে না। একটু আগেই ফুঁ দিয়ে তেলের বাতি নেভানোর গন্ধ ওর নাকে এল। কেউ করিডরটাকে অন্ধকার রাখতে চায়। খুনীর খোঁজে অন্ধকার করিডরে ঢুকবে না মোবাইল–এত বোকা সে নয়।

প্রথম ডানদিকের ঘরটাই ওর। বামদিকের শেষ মাথা থেকে দ্বিতীয় ঘরটা ইভানের। আড়মোড়া ভেঙে সরবে হাই তুলল মোবাইল। 'এবার ঘুমাতে যাই,' বলে ক্লার্কের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। তারপরেই আবার নিঃশব্দে দরজা খুলে এক ইঞ্চি ফাঁক করল।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে খোলা পিস্তল হাতে কান পাতল মোবাইল। করিডরের অন্যপাশ থেকে একটা হালকা আওয়াজ শোনা গেল–আবার।

সাবধানে দরজাটা আর একটু ফাঁক করল মোবাইল। দরজার বন্ধ কপাটটার সাথে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে করিডরের অন্যপাশটা দেখার চেষ্টা করল। প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না, তারপর চোখে অন্ধকার কিছুটা সয়ে আসার পর আরও কালো একটা ছায়া দেখতে পেল। হাত বাড়িয়ে লোকটা ইভানের দরজা খোলার চেষ্টায়

হাতল ঘুরিয়ে ঠেলা দিল···খুলল না।

অস্পষ্ট একটা গালি দিয়ে দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁধের ধাক্কা লাগাল, কিন্তু তবু দরজা খুলল না।

মোবাইল প্রায় সব কিছুর জন্যই তৈরি ছিল–কিন্তু যা ঘটল এটা সে মোটেও আশা করতে পারেনি।

লোকটা একটু পিছিয়ে এসে পিস্তল বের করে গুলি করা শুরু করল। পিস্তলের মুখে আগুনের হল্কা দেখা যাচ্ছে।

হতভম্ব অবস্থায় কী করবে ঠিক করতেই এক মুহূর্ত কেটে গেল। এরই মধ্যে অজ্ঞাত পিস্তলবাজ দু'তিনবার ট্রিগার টিপে দিয়েছে।

লাফিয়ে করিডরে বেরিয়ে গুলি করল মোবাইল। পিস্তলবাজ লোকটা ঝট করে ঘুরে তাড়াহুড়ার মধ্যে মোবাইলের দিকে একটা গুলি চালিয়ে ছুটে পালাল। আবার গুলি চালাল মোবাইল, কিন্তু ততক্ষণে লোকটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

দড়াম দড়াম করে দরজা খুলে যাচ্ছে। কেরানি ছুটতে ছুটতে হাজির হলো। পিস্তল হাতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল গিলবার্ট। ওর কাছে দৌড়ে গিয়ে মোবাইল জানাল, 'ইভানকে খুন করতে এসেছিল ওই লোক। আমি বাতিটা জ্বালাচ্ছি।'

ইভানের দরজার সামনে দশ বারোজন জড়ো হয়েছে। দরজার উপর কিল দিচ্ছে গিলবার্ট। 'ইভান, তুমি ঠিক আছ?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল সে।

দরজার কাছে কাঠের দেয়ালটা এক ইঞ্চি চওড়া কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি। ওতে তিনটে গর্ত দেখা যাচ্ছে। পয়েন্ট ফোর ফোর বুলেট কয়েক ইঞ্চি তক্তা ভেদ করার ক্ষমতা রাখে। বিছানায় শোয়া লোকের গায়ে বেঁধানোর উদ্দেশ্যেই গুলি চালানো হয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত ভিতর থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না; তারপর মেঝেতে চেয়ার ঘষার আওয়াজ এল, দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল ইভান।

'তুমি সুস্থ আছ তো?' আবার প্রশ্ন করল গিলবার্ট। দরজা ছেড়ে পিছনে সরে গেল ইভান। গিলবার্টের পিছনে মোবাইলও ঢুকল।

'চিত হয়ে শুয়েছিলাম বলে বেঁচে গেছি, পাশ ফিরে শোয়া থাকলে গুলি গায়ে বিঁধত।'

আড়চোখে বুলেটের গর্তগুলো দেখল মোবাইল। সরাসরি ওপাশের দেয়াল ফুটো করে বেরিয়ে গেছে।

অন্য সবাই চলে যাবার পর মোবাইল মেয়েটাকে দেখার কথা জানাল।

'ওটা একজন অ্যাটর্নির অফিস,' বলল গিলবার্ট। 'যতদূর জানি অ্যাটর্নি এখন শহরে নেই।'

আবার একা হতেই বিছানায় টানটান শুয়ে পড়ল ইভান। এখন আর ভয় নেই–এই মুহূর্তে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করবে না ওরা। অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে।

রাস্তার অন্যধারে দোতালার অফিসে বিরক্ত চোখে পিটারের দিকে চেয়ে আছে মিউরিয়েল। 'তুমি একটা গাধা! এখন সবাই জেনে যাবে যে কেউ ওকে খুন করার চেষ্টা করছে।'

'ওরা ভাববে ফেবিয়ান কিংবা স্যাম···আমাদের কেউ সন্দেহ করবে না।'

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে মেয়েটা আবার বলল, 'তোমাকে এখন গায়েব হয়ে থাকতে হবে। এখনই শহর ছেড়ে চলে যাও।'

'এই বৃষ্টির মধ্যে?'

'ওরা তোমাকে দেখেছে, পিটার, এক ঝলক হলেও দেখেছে। গরুর ট্রেইল ধরেই এগোও তুমি। শিগ্‌গিরই স্কিনার ওই পথেই যাবে সন্দেহ নেই। তুমি পথেই ওকে মারতে পারবে। তবে এবার আর ঘাপলা বাধিও না–ঠাণ্ডা মাথায় নিশ্চিত হয়ে কাজ সারবে। দশ হাজার ডলার খুব বেশি টাকা না, কিন্তু ওই টাকা আমার চাই।'

জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল পিটার। বৃষ্টির ঘোমটা পরেছে রাত।

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও সায় দিল লোকটা। 'ওদিকে একটা কেবিন আমার চেনা আছে, আপাতত ওখানেই উঠব। কিন্তু তোমার কী হবে?'

'ওরা আমার সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমি এখানে অ্যাটর্নির কাছে পরামর্শ নিতে এসেছি। তুমি বেরিয়ে পড়–সাবধান, কেউ যেন না দেখে।'

চট করে রাস্তায় বেরিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে একটা খালি গুদাম ঘরে ঢুকল পিটার। ওখানেই ঘোড়াটা রেখেছে।

তিরিশ গজ দূরে দালানের পিছনে কয়েকটা বাক্স আর খালি ব্যারেলের ফাঁকে বসে মোবাইল ওর যাওয়া দেখল।

ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর উল্টোদিকের দালানটার দিকে নজর রাখল। একটা বাতি জ্বালানো হয়েছে এখন। মাঝে মাঝে একটা মেয়েকে বাতির সামনে দিয়ে চলতে দেখা যাচ্ছে।

আরও কয়েক মিনিট পর হোটেলে ফিরল মোবাইল। লবিতে ওরই অপেক্ষায় বসে আছে গিলবার্ট। মোবাইল এতক্ষণ কী দেখেছে রিপোর্ট করল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গিলবার্ট বলল, 'শুনেছি পিস্তলবাজিতে তোমার হাত খুব ভাল।'

'ওই লাইনে সুখ্যাতি আমি চাই না, মিস্টার গিলবার্ট।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমি শুধু পিস্তলবাজ চাইছি না। ভাল ভাবে বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে–এমন লোক চাই। আমার ইচ্ছা তুমি ক্যাটল ড্রাইভের আশেপাশে থেকে ইভা যেন মারা না পড়ে সেই ব্যবস্থা করো।'

'ইভান আগেই একজনকে ওই কাজে লাগিয়েছে।'

'কীভাবে জানো?'

'কাভানার সাথে আমার দেখা হয়েছে। সে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিল, দুয়ে-দুয়ে চার করে নিলাম।'

'যাই হোক, আমি ইভানকে সাহায্য করতে চাই। রেল-রাস্তা পর্যন্ত সাথে থাকার জন্যে তোমাকে আড়াইশো ডলার মজুরি আমি দেব।'

সিগারেটে একটা টান দিয়ে গিলবার্টের দিকে চাইল মোবাইল। লোকটাকে প্রায় আট বছর ধরে সে চেনে। আজ পর্যন্ত তাকে কখনও ভুল সিদ্ধান্ত নিতে বা অনাবশ্যক কিছু করতে দেখেনি। 'এতে আপনার স্বার্থ কী? দুশো পঞ্চাশ ডলার টপ কাউহ্যান্ডের সাত-আট মাসের বেতন।'

'আমার ব্যক্তিগত কারণ রয়েছে।' উঠে দাঁড়াল গিলবার্ট। 'তোমাকে আমি জান দিতে বলছি না। আশেপাশে থেকে কিছুটা সাহায্য করলেই চলবে। আমার মনে হচ্ছে ইভান স্কিনারের সামনে অনেক বিপদ আসছে, হয়তো সবটা সে সামলাতে পারবে না। ছেলেটা ভাল–সম্ভবত তার বাবার মতই ভাল। ওকে একটা সুযোগ আমি দিতে চাই।'

গিলবার্ট নিজের কামরায় ফিরে যাবার পর একাই লবিতে বসে রইল মোবাইল। নিজের টেবিলে গিয়ে তাসের প্যাকেট হাতে তুলে নিল। তাস হাতাতে থাকলে তার মাথাটা খেলে ভাল।

টেক্কা আর আট···কালো টেক্কার জোড়ার সাথে আটের জোড়া। মরণের পূর্বাভাস!

কে মরবে? সে? নাকি ইভান?

কে?

এগারো

জাগল স্কিনার। চোখ খুলে চারপাশে চেয়ে দেখে সবই মনে পড়ল। হাতলের নীচে থেকে চেয়ারটা সরিয়ে দরজা খুলে কয়েকটা ব্রাউন প্যাকেট দেখতে পেল। ওগুলো ভিতরে এনে বিছানার উপর একটা একটা করে খুলল। দুটো সুট, দুটো শার্ট, একটা নীল জীনসের ট্রাউজার্স, আন্ডারওয়্যার, মোজা, বুট–সবই আছে। আরও রয়েছে একটা খাপ সহ গান-বেল্ট। খাপের ভিতর একটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন পিস্তল। আর কয়েক বাক্স পয়েন্ট ফোর ফোর কার্তুজ।

দরজায় নক শোনা গেল। হাতে পিস্তল তৈরি রেখে দরজা খুলল ইভান। 'পিস্তলের দরকার হবে না,' বলল হোটেলের বদলি ক্লার্ক। 'তোমার উইনচেস্টার নিয়ে এসেছি আমি। মিস্টার গিলবার্ট উঠেছেন–নাস্তা খাচ্ছেন। তোমার খোঁজ করছেন।'

'মোবাইল কোথায়?'

'ওই লোক? সে নিজে যখন চায় কেবল তখনই ওকে দেখা যায়। আশেপাশেই কোথাও আছে।'

রাইফেলটা হাতে নিয়ে করিডর পেরিয়ে লবিতে ঢুকল ইভান। টেবিলে গিলবার্টের মুখোমুখি বসতে বসতে বলল, 'আমার জন্যে আপনি এত কেন করছেন জানি না, তবে উপকার করার জন্যে ধন্যবাদ।'

'সুযোগ থাকতে খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও। তোমার গরুর পাল থেকে দু'তিন দিন পিছিয়ে পড়েছ তুমি।'

'ভাল ঘোড়া পেলে একদিনেই ওদের ধরে ফেলা যাবে।'

'ভাল ঘোড়াই পাবে তুমি–কিন্তু ভুলো না তোমার পিছনে শত্রু আছে।' আড়চোখে স্কিনারের কোমরে ঝোলানো পিস্তলের দিকে চাইল গিলবার্ট। 'এখন কি

মত পালটে পিস্তল সাথে রাখা ধরেছ?'

কাঁধ ঝাঁকাল ইভান। 'আমার বিবেক বলে রাখা উচিত না, কিন্তু নিজেকে রক্ষা করার তাগিদে বাধ্য হচ্ছি।' র‍্যাঞ্চার লোকটাকে ভাল করে খুঁটিয়ে লক্ষ করল ইভান। 'এত উত্তরে তো আপনার র‍্যাঞ্চের কোন কাজ থাকার কথা না–তাই না?'

'বলতে পারো কৌতূহলী হয়ে এসেছি। পশ্চিমে কথা চাপা থাকে না। হ্যাল আর জেফের মুখোমুখি হওয়ার কথাও আমার কানে এসেছে। আমি দেখতে এসেছি তুমি পশ্চিমের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারছ নাকি তোমার আগের মতবাদই রয়েছে।'

'এখন দেখলেন আমার মতবাদ ভুল ছিল।'

'মোটেও না–তবে একটা কথা জেনো, তুমি অস্ত্র রাখার বিরুদ্ধে আইন করতে পারো, কিন্তু যে অস্ত্র থাকলেও ব্যবহার করবে না এমন লোকই কেবল ওই আইন মানবে। ক্রিমিনালরা ঠিকই অস্ত্র ব্যবহার করে তাদের কাজ উদ্ধার করবে। ফেবিয়ান তোমাকে ঠকাবার সব রকম চেষ্টা করবে। গরুর মালিকানা রাখতে হলে যত জলদি সম্ভব তোমাকে দলে যোগ দিতে হবে।'

'মুশকিল হচ্ছে ওকে হয়তো আর বেশিদূর যেতে হবে না।'

চট করে মুখ তুলে চাইল গিলবার্ট। 'তার মানে?'

'রেল-রাস্তা খুব দ্রুত পশ্চিমে এগিয়ে আসছে।'

'তুমি শিওর?'

'হ্যাঁ, তবে কতদূর এগিয়েছে জানি না।'

এরপর নীরবেই খাওয়া শেষ করে চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল ইভান। 'আপনার কাছে আমার দেনা কত? জামা-কাপড় আর অন্যান্য খরচের কথা বলছি।'

'তুমি হেরে গেলে কিছুই দিতে হবে না–বলতে পারো ভাল প্রতিযোগিতা আমি পছন্দ করি। যদি জেত বিল কত হয়েছে জানাব। এখন তোমার রওনা হওয়া দরকার।'

ঘোড়া সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখল গিলবার্ট তার জন্য চমৎকার তেজী ঘোড়া কিনেছে। মোবাইল অলস ভঙ্গিতে ওখানে ঘোরাফেরা করছে। মেদবিহীন ছিমছাম দেহের সুদর্শন লোকটা একটা কালো সুট পরেছে। সাথে কালো হ্যাট আর কালো টাই ইভান খেয়াল করল ওর কোমরে আজ পিস্তল ঝুলছে।

'আমি শহরটা ঘুরে দেখেছি, ইভান,' বলল সে। 'পিটার লোকটা শহর ছেড়েছে–তবে মেয়েটা এখানেই আছে। আমার মনে হচ্ছে ওরা যখন দুবার চেষ্টা করেছে, আবারও করবে। একটু সাবধানে থেকো।'

পুরোনো সান্তা ফে ট্রেইলের দিকে ঘোড়া ঘুরিয়ে রওনা হলো ইভান। এক মাইল এগোনোর পর ট্রেইল ছেড়ে দূরে সরে গেল–আরও একমাইল গিয়ে আবার ট্রেইলে ফিরল। চলতে চলতে ভেজা মাটিতে চিহ্ন খুঁজল–বৃষ্টির পরে নতুন কোন ছাপ পড়েনি।

ছয় বছর বয়সেই বাবার কাছ থেকে ট্রেইল সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছে ইভান। ইন্ডিয়ান, ওদের যুদ্ধ আর ট্র্যাক করার পদ্ধতি সম্পর্কেও অনেক গল্প শুনেছে।

বিল স্কিনার বলত, 'ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় শত্রুকে সুযোগ দিতে নেই। ট্রেইল ছেড়ে বেরিয়ে যাও–মাঝে মাঝে দিক বদল করো–ওদের বিভ্রান্ত করে রাখো। তা হলে কেউ ওত পেতে বসে থাকার সুযোগ পাবে না। বুনো পশু-পাখির দিকেও নজর রেখো। ওদের কাছ থেকেও অনেক খবর তুমি জানতে পারবে। নিজের ঘোড়াকে সব থেকে বেশি বিশ্বাস করো–আশপাশে কেউ থাকলে সে-ই সবার আগে টের পাবে।'

সাবধানে ঘোড়া চালাচ্ছে ইভান। বারবার দিক বদলাচ্ছে–যেসব জায়গায় একজন মানুষের পক্ষে তাকে বিপদে ফেলার উদ্দেশ্যে লুকিয়ে থাকা সম্ভব সেগুলো এড়িয়ে চলছে।

টাট্টু ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখতে পেল ইভান। ট্রেইল থেকে কিছুটা দূরে হলেও ওর নজর এড়ায়নি। ভাল করে দেখার জন্য সে এগোল।

নাল ছাড়া ঘোড়া···কমপক্ষে ছ'টা, বেশিও হতে পারে। ছয়জন কিওয়া যোদ্ধার বিরুদ্ধে একা কিছুই করতে পারবে না সে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে চিহ্ন দেখে পিছন দিকে চলল ইভান।

সিকি মাইল যাওয়ার পরেই দেখতে পেল কোথায় ওরা ঘোড়া থামিয়ে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করেছে। ঘন উইল আর কটনউড গাছের আড়ালে সবাই একই দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল। কী দেখছিল ওরা? তাকে না, কারণ ওই দিক থেকে সে আসেনি।

ঘোড়ার পিঠে বসে ইভানও ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিল। ঢালটা একেবারে শূন্য, ওখানে কিছুই নড়ছে না।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে ঢালের উপর চিহ্ন খুঁজল। ঠিকই আছে–ঘোড়ার পিঠে একাকী কেউ ওই পথে গেছে। ইন্ডিয়ানরা আড়াল থেকে তাকে লক্ষ করছে টের পায়নি লোকটা।

আরোহীর ট্র্যাক ধরে আরও পিছনে চলল ইভান। চলার পথে প্রায়ই ইতস্তত করেছে–মনে হচ্ছে লোকটা ট্র্যাক খুঁজেছে, বা কারও উপর নজর রেখেছে। আর সন্দেহ রইল না, লোকটা তারই জন্য নজর রেখেছিল। এখন ইন্ডিয়ানরা ওর পিছু নিয়েছে।

লোকটা কে হতে পারে? পিটার? যে-ই হোক ওর মাথার উপর এখন প্রচণ্ড বিপদ ঝুলছে। ওর বিপদ ওকেই সামলাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ইভান।

খোলা এলাকার উপর দিয়ে বেগে ঘোড়া ছুটাল। অ্যামবুশ করা যায় এমন জায়গাগুলো এড়িয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক সরে যাচ্ছে। কেউ তার উপর নজর রেখে থাকলে বিভ্রান্ত হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গরুর দলটাকে ধরে ফেলাই ওর একমাত্র লক্ষ্য।

বিকেলের দিকে দেখল গরুর পায়ের ছাপগুলো এখন আর বেশি পুরোনো নয়। গরুগুলোকে ঘুরিয়ে পুবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সম্ভবত ওদিকে ওয়াটার হোল আছে।

একটা নিচু পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘুরে ট্র্যাক খুঁজল। কোন চিহ্ন নেই দেখে ঢিবির মাথার দিকে রওনা হলো। টিলার মাথায় কিছু ঝোপঝাড় আর কয়েকটা গাছ রয়েছে। অনেকটা পথ চলার পর এই প্রথম কিছুটা আড়াল পেল। আলো

ফুরিয়ে যাবার আগেই পাহাড়ের চূড়া থেকে চারপাশের এলাকাটা ভাল করে দেখে নিতে চাচ্ছে।

পশ্চিমে কিছুই নেই; ভাঙা এবড়ো-খেবড়ো জমি। উঁচু পাহাড়গুলো আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সব দিকেই নির্জন শূন্যতা বিরাজ করছে–কেবল উত্তর-পুবে একটা হালকা আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে। ক্যাম্পফায়ার…তার গরুগুলো নয় তো?

পাহাড় থেকে নামতে যাবে, এই সময়ে দূরে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলির আওয়াজ শুনতে পেল। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকেও কিছুই ঠাহর করতে পারল না। নেমে আসবে, ঘোড়ার খুরের শব্দে আবার থামল।

কয়েক মিনিট কিছু দেখতে পেল না। তারপর একজন আরোহীকে বেগে ছুটে আসতে দেখল। মাথা নিচু করে ঘোড়া ছুটিয়ে ঘুরে ক্যাম্পের দিকে ছুটল লোকটা। আরোহী ইভানকে পেরিয়ে যাবার ঠিক পরপরই ইন্ডিয়ানের একটা দল ওর পিছনে ধাওয়া করে বেরিয়ে গেল।

অন্ধকারে ভাল দেখতে পায়নি তবে ধারণা করল ইন্ডিয়ান দলটায় কমপক্ষে ছয়জন লোক রয়েছে। আরও কিছুক্ষণ কান পেতে শুনে নীচে নেমে উত্তর দিকে রওনা হলো।

চলতে চলতেই সিদ্ধান্ত নিল আজ রাতে ক্যাম্পে গরুর পালের কাছে সে যাবে না, বরং গরুর পালটাকেই আগামীকাল এগিয়ে এসে ওকে ধরার সুযোগ দেবে। এগিয়ে গিয়ে আগুন না জ্বেলে অন্ধকারেই ক্যাম্প করে রাত কাটাবে। দিনের আলোয় কোন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

উত্তরে একটা নিচু কালো রেখা দেখা যাচ্ছে…গাছের সারি? নাকি নদী? জানে, নদীটা সামনেই কোথাও বাঁক নিয়েছে।

কতদূর এসেছে সে? চলার পথে অ্যামবুশ এড়াতে এতবার সামনে পিছনে করেছে যে কতটা দূরত্ব চলেছে তার খেই হারিয়ে ফেলেছে। সম্ভবত ত্রিনিদাদ থেকে ষোলো-সতেরো মাইল এসেছে।

ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোচ্ছে ইভান। অন্ধকার আরও গাঢ় হয়েছে। কয়েকবার ঘোড়া থামিয়ে কান পেতে শুনেছে। ঘাসের উপর বাতাসের মৃদু খসখস শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পায়নি।

একটা দুটো করে তারা উঠছে আকাশে। জমি কিছুটা ঢালু হলো। গাছগুলো এবার দেখতে পেল ইভান। খোলা পিস্তল হাতে গাছের ফাঁক দিয়ে ঘোড়াটাকেই পথ খুঁজে এগোবার সুযোগ দিল। কান খাড়া করে ইতস্তত না করেই সহজ গতিতে আগে বাড়ছে ঘোড়া। সামনেই পানি দেখা গেল।

হঠাৎ থেমে দাঁড়াল ঘোড়া–মাথাটা ঝটকা দিয়ে উঁচু করল। ডেকে ওঠার উপক্রম করতেই পিঠ চাপড়ে কোমল স্বরে কথা বলে উঠল ইভান। 'না! ইজি বয়।'

অস্থির ভাবে মাথা ঝাঁকালেও ঘোড়াটা কোন শব্দ করল না।

এবার গন্ধটা ওর নাকে এল…কাঠের ধোঁয়া। কাছেই কোথাও আগুন জ্বলছে। গন্ধটা অস্পষ্ট, কিন্তু আরও একটা ব্যাপার। কফি…!

পিস্তল হাতে তৈরি হয়ে অদৃশ্য আগুনটার দিকে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ইভান।

বারো

অল্প কিছুটা এগিয়ে থামল ইভান–কান পেতে শুনল, কোন আওয়াজ নেই। কফির গন্ধে বুঝতে পারছে লোকটা জেগেই আছে। পশ্চিমেই জন্মেছে ইভান–ওর ছেলেবেলা পশ্চিমেই কেটেছে। পুবে গিয়েও জঙ্গলে অনেক শিকার করেছে–জঙ্গলের রীতিনীতি সে ভাল করেই জানে।

এবার আগুনটা ওর চোখে পড়ল–থামল–অপেক্ষা করছে। একটা গলার স্বরে চমকে উঠল ইভান।

'স্বাগতম। আমি সান চীফ।'

অন্ধকারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ইন্ডিয়ান লোকটা। ঘোড়া থেকে নেমে হাত বাড়িয়ে দিল ইভান। পওনি লোকটা হ্যান্ডশেক করল।

'সকাল হলে আমিই তোমাকে খুঁজতে বেরোতাম–কিন্তু তুমি আমাকে আগেই বের করে ফেলেছ। এসো, কফি খাও।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামিয়ে ওকে ঘাস খাওয়ার জন্য বেঁধে রেখে আবার আগুনের ধারে ফিরে এল সান চীফ। ততক্ষণে নিজের কাপে কফি ভরে নিয়েছে ইভান।

'তুমি কীভাবে জানলে আমি আশপাশেই আছি?'

কাঁধ ঝাঁকাল পওনি। 'জানতাম তুমি আসবে। তা ছাড়া রাস্তায় ত্রিনিদাদের একটা লোকের সাথে দেখা হলো–মোবি।' শুনলাম তুমি এসেছ।'

মোবি? মোবাইল? জুয়াড়ী লোকটা এদিকে কী করছে? কিন্তু ওর গতিবিধির চেয়েও জরুরি প্রশ্ন রয়েছে ইভানের। 'রেল-রাস্তার কী খবর?' প্রশ্ন করল সে।

'গরুর জন্যে হয়তো তিন দিনের পথ।' নিজের কাপে কফি ঢেলে নিল পওনি।

'গরুগুলো কোথায়?'

আঙুল দিয়ে নির্দেশ করল সান চীফ। 'ওই দিকে, ক্যাড্ডোয়া ক্রীকের কাছে।'

না চেনায় ইভান প্রশ্ন করল, 'এখান থেকে কত দূরে?'

'বেশি দূরে না, আমি দেখিয়ে দেব।'

ক্যাম্প করার জন্য চমৎকার একটা জায়গা বেছে নিয়েছে পওনি। তামাক ফুঁকে কম্বলের তলায় ঢোকার আগে ইভানকে আর একটা খবর জানাল সে। 'বিগ টিম্বার্স-এ অনেক কিওয়া জড়ো হয়েছে। শাইয়্যান আর আরাপাহো সবাই চলে গেছে।'

বিগ টিম্বার্সে কিওয়া? রেল-রাস্তায় পৌঁছতে ওটা পথে পড়বে। শাইয়্যান আর আরাপাহো যদি তাদের সাধের ক্যাম্পিঙ এলাকা ছেড়ে থাকে, তা হলে এর একটা কারণও থাকবে। এদিকে আসার পথে বেশ কয়েক দল ইন্ডিয়ান টাট্টুর পায়ের

ছাপ ইভান দেখতে পেয়েছে। ওরা কি তার গরুগুলোর জন্য এসেছে–নাকি রেল-রাস্তা বন্ধ করার একটা শেষ চেষ্টা চালাবে?

বিট টিম্বার্স···নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে কেন? হয়তো বাবার কাছে কোন গল্প শুনেছে, কিংবা অন্য কোথাও শুনেছে। বিগ টিম্বার্স···?

সকাল বেলা ওরা শুকনো মাংস আর কফি খেলো। বিগ টিম্বার্স সম্পর্কে আরও জানতে চাইল ইভান।

'বড় বড় গাছ···তোমাদের ভাষায় "আলামো"···কটনউড। চোদ্দ মাইল লম্বা। এর ভিতর কোন ঝোপ নেই। কেবল ঘাস, ফোয়ারা, আর ঝর্না। শক্তিমান পাউওয়াউ ওখানে ছিল। অনেক যুদ্ধও হয়েছে। চমৎকার এলাকা।'

মনে হচ্ছে যুদ্ধ প্রিয় কিওয়ারা ইভানের জন্য ঝামেলা সৃষ্টি করবে। ওই এলাকাটা ভাল, সন্দেহ নেই, কিন্তু কিওয়া থাকায় জায়গাটা ইভানের জন্য দূষিত হয়ে উঠেছে।

সকালে একঘণ্টা পথ চলার পরেই আঙুল দিয়ে আকাশের দিকে নির্দেশ করল সান চীফ। 'শকুন। কিছু মরেছে।'

'মরেছে কিংবা মরতে বসেছে। চলো দেখি।'

ঘোড়া ছুটিয়ে এগোল ওরা। সামনের উঁচু জমিটার মাথায় উঠে দেখল একটা গর্তে উলঙ্গ একটা মানুষের রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে।

তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে ঘোড়া থামাল। সারা দেহে গভীর ভাবে ছুরি দিয়ে ফালি ফালি করে কাটার দাগ। মুক্ত আকাশের নীচে বীভৎস একটা দৃশ্য।

নিজের ঘোড়ার রাশটা সান চীফের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নেমে পড়ল ইভান। চিত করে দেখল ওই লোকটাই পিটার–তখনও মরেনি। দেহটা খিঁচিয়ে উঠল, কয়েকবার পাতা ফেলে বিস্ফারিত চোখে সে তাকাল।

'ওদের আমি দেখতেই পাইনি,' স্পষ্ট স্বরে বলল পিটার। 'সূর্য ডোবার আগেই তোমাকে খুঁজে বের করার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলাম।'

'তোমাকে আমরা ক্যাম্পে নিয়ে যাব, ওরা জখমের চিকিৎসায় ওস্তাদ,' আশ্বাস দিল ইভান।

শূন্য দৃষ্টিতে চাইল পিটার। 'মেয়েটার কথা শোনাই আমার ঠিক হয়নি। লোভী মেয়েটা টাকাই চায়, না রক্ত···বুঝি না।'

হাঁটু গেড়ে বসে পাঁজাকোলা করে পিটারকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করল ইভান।

'না!'

স্কিনার থামল–অপেক্ষা করছে। কিছু বলার চেষ্টা করল লোকটা। কথার বদলে মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত বেরোল। পাশ ফিরে কেশে গলা পরিষ্কার করার চেষ্টা করল। 'না!' আবার বলল সে। তারপরেই ঢলে পড়ল।

একমুঠো ঘাস ছিঁড়ে আঙুল থেকে রক্ত মুছে ফেলল ইভান। আর একবার পিটারের মৃতদেহটার দিকে চেয়ে নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরল।

'একটা কোদাল থাকলে···'

'সময় নেই,' বলল সান চীফ। আঙুল দিয়ে দেখাল। দুই পাহাড় দূরত্বে এক

ডজন ইন্ডিয়ান ওদের দিকেই ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পাশাপাশি এগোল–তবে ছুটছে না।

এবার ইন্ডিয়ানরা ওদের ঘোড়ার গতি বাড়াল। খাপ থেকে রাইফেল বের করল ইভান। ব্যারেলের উপর রোদ পড়ে চিকচিক করছে।

'গুলি কোরো না,' বলল সান চীফ। কিন্তু সেও রাইফেলটা দেখিয়ে রেখেছে।

ইন্ডিয়ানের দলটা মৃতদেহের কাছে এসে থেমে চেয়ে-চেয়ে ওদের যাওয়া দেখল।

ক্যাম্পফায়ারের আগুনটা অনেক দূর থেকে ইভানের চোখে পড়ল। রাতের জন্য গরুগুলোকে একসাথে জড়ো করা হয়েছে। সমতল জমিতে ক্যাম্প করলেও টিলার উপর একজন পাহারায় রয়েছে।

টিমই প্রথম ইভানকে দেখতে পেল। সান চীফকে একবার দেখে নিয়ে আবার ইভানের দিকে চাইল। 'আমরা ধরেই নিয়েছিলাম তুমি ভেগে গেছ,' শুকনো গলায় বলল সে। 'কী হয়েছিল?'

'আমাকে অ্যামবুশ করা হয়েছিল।'

'ফেবিয়ান করেনি,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল টিম। 'গরুর দল ছেড়ে বাইরে কোথাও সে যায়নি।'

'আমার মনে হয় না এতে ওর হাত ছিল। ওর কাজের ধারাই আলাদা।'

'দেখছি যা ভেবেছিলাম তারচেয়ে অনেক বেশি ঘিলু রাখো তুমি।'

আগুনের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল ফেবিয়ান। ওদের ঘোড়া নিয়ে এগোতে দেখে বলল, 'হাওডি! এখনই কিছু খেয়ে নাও। রাতের বেলা গরু ড্রাইভ করা হবে আজ।'

'কোন্‌দিকে?'

'দক্ষিণ-পশ্চিমে। উত্তরে একদল কিওয়া জড়ো হয়েছে।'

'শুনেছি।' কফি ঢেলে নিল ইভান। 'ওদের ভয়ে সরে যেতে চাচ্ছ?'

ঝট করে ফিরে তাকাল ফেব। 'না, ভয়ে নয়। এটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।'

কফিতে চুমুক দিল ইভান। 'ওরা জানে আমরা এখানে আছি–কাকে ধোঁকা দেবে? ইচ্ছা করলে ওরা যে কোন সময়ে আমাদের ধরে ফেলতে পারবে।' একটু থেমে আবার বলল, 'এখান থেকে দক্ষিণেও একদল ইন্ডিয়ান জড়ো হয়েছে।'

'তা হলে কী করতে চাও?'

'উত্তরে যাব,' জবাব দিল ইভান। ভয় পাচ্ছি, এটা ওদের বুঝতে দিয়ে লাভ নেই। বিগ টিম্বারের পাশ দিয়েই এগোব।'

'ঠিক আছে,' বিকারহীন স্বরে বলল ফেব। 'এতে কাজ হতে পারে। ওরা যদি ঘোড়ার পিঠে এগিয়ে এসে কথা বলতে চায়, তুমি কথা বলবে?'

'দরকার হলে বলব!'

'হুঁ, পুবের লোক ইন্ডিয়ানদের সাথে কেমন মানিয়ে চলতে পারে এটা একটা দেখার মত জিনিস হবে।' আড়চোখে সান চীফের দিকে চাইল ফেব। 'ওকে কোথায় পেলে?'

'শুরু থেকেই ও আমার হয়ে কাজ করছে,' শান্ত ভাবে জবাব দিল ইভান। 'ফ্র্যাঙ্ক নর্থের একজন পওনি স্কাউট হিসেবে কাজ করেছিল সান চীফ।'

'ওকে আমি চিনি–কাজের লোক।'

হঠাৎ একটা কথা ইভানের মনে পড়ল। 'ফেবিয়ান, কেউ কি তোমাকে খুন করতে চায়?'

'আমাকে? প্রায় জনা পঞ্চাশেক লোক চায়। কেন?'

'আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল কেউ–ওদের আমি চিনি না। আমার মৃত্যুতে লাভ হবে এমন কোন শত্রুও আমার নেই।'

'কিন্তু এর সাথে আমাকে জড়াচ্ছ কেন?'

'ওদের আলাপের কিছু কথা আমার কানে এসেছে। ওরা বলছিল আমি মরলে আর মাত্র একজনই থাকবে। তুমি ছাড়া আমার আর অংশীদার নেই।'

'গরুর দল?'

কাঁধ ঝাঁকাল ইভান। 'আর কী হতে পারে?'

'তোমার বাবার শত্রুও হতে পারে–তাকে তো কারা খুন করেছিল। তুমি পশ্চিমে ফিরে আসায় ওরা ভাবতে পারে তুমি প্রতিশোধ নিতেই এসেছ।'

'ওটা অনেকদিন আগের কথা–ওটার সম্ভাবনা কম।'

কয়েক মিনিট দুজনেই নীরব থাকল। আগুনের পাশে বসা কাউহ্যান্ডদের আলাপ আলোচনা ইভানের কানে আসছে।

'যাই হোক, পিটার বলছিল মেয়েটার টাকার লোভ খুব বেশি।'

'পিটার?'

'ওই নামেই মেয়েটা ওকে ডেকেছিল।' তারপর সংক্ষেপে গত কয়েক দিনের ঘটনা ফেবিয়ানকে জানাল ইভান। গিলবার্টের কথাও বাদ দিল না।

'গিলবার্ট এদিকে কী করছে? ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'তার কথা হচ্ছে আমি অস্ত্র ছাড়া কীভাবে ব্যাপারটা ম্যানেজ করি এটা দেখার জন্যেই সে এসেছে।'

'গিলবার্টকে আমি চিনি। ফালতু কাজে সময় নষ্ট করার মত সময় তার নেই।' চট করে ইভানের দিকে একবার চাইল ফেব। 'সে কি তোমার কোন আত্মীয়?'

'না।'

'তা হলে এর কোন মানে আমি বুঝলাম না। নিজেই এই গরুর পালের মালিক হওয়ার মতলব না থাকলে তার এদিকে আসার আর কারণ দেখি না।'

নীরবেই ওয়্যাগন থেকে বেড রোল বের করে বিছানায় ঢুকল ইভান। আগুনের পাশে কফি-কাপ হাতে বসা কাউহ্যান্ডদের দিকে চাইল। আগুনের আলোয় ওদের মুখের খোঁচাখোঁচা দাড়ি দেখা যাচ্ছে। ওদের পাজি লোকগুলোও গরুর কাজ সবই জানে–খাটেও প্রচুর। এই প্রথম ওদের প্রতি একটা আত্মীয়তা বোধ ইভানের মনে জাগল। সবাই একই নৌকায় রয়েছে–এখানে একজনের বিপদ আর একজনকে ভাগ নিতে হবে।

সবাই জানে সামনে কিওয়ারা রয়েছে। ওরা যে কী রকম নির্ভীক যোদ্ধা, এ-

বিষয়ে কারও মনে সন্দেহ নেই। তবু এরা কিওয়া ক্যাম্পের পাশ দিয়ে–দরকার হলে উপর দিয়েও যেতে প্রস্তুত।

পশ্চিমে না এলে এদের অনেকের সাথে তার পরিচয়ই হত না। এদের ভিতর অনেকেই আছে যাদের সে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করত না। কিন্তু এরাই বিপদে দরকার হলে তার পাশে দাঁড়িয়ে আমরণ যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এই প্রথম মিস্টার গিলবার্ট তাকে কী বোঝাতে চেয়েছিল তা সে ভালমত উপলব্ধি করল।

বিভিন্ন পরিবেশ থেকে এইসব মানুষ এসেছে। এদের মাঝে দুজন এক রকম মানুষ পাওয়া যাবে না। পশ্চিমের লোকের মধ্য কেবল একটা গুণই সবার ভিতর রয়েছে–সেটা হচ্ছে কঠিন পরিশ্রম করার ক্ষমতা, আর অনমনীয় সাহস।

আবার আগুনের কাছে ফিরে গেল ইভান। 'জানো, ফেব, এই ট্রিপটা যেভাবেই শেষ হোক না কেন,আমার জন্যে এর দরকার ছিল। অনেক কিছুই আমি নতুন করে শিখলাম। না এলে আমার অনেক কিছুই না জানা রয়ে যেত।'

মুখ তুলে চাইল ফেব। ওর মুখে হাসি। 'হতে পারে আরও অনেক ট্রিপে আমরা একসাথেই যাব–কে বলতে পারে? সিমেরনের সেই প্রথম দিনের পর তুমি অনেক বদলেছ।'

হ্যাঁ···সত্যিই অনেক বদলেছে সে। কিন্তু আর কতদূর যেতে পারবে? হয়তো রেল-রাস্তা পর্যন্তও পৌঁছতে পারবে না–কিওয়া ক্যাম্প বিগ টিম্বার্সেই ওর মৃত্যু হবে।

তবে আর বেশি বাকি নেই। শিগ্‌গিরই সে জানতে পারবে।

তেরো

সকাল হলো। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কম্বলের তলা থেকে বেরিয়ে জামা-কাপড় আর বুট পরে নিল ইভান।

ম্যাক আর টিম ওয়্যাগনের কাছে এসে রাঁধুনির উদ্দেশ্যে প্লেট বাড়িয়ে দিল। উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে পিস্তল পরে নিল ইভান। টিম ব্যাপারটা খেয়াল করল কিন্তু মন্তব্য করল না।

বক্সার ওয়্যাগনের কাছে এগিয়ে এল। ইভানের গান-বেল্ট দেখে নাক সিটকে সে মন্তব্য করল, 'ওটা কোমরে চড়ালে তোমাকে ওটা ব্যবহারও করতে হতে পারে।'

'দরকার হলে করব,' জবাব দিল ইভান। তারপর আবার বলল, 'এই ড্রাইভ শেষ হওয়ার পর বাজি ধরে যে কোন রকম শুটিঙে হারিয়ে তোমার সব টাকা আমি নিয়ে নেব।'

কতক্ষণ অবাক চোখে চেয়ে থেকে বক্সার বলল, 'ভাবছ তুমি খুব ওস্তাদ লোক–ঠিক আছে, বাজি রইল।'

গড়িয়ে উঠে বসল ফেবিয়ান। 'ভুল কোরো না, বক্সার। ওর বাবার নাম বিল

স্কিনার। বাবার সিকি অংশ হাতও যদি ওর থেকে থাকে–তুমি পাত্তাও পাবে না।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল বক্সার। কিন্তু এখন আর ততটা শিওর হতে পারছে না। ফেব যখন বলছে, হতেও পারে। নিঃসন্দেহ না হয়ে সে কোন কথা বলে না।

'ফেব, ক্লে স্প্রিঙস চেনো তুমি?' প্রশ্ন করল ইভান।

'ওটা এদিককার সবাই চেনে–আমিও কয়েকবার গিয়েছি–কেন?'

'আজ রাতে ওখানে ক্যাম্প করলে কেমন হয়?'

'আমিও একই কথা ভাবছিলাম।'

ফেবিয়ানের কাঠামো সত্যিই চমৎকার। যে কোন কাপড়েই ওকে সুন্দর মানায়। আজ সে একটা নীল আর্মি শার্ট আর কালো জীনস পরেছে। পিস্তলটা জানুর সাথে বাঁধা। ইভানের ধারণা কোন ভাল পরিবার থেকে এসেছে ফেব।

'যাকে ইন্ডিয়ানরা মেরে ফেলেছে,' জিজ্ঞেস করল ফেবিয়ান, 'ওর নাম পিটার?'

'হ্যাঁ।'

জবাব শুনে মন্তব্য না করেই সরে গেল ফেবিয়ান।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গরু নিয়ে রওনা হলো ওরা। পুব দিকে এগোচ্ছে। গরুর খুর থেকে ধুলো উড়ছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

ক্লে স্প্রিঙ থেকে টু-বিউটেস-এর দিকে যাবে ওরা। ইন্ডিয়ানরাও এটাই আশা করবে। কিন্তু ওদের পরের চালটায় ইন্ডিয়ানরা অবাক তো হবেই, কিছুটা হতভম্বও হবে। কারণ পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করে সোজা ইন্ডিয়ানদের দিকেই এগোবে। এবং তারপরে কী করবে তারও একটা প্ল্যান মনে মনে ঠিক করে রেখেছে ইভান।

এটা আশ্চর্য হলেও সত্যি, যে ফেবিয়ানকে ইভানের ভালই লাগে। কাজ জানে লোকটা। যে নিজের কাজ বোঝে তাকে পছন্দ করতেই শিখেছে ইভান। শেষ পর্যন্ত হয়তো ইভানের ওকে মেরে ফেলতে হবে–সেটা সত্যিই অনুতাপের বিষয় হবে। একটু থমকাল ইভান–সে হত্যা করবে? এমন চিন্তা এর আগে কোনদিন ওর মনে ঠাঁই পায়নি। কিন্তু এখন অন্য উপায় না থাকলে তাকে তাই করতে হবে।

ফেবিয়ান এত সহজে উত্তরে কিওয়া আছে জেনেও ওদিকে যেতে রাজি হলো কেন? সে কী ভাবছে ইভান কিওয়াদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস পাবে না–গরুগুলো তার হয়ে যাবে? নাকি আগেই ইন্ডিয়ানদের সাথে আধাআধি বখরায় কোন চুক্তি করেছে?

গরুগুলোর পাশাপাশি ঘোড়া চালাচ্ছিল ইভান। এবার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দূরে সরে গেল। নিচু পাহাড়টার ঢাল বেয়ে উপর দিকে উঠছে। এখান থেকে ক্লে ক্রীক স্প্রিঙস বেশি দূরে নয়।

ঘোড়ার খুরের কাছ থেকে একটা পাখি উড়ে পালাল। পাহাড়ের মাথায় উঠে এল ইভান।

তিনটে ইন্ডিয়ান হঠাৎ বিনা নোটিশে মাটি থেকে গজিয়ে উঠল। এতক্ষণ ওরা

মাটিতে শুয়ে ছিল। ঘোড়াগুলো ঢালের ওপাশে লুকানো। ওদের গায়ের রঙ খয়েরি, মাটি আর বিকেলের ছায়ার সাথে মিশে আড়াল হয়ে ছিল। একটা পিস্তল গর্জে উঠল–কব্জিতে গুলির ঝাঁকিটা অনুভব করল ইভান। আবার ট্রিগার টিপল সে, দেখল একজন ইন্ডিয়ান ঘুরে পড়ে গেল। ছুরিটা ওর হাত থেকে খসে মাটিতে পড়ল।

পিছন থেকে একটা হাত ইভানের গলা জড়িয়ে ধরল। স্বভাবতই বুঝতে পারছে ওর অন্য হাতে ছুরি রয়েছে। এক ঝটকায় রেকাব থেকে পা ছুটিয়ে নিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইভান। মাটিতে পড়েই ইন্ডিয়ানের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে গড়িয়ে সরে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ানো মাত্রই ছুরিটাকে নিচু করে ধরে আক্রমণ চালাল যোদ্ধা। লোকটা খুব শক্তিশালী, কাঁধও ইভানের মতই চওড়া।

ধনুকের মত বাঁকা হয়ে একটু এগিয়ে ইভানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটা। ইভানও দ্রুত অ্যাকশনে গেল। কৌশলটা কুস্তি লড়ার সময়ে বহুবার ব্যবহার করেছে। কব্জির উপর বাম হাতের চাপড়ে ছুরি ধরা হাতটাকে ডাইনে সরিয়ে ওটাকে ডান হাতে শক্ত করে চেপে ধরে এক পা এগিয়ে ওকে মাথার উপর দিয়ে আছড়ে ফেলল।

সজোরে আছাড় খেয়েও ছুরি ছাড়ল না–চট করে উঠে দাঁড়াল। বিড়ালের মতই ক্ষিপ্র লোকটার গতি। সতর্ক ভাবে ইভানের চারপাশে চক্কর দিচ্ছে। ওর কালো চোখ দুটো চকচক করছে। আবার আক্রমণের সুযোগ খুঁজছে কিওয়া ইন্ডিয়ান।

ইভানের পিস্তলটা কয়েক ফুট দূরে যেখানে পড়েছিল সেখানেই পড়ে আছে। ওর ঘোড়া কিছুটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জিনের উপর দিয়ে বিকেলের লালচে সূর্যটা দেখা যাচ্ছে।

ইন্ডিয়ান লোকটা এখন হাতটা আরও নীচে নামিয়েছে···অভিজ্ঞ যোদ্ধা···একই কায়দায় দুবার ঠকতে সে রাজি নয়।

'তুমি একজন সাহসী যোদ্ধা,' বলে উঠল ইভান। 'তোমাকে মারতে আমার খুব খারাপ লাগবে।'

লোকটা কি বুঝল তার কথা? একটা বড় শ্বাস নিয়ে ছুরি দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে বাতাস চিরে দ্রুত এগিয়ে এল ইন্ডিয়ান। চট করে ডান দিকে সরে ওকে কাটাল ইভান। কিন্তু পরক্ষণেই ঘুরে লাফিয়ে এগিয়ে এল লোকটা।

পিছিয়ে যেতে গিয়ে একটা মৃত ইন্ডিয়ানের দেহে পা বেধে পড়ে গেল ইভান। প্রতিপক্ষ সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল–কিন্তু তার শিকার ততক্ষণে গড়িয়ে সরে গেছে। খালি মাটির উপর আছড়ে পড়ল সে।

উঠে দাঁড়িয়ে ইন্ডিয়ানটা নিজেকে সামলে নেওয়ার আগেই মাথা লক্ষ্য করে বুট চালাল ইভান। কপালে বুটের আঘাতে দুবার গড়ান খেলো কিওয়া।

উপুড় অবস্থায় ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলার তলা দিয়ে হাত চালিয়ে নিজের কব্জি ধরে মাথার পিছন দিকটা বাম হাতের তালু দিয়ে মাটির সাথে ঠেসে ধরল–স্ট্র্যাঙ্গল হোল্ড। এখন ইচ্ছা করলেই লোকটাকে মেরে ফেলতে পারে ইভান। গলার উপর হাতের চাপ বাড়াল সে।

হঠাৎ কয়েকটা ঘোড়া ওদের চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল। ফেবিয়ানের গলা শোনা গেল, 'পিছিয়ে এসো ইভান, আমরা ওকে কাভার করছি।'

ধীরে হাতের চাপ কমিয়ে ওকে ছেড়ে পিছিয়ে এল ইভান। গলার উপর প্রচণ্ড চাপে ইন্ডিয়ানটা এখনও মাটিতে শুয়ে কাশছে। তারপর খুব ধীরে উঠে দাঁড়াল সে।

ম্যাক, বক্সার আর টিমও রয়েছে ওখানে। ইন্ডিয়ান লোকটার উপর চারটে পিস্তল তাক করা আছে। পিস্তলের হ্যামার কক করল বক্সার। 'ব্যাটাকে খুন করব আমি! আমি–'

'না!' ধমকে উঠল ইভান। 'ওকে খুন করলে আমাকেও মারতে হবে।'

কিওয়া ইন্ডিয়ানের দিকে ফিরল সে। 'আমি ইভান স্কিনার। বীরের মত লড়েছ তুমি–এবার মনে কোন আক্রোশ না রেখে আপোষে ফিরে যাও।'

ইন্ডিয়ান লোকটা মুখ তুলে ওর দিকে চাইল, তারপর আর সবার মুখ দেখল।

'তুমি ওকে ছেড়ে দিচ্ছ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল টিম।

হঠাৎ সান চীফ ইভানের পাশে উপস্থিত হলো। ওর হাতে ইভানের পিস্তল। ওটা নিয়ে খাপে ভরল ইভান। 'হ্যাঁ, ছেড়েই দিচ্ছি–বীর যোদ্ধার এভাবে মরা মানায় না।

গাল বকে উঠল বক্সার। 'নিষ্ঠুর কিওয়া ওরা। প্রথম সুযোগেই সে তোমাকে খুন করবে।'

'হতে পারে। কিন্তু এখন সে মুক্ত।' সান চীফের দিকে ফিরে ইভান আবার বলল, 'লোকটাকে বলো সে যেতে পারে। আর বিগ টিম্বার্সে ওদের গাঁয়ে গিয়ে আমি ওর সাথে দেখা করব। শীঘ্রি।'

'ওকে আমার বলার দরকার নেই, তুমি কী বলছ সবই সে বুঝতে পারছে।' পওনির রাইফেলটা তার হাতে রয়েছে। 'ও হচ্ছে হি-হু-ওয়াক্স্ উইথ-উলভস–সংক্ষেপে ওকে উলফ ওয়াকার ডাকা হয়। খুব সাহসী যোদ্ধা।'

'ওকে যেতে দাও।'

এক মুহূর্ত ইভানের দিকে চেয়ে থেকে ঘুরে হাঁটা ধরল উলফ ওয়াকার।

মৃতদেহগুলো পরীক্ষা করে বক্সারের দিকে চেয়ে ফেব মন্তব্য করল, 'বাজি না ধরে ভালই করেছ–একটা ডাইনে একটা বাঁয়ে–কিন্তু দুটোই ঠিক মাঝখানে লেগেছে। এত ভাল শুটিঙ আমি আর দেখিনি।'

'ওটা আমার কপালের জোর,' জবাব দিল ইভান। 'হঠাৎ মাটি থেকে উঠে আমাকে হকচকিয়ে দিয়েছিল ওরা।'

'হ্যাঁ, বুঝলাম। দুই গুলিতে দুজনকে মেরে খালি হাতে উলফ ওয়াকারকে কাবু করেছ তুমি–ওর কাছে আবার ছুরিও ছিল। তুমি যা খুশি বলতে পারো কিন্তু এটা কপাল-গুণ না।'

সান চীফ ইভানের নীল রোন ঘোড়াটাকে নিয়ে এল। জিনের উপর উঠে গরুর দলের দিকে রওনা হলো সে। ওর পাশে চলেছে টিম। হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। 'প্রথমে তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। দোষ নিও না।' হাত মেলাল ইভান। 'এরপর তোমার কাজের লোক দরকার হলে আমাকে খবর দিও–যেখানেই থাকি আমি ছুটে আসব।'

'কেন, ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে মারপিটে জিতেছি বলে?'

'না, তা নয়। জিতেও উলফ ওয়াকারকে তুমি যেভাবে ছেড়ে দিলে–এর তুলনা হয় না।'

সন্ধ্যায় ক্লে ক্রীকে পৌঁছল ওরা। রাঁধুনী টেবিল পেতে ওয়্যাগন থেকে সবার জন্য খাবার বাড়া শুরু করল।

কিছু কাঠ জোগাড় করে ছোট একটা আগুন জ্বেলে ফেলল ইভান।

ক্যাম্পের জন্য জায়গাটা খুব ভাল বাছা হয়েছে–এ পর্যন্ত এটাই সব থেকে ভাল–ভাবল ইভান। বক্সার বিরক্ত হয়ে রয়েছে। হিগিনও ইভানকে এড়িয়ে চলছে। কিন্তু ব্যারি, টিম আর ম্যাক সহজ বন্ধু-সুলভ ব্যবহার করছে। আগুনটা উজ্জ্বল হয়ে ধরে উঠেছে–খাবারের স্বাদটাও ভাল। উলফ ওয়াকারের সাথে ফাইটে কোন চোট পায়নি, বরং উপভোগ করেছে ইভান। মৃত ইন্ডিয়ান দু'জনের কথা ভাবছে না সে। বিনা নোটিশে ওরা তাকে আক্রমণ করেছিল–স্বভাবজাত রিফ্লেক্স অনুযায়ী কাজ করেছে ইভান।

ফেবিয়ানের কৌতূহল মেটেনি। সে মন্তব্য করল, 'যে কোনদিন পিস্তল ব্যবহার করেনি তার পক্ষে অমন শুটিং কীভাবে সম্ভব?'

'পিস্তল ব্যবহার করিনি তা কী আমি বলেছি?' জবাব দিল ইভান। 'তুমি তো জানো বাবা ওই বিদ্যায় ওস্তাদ ছিল। ছেলেবেলা থেকেই আমি ভাল শিক্ষা পেয়েছি। শিকার আর টার্গেট প্র্যাকটিসও অনেক করেছি। তবে এই প্রথম ফাস্ট ড্র করার দরকার পড়ল।'

'গুলির শব্দ আমরা শুনলাম,' মন্তব্য করল ম্যাক। 'বুম-বুম প্রায় একটা শব্দের মতই।'

আড়চোখে ফেবিয়ানের দিকে চেয়ে ইভান প্রশ্ন করল, 'টু-বিউটে এখান থেকে কতদূর?'

'চোদ্দ-পনেরো মাইল হবে। এদিক দিয়ে কখনও যাইনি–আমার ধারণা ওখানে গরু নিয়ে পৌঁছতে পুরো একটা দিন লাগবে।'

সবাই ক্লান্ত। কিন্তু দিনের শেষের ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে কাউহ্যান্ডরা কথা বলছে। বেড রোলে হেলান দিয়ে টিমের কথা শুনছে ইভান। বিগ টিম্বার স্টেজ-স্টেশনে স্টেজ নিয়ে যাওয়ার পথে ইন্ডিয়ানদের সাথে কী দারুণ যুদ্ধ হয়েছিল সেই গল্প।

কথা চলতে থাকল। বেড-রোল নিয়ে ওয়্যাগনের কাছে সরে শুয়ে পড়ল ইভান।

যখন আবার চোখ খুলল তখন আগুনটা মিইয়ে এসেছে। যারা পাহারায় রয়েছে তারা ছাড়া আর সবাই ঘুমাচ্ছে। পাশ ফিরে আবার ঘুমাতে যাবে, এই সময়ে দেখল বক্সার তার বেড-রোল থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হলো। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কেউ তাকে দেখুক এটা সে চায় না।

কোথায় গেল সে? কী তার উদ্দেশ্য?

চোদ্দ

একবার ভাবল ওকে অনুসরণ করবে। পরে ভাবল হয়তো প্রকৃতির ডাকেই সে বনে ঢুকেছে। পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল ইভান।

কিন্তু সকালে উঠে গতরাতের ঘটনার কথা ইভানের মনে পড়ল। বুট আর পিস্তলের বেল্টটা পরে নিয়ে চারপাশটা দেখে নিল।

বক্সার একটা ঘোড়ার উপর জিন চাপাচ্ছে। হিগিন, টিম আর ম্যাকও রাতে যারা পাহারায় ছিল তাদের ছুটি দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। ইভান নিজেও তার ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে ওদের যাওয়ার অপেক্ষায় রইল। ওরা চলে যাওয়ার পর ঘোড়াটাকে ক্যাম্পেই রেখে বনের ভিতর বক্সার যেদিকে গিয়েছিল সেদিকে চলল।

ট্র্যাক খুঁজে পেতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। জুনিপারের ঝোপ আর একটা পাহাড়ের ঢাল পেরিয়ে পায়ের চিহ্ন গর্ত মত একটা জায়গার দিকে গেছে।

ওখানেই ট্রেইলটা শেষ হয়েছে। একটা চ্যাপটা পাথরের কাছে দুটো পোড়া সিগারেটের টুকরা পড়ে আছে।

কয়েক মিনিট ওখানে দাঁড়িয়ে ধাঁধার উত্তর খুঁজল ইভান। খামোকা কিছুক্ষণ একা থাকার জন্য বক্সার এখানে আসেনি–নিশ্চয়ই তার কোন উদ্দেশ্য ছিল।

চারপাশে চাইল ইভান। পুবে টু-বিউটে যাওয়ার পথ। খোলা জায়গা–উপত্যকাটা দু'তিন মাইল চওড়া। দিগন্তরেখার কাছে আবছা ভাবে টু-বিউটে দেখা যাচ্ছে।

আর কিছু নেই···

ফিরে আসবে, এই সময়ে আর একটা পাথরের কাছে ছোট একটা আগুন জ্বালার চিহ্ন দেখতে পেল। আগুন পোহানোর জন্য ওটা জ্বালা হয়নি, কারণ লোকটা আগুনের পাশে বসেনি। নীচে উপত্যকা থেকে দেখা যায় এমন জায়গায় জ্বালানো হয়েছে।

তা হলে কি সঙ্কেত? কিন্তু কার জন্য?

আর কোন ট্র্যাক নেই। অর্থাৎ যাকেই সঙ্কেত দেওয়া হোক, লোকটা এখনও পৌঁছায়নি।

তবে কি এখানে কোন মেসেজ রেখে গেছে বক্সার?

এবার খুঁটিয়ে খোঁজা শুরু করল ইভান। হঠাৎ আগুনের কাছে একটা তামাকের থলি ওর চোখে পড়ল। থলির ভিতরে একটা কাগজে অগোছাল হাতে লেখা রয়েছে:

টু বিউটে
বিগ টিম্বারস
বিগ টিম্বারে কিওয়া

কাগজটা আবার থলেতে ভরে ওখানেই রেখে ক্যাম্পে ফিরে এল ইভান।

যাত্রার জন্য তৈরি হয়েছে সবাই। ইভানকে ফিরতে দেখে রাঁধুনী বলল, 'তোমার জন্যে কিছু খাবার বেড়ে রেখেছি–কফিও আছে।'

'ধন্যবাদ।'

বসে ইভানের খাওয়া দেখছে রাঁধুনী। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'তোমাকে আমার বেশ পছন্দ হয়। প্রথমে অবশ্য পছন্দ করিনি, তবে এখন দেখছি তুমি লোক খারাপ না।'

'ধন্যবাদ,' আবার বলল ইভান।

'এখানে কী যে ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার কাছে ব্যাপারটা মোটেও ভাল ঠেকছে না। ফেবও কেমন যেন বদলে গেছে। লোকজনের মধ্যে একটা আড়ষ্ট ভাব···মনে হয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওরা একটা কিছু করতে যাচ্ছে।'

খাওয়া শেষ করে প্লেটটা বালু দিয়ে পরিষ্কার করে রাঁধুনীর কাছে ফেরত দিল ইভান। 'তোমার কী চিন্তা? গরু নিয়ে পৌঁছতে পারলে ফেবিয়ান বা আমি তোমাদের সবার পাওনা মিটিয়ে দেব।'

'ওরা বলছে তুমি নাকি সোজা বিগ টিম্বারের ভিতর দিয়েই গরু নিয়ে যাবার প্ল্যান করেছ?'

'তাতে ক্ষতি কোথায়? ওরা চাইলে যে-কোন সময় আমাদের ওপর হামলা চালাতে পারে। যেদিক দিয়েই যাই আমরা পালাতে পারব না। বিপদ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে লাভ নেই।'

ওয়্যাগনটা চলতে আরম্ভ করল। ঢিবিটা পার হয়ে যাওয়ার পর গরুর পিছন পিছন ইভান রওনা হলো।

ক্রীক থেকে একটা ঝর্না নেমে উপত্যকা দিয়ে এগিয়ে গেছে। ঝর্নার ধারে উইলোর ঝোপ। কিছুকিছু দশ-পনেরো ফুট উঁচু। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে একটা সুবিধাজনক জায়গা বেছে নিল ইভান। ওখান থেকে মেসেজটা যেখানে রাখা আছে ওই জায়গার উপর নজর রাখা যাবে।

একটা ঘণ্টা কাটল। আবার ঘোড়ার পিঠে উঠে রওনা হতে যাবে, এই সময়ে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল। ইভানের পিছন দিকের ঢিবিটা পেরিয়ে দুজন আরোহী এল। ঝর্না পেরিয়ে উল্টোদিকের ঢালে মেসেজটা যেখানে রাখা আছে ওদিকেই এগোল ওরা।

বেশ দূর দিয়ে গেলেও হ্যাল আর জেফকে ইভান ঠিকই চিনল।

বক্সারও ওদের সাথে যোগ দিয়েছে বোঝা যাচ্ছে। আর কে?

কিন্তু মেসেজটার মানে কী? টু-বিউটের দিকে যাচ্ছে এটা যে কেউ বুঝবে। তারপর বিগ টিম্বার্স–ওখানে কিওয়া আছে–অর্থাৎ?

বক্সার তাদের যাত্রাপথের কথা ডাকাতদের জানিয়েছে। কিওয়া থেকেও সাবধান করেছে। কিন্তু আর কী? ব্যাপারটা ইভানের পছন্দ হচ্ছে না–পুরোপুরি বুঝতে না পারায় চিন্তিত হয়ে উঠছে।

লোক দুটো আবার টিলা পেরিয়ে গরুগুলোর পিছু নিল। ওরা অদৃশ্য হবার পর ইভান উইলোর ঝোপ থেকে বেরিয়ে রওনা হলো।

বিনা বাধায় টু-বিউটেতে পৌঁছে গেল ওরা। উত্তরের সমতল জমিতে গরুগুলোকে জড়ো করা হলো।

গরু নিয়ে এগোবার পথে দু'বার দূর থেকে ইন্ডিয়ানদের দেখা পেয়েছে। দু'জন টিলার মাথা থেকে ওদের দিকে চেয়ে দেখছিল। দেখা দিতে কোনরকম দ্বিধা করেনি।

'তোমার কী মনে হয়, ফেব?' ব্যারি প্রশ্ন করল। 'ওরা কি আমাদের আক্রমণ করবে?'

'কিছুই বলা যায় না–করতেও পারে আবার নাও করতে পারে। গরু চাইলে আমাদেরগুলোই সবচেয়ে কাছে। কিছু মাথা কেটে নিতে চাইলেও আমরাই। তবে এর আগেও বার দুয়েক আমার গরুর ওপর হামলা চালিয়ে সুবিধে করতে পারেনি–সেই কারণে দূরে থাকতে পারে–তবে কিছুই বলা যায় না।'

'আমার মনে হচ্ছে যুদ্ধ করতেই হবে,' মন্তব্য করল ম্যাক।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে সবার কথা শুনছে ইভান। কিন্তু ওর চোখ বক্সারের উপর। খাওয়া শেষ করে হিগিনের কাছে গিয়ে নিচু স্বরে কয়েক মিনিট আলাপ করল। কেউ ওদের খেয়াল করছে না।

বেশ কয়েকদিন থেকে হ্যাল আর জেফ একই গতিতে ওদের পিছন পিছন আসছে। হয়তো ফেবিয়ানের সাথে ওদের কোন গোপন চুক্তি আছে। শেষ মিনিটে কিছু গোলাগুলি হবে–ইভান মারা পড়লে সব গরুর মালিক হয়ে বসবে ফেব।

মিউরিয়েলের কথা ওর মনে পড়ল···মেয়েটা কি জানে পিটার মারা গেছে? সে কি এখনও ইভানকে মারতে চায়?

হঠাৎ ফেবিয়ানের দিকে ফিরে সে প্রশ্ন করল, 'তোমার অতীত জীবন সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা হলো না।'

সাপের মত ঠাণ্ডা চোখে ইভানের দিকে চাইল ফেব। 'জানবার কোন দরকার মনে করি না।'

'আমি পিটারের কথা ভাবছি–ওই ব্যাপারে আমাদের কিছু ভাবনা চিন্তা করা দরকার।'

'পিটার নামে কাউকে আমি চিনি না।'

'একটা মেয়েও আছে, ওর নাম মিউরিয়েল,' বলল ইভান।

হতবুদ্ধি হয়ে বিস্ফারিত চোখে ইভানের দিকে চেয়ে রইল ফেবিয়ান। 'মিউরিয়েল আর পিটার? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'ওই নামই ওদের–আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। মেয়েটা বলছিল পথ থেকে আমাকে সরাতে পারলে কেবল একজনই থাকবে।'

ফেবিয়ানের চোখ থেকে অবিশ্বাস মুছে গিয়ে ওকে এখন সিরিয়াস দেখাচ্ছে।

'তুমি ডজে না পৌঁছলে আমি গরুর মালিক হব। আর আমি মরলে···নাহ্, বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'মিউরিয়েলের বয়স উনিশ কি কুড়ি হবে,' বলল ইভান। 'পিটার আরও কয়েক বছরের বড়।'

'পিটার কিওয়াদের হাতে মারা পড়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে ওই পর্ব ওখানেই শেষ,' নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল ফেব।

'আমার মনে হয় না–দুজনের মধ্যে মেয়েটাই বেশি শক্ত ছিল। ও-ই পিটারকে চালাত। ওর উস্কানি না থাকলে সম্ভবত সে এর মধ্যে ঢুকত না।'

'আমার ধারণা ছিল ওরা আমাকে ভুলে গেছে। একদিন ফিরে যাবার ইচ্ছা আমি এখনও মনে পুষে রেখেছি। মানুষ যেখানে ছেলেবেলা কাটায় সেটাকে সে কোনদিনই ভুলতে পারে না।'

'আমার ছেলেবেলা এদিকেই কোথাও কেটেছে। কোথায় সেটা ঠিক বলতে পারব না···মনে হয় জায়গাটা এখান থেকে আরও পুবে।'

'ফিরে যাওয়ার ইচ্ছাটা আমার পুরোপুরি রয়েছে,' বলে চলল ফেব। 'ছেলেবেলাটা আমার খুব ভাল কেটেছে।'

'ফিরে গেলেই পারো।'

'অনেক কিছুই তোমার শেখা বাকি রয়েছে, বন্ধু। সত্যিকার অর্থে কেউই ফিরে যেতে পারে না। কিছুই আর সেই আগের মত থাকে না। মানুষ নিজেও অনেক বদলে যায়। কিন্তু তবু আমি ফিরে যেতে চাই।'

'মিউরিয়েল আর পিটারের এর সাথে কী সম্পর্ক?'

কাঁধ ঝাঁকাল ফেবিয়ান। 'হয়তো কিছুই না। ওরা যদি আমাকে খুন করার জন্যে এতদূর এসে থাকে, তা হলে ফিরে গিয়েও আর লাভ নেই। আমার বাবা সব সময়েই ওদের এড়িয়ে চলতে বলত। ওরা আমার মামাতো ভাইয়ের ছেলেমেয়ে।'

'তোমার বাপ-মা কোথায়?'

'আমি ছোট থাকতেই মা মারা যায়–বাবা কিছুদিন আগে। বাবার মত আমিও খুব জেদি ছিলাম। আমার বয়স যখন ষোলো তখন আমার চেয়ে তিন বছরের বড় এক বদরাগী ভাগনে আমাকে তার ঘোড়া ধরে দাঁড়াতে বলেছিল। কথা শুনিনি বলে আমাকে চাবুক পেটা করতে চেয়েছিল। গায়ে-গতরে আমার চেয়ে বড় হলেও জিদের ঠেলায় ওকে ঘোড়ার উপর থেকে আছড়ে মাটিতে ফেলে ইচ্ছামত পিটিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ওকে বুঝি আমি মেরেই ফেলেছি। তাই বাড়ি ফিরে কিছু জিনিসপত্র একত্র করে বাড়ি ছেড়ে পালালাম।

'বাবা দরজায় আমাকে বাধা দিয়ে জানতে চাইল কী হয়েছে। সব শুনে বলল পালাবার দরকার নেই, প্রয়োজন হলে সে আমার পাশে দাঁড়িয়ে লড়বে। আমি রাজি হলাম না।'

'তোমার কি মনে হয় কিওয়াদের ভিতর দিয়ে আমরা নিরাপদে পার হতে পারব?'

'ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে কিছুই বলা যায় না। ওরা আক্রমণ করতেও পারে আবার নাও করতে পারে। গোলমাল করতে চাইলে সম্ভবত গরুর দলটাকে স্ট্যামপিড করিয়ে ওগুলোকে জড়ো করার চেষ্টায় আমরা ছড়িয়ে পড়লে তখন একজন করে মারবে।'

'আমি ওদের ক্যাম্পে যাব,' বলল ইভান।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'আমি শুনেছি কোন লোক স্বেচ্ছায় ওদের ক্যাম্পে গেলে ওরা তার ক্ষতি করে না। আগে বা পরে করতে পারে, কিন্তু ক্যাম্পে বন্দী ছাড়া কারও ক্ষতি ওরা করে না।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এতে ঝুঁকিও অনেক।'

'ইতিমধ্যে তোমরা গরু নিয়ে সোজা পুব দিকে এগোবে।'

'ডজ কোথায় তা আমার জানা আছে,' চুরুটটা আগুনের ভিতর ফেলে দিল ফেব। 'নার্ভ শক্ত হলে হয়তো উৎরে যাবে–কিন্তু আমার সন্দেহ আছে।'

উঠে দাঁড়াল ইভান। 'এবার ঘুমাব।' তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'বক্সারকে কতটা বিশ্বাস করো?'

'বক্সার? আমার হয়ে কাজ করছে বটে–কিন্তু কাউকেই আমি বিশ্বাস করি না। তোমাকেও না।'

'আমাকে বিশ্বাস করার দরকার নেই, তুমি জানো আমি কী চাই।'

'বক্সারের কী ব্যাপার? ওর কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'সে তোমার লোক–তুমিই বুঝে দেখো।'

শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ইভান। একফোঁটা দু'ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়ছে। আগুনের উপর 'হিস' শব্দ তুলে বাষ্প হচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটা। কিন্তু ইভানের ঘুম ভাঙল না। বেড-রোলের আরও একটু ভিতরে ঢুকে শুলো ইভান।

পনেরো

সকালে ক্যাম্পটা যেন একটু চুপচাপ মনে হলো। বৃষ্টি থেমেছে, তবে আকাশটা মেঘলা হয়ে আছে। দূরের পাহাড় থেকে মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

ইভান লক্ষ করল ফেবিয়ান ওকে এড়িয়ে চলছে। সম্ভবত গতরাতে এত কথা বলেছে বলেই অনুশোচনা হচ্ছে। শুধু এক কাপ কফি খেয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠল ইভান। রাতে যারা পাহারায় ছিল তারা নাস্তা শেষ করার আগেই গরুর দল এগোতে শুরু করল।

কিওয়ারা ওদের প্রত্যেকটা গতিবিধি লক্ষ করছে সন্দেহ নেই। পুবে না গিয়ে উত্তরে বিগ টিম্বার্সের দিকে কেন ওরা মোড় নিল, এনিয়ে ওদের মধ্যে এখন জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে। সান চীফের কাছ থেকে ইন্ডিয়ানদের রীতিনীতি সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছে ইভান। এই কারণেই ইন্ডিয়ান ক্যাম্পে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শেষ মুহূর্তে দল ছেড়ে ইন্ডিয়ান ক্যাম্পের দিকে যাবে–এতে সময় কম লাগবে। তবে প্রতি পদক্ষেপেই থাকবে বিপদ।

কেউ কথা বলছে না। গরুগুলোও আজকে ঘাস খাওয়ায় তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এগিয়ে যেতেই ওরা বেশি উৎসাহী।

ম্যাক পিছিয়ে ইভানের পাশে চলে এল। 'আমরা ক্লে বাঁকের পাশ দিয়ে যাব। ফেব বলেছে আজ প্রায় আঠারো মাইল এগোব আমরা।'

'ক্লে বাঁক? এত পুবে?'

'হ্যাঁ।'

আবার এগিয়ে গেল ম্যাক। গরুগুলো সমান তালে এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে কিছুটা ছুটছে। বোঝা যাচ্ছে ফেবিয়ান আলো থাকতেই বিগ টিম্বার্সে পৌঁছতে চায়। সকাল নয়টা নাগাদ সান্তা ফে ট্রেইল পার হলো ওরা।

একবার দূরে একটা টিলার মাথায় দুজন ইন্ডিয়ানকে ওদের দিকে নজর রাখতে দেখা গেল।

বক্সারের দিকে খেয়াল রেখেছে ইভান। সারা সকালে বেশ কয়েকবার হিগিনের সাথে কথা বলে আবার নিজের কাজে ফিরে গেছে বক্সার। এত লম্বা ড্রাইভে দিনের মধ্যে দশ-বারোবার এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবু ইভানের মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

একটা ঢিবির উপর থেকে এলাকাটা ভাল করে দেখল ইভান। চেনা-চেনা লাগছে—এখানেই কোথাও সে ছেলেবেলা কাটিয়েছে। জায়গাটা বেশি দূরে নয়।

গরুর দিকে ফিরে দেখল বক্সার আর হিগিন আবার একত্র হয়েছে। ঘোড়া ঘুরিয়ে ফেরার পথে কালো মাটিতে কয়েক জনের একটা দল ডান দিকে যাওয়ার ছাপ দেখল ইভান। খুঁটিয়ে দেখে বুঝল হ্যাল বা জেফ ওদের মধ্যে নেই। সবগুলো ঘোড়ার খুরেই নাল লাগানো আছে—অর্থাৎ ওরা ইন্ডিয়ান নয়। পাঁচ-ছয়জন লোক হবে—ইভান ওখানে পৌঁছানোর কয়েক মিনিট আগেই ওরা ওই পথে গেছে।

সৎ লোক কখনও ট্রেইল ড্রাইভ এড়িয়ে যায় না। সবাই দেখা করে খবরাখবর নিয়ে কিছুটা সময় কাটিয়ে যায়।

ক্যাম্পে ফিরে ফেবিয়ানের দিকে এগোল ইভান। ওকে আসতে দেখে ঘুরে চাইল ফেব।

'তোমার চোখ-কান একটু সজাগ রেখো,' বলল ইভান। 'আমার বিশ্বাস সামনে বিপদ অপেক্ষা করছে।'

'তারমানে?'

'ওখানে কিছু চিহ্ন দেখলাম—জনা ছয়েক আরোহী, কিংবা তার বেশিও হতে পারে। কয়েক মিনিট আগেই ওরা ওই পথে গেছে, কিন্তু কথা বলার জন্যে থামেনি।'

কিছুক্ষণ নীরবেই ঘোড়া চালাল ফেবিয়ান। তারপর বলল, 'তা হলে তোমার ধারণা কোন গোলমাল পাকিয়ে উঠছে।'

'নিশ্চয়ই। আমার মনে হয় আমরা বিগ টিম্বারে পৌঁছার আগেই কেউ গরুগুলো হাতানোর মতলবে আছে।'

'তার মানে আজ রাতেই!'

'আজ বা আগামীকাল ড্রাইভের সময়ও হামলা আসতে পারে।'

ফেবিয়ান আর কোন কথা বলল না। পিছিয়ে টিমের পাশে চলে এল ইভান।

'সর্তক থেকো, সামনে বিপদ আসতে পারে।'

'কিওয়া?'

'আরও কাছে কেউ।'

আড়চোখে চাইল টিম। 'ফেবিয়ানের দিকে ইঙ্গিত করে থাকলে জেনো আমি ওর র‍্যাঞ্চেই কাজ করি।'

'কিন্তু এখন কার হয়ে কাজ করছ? ফেবিয়ান, আমি, নাকি গরুগুলো নিরাপদে পৌছানোর জন্যে?'

এক মুহূর্ত নীরব থেকে কথাটা মনে মনে বুঝে দেখল টিম। তারপর বলল, 'গরুর জন্যেই–আমি একজন কাউ-হ্যান্ড।'

এর চেয়ে বেশি আমি আর কিছুই চাই না। আমাদের দুজনের একই উদ্দেশ্য–গরু নিয়ে নিরাপদে পৌছানো।

'ম্যাকেরও একই মত হবে বলে আমার বিশ্বাস।'

'আমারও তাই মনে হয়–ব্যারিও আমাদের পাশে দাঁড়াবে।'

চোখের কোনা দিয়ে ইভানের দিকে চাইল টিম। 'তুমি বক্সার বা হিগিনের কথা কিছু বললে না।'

'না, বলছি না। ওদের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। তবে আজ সকাল থেকে ওরা নিজেদের মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছে।' এবার বক্সারের মেসেজ রাখা আর আউট ল হ্যাল আর জ্যাকের সেই কেটে পড়ার কথা সবই জানাল। নতুন ট্রেইল দেখার কথাও বলল। 'হয়তো এগুলো কিছুই না–কিন্তু আমি সতর্ক থাকতে চাই।'

সান চীফ পিছন দিককার গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। ওকে দেখে অনেকটা ভরসা পাচ্ছে ইভান। অত্যন্ত কাজের লোক ওই পওনি। ওর চোখ এড়িয়ে কোথাও কিছু ঘটার উপায় নেই।

কিন্তু কাভানা গেল কোথায়?

দু'বার ইন্ডিয়ানদের দেখা পাওয়া গেল। কিন্তু ওরা কেবল দূর থেকে ইভানদের গতিবিধি লক্ষ্য করল।

আর যারা নজর রেখেছে তাদের উপস্থিতির কথা কি ইন্ডিয়ানরা জানে? সান চীফকে জিজ্ঞেস করল স্কিনার। 'ওরা জানে,' জবাব দিল পওনি।

গরুর দলটাকে পুরো ঘুরে বক্সারের পাশে হাজির হলো ইভান। 'কেমন চলছে?'

'ভাল,' সংক্ষেপে কাটা কথায় জবাব দিল বক্সার। ইভানকে এড়িয়ে যেতে চাইছে।

'চোখ খোলা রেখো–আমরা কিওয়া এলাকায় আছি।'

'জানি।'

'কিছু আউট ল লোকজনও আশপাশে রয়েছে,' বক্সারের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য মন্তব্য করল ইভান। 'তবে চিন্তার কিছু নেই–ওদের আমরা সামলাতে পারব।'

চোখ কুঁচকে তাকাল বক্সার। 'আউট ল? এদিকে কোন আউট ল নেই।'

'কেন? রবার্স রুস্টের বিল কো-এর দল, দুই ভাই, হ্যাল আর জ্যাক–এরা তবে কে?'

'ওরা এদিকে আসবে না।'

'তাই?' বলে হেসে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল ইভান। এসব কথায় বিশেষ কাজ হবে না জানে–কিন্তু অন্তত বক্সারের মনে একটা সন্দেহের বীজ বুনে দিতে পেরেছে সে। হয়তো এতে বক্সাররা যা প্ল্যান করেছিল সেটা ওরা আপাতত স্থগিত রাখতে পারে।

দিনটা নিরিবিলিতেই কাটল। গরুগুলো উত্তরেই এগোল। সূর্য ডোবার সময়ে ক্লে ক্রীকের একটা ছোট বাঁকে পৌঁছল ওরা। ক্রীকের ঝর্নাটা শুকিয়ে একেবারে তলা দিয়ে বইছে। কিন্তু গরুর চাহিদা মেটানোর জন্য ওই পানিই যথেষ্ট।

অন্যান্য কাউ-হ্যান্ডকে গরুর খবরদারিতে রেখে ইভান আর কলিন এলাকাটা ঘুরে দেখে আসতে গেল। সান চীফ আগেই বিকেলের ঘনিয়ে আসা ছায়ায় অদৃশ্য হয়েছে। ক্যাম্প থেকে এক মাইল দূরে একটা টিলার মাথায় উঠে চারপাশটা ভাল করে চেয়ে দেখল। বহু খাঁজ রয়েছে।

'ওইসব খাঁজে একটা পুরো আর্মি লুকিয়ে থাকলেও টের পাবার উপায় নেই,' মন্তব্য করল কলিন।

'আজ রাতে ঘুম একটু পাতলা রাখার চেষ্টা করো,' উপদেশ দিল ইভান। 'আজ আর আগামীকালই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বিপদের সময়।'

বক্সার আর ম্যাক ঝর্নার ধারে গরুর ঘাস খাওয়া দেখছে। বাকি সবাই তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিল। টিম, কলিন, আর ব্যারি আবার বেরিয়ে গেল।

সময় নষ্ট না করে খাওয়ার শেষে আরও এক কাপ কফি খেয়ে বিছানায় গেল।

রাত বারোটায় ইভানকে জাগিয়ে দেবে বলে কথা দিয়েছে রাঁধুনী। মাঝরাতের একটু আগে নিজে থেকেই তার ঘুম ভেঙে গেল। স্থির শুয়ে থেকে কান পাতল–কোন শব্দ নেই…নাক ডাকা, আগুনে কাঠ পোড়ার শব্দ…কিছুই না।

সাবধানে উঠে বসল ইভান। আগুনটা থাকলেও এখন প্রায় নিভে এসেছে। ওয়্যাগনটাও আছে–বেড-রোলগুলোও রয়েছে, কিন্তু সব খালি।

পিস্তলের জন্য হাত বাড়াল…কিন্তু পিস্তলটা নেই।

ধীরে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকার ঝোপের দিকে এক পা এগোল।

মুখের ভিতরটা শুকিয়ে আছে–মাথাটা দপদপ করছে।

কফি…কফির সাথে ওষুধ মিশিয়ে ওকে ড্রাগ করা হয়েছে।

বেড-রোলের কাছে ফিরে কম্বলের তলা থেকে উইনচেস্টারটা বের করে নিল ইভান। এক হাতে রাইফেলটা ধরে প্রায় ওটার উপরই শুয়েছিল বলে ওরা উইনচেস্টারটা নিতে পারেনি।

বুট পরে নিয়ে ঘোড়াগুলো যেখানে রাখা ছিল সেদিকে এগোল ইভান। ঘোড়াগুলো নেই।

মাথার ভিতরটা জমাট বেঁধে রয়েছে। এক মিনিট ওখানে দাঁড়িয়ে ড্রাগের প্রভাবে ভোঁতা মাথাটা পরিষ্কার করে চিন্তা করার চেষ্টা করল ইভান…রাতে

গরুগুলোকে স্ট্যামপিড করানোর একটা চেষ্টা হতে পারে মনে করে ঘোড়াটাকে জিন চড়ানো অবস্থায় জঙ্গলের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিল।

অন্ধকারে ভূতের মত বনের ভিতর ঢুকল ইভান। ঘোড়াটা ওখানেই রয়েছে। জিনের পেটি শক্ত করে বেঁধে ঘোড়ায় চেপে গরুগুলোর কাছে হাজির হলো। নীরবে বিশ্রাম নিচ্ছে ওরা; কোন কাউ-হ্যান্ড ওখানে নেই; কেউ গানও গাইছে না।

লঙ-হর্ন গরুগুলো বুনো জাতের। একটু ভয় পেলেই স্ট্যামপিড শুরু করে দেবে। কাউ-হ্যান্ডরা গান গায়, কারণ গান গেয়ে এগোলে চমকে ছুট দেওয়ার ভয় থাকে না।

আরও কাছে এগোনোর সময়ে কোমল সুরে গান ধরল ইভান। পুরো একটা চক্কর দিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। দ্বিতীয়বার চক্কর দেওয়ার সময়ে আরও দূর দিয়ে ঘুরল। সঙ্গীদের বা কোন চিহ্ন খুঁজে পাবার আশা···কিন্তু কিছুই পেল না।

কী ঘটেছে? ওরা কি তাকে আর গরুর দলটাকে একা ছেড়ে চলে গেল? নাকি ইন্ডিয়ানরা ওদের গুম করে ফেলল? কিন্তু তা হলে তাকে রেহাই দিল কেন? তবে কি এটা ফেবিয়ানেরই একটা চালাকি? এখন কী করবে সে? একা কী-ই বা করতে পারবে?

ভোর হয়ে আসছে, ক্যাম্পে ফিরে এল ইভান। সংগ্রামের কোন চিহ্ন ওর চোখে পড়ল না। বেড-রোলগুলো জায়গাতেই পড়ে আছে। মনে হচ্ছে লোকগুলো বুট পরে নীরবেই চলে গেছে। ওরা নিজের ইচ্ছায় গেছে, নাকি বন্দুকের মুখে, জানার উপায় নেই।

ওয়্যাগনের কাছে গিয়ে কিছু মাংস, কফি, দুটো রুটি এবং আরও কিছু টুকিটাকি গুছিয়ে নিল। একটা বাড়তি কফিপট আর কাপও সাথে নিতে ভুলল না। এবার আবার গরুর দলটার কাছে ফিরে চলল।

গরুগুলো এরমধ্যেই উঠে পড়েছে। ঘাস খেতে খেতে কিছুটা ছড়িয়েও গেছে। তৃতীয় দিন থেকে যে তাগড়া গরুটা দলের নেতৃত্ব দিয়েছে, সে আগে বেড়ে মাথা তুলে অপেক্ষা করছে।

'ঠিক আছে, বাছা, চলো এগোই!' বলল ইভান। ঘোড়ার পিছনে দলপতি আগে আগে চলল। মন্থর গতিতে বাকি গরুগুলো ওকে অনুসরণ করল। উত্তরে বিগ টিম্বারের দিকে দলটাকে রওনা করিয়ে দিয়ে ঘুরে পিছনে চলে এল ইভান। একা কতক্ষণ ওদের সামলাতে পারবে জানে না।

এবার গরুর পাশে চলতে চলতে সতর্ক দৃষ্টিতে এলাকাটার উপর চোখ বোলাল। মোটামুটি প্রান্তর–মাঝে মাঝে ভাঙাচোরা, কিছু টিলাও রয়েছে দুপাশে।

একঘণ্টা পথ চলার পর একজন ইন্ডিয়ান দেখা দিল।

প্রথমে একজন, তারপর এক এক করে বারোজন লাইন করে দাঁড়াল ঢিবির মাথায়। আধমাইল দূর থেকে ওরা ইভানকে লক্ষ করছে।

ওরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে ইভান একা রয়েছে। গরুগুলো কেবল অভ্যাস বশেই এখনও একত্র রয়েছে। মানুষ মাত্র একজন টের পেলেই ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়বে।

হঠাৎ একটা খাঁজের ভিতর থেকে সান চীফ বেরিয়ে এল। পিছিয়ে পড়া

গরুগুলো ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিল–ওগুলোকে তাড়িয়ে দলে ফিরিয়ে নিয়ে এল পওনি।

একটু পরেই জুনিপারের ঝোপের আড়াল থেকে কাভানা বেরিয়ে এল। তিনজনে গরুর দলটাকে বিগ টিম্বার আর আরকানসাস নদীর দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

দুপুর হয়ে গেল, তবু ইন্ডিয়ানরা ওদের সাথেই রয়েছে–দূর থেকে নজর রাখছে। কাভানা সামনে বেড়ে গরুর দলটাকে থামাল। ইভান আর সান চীফ পাহারায় থাকল–কফি চড়িয়ে মাংস ভাজি করতে বসল কাভানা।

'তোমার রেল-রাস্তা আমি খুঁজে পেয়েছি,' ইভানকে জানাল কাভানা। 'কলোরাডো লাইনের এপাশে চলে এসেছে। দিনে প্রায় এক মাইল করে আগে বাড়ছে ওরা। তোমার নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছিল–সেটাও আমি নিয়ে এসেছি।'

তারবার্তাটা বাড়িয়ে দিল কাভানা। ওতে অল্প কথায় লেখা আছে:

এদিকে সব ওলটপালট হয়ে গেছে। ওই গরুগুলো
ছাড়া এখন আর আমার কিছুই নেই। তোমার
উপরই সব নির্ভর করছে। সু তোমাকে ভালবাসা
জানিয়েছে।

গ্যারেট।

'এটা পড়েছ তুমি?'

'হ্যাঁ, ওটা খোলাই ছিল। ভাবলাম কাগজটা হারিয়ে গেলেও তোমাকে মেসেজটা দিতে পারব···তাই পড়েছি···শক্ত সমস্যা তোমার।'

'মানুষটা এত ভাল–ওঁকে হতাশ করতে হলে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না।'

'তিনজনে? দু'হাজারেরও বেশি গরু–ইন্ডিয়ানরা ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে–বিরাট দায়িত্ব এখন তোমার কাঁধে।'

ঢিবিগুলোর দিকে তাকাল ইভান। ওরই কোনটার আড়াল থেকে ইন্ডিয়ানরা ওদের উপর নজর রেখেছে। আউট ল লোকগুলোও যে বেশি দূরে নেই–এ-ব্যাপারেও ইভান নিশ্চিত।

কিন্তু ফেবিয়ানকে নিয়েই ওর বেশি চিন্তা। লোকটা যেমনই হোক মনের গভীরে ইভান বিশ্বাস করে লোকটা তার কথার খেলাপ করবে না।

ইভান আর কাভানা গরুর তদারকী করতে গেল। সান চীফ আগুনের ধারে এসে খেতে বসল।

'বস্?' ডাকল কাভানা।

'কী?'

'কেউ এদিকেই আসছে।'

কাভানার নির্দেশিত দিকে চাইল ইভান।

একজন আরোহী ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে ওদের দিকেই আসছে।

'টেন্টিঙ টু-নাইট অন দি ওল্ড ক্যাম্প গ্রাউন্ড' গাইতে গাইতে আসছে সে। লোকটা মোবাইল।

ষোলো

'মনে হচ্ছে একজন ভাল কাউ-হ্যান্ড পেলে তুমি খুশিই হবে,' বলল মোবাইল। 'আমি ক্যাট্‌ল্ ড্রাইভেও দু'একবার গেছি। ল্যাসো আর পিস্তলেও আমার হাত ভাল।'

'তুমি তো একটা কাজ করছ।'

'সে নিয়ে তোমার চিন্তার কারণ নেই। তোমাকে নিরাপদে রেল-রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্যে মিস্টার গিলবার্ট আমাকে অনেক টাকা দিচ্ছে।'

'গিলবার্ট? তোমাকে টাকা দিচ্ছে?'

'হ্যাঁ। সে কি তোমার আত্মীয়?'

'না।'

মুখ তুলে ইন্ডিয়ানদের দিকে চাইল মোবি। 'ওদের দিকে তোমার নজর রাখতে হবে। তবে তার আগে তোমার কিছু বাড়তি ঘোড়া দরকার। কী হয়েছিল–তোমার সঙ্গীরা কোথায়?'

অল্প কথায় ঘটনা জানাল ইভান।

'তোমার কি ধারণা? ফেবিয়ানের কাজ এটা?'

কাঁধ ঝাঁকাল ইভান। 'কিছু আউট ল আশপাশেই ঘুরঘুর করছে। আমার মনে হয় ওদের সাথে বক্সার কিছু মতলব আঁটছিল। আমার যা কিছু পুঁজি সবই এখানে খাটিয়েছি–আমার বসেরও একই অবস্থা। গরু নিয়ে পার হতে পারলে আমাদের কিছু লাভ হবে; তা না হলে একজন ভাল মানুষ তার মেয়ে নিয়ে আমাদের সাথেই ডুববে।'

নীরবে এগিয়ে চলল ওরা। একবারও থামেনি। ঘোড়াকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে চারজনই নেমে হেঁটেছে।

দুপুর বেলা আরকানসাসের ধারে উঁচু গাছের সারি চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। বিগ টিম্বার্সে উঁচু চূড়া অনেক উপরে দেখা যাচ্ছে গরুগুলোকে গোল করে জড়ো করে ওদের বিশ্রাম নিতে দিয়ে আগুন জ্বালাল ওরা।

'আমি ইন্ডিয়ান ক্যাম্পে যাচ্ছি,' ওদের জানাল ইভান। 'বলেছিলাম যাব, আমাকে যেতেই হবে। ওদের কী মতলব আমি জানি না, কিন্তু আমার জন্যে ঝুঁকি ওখানেও যা এখানেও তাই। তোমরা পাহারায় থাকো, কিন্তু যদি আক্রমণ আসে, ছুটে হাওয়া হয়ে যেয়ো। পরে আমরা আবার ফাইট করার সুযোগ পাব। তোমাদের কাউকে আমি হারাতে চাই না।'

'ওই ক্যাম্পে গেলে ওরা তোমার কল্লা কেটে রেখে দেবে,' সাবধান করল কাভানা।

'হতে পারে।' কফি শেষ করার জন্য একটু থামল ইভান। 'কিন্তু অন্যদিকে ওদের সাথে কয়েকটা ঘোড়া কেনার চুক্তিতে আসাও সম্ভব হতে পারে। উলফ ওয়াকারের জন্যে উপহার হিসেবে ছয়টা মোটা তাজা গরু বেছে নিয়ে যাব।'

ঢিবির উপর থেকে ইন্ডিয়ানরা গরু নিয়ে ইভানের বিগ টিম্বারের দিকে রওনা হওয়া লক্ষ করল।

হঠাৎ চারজন ইন্ডিয়ান বেরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ইভানের দিকে এগোল। কাছে এসে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল।

'আমি তোমাদের ক্যাম্পে যাচ্ছি,' প্রত্যেকটা শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণে ধীরে ধীরে বলল ইভান। 'হি-হু-ওয়াকস-উইথ-উলভস-এর জন্যে কিছু উপহার নিয়ে যাচ্ছি।'

তরুণ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক আর বলিষ্ঠ লোকটা কৈফিয়ত দাবি করল, 'এসব কেন করছ?'

'আমি টম স্কিনার। উলফ ওয়াকার আর আমি যুদ্ধ করেছি, ভাল ফাইট হয়েছিল। শক্তিমান বীর যোদ্ধা সে। আমি ওর বন্ধু হতে চাই।'

ওদের মধ্যে আর কোন কথা হলো না। এগিয়ে এসে ইভান আর গরুগুলোকে ঘিরে কিওয়ারাও ওর সাথে রওনা হলো। অল্পক্ষণ পরেই নদী পার হয়ে কটনউড বনে ঢুকল।

বিশাল গাছগুলো ছড়ানো–নীচে ঘন ঘাস জন্মেছে। ওখানে গাছের ছায়া রয়েছে; আগুন জ্বালাবার মত প্রচুর শুকনো ডাল আর কাঠও আছে। অতীতে এখান থেকে কিছু গাছ কেটে নেওয়ার চিহ্নও দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ করেই ওরা ক্যাম্পে পৌঁছে গেল। কিওয়া আর কোমাঞ্চিরা এইরকম দূরে ছড়ানো গাছের ভিতর ক্যাম্প করতে পছন্দ করে। সিউ অ্যামবুশের ভয়ে পানির ধারে, আর ওসেজ, ওমাহা, শওনিজ ইন্ডিয়ানরা বেছে নেয় ঘন জঙ্গল।

কয়েকজন যোদ্ধা ইভানের দিকে এগিয়ে এল। ওদের একজন শক্ত হাতে ইভানের ঘোড়ার মাথার সাজ চেপে ধরল।

'আমি উলফ ওয়াকারের সাথে কথা বলতে এসেছি,' জানাল ইভান।

একজন ইন্ডিয়ান মুখের উপরকার ঝালর সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। লোকটা উলফ ওয়াকার।

'তোমার জন্যে আমি উপহার এনেছি,' বলে, হাতের ইঙ্গিতে গরুগুলো দেখাল ইভান। 'তুমি আর আমি দুজনে ভালই লড়েছি।' হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, 'আমি ইভান স্কিনার।'

একজন বুড়ো ইন্ডিয়ান গলা খাঁকারি দিয়ে আশপাশের সঙ্গীদের কী যেন বলল।

উলফ ওয়াকার ব্যাখ্যা করল, 'রেড বাফেলো তোমার নাম বলছে, কিন্তু সে বলছে বিল।'

'বিল স্কিনার ছিলেন আমার বাবা। কিওয়ারা আমাদের বন্ধু ছিল। তারা প্রায়ই আমাদের বাসায় আসত। আমি তখন ছোট বাচ্চা।'

বুড়ো ইন্ডিয়ান ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল। 'এসো! খাও!'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে রেড বাফেলোকে অনুসরণ করে বুড়োর ঘরে গেল

ইভান। বাকি সবাই ওদের পিছু নিয়ে মেঝেতে পা ভাঁজ করে বসল।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?' জানতে চাইল বুড়ো।

'ধোঁয়া-ওঠা-ওয়্যাগনের ওখানে (Wagon-That-Smokes),' জবাব দিল ইভান। 'আমাদের লোকের মাংসের অভাব। গরুগুলোকে ওয়্যাগনে ভরে চালান করব।'

'তোমার লোক···ওরা কোথায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'ওদের অনেকেই আমার বন্ধু না। আমার ঘোড়া চুরি করে নিয়ে গেছে। ওরা আমার গরুও চুরি করতে চায়···উয়ো-হ্ও।' মনে পড়তেই ষাঁড়ের ইন্ডিয়ান নামটাও যোগ করল সে।

খেতে বসে ওরা তার বাবার কথা জানতে চাইল। 'অনেক আগে তিনজন লোক তাঁকে খুন করেছে।'

'এখন তুমি ওদের মারবে?'

'ওদের চিহ্ন হারিয়ে ফেলেছি। বহু বছর আমি অনেক দূরদেশে ছিলাম। ওরা চলে গেছে। হয়তো মারাও পড়েছে।'

'মরেনি,' বুড়ো ইন্ডিয়ান বলল। 'আমি ওদের চিনি। লোহার লাইনের শেষ মাথায় দুজন আছে।'

'কী।' চমকে উঠল ইভান। 'যারা আমার বাবাকে মেরেছে তারা রেল-রাস্তার শেষ মাথায় আছে?'

'বলছি। এখন পাঁচজন। তিনজন বড়'–একটা পটের ভিতর মরিচার দাগ দেখাল– 'ওই রকম চুল। একজনের চুল নেই–লিটল বার্ড।'

কথার মানে বুঝল না ইভান। কিন্তু সেই অতদিন আগে তার বাবাকে কে মেরেছিল এসবে আগ্রহ নেই ওর। অতীত গত হয়েছে। রেল-রাস্তার মাথায় খুনীদের দেখা পাবে এটাও বিশ্বাস হচ্ছে না। বর্তমানে কিওয়ারা যেন আক্রমণ না করে এটুকু নিশ্চয়তা পেলেই তার পক্ষে যথেষ্ট। এটুকু সে জয় করে নিয়েছে। কিন্তু কিওয়াদের বিশ্বাস সে তার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এসেছে। অস্বীকার করলে ইভানের প্রতি শ্রদ্ধা হারাবে ওরা। যেটুকু বন্ধুত্ব হয়েছে সেটাও নাকচ হয়ে যাবে।

তার বাবা যে কিওয়াদের বন্ধু ছিল একথা এতক্ষণ ইভানের মনে ছিল না। সমভূমিতে যেসব ইন্ডিয়ান উপজাতি বাস করে তাদের মধ্যে কিওয়ারা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। কিন্তু বিল স্কিনার যে একমাত্র বন্ধুত্বের কারণেই ওদের সাহায্য করেছে–ভয়ে নয়–এটা ওরা জানে।

উঠে দাঁড়াল ইভান। 'আমি আবার তোমাদের গাঁয়ে আসব। আমার বাবা তোমাদের বন্ধু ছিলেন–আমিও তাই থাকব।'

উলফ ওয়াকারের দিকে ফিরে হাত বাড়িয়ে দিল ইভান। 'সুযোগ হলে আমরা একসাথে একদিন শিকারে বেরোব।'

ইভানের হাতটা গ্রহণ করল ইন্ডিয়ান লোকটা। ওর কালো চোখ দুটো খুশিতে চকচক করছে।

পিছন ফিরে নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এল ইভান। একটা কিশোর ছেলে

ঘোড়াটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। জিনের উপর উঠে ডান হাত তুলে বিদায় জানিয়ে সে ফিরে চলল।

গরুর দলটা আবার যাত্রা শুরু করেছে। ইভানকে ফিরতে দেখে মোবি, সান চীফ আর কাভানা ওকে ঘিরে ধরল। 'ওখানে কী হলো?' প্রশ্ন করল মোবি।

কী ঘটেছে বলার পর ইভান আরও বলল, 'ওরা জানাল যারা আমার বাবাকে মেরেছে তারা রেল লাইনের মাথায় আছে।'

'তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে?' জিজ্ঞেস করল মোবাইল।

'এত বছর পরে? কেন?'

'বয়স আর একটু বাড়লে বুঝবে, মানুষ যে কেন কী করে, অনেক সময়ে তা সে নিজেও জানে না।' একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল, 'মাঝে মাঝে মানুষ অনুতাপ করে।'

'ওরা মনে করতে পারে তুমি খুন করে বাবার প্রতিশোধ নিতে এসেছ,' মন্তব্য করল কাভানা। 'হয়তো ভাববে ঝুঁকি না নিয়ে আগেই তোমাকে মেরে ফেলা ভাল।'

এক মুহূর্ত ভেবে মোবি বলল, 'ওদের দেখেছিলে তুমি? এখন চিনতে পারবে?'

একটু ভাবল ইভান। 'জানি না। একজন ছিল হালকা-পাতলা যুবক। বাকি দুজন–একজনের মাথায় ছিল লালচে চুল। বিশাল চেহারা। কিন্তু এখন ওদের চিনতে পারব কিনা সন্দেহ। অনেক দিন আগের ঘটনা।'

'পিস্তলে হাত ভাল থাকা একটা রিস্কি ব্যাপার,' মোবি বলল। 'যখন দরকার নেই তখনও পিস্তল আপনা-আপনি হাতে উঠে আসে। কয়েকবার আমি পিস্তল ব্যবহার করেছি–বেশিরভাগ সময়েই পাজি লোকই মরেছে–কিন্তু একবার–'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে কয়েকটা দল-ছাড়া গরুকে আবার দলে ফিরিয়ে আনল মোবাইল।

'একবার একজনকে মেরেছিলাম যাকে মেরে আমি নিজের কাছেই অপরাধী হয়ে রয়েছি। পোকার খেলা হচ্ছিল। গুলি করার জন্যে কেউ আমাকে দোষ দেয়নি বটে, কিন্তু আমি জানি ওকে আমি কোন সুযোগই দিইনি। পিস্তলটা খুব সহজেই উঠে এল আমার হাতে।

'লোকটার বউ আর তিন ছেলেমেয়ে ছিল। মরার আগে মেয়েটার নাম বলেছিল সে…'

'ওদের জন্যে যতটা সম্ভব আমি করেছি–কিন্তু ওকে ফিরিয়ে দিতে পারিনি।' কয়েক মিনিট চুপ করে থাকল মোবি। 'ওই লোকটাকে মেরে আমি এখনও পস্তাচ্ছি।'

সামনে এগিয়ে গরুর দলটাকে লীড দিয়ে ভাবতে ভাবতে চলেছে ইভান। ফেব আর বাকি লোকজন কি তাকে একা ফেলে চলে গেছে? সত্যি কি তার কফিতে ঘুমের ওষুধ মেশানো হয়েছিল? কাজটা কে করল?

বিকেলের দিকে ন'মাইল পশ্চিমে পৌঁছল ওরা। আর কতদূর? যে লোক তাকে বলেছিল আর মাত্র তিনদিনের ড্রাইভ বাকি, সে ভুল করেছিল। অবশ্য পথে কিছু দেরিও হয়েছে।

মনে হচ্ছে গরুগুলো টের পেয়ে গেছে কাজের লোক এখন অনেক কম। বারবার ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করছে। ওদের সামলানো মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ইভান সামনে, সান চীফ পিছনে, মোবাইল উত্তরে আর কাভানা দক্ষিণে রয়েছে। স্ট্যামপিড যখন শুরু হলো ইভানকে প্রাণপণে ছুটতে হলো। একটু বেসামাল হলেই খুরের তলায় পিষে থেতলা হয়ে যাবে।

কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল। 'ওকে মারো! স্কিনারকে শেষ করো!'

ধুলো আর গরু ঘিরে ফেলেছে ইভানকে। এর মধ্যেও একজনকে স্পষ্ট চিনতে পারল। একটা ঢিবির মাথায় ঘোড়ার পিঠে বসে মিউরিয়েল ওর দিকেই চেয়ে আছে।

বজ্রপাতের মত খুরের শব্দ হচ্ছে ইভানের চারপাশে। লোকজনের চিৎকার···গুলির শব্দ···কোথাও একজন ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল। তারপর খুরের শব্দে সব ঢাকা পড়ে গেল।

সতেরো

দুহাজার গরুর পাগলা দৌড় থামাবার কোন উপায় নেই। ওদের সাথে সমান তালে ইভানকেও ছুটতে হবে। ঘোড়াটা নিজের পায়ে খাড়া থাকতে পারলে বাঁচার আশা আছে–কিন্তু পড়ে গেলেই সব শেষ···

ইভানের চারপাশে দৌড়ের তালে গরুর শিঙগুলো ওঠানামা করছে। মাঝখান থেকে বেরোবার উপায় নেই। ক্লান্ত হয়ে যতক্ষণ গরুগুলো না থামছে ততক্ষণ ওকেও ছুটতে হবে।

সূর্য ডুবে গেছে, কিন্তু লাল আভাটা এখনও আকাশে রয়েছে। পিস্তলটা বের করে হাতেই রেখেছে ইভান। একান্ত দরকার হলে একটা গরু মেরে পিছনেরগুলোকে হুমড়ি খাইয়ে ফেলে বাঁচার চেষ্টা করবে। ঘোড়াটা এখনও সমান গতিতে ছুটছে, কিন্তু আর বেশিক্ষণ এত জোরে ছুটতে পারবে না।

একটা ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে দেখে ওখানে ঢুকে পড়ল ইভান। এই বিপদের মধ্যেও ওর দুশ্চিন্তা হচ্ছে: ওখানে কে আর্তনাদ করে উঠেছিল? গরুর পায়ের তলায় পিষে গেছে কেউ। কিন্তু কে?

আর একটা ফাঁক দেখে আর একটু পাশে সরে গেল। বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে। আরও আধমাইল দৌড়ানোর পর ইভানের চেষ্টা সফল হলো। বাম পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ও।

ঘোড়ার গতি কমাল সে। গরুর দলটা ওর পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। এই মুহূর্তে ওদের ফেরানোর চেষ্টা করে লাভ নেই–তা ছাড়া একা সেটা অসম্ভব। দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে গতি কমালে তখন ওদের ঠিক পথে নেওয়া যাবে।

আকাশে তারা ফুটেছে। আকাশ আর মাটি, দু'টোই কালো দেখাচ্ছে। গরুর ছোটার গতি কমে আসছে–ওদের মন থেকে ভয় কেটে গেছে।

কান পেতে শোনার চেষ্টা করল ইভান। খুরের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ ওর কানে এল না।

দলটার কাছে চলে এসেছে ইভান। ওদের শান্ত করার জন্য গান গাইছে। সেইসাথে ঠেলে গতি কিছুটা পুবে ফেরাল। দল ছেড়ে যাওয়া গরু দেখলেই ওদের আবার ফিরিয়ে আনছে।

পুব দিকে যাওয়ার পথে হঠাৎ টিবির মাথায় তিনজন আরোহীকে দেখতে পেল। একজনকে চিনল–মিউরিয়েল!

অন্য দুজন হ্যাল ও জ্যাক।

ঠিক তখনই একটা গুলির শব্দ হলো। জিনের উপর বুলেটের ধাক্কা টের পেল ইভান। শব্দ তুলে আর একটা বুলেট ওর পাশ দিয়ে দূরে চলে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল চারজন ঘোড়সওয়ার দ্রুত এগিয়ে আসছে। স্পারের খোঁচা মারল ইভান ঘোড়ার পেটে।

খয়েরি রঙের ঘোড়াটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। একটা পাহাড় পেরিয়ে টিবির ঢাল বেয়ে নামছে। কয়েকটা উঁচু কটনউড গাছ দেখা যাচ্ছে সামনে। চমকে উঠল ইভান।

গাছগুলো এখনও প্রায় একমাইল দূরে হলেও দৃশ্যটা তার কাছে চেনা-চেনা লাগছে।

ওটাই ওদের র‍্যাঞ্চ!

একটা গুলি ইভানের একটু সামনে মাটিতে পরে ধুলো ওড়াল। কাঁধের উপর দিয়ে ফিরে চেয়ে দেখল সাত-আটজন ওকে পিছন থেকে ঘিরে ছুটে আসছে।

পিছন থেকে আর এক পশলা গুলি বৃষ্টি হলো। ইভান টের পেল ঘোড়াটা একটা হোঁচট খেলো। গাছের ভিতর ঢুকে লাগাম টেনে দাঁড়াল। পুরোনো বাড়িটার দিকে চেয়ে রইল ইভান।

শুধু খোলোসটাই রয়েছে। ছাদ আংশিক ভাবে ধসে গেছে। আগুন জ্বালাবার জন্য দেয়াল থেকে কিছু কাঠও খুলে নেওয়া হয়েছে। যে গুদামে ছেলেবেলায় সে খেলেছে ওখানে এখন কেবল কিছু পোড়া কাঠ কয়লা পড়ে রয়েছে।

পিছনে খুরের ড্রাম বাজতে শুনে ঘোড়ার মুখ ঘুরাল ইভান। কিন্তু এখানে এমন কোন আড়াল নেই যে এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে যোঝা যায়। যতক্ষণ পারে তাকে ছুটতে হবে। তারপর…

গুহা!…ইভানের হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

ওটার কথা অনেক বছর ওর মাথায় আসেনি। এখনও কি আছে ওটা? খাপ থেকে রাইফেলটা তুলে নিল ইভান। ঘোড়াটা হোঁচট খেয়ে এগোচ্ছে। খাঁজের কাছাকাছি এসে পাদানি থেকে পা ছাড়িয়ে নিয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল ইভান। পড়ার আগে স্যাডল ব্যাগগুলো অন্যহাতে খামচে ধরে নামিয়ে নিল। ঘোড়াটা টলমল পায়ে থেমে দাঁড়াল। প্রায় পড়ে যাচ্ছে।

'তোকে সাহায্য করার উপায় নেই রে!' মাথা নিচু করে ছুটল ইভান।

ছেলেবেলায় যেসব ঝোপের ভিতর কাউবয় আর ইন্ডিয়ান খেলেছে, সেগুলো এখনও আছে। পানির তোড়ে নালাটা এখন আরও বড় আর গভীর হয়েছে, কিন্তু

এখন শুকিয়ে গেছে। নালার গর্ত ধরেই ছুটল ইভান। কেউ ওকে দেখতে পাবে না।

ওদের চিৎকার আর গালাগালি শুনতে পাচ্ছে ইভান। পুরোনো বাড়ির ধ্বংসাবশেষে ইভানকে খুঁজছে ওরা। একটা সরু ঢিবি পার হয়ে গুহার কাছে পৌঁছল সে।

পিছন থেকে খুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। একজন উত্তেজিত ভাবে চিৎকার করে জানাল, 'ঘোড়াটা মারা পড়েছে! এবার আর পালাতে পারবে না।'

একটা চ্যাপ্টা পাথর দিয়ে ঢেকে রয়েছে গুহার মুখ। সত্যিই কি গুহাটা আছে ওর পিছনে? ইভানের সন্দেহ হচ্ছে।

দু'হাতে টেনে পাথরটা সরাল। আছে। পরিণত মানুষের জন্য ছোট হলেও, আছে। কতটা ভিতরে ঢুকেছে ওটা? এটাই ওর বাঁচার একমাত্র সুযোগ—ভেবে লাভ নেই। ভিতরে ঢুকে গর্তের মুখটা আবার পাথর চাপা দিয়ে বন্ধ করে দিল।

জীবন্ত সমাধি হলো ওর।

কুঁজো হয়ে বসে অপেক্ষা করছে ইভান। এখান থেকে বেরোতে পারবে তো? বাইরে কি কোন চিহ্ন রেখে এসেছে? পায়ের ছাপ হয়তো চেনা যাবে না, কারণ নালার তলার বালু গরু-মোষের চলাচলে লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে। কিন্তু পাথর সরানোর চিহ্ন কি কারও চোখে পড়বে?

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কিছুই ঘটল না।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পাথরটাকে সরাবার জন্য ধাক্কা দিল ইভান। নড়ছে না! শ্বাস নিয়ে আবার ধাক্কা দিল। এবার একটু সরল—উপরে সামান্য কিছুটা ফাঁক হলো। অল্প আলো আর বাতাস আসছে ফাঁক গলে।

আবার ধাক্কা দিল···একটা বুলেট পাথরটার মাথায় এসে লাগল।

'ওখানেই থাকো!' কর্কশ একটা অপরিচিত গলা শোনা গেল। 'কবরে নিজেই ঢুকেছ, কবরেই থাকো।'

পিছিয়ে এল ইভান। আপাতত সে নিরাপদ। একজনের বেশি ওই গর্ত দিয়ে ঢুকতে পারবে না—যে-ই আসুক গুলি খাবে। ভিতরে অন্ধকারে ইভান কোথায় আছে দেখতে পাবে না ওরা। হাতড়ে একটা কাঠি পেয়ে ম্যাচ জ্বেলে ওটা ধরাবার চেষ্টা করল। প্রথম বার জ্বলে উঠেও আবার নিভে গেল। দ্বিতীয়বার ধরল। আলোয় দেখে আরও কয়েকটা কাঠি তুলে নিয়ে গুহার ভিতর দিকে রওনা হলো ইভান। আগুনের শিখাটা কাঁপছে—অর্থাৎ সামনে থেকে বাতাস ঢুকছে।

দ্রুত এগিয়ে চলল ইভান। একটা জায়গায় গুহাটা সরু হয়ে এল। কিন্তু হামাগুড়ি দিয়ে ওপাশে গিয়ে দেখল ওদিকটা আগের মতই চওড়া আর উঁচু। সামনে একটা আলোর আভাস দেখতে পেয়ে আর একটা কাঠিতে আগুন ধরিয়ে তাড়াতাড়ি এগোল।

ভারি ক্যানভাসের পর্দার আড়াল থেকে আলো আসছে। একটু থমকাল ইভান। সামনে এগিয়ে পর্দাটা একটু সরাল।

আশ্চর্য হয়ে চারপাশে তাকাল সে। তাদেরই র‍্যাঞ্চের সেল্যর (মাটির নীচে ঘর) এটা। সামনেই একটা শেলফের দেয়াল। ধাক্কা দিতেই ওটা কব্জার উপর

ঘুরে খুলে গেল।

ঘরটা খালি–ধুলো বোঝাই। অনেকদিন ইঁদুর ছাড়া আর কেউ এখানে আসেনি। এখানেই তাদের নিজের বাগানে জন্মানো সব্জি এনে রাখা হত। বাবা বলতেন ইন্ডিয়ান আক্রমণ হলে এখানেই আশ্রয় নিতে হবে।

তার মনে পড়ল, গুহাটা আবিষ্কার করে যখন বাবাকে দেখাল; বাবা তখন সত্যিই অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে ওটার কথা তিনি আগে থেকেই জানতেন।

কোথায় আছে এটা পরিষ্কার বুঝে নিয়ে রাইফেলটা চেক করে দরজার দিকে এগোল ইভান। কাঠ শুকিয়ে দেয়ালে সামান্য একটু ফাঁক হয়েছে। ওখান দিয়ে উঁকি দিল–কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। তবে বাইরে ঘোড়ার ঘাস খাওয়ার শব্দ ওর কানে এল।

ডান হাতে রাইফেল ধরে বাম দিকের দরজার দিকে এগোল ইভান। দরজাটা খোলার সময়ে কিছু ধুলো বালি পড়ল, কিন্তু সহজেই খুলল।

ওদিকে ঘাস, গাছ আর পোড়া গুদাম ছাড়া আর কিছুই নেই। ডানদিকে ঘোড়াগুলো ঘাস খাচ্ছে।

'শেষ ধাপটা নেমে কান খাড়া করল–বিপজ্জনক কোন শব্দ ওর কানে এল না। কটনউডের ধার থেকে চারপাশ ভাল করে লক্ষ করল ইভান–কিছু নেই।

ঘোড়াগুলোর দিকে এগিয়ে প্রথম ঘোড়াটার লাগাম হাতে নিয়ে জিনের উপর উঠে বসল। অন্য ঘোড়াটাকেও সাথে নিল সে। ওই লোকদুটো গুহার মুখ পাহারা দিক। ওদের অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে।

নিজের খয়েরি ঘোড়াটাকে যেখানে ছেড়ে গিয়েছিল সেখানে এসে হাজির হলো ইভান। ঘোড়াটা মরে পড়ে আছে। মনে খুব ব্যথা পেল–ঘোড়াটা অত্যন্ত ভাল ছিল। জিন খুলে বদলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপাল ইভান। তারপর বাড়তি ঘোড়াটাকে নিয়ে উত্তর দিকে রওনা হলো। গরুর দলটাকে খুঁজে বের করতে হবে।

আঠারো

বিটটে স্প্রিঙসের কাছে পাহাড়ের মাথায় উঠে কিছু ছড়িয়ে পড়া গরু দেখতে পেল ইভান। ঘোড়াটাকে বেশি না খাটিয়ে ধীরেধীরে ওগুলোকে এক সাথে জড়ো করল। এখন একটা বাড়তি ঘোড়া থাকায় দরকার হলে ঘোড়া বদলে অন্যটায় চড়তে পারবে। আরও গরু জড়ো করতে করতে এগোচ্ছে।

প্লাম ক্রীকের কাছে আরও কিছু গরু চরে বেড়াতে দেখা গেল। আজ ঠাণ্ডা কম। বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মানুষ বা কোন জন্তুর নড়াচড়া হচ্ছে কিনা সেদিকে সতর্ক চোখ রেখেছে ইভান। বেশ কিছু গরু জড়ো করতে পারলে সোজা রেল-রাস্তার দিকে রওনা হবে। তারপর ওখান থেকে লোক ভাড়া করে

ফিরে বাকিগুলো সংগ্রহ করবে।

গ্রানাডা ক্রীক ছাড়িয়ে এসে সান্তা ফে ট্রেইল ওর চোখে পড়ল। একশো গরু জড়ো হয়েছে। ওগুলোকে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে রেখে ঘোড়া বদলে পশ্চিমে আরও গরু আনতে গেল। বিকেল পর্যন্ত একটানা কাজ করে আরও দুশো গরু নিয়ে ফিরল ইভান। আরও দু'মাইল উত্তরে এগিয়ে রাতের মত ক্যাম্প করল, কিন্তু আগুন জ্বালাল না।

খুঁটি পুঁতে ঘোড়া দুটোকে কাছেই বেঁধে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। বিপদ এলে ঘোড়া দুটোই ওকে সাবধান করবে। রাতটা নির্বিঘ্নেই কাটল। ভোর হওয়ার আগেই আবার ঘোড়ার পিঠে উঠল ইভান। আরও গরু আনতে হবে।

উলফ ক্রীকে একসাথে পাঁচশো গরুর দেখা পেল। দুটো ঘোড়াও ওখানে বাঁধা রয়েছে। গোপনে পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল ইভান–ওদের ক্যাম্পটা এবার দেখতে পেল। দুজন লোক ক্রীকের পাড়ে জুনিপার ঝোপের নীচে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। প্রায় নিভে আসা আগুনটা থেকে সরু রেখায় ধোঁয়া উঠছে। নিজের ঘোড়া নিয়ে জুনিপারের ঝোপে লুকিয়ে রেখে নিঃশব্দ পায়ে ওদের ক্যাম্পে হাজির হলো ইভান।

ওদের রাইফেল দুটো তুলে নিয়ে নিজের পিছন দিকে রাখল। দুজনের পাশেই একটা করে পিস্তল রাখা রয়েছে। ডান হাতে রাইফেল ধরে কাছের লোকটার গানবেল্ট তুলে নেওয়ার জন্য বাম হাত বাড়াল। ঠিক সেই মুহূর্তে লোকটা লাফিয়ে উঠে রাইফেলের ব্যারেলটা ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই রাইফেলের কুঁদো ঘুরিয়ে লোকটার কপালে আঘাত করল ইভান। উল্টে চিত হয়ে পড়ল লোকটা।

শান্ত ভাবে অন্য গানবেল্টটা সংগ্রহ করে ঘুমন্ত লোকটার পাঁজরে বুট দিয়ে লাথি মারল ইভান।

মাথা তুলে সে বলল, 'এসব কী হচ্ছে?' পরমুহূর্তেই ইভানকে দেখতে পেল।

'ওঠো, বুট পরে নাও,' আদেশ দিল ইভান। 'আমাদের কিছু ক্যাটল ড্রাইভ করতে হবে।'

'জাহান্নামে যাও!'

হঠাৎ ঝুঁকে নিচু হয়েই কম্বল ধরে টান দিল স্কিনার। গড়িয়ে কম্বল থেকে পড়ে গেল লোকটা। এক পা এগিয়ে ওর পেটে বুটের প্রচণ্ড লাথি বসাল।

ব্যথায় দুভাঁজ হয়ে গেল লোকটা–'ওয়াক-ওয়াক' করছে।

'এবার ভালোয় ভালোয় বুট পরে নাও,' আবার বলল ইভান। 'আর একজনের গরু চুরি করার মজাটা তোমাকে আমি বোঝাব।'

ছোট ছোট শ্বাস নিচ্ছে লোকটা। এক মিনিট পর সঙ্গীর দিকে ওর চোখ পড়ল। 'ওর কী হয়েছে?'

'বেশি আশাবাদী হয়ে উঠেছিল–সম্ভবত ওর মাথা ফেটে গেছে।'

'তাতে তোমার কিছুই আসে যায় না?'

'না। একজন চোরের কি হলো না হলো তাতে আমার মাথাব্যথা নেই। চুরি করতে হলে সব রকম পরিণামের জন্যে তৈরি থাকতে হয়…এবার তোমার ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে নাও। এই গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

'ওর কী হবে?'

'যদি বাঁচে, তোমার কাজে সাহায্য করতে পারবে। মরলে শকুনের পেটে যাবে। নাও, তৈরি হও।'

আগুনের ধারে পিছিয়ে গিয়ে কফি পটটা তুলে নিল স্কিনার। দূরত্ব বজায় রেখে কফিতে চুমুক দিল। এলাকাটা ভাল করে এক নজর দেখে নিল।

মাটিতে পড়ে থাকা লোকটা ককিয়ে ওঠায় সতর্ক হলো ইভান। এগিয়ে গিয়ে ওকে লাথি মারল। 'ওঠো। বুট পরে নাও।'

'তোমাকে খুন করব আমি,' গর্জে উঠল লোকটা।

'ঝামেলা না করে ঘোড়ায় চড়ে এই গরুগুলো তাড়িয়ে নিতে সাহায্য করলে তোমাকে জানে মারব না। কেউ উল্টোপাল্টা কিছু করলেই আমি গুলি করব। ধৈর্য হারাচ্ছি আমি।'

রাইফেলের মুখে গরুচোর দুটোকে খাটিয়ে গরু নিয়ে আগের দলটার কাছে ফিরে এল ইভান। ঘাস খেতে খেতে গরুগুলো কিছুটা ছড়িয়ে পড়েছে।

সবগুলোকে একত্রে জড়ো করার পর পঞ্চাশ গজ দূর থেকে লোক দুটোর মুখোমুখি হলো ইভান। ওদের দিকে রাইফেল ধরে জিজ্ঞেস করল, 'আমার লোকজনের কী হয়েছে?'

অপেক্ষাকৃত ষণ্ডামার্কা লোকটা মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'খবরটা জানার খুব আগ্রহ–তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই।' ওদের দিকে চেয়ে ইভান সুন্দর একটা হাসি দিল। 'বলা না বলা তোমাদের ইচ্ছা। তবে আমার হাতে এই রাইফেলটা রয়েছে–ছুটন্ত খরগোসও এটা দিয়ে ফেলে দিতে পারি আমি–তোমরা তো অনেক বড় টার্গেট। তোমরা গরুচোর; তোমাদের বাঁচা মরা নির্ভর করবে আমার সাথে কীরকম সহযোগিতা করো তার ওপর। ইচ্ছা করলে তোমরা যেখানে আছ ওখানেই গুলি করে ফেলে দিতে পারি–এখানে মরলে কেউ কোন প্রশ্ন তুলবে না। তবে তোমরা সাহায্য করলে গরু সামলাতে আমার সুবিধা হবে।'

ইভানের দিকে চেয়ে আছে ওরা। তৈরি রাইফেলের মুখে অস্বস্তি বোধ করছে।

'ঠিক আছে,' ষণ্ডা লোকটা বলল। 'আমরা তোমাকে গরু নিয়ে রেল-রাস্তা পর্যন্ত যেতে সাহায্য করব। কিন্তু তারপর?'

কাঁধ ঝাঁকাল স্কিনার। 'তোমাদের কারও ওপর ব্যক্তিগত আক্রোশ আমার নেই। রেল-রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ঘোড়া নিয়ে দেশ ছেড়ে ভেগে যেয়ো–কিছু বলব না। কিন্তু আগে পালাবার চেষ্টা করলে গুলি খেয়ে মরবে।'

পারবে সে? জানে না ইভান। এই মুহূর্তে শুধু এটুকু জানে, যে করেই হোক গরু নিয়ে তাকে পৌঁছতেই হবে।

ওদের রাইফেল আর পিস্তল জিনের সাথে চামড়ার ফিতে দিয়ে বেঁধে রাখল। গরু নিয়ে উত্তর দিকে রওনা হলো ওরা। ওখান থেকে রেল-রাস্তার দূরত্ব বিশ মাইলের বেশি হবে না। কমও হতে পারে।

ধুলোর থেকে দূরে সরে বেশ পিছনে রাইফেল তৈরি রেখে কাজ করছে

ইভান। বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন দেখলেই গুলি করবে।

কিন্তু তার দরকার হলো না। হঠাৎ বারোজন আরোহী বিনা নোটিশে দেখা দিল। চারজন গরুর দিকে গেল আর বাকি কয়জন ইভানের দিকে ছুটে এল। ওরা এমন সময়ে এসেছে যখন ইভানের রাইফেলটা খাপের ভিতর। সারা সকালে এই প্রথম সে রাইফেলটা খাপে ঢুকিয়েছে।

ওদের ভিতর বক্সার রয়েছে। হিগিন আর স্যামও আছে। বাকি সবাই অপরিচিত। ম্যাক, কলিন বা টিম ওদের মধ্যে নেই দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হলো ইভান।

'গরুগুলো জড়ো করে আমাদের কাজ কমিয়ে দিয়েছ দেখা যাচ্ছে,' মন্তব্য করল বক্সার। 'সেজন্য ধন্যবাদ—এবার আমরা চার্জ নিচ্ছি।'

ওরা তাকে খুন করবে। স্যাম কোন আপোষের মধ্যে যাবে না—বক্সারও না।

'তোমাদের একটা প্রস্তাব দিচ্ছি,' শান্ত কণ্ঠে বলে পিস্তল বের করল ইভান।

এর জন্য কেউ তৈরি ছিল না। এত দ্রুত পিস্তল বের করতে পারে এটাও কেউ আশা করেনি। পিস্তল বের করেই গুলি করে বক্সারকে জিন থেকে ফেলে দিল। এবার স্যামের দিকে তাক করল।

রাইফেল উঠাচ্ছে স্যাম। পেটের দিকে তাক করে ছোঁড়া গুলিটা রাইফেলের হ্যামারে বাড়ি খেয়ে পিছলে স্যামের থুতনির নীচে লাগল। গলা দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে উল্টে পড়ে গেল সে। মুক্ত মাঠে ছুটে পালাল ওর ঘোড়া।

বক্সার পড়ে আছে মাটিতে, স্যাম মারা গেছে। বাকি লোকগুলো বিস্ফারিত চোখে অবাক হয়ে ইভানের দিকে চেয়ে আছে। পিস্তলটা কখন কীভাবে ওর হাতে উঠে এসেছে বুঝতেই পারেনি কেউ।

'অস্ত্র ফেলে দাও!' বলল ইভান। 'নইলে আরও কয়েকজন মারা পড়বে।'

ইতস্তত করছে হিগিন। বুলেটের আঘাতে ওর কনুই ভেঙে গেল।

হাত বাড়িয়ে দখল করা একটা পিস্তল বাম হাতে তুলে নিল ইভান।

এর দরকার ছিল না। সবাই গানবেল্ট খুলতে ব্যস্ত। এত দ্রুত সব ঘটে গেছে যে পিস্তল বের করার কথা কারও মনে আসেনি।

'এবার এখান থেকে ভাগো!'

আরোহীরা ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল। গরু চোর দুটোও তাদের ঘোড়া ঘুরিয়ে ছুটে পালাল। ওদের যেতে দিল ইভান।

আবার একা হলো স্কিনার। এবার বুঝল ওরা কেন পালিয়েছে। পঞ্চাশজন কিওয়া যোদ্ধা ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

কয়েকশো গরু তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে ওরা।

উলফ ওয়াকার এগিয়ে এল, ওর পিছনে এক ডজন বীর যোদ্ধা। ধুলো উড়িয়ে থেমে দাঁড়াল ওরা।

'আমরা এসেছি। সাহায্য করব। বন্ধুর উয়ো-হও আমরা পৌঁছে দেব।।'

'ধন্যবাদ,' বলল স্কিনার।

সেই তাগড়া গরুটাই কোথা থেকে এসে লীড নিল। ধীরে ধীরে আগে বাড়ছে দলটা। কিওয়ারা খাঁজের ভিতর দিয়ে গরু তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে। রাত নামার

আগেই সব গরু জড়ো করা শেষ হলো।

ইভান স্কিনারের দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না। ফেবিয়ান আর তার সঙ্গীরা কোথায়? ফেবিয়ান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারলেও ম্যাক, টিম, কলিন, ব্যারি–এরা সবাই ভাল লোক। ওদের উপর নির্ভর করা যায়।

ইভানের মনে হচ্ছে এই সবকিছুর পিছনেই মিউরিয়েলের হাত রয়েছে। তবে এখন আর তার পক্ষে গরুর মালিকানা পাওয়া অসম্ভব। যারা ইভানকে সাহায্য করতে এসেছে তারা সবাই কঠিন যোদ্ধা।

এখন মেয়েটা কী করবে? রেল-রাস্তা এখন আর বেশি দূরে নয়। মনে হচ্ছে মিউরিয়েল আর ফেব দুজনেই হেরে গেল। তবে মিউরিয়েল সহজে হাল ছাড়ার পাত্রী নয়।

হঠাৎ স্কিনারের মনে পড়ল, তার বাবাকে যারা হত্যা করেছে, তারা রয়েছে রেল-রাস্তার মাথায়। এ-ব্যাপারে সে কী করবে? ওদের প্ল্যানই বা কী?

উনিশ

নদীটা আর বেশি দূরে নেই। নদীর পাশ দিয়েই এগোচ্ছে রেল-রাস্তা। আগে আগে চলেছে ইভান। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখছে কোন শত্রু অনুসরণ করছে কিনা। তবে সে জানে ইন্ডিয়ানরা শত্রু দেখলে আগেই তাকে সাবধান করবে।

বাতাসে পানির গন্ধ পেয়ে গরুর দলটা স্থির গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ইন্ডিয়ানরা চমৎকার আরোহী। টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চড়ে অনায়াসে গরুগুলোকে ম্যানেজ করছে।

দুবার হরিণ দেখতে পেয়েছে। একবার মোষের একটা ছোট দল দেখল। হঠাৎ দূর থেকে ট্রেনের হুইসেল ভেসে এল।

রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়ে কিওয়া কান পাতল। গরুগুলোও অচেনা শব্দে বিস্ফারিত চোখে মাথা তুলে তাকাল। আকাশে ধোঁয়ার একটা সরু রেখা দেখা যাচ্ছে।

একটা ছোট টিলার মাথায় উঠে দেখল সামনেই নদী। কিছুটা উত্তর-পুবে কতগুলো ঘর আর একটা ট্রেন দেখা যাচ্ছে। ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া উঠছে। ওটাই কিছুক্ষণ আগে দেখেছিল ওরা।

দালানগুলোর কাছে লোকজনকে ছুটাছুটি করতে দেখা গেল। ঘোড়ার পিঠে আরোহীরা জড়ো হচ্ছে।

উলফ ওয়াকার ইভানের কাছে এগিয়ে এল। 'ওরা আমাদের দেখেছে,' বিষণ্ন গম্ভীর মুখে বলল সে। 'ভাবছে আমরা আক্রমণ করব।'

'তোমরা এখানেই থামো, আমি এগিয়ে দেখছি।'

ধীর গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে আরোহীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এগোল ইভান। দুই ডজন লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়েছে।

'ভয়ের কিছু নেই,' বলল ইভান। 'কিওয়ারা যুদ্ধ করতে আসেনি, আমার গরু নিয়ে এসেছে।'

'মামা বাড়ির গল্প শোনাচ্ছ?' একজন দাড়িওয়ালা বিশাল লোক বলে উঠল। 'এই ব্যাটা ওদেরই একজন!'

'আমি ওদের লোক না। সিমেরন থেকে গরু নিয়ে এসেছি আমি। পথে গরুচোরের দল স্ট্যামপিড করে দলটাকে ছড়িয়ে দেয়। কিওয়ারা ওগুলো ফিরিয়ে এনেছে। সারা পথ ওরা গরু তাড়িয়ে আনতেও সাহায্য করেছে।'

'বিশ্বাস করি না!' বিশাল লোকটা বলল। 'আমি–'

ঘোড়া ঘুরিয়ে লোকটার মুখোমুখি হলো ইভান। 'তোমার ব্যাপারে আমার ধৈর্য ফুরিয়ে আসছে। ফের ওই কথা বলতে হলে পিস্তল তৈরি রেখো।'

লোকটা কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। ওর চোখ দুটো ভয়ানক হয়ে উঠেছে।

'উত্তেজিত হয়ো না, বুশ,' আর একজন বলে উঠল। 'গিলবার্ট এর কথাই বলেছিল। এর জন্যেই একজন ক্রেতা অপেক্ষা করছে। এই লোকটা ইভান স্কিনার।'

'স্কিনার!' এবার বুশ আবার শক্ত হলো। 'তুমিই তো ব্যারি ব্লেডের সাথে–'

কথাটা শেষ করতে দিল না ইভান। 'ঠিক বলেছ। একজন অপরিচিত লোক, যার সাথে আমার কোন বিরোধ নেই, তার সাথে আমি ফাইট করব না।

'কিন্তু কয়েক মাইল পিছনে তুমি দুটো মানুষ দেখতে পাবে, বক্সার আর স্যাম। দুজনেই মারা গেছে। শত্রুতা করতে গিয়ে ওরা আমার মধ্যে বিদ্বেষ জাগিয়েছিল বলেই ওদের ওই অবস্থা। সময় থাকতে নিজেকে সামলে নাও, নইলে তোমারও ওদের দশা হবে।'

অন্য লোকটার দিকে ফিরে ইভান বলল, 'আমার পক্ষে কথা বলার জন্য ধন্যবাদ। গরুগুলোকে এখানে আনার জন্যে আমার কিছু ভাল কাজের লোক দরকার। কিওয়ারা এইখানে আসতে আগ্রহী না।'

'নিশ্চই, আমি সাহায্য করব।' জিনের উপর ঘুরল লোকটা। 'জো? তুমি আছ তো? বব? ফ্রেড? তোমরা কি এই লোককে সাহায্য করবে?'

ইভান আবার ফিরে গেল কিওয়াদের মাঝে। বেছে এক ডজন গরু বের করে বলল, 'এগুলো তোমাদের জন্যে, কিন্তু আমি ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো।' আবার শহরে ফিরে এল সে।

সামান্যই আছে ওখানে। এক ডজন ছাপরা–চব্বিশ পঁচিশটা তাঁবু। সেলুন, জেনারেল স্টোর, নাপিতের দোকান, দুটো হোটেলের তাঁবু আর সাইডিঙে কিছু প্রাইভেট রেল-ওয়্যাগন।

জেনারেল স্টোর তাঁবুর কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল ইভান। ভিতরে ঢুকে বলল, 'পঞ্চাশটা নতুন কম্বল, পঞ্চাশটা শিকারের ছুরি আর পঞ্চাশ প্যাকেট তামাক আমার দরকার।'

'তুমি কি ব্যবসায়ী?'

'না, ঋণ শোধ করছি।'

পিছন থেকে একজন কথা বলে উঠল। 'আরও অনেক রকম ঋণ আছে, সবই মানুষকে শোধ করতে হয়।' লোকটা গিলবার্ট।

'মিস্টার গ্যারেটের সাথে আমার আলাপ হয়েছে। চমৎকার ভদ্রলোক–মেয়েটাও অত্যন্ত সুন্দরী।' চিন্তাযুক্ত ভাবে ইভানের দিকে চাইল গিলবার্ট। 'তুমি কি গ্যারেটের মেয়েকে বিয়ে করছ?'

'ওই রকমই কথা আছে।'

'খুব ভাল···খুব ভাল। শুনে আমি খুব খুশি হলাম। তারপর তুমি তো আবার পুবে ফিরছ?'

ইতস্তত করল ইভান। তাই কি? 'জানি না,' জবাব দিল সে, 'আপাতত হয়তো ফিরব।'

'এখানে থাকলে অনেক সমস্যা আছে।'

'তাতে কী? সমস্যা তো সব জায়গাতেই আছে।'

'এগুলো অন্যরকম। শুনলাম ট্রেইলে দুজন লোককে মেরেছ তুমি।'

'ওটার দরকার ছিল। কাজটা খেয়াল বশে করিনি।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে গিলবার্ট আবার বলল, 'তোমার বাবাকে যারা হত্যা করেছে তারা এই শহরেই আছে–জানো?'

'শুনেছি।'

'এ ব্যাপারে তুমি কিছু করবে না?'

'ওটা অনেকদিন আগের কথা। আমার বিশ্বাস নিয়তিই ওদের সাজা দেবে–আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব তার চেয়ে কঠিন শাস্তিই দেবে। ওরা আমার সাথে লাগতে না এলে আমিও ওদের ঘাঁটাতে যাব না।'

'আমার মনে হয় তোমার দৃষ্টি ভঙ্গিটাই ঠিক,' সমর্থন করল গিলবার্ট। অবস্থার ফেরে পড়ে ওরা ঠিকই সাজা পাবে। এটা ওটা নানান কারণে ওরা সবাই অনেক ভুগেছে।'

'আপনি ওদের চেনেন?'

'হ্যাঁ।'

ঘুরে দাঁড়াল ইভান। 'এবার আমাকে ইন্ডিয়ানদের কাছে ফিরে যেতে হবে। ওরা আমার জন্যে যা করেছে তার বিনিময়ে আমি ওদের কিছু উপহার দিতে চাই। এগুলো ওদের কাজে লাগবে।'

'তুমি আমাকে অবাক করলে, স্কিনার। মাত্র কয়েক সপ্তাহ হলো তুমি পশ্চিমে এসেছ আর এর মধ্যেই এদিককার সবচেয়ে ভয়ানক যোদ্ধা কিওয়া তোমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে।'

'ওটা আসলে আমার বাবার কৃতিত্ব। অনেক আগে আমরা যখন এখানে থাকতাম তখন কিওয়াদের জন্য আমাদের র‍্যাঞ্চ সব সময়েই খোলা থাকত। দুঃসময়ে বাবা ওদের খাইয়েছেন–সাহায্য করেছেন। বাবার এতে কষ্ট হয়নি কারণ আমাদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল।'

অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে গিলবার্ট বলল, 'তোমার বাবা ভাল লোক ছিলেন। তাঁকে যারা মেরেছে তারা ভুল করেছে। তুমিও ওইভাবে ওদের হাতে মরো এটা

আমি চাই না।'

'সেটা ওরা পারবে না,' হেসে জবাব দিল ইভান। 'পিস্তলে আমার হাত ভাল।'

বিষাদময় হয়ে উঠল গিলবার্টের চোখ। 'হ্যাঁ, আমি ঠিক এই ভয়টাই করছিলাম। তোমার বাবার হাত আর চোখ তুমি পেয়েছ।' এগিয়ে এসে ইভানের কনুই-এর উপর হাত রাখল গিলবার্ট।

'এটাকে আর বেশি দূরে টেনে নিও না, ইভান। আর কাউকে মেরো না। এর পরিণতি শেষ পর্যন্ত ভাল হয় না।'

জবাবে ইভান শুধুমাত্র ধন্যবাদ জানাল।

সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। ঢালের মাথায় কিওয়াদের মধ্যে উপহার বিলি করল ইভান।

'তোমরা আমাকে সাহায্য করে যে উপকার করেছ সেই ঋণ আমি শোধ করতে পারব না। তোমাদের বন্ধুত্ব যে আমি চাই এটা বোঝাবার জন্যে আমি সামান্য কিছু উপহার এনেছি। আশা করি আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব চিরকাল বজায় থাকবে।'

'আমরা যাচ্ছি,' উলফ ওয়াকার বলল।

'যাও। একদিন আবার তোমার সাথে দেখা করতে আসব। তোমার বাড়িতে যাব আমি।'

'তোমাকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করব। আমার আগুনের পাশে তোমাকে জায়গা দেব।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের যাওয়া দেখল ইভান। সূর্যের বিপরীতে কিওয়াদের সোজা পিঠগুলো কালো দেখাচ্ছে।

ঘোড়া ঘুরিয়ে শহরে ফিরে এল স্কিনার। জন-বসতির ভিতর, এখানে দামাদামী চলে, আর রয়েছে রুক্ষ ভয়ানক লোকজনের সাথে মেশার ঝুঁকি। তবু এটাই তার বাড়ি–এটাই তার দেশ।

এবার সু-এর সাথে দেখা করতে হবে। ওকে তার প্ল্যানের কথা জানানো দরকার।

শহরে সব বাতি জ্বলে উঠেছে। বিরাট তাঁবুগুলোর ভিতরে উজ্জ্বল আলো–কালো ছায়াগুলো ক্যানভাসের দেয়ালে নড়াচড়া করছে। ভিতরে মিউজিক বাজছে। রুলেট হুইল ঘুরছে; মাঝে মাঝে পোকার খেলার প্লাস্টিক চিপস বাড়ি খাওয়ার শব্দ উঠছে।

গরুগুলোকে যেখানে রাখা হয়েছে তারই কাছে একটা ভাল জায়গায় ঘাস খাওয়ার জন্য ঘোড়াটাকে বেঁধে দিল ইভান।

অন্ধকার থেকে একজন লোক ওর পাশে এসে দাঁড়াল। মোবাইল।

'আমি ভেবেছিলাম তুমি মারা পড়েছ,' মন্তব্য করল ইভান।

'না, কাজে ব্যস্ত ছিলাম।'

'কী কাজ?'

'দেখাশোনা। লোকজন পিছন থেকে যেন তোমার ক্ষতি করতে না পারে তারই ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি।'

ওই প্রসঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে ইভান জিজ্ঞেস করল, 'কাভানা কোথায়? ও কি বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ। স্ট্যামপিড আমাদের পশ্চিমে নিয়ে গেছিল। কিছু গরু জড়ো করে আমরা এখানে চলে আসি। এখানে কিছু গোলমাল পাকিয়ে উঠছিল। জানি তুমি গ্যারেট আর তার মেয়ের নিরাপত্তা চাইবে, তাই এখানেই থেকে গেলাম।'

'ঠিকই করেছ। কিন্তু ওদের কী বিপদ?'

'কিছু মানুষ থাকে যারা সহজে হাল ছাড়ে না। তাদের একজন হচ্ছে মিউরিয়েল।'

'সে কি এখানে আছে?'

'হ্যাঁ, এখানেই। ওর সাথে আছে হ্যাল আর জেফ। শুধু তাই না, আরও দুজন জঘন্য লোক ওদের সাথে যোগ দিয়েছে। মনে হয় ওই দুজনই তোমার বাবাকে খুন করেছিল।'

'ওরা তিনজন ছিল।'

'এখন দুজন। তবে ওদের একজনের কয়েকটা ছেলে আছে, বাপের মতই নীচ।'

মিউজিকের শব্দ শোনা যাচ্ছে…একটা জোরাল হাসি…স্পারের রিনরিন্…কাঠের ফুটপাতে শক্ত বুটের আওয়াজ। শহরের ছোট্ট একফালি রাস্তাটা জেনারেল স্টোর, সবচেয়ে বড় তাঁবুর হোটেল আর জুয়ার আড্ডার সামনে দিয়ে গিয়েছে।

'মিস্টার গ্যারেট কোথায়?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সাইডিঙের দিকে দেখাল মোর্বি। 'ওদিকে প্রাইভেট ওয়্যাগনে। রেলের কাজে জড়িত একজন বন্ধুর সাথে পশ্চিমে এসেছেন।'

যাবার জন্য ঘুরল ইভান। ওকে সাবধান করল মোবাইল। 'ওরা জানে তুমি শহরে এসেছ–তোমাকে শেষ করতে না পারলে ওদের শান্তি নেই।'

'ফেবিয়ান কোথায়?'

'এখনও কেউ তাকে দেখেনি। তবে শোনা যাচ্ছে সে তার লোকজন নিয়ে ইচ্ছা করেই সরে গেছে–ভেবেছিল তোমার একার পক্ষে গরু নিয়ে এখানে পৌঁছানো অসম্ভব। সুতরাং কিওয়ারা না নিলে সে-ই সবকিছুর মালিক হবে। কিছু লোক তোমাকে এভাবে একা ফেলে যেতে চায়নি, কিন্তু সে জোর করেই ওদের নিয়ে গেছে।'

'শুনে খুশি হলাম। ওদের মধ্যে কয়েকজন ভাল লোক আছে।'

রাস্তা দিয়ে হেঁটে সাইডিঙের দিকে এগোল ইভান। অন্ধকার একটা কোনায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চারপাশে নজর রাখল। রাস্তায় বেশ লোকজন থাকলেও এদিকে কেউ নেই। কয়েকটা প্রাইভেট ওয়্যাগন পাশাপাশি রয়েছে। প্রথমটার হাতল ধরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজায় নক করল ইভান।

দরজা খুলল। সাদা কোট পরা একজন নিগ্রো পথ দেখিয়ে ওকে ভিতরে

লাউঞ্জে নিয়ে বসাল।

বই হাতে সু ভিতরে একটা সোফায় বসে ছিল। গলার স্বর শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

কতক্ষণ অবাক চোখে ইভানের দিকে চেয়ে রইল সু। তারপর বলে উঠল, 'ইভান! অনেক বদলে গেছ তুমি!'

হাসল ইভান। 'আমার গোসল দরকার–এইমাত্র বুনো এলাকা থেকে ফিরলাম।'

'কিন্তু···কিন্তু তুমি অনেক বদলেছ! আরও বড়, শক্ত, রোদে পোড়া···সব!'

'গোসল করলে কিছুটা ধুয়ে যাবে। যে এলাকায় আমি ছিলাম, ওখানে গোসল করা সহজ কাজ না।'

গ্যারেট লাউঞ্জে ঢুকল। 'ইভান! তুমি ফিরেছ দেখে ভাল লাগছে। গরুর কী খবর?'

'আমরা প্রায় দু'হাজার আনতে পেরেছি, সামান্য কিছু কম বা বেশি হতে পারে।'

'কত দিয়ে কিনলে?'

খুব কম কথায় ব্যাখ্যা করল ইভান। 'তা হলে সবটাই আমাদের? বিশ্বাসই হতে চায় না।'

'এখানে প্রায় সব কিছুই অবিশ্বাস্য।'

এলাকা আর গরু কোথায় কী পরিমাণে পাওয়া যায় শুনে গ্যারেট বলল, 'এই মুহূর্তে এখানে বিক্রি করলে প্রতি গরুর জন্যে আমরা বাইশ ডলার করে পাব। এই স্টকটা এখনই বিক্রি করে দিয়ে নতুন আর এক দল গরু কিনে আমরা পুবে নিয়ে যেতে পারি। কী বলো?'

'চমৎকার আইডিয়া।'

ইভানের মাথায় এখন আরও অনেক চিন্তা ঘুরছে। এখনও তার অনেক কাজ বাকি। 'আপনারা দুজন ওয়্যাগনের ভিতরে থাকলেই আমি স্বস্তি পাব। একটু কঠিন এলাকা এটা।'

'এরই মধ্যে কিছুটা টের পেয়েছি।' ইভানের দিকে জরিপ করার দৃষ্টিতে চেয়ে গ্যারেট প্রশ্ন করল, 'তোমার ব্যাপারে এসব কী শুনছি?'

'এদিককার ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। এখানে সবার কোমরেই পিস্তল ঝুলছে। হয়তো আপনি কিছু গোলাগুলির খবর শুনেছেন।' একটু ইতস্তত করল সে। তারপর বলল, 'এখানেও ডজন খানেক মানুষ আছে যারা আমাকে হত্যা করতে চায়। এদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছে।'

মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে দুজনের একজনও কথাটা বিশ্বাস করেনি! 'বাজে কথা!' বলে উঠল সু। 'তোমাকে–' হঠাৎ মাঝ পথেই থেমে গেল–'ইভান, তুমি সিরিয়াস। সত্যি কথাই বলছ।' অভিভূত হয়ে পড়ল সে।

'হ্যাঁ, সত্যি কথাই।'

'গিলবার্ট নামে এক ভদ্রলোক আমাকে ওই রকমই কিছু বলেছিল,' জানাল গ্যারেট। 'কিন্তু আমার কাছে ওটা তখন বেশি নাটকীয় মনে হয়েছিল।'

'মিস্টার গিলবার্ট একজন সফল ব্যবসায়ী। অনেক গরু আর একটা বিরাট র‍্যাঞ্চও তাঁর আছে। আমার বাবার হত্যাকারীদের তিনি চেনেন। ওরা এখানেই আছে। ওরা ভাবছে আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছি–তাই প্রথম সুযোগেই আমাকে শেষ করার চেষ্টা করবে।'

'তোমার প্রতি গিলবার্টের বেশ আগ্রহ দেখলাম। ভদ্রলোক তোমার খুব প্রশংসা করলেন।' ভাল করে ইভানকে খুঁটিয়ে দেখল গ্যারেট। 'তুমি অনেক বদলে গেছ, ইভান।'

'এখনও টিকে আছি। প্রয়োজনের তাগিদেই এখানে খুব দ্রুত বদলে যায় মানুষ–পুবের মত নয়।'

গ্যারেট শোবার ঘরে চলে যাবার পর আরও কাছে সরে এল সু। 'তুমি একটা মেয়ের কথা বলছিলে। মেয়েটা কেমন?'

'মেয়েটা সুন্দরী। ওকে একবারই দেখেছি আমি–নাম মিউরিয়েল। কিন্তু আমার সাথে পরিচয় হয়নি। ওর বিশ্বাস আমি মরলে ওর সুবিধা হবে। তুমি দরজাটা সব সময় তালা দিয়ে রেখো। খুব পরিচিত লোক ছাড়া কাউকে ঢুকতে দিও না।'

একটু থেমে সে আবার বলল, 'তোমার বাবা ঝটপট বিক্রি করে দেয়ার কথা বলছিলেন–ক্রেতাটা কে?'

'কর্নেল হোয়াইট। আমাদের পরেরটাই ওনার ওয়্যাগন। এখানে গরু কিনতেই এসেছেন। নগদ সোনায় পেমেন্ট হবে।'

ধীরে ধীরে পশ্চিমে আসার পর যা যা ঘটেছে সব সুকে খুলে বলল ইভান। সব শুনে সু প্রশ্ন করল, 'এখন মেয়েটা কী করবে? গরু তো পৌঁছে গেছে।'

'তুমি ওই মেয়ে হলে কী করতে?'

না ভেবেই চট করে জবাব দিল সু। 'পেমেন্টের সময় টাকা লুট করতাম।'

ইভান মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো মিউরিয়েল ঠিক তাই করবে। ওই মেয়ে কখনও হাল ছাড়বে না।

বিশ

ওয়্যাগন থেকে বেরিয়ে ইভান তাড়াতাড়ি কতগুলো কাঠের আড়ালে অন্ধকারে লুকাল। ওখানে কিছুক্ষণ কুঁজো হয়ে অপেক্ষা করে চারপাশ ভাল করে দেখে নিল।

অল্পদিন হলো পশ্চিমে এলেও অবস্থার চাপে পড়ে অনেক বদলেছে ইভান। এখন আর মানুষকে আগের মত সহজে বিশ্বাস করে না। এখানে ওর শত্রু রয়েছে যাদের চেহারাও সে ভাল করে চেনে না। তার কিছু বন্ধুও আছে, তবে কে যে বন্ধু আর কে শত্রু এ-সম্পর্কেও সে নিঃসন্দেহ নয়।

গরুগুলো বিক্রি করে গ্যারেট চট করে কিছু টাকা কামিয়ে নিতে চায়। ওই টাকা দিয়ে আর এক পাল গরু কিনে পুবে নিয়ে যেতে পারলে তার ব্যবসাটা

মোটামুটি দাঁড়িয়ে যাবে।

কিন্তু মিউরিয়েল রয়েছে শহরে। ওর সাথে রয়েছে হ্যাল আর জ্যাক–যারা মানুষ খুন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। ইভানের বাবার হত্যাকারীদের সাথেও মেয়েটার একটা সমঝোতা হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। ওদের কাছে ইভানের মৃত্যু একান্ত কাম্য।

মোবাইলের কথা মনে পড়ল। ইভানকে সে সাহায্য করছে–গিলবার্ট এজন্য ওকে টাকা দিচ্ছে। কিন্তু কেন? উদ্দেশ্য যা-ই হোক তার জন্য সেটা বিপদের কারণ হবে না।

কাভানা এখনও তার হয়ে কাজ করছে। সান চীফের কোন পাত্তা নেই। হয়তো স্ট্যামপিডে মারা পড়েছে। ফেবিয়ানই বা কোথায়? একটা শেষ চেষ্টা না করে সে ছাড়বে না কিছুতেই।

কর্নেল হোয়াইটের সাথে কথা পাকাপাকি করে গরুগুলো যত জলদি সম্ভব বিক্রি করে ফেলা দরকার। তারপর দ্বিতীয় একপাল গরু কিনে পশ্চিম থেকে সরে পড়বে।

উবু হয়ে বসে অপেক্ষা করছে ইভান। কেউ কি ওকে অনুসরণ করছে বা ওয়্যাগনের উপর নজর রেখেছে?

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এবার স্তূপ করা দুটো কাঠের গাদার মাঝখান দিয়ে তাঁবুর দিকে এগোল। রাস্তাটা মাত্র দুশো গজ লম্বা হবে। একটু থেমে রাস্তা পার হলো ইভান। রাস্তায় প্রায় জনাপঞ্চাশেক লোক রয়েছে। তাঁবু আর ছাপরাগুলো লোকে ঠাসা। সোজা গরুগুলোর কাছে ক্যাম্পে চলে এল ইভান।

আগুনের ধারে বসে আছে কাভানা। 'তোমার জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, আর একটু পরেই তোমাকে খুঁজতে বেরোব ভাবছিলাম।'

'ওদিকে কে আছে?'

চারজন স্থানীয় কাউহ্যান্ড। কাজ পেয়ে ওরা খুব খুশি। ওদের দুজনের সাথে আগেও আমি কাজ করেছি।

'কাভানা, মিস্টার গ্যারেট আর তার মেয়ে যে ভ্যানে আছে ওটা তোমাকে পাহারা দিতে হবে।'

'ফেবিয়ানের সাথে তোমার দেখা হয়েছে?'

'না।'

কাভানা তার কফি কাপটা আবার ভরে নিল। 'আমার সত্যিই দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয় ফেব।'

সব কিছুই ঠিকঠাক আছে দেখে কাভানার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জেনারেল স্টোরে ঢুকে কিছু নতুন জামাকাপড় আর একটা বাড়তি পিস্তল কিনল ইভান। তারপর নাপিতের দোকানে ঢুকে দাড়ি কামিয়ে চুল ছাঁটিয়ে নিল। প্রাইভেট ওয়্যাগনে ফিরে গিয়ে গোসল সেরে নতুন কাপড় পরল। অনেকদিন পর আবার নিজেকে পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে।

ওয়্যাগনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল কর্নেল হোয়াইট আর গ্যারেট ফিরছে।

'তোমার আনা গরুগুলো দেখে এলাম। চমৎকার মোটা-তাজা। ওই রকম আরও একপাল গরু কিনতে চাই আমি–ভাল দাম দেব।'

'দেখি কতদূর কী করা যায়,' জবাব দিল ইভান।

দামের ব্যাপারে অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত প্রতিটার দাম বাইশ ডলার স্থির করা হলো। এতটা আশা করেনি সে–মিউরিয়েলও না। মোট দাম পঁয়তাল্লিশ হাজার ডলার আসে।

'টাকাটা আমার ওয়্যাগনে এসে বুঝে নাও,' বলল হোয়াইট। তারপর আবার বলল, 'টাকাটা আমার হাত থেকে চলে যাবার পর ওটার দায়িত্ব তোমাদের। বিপদের জন্যে তোমাদের তৈরি থাকতে হবে।'

'ঠিক আছে,' জবাব দিল গ্যারেট। 'বিপদ আশা করছি না আমি।'

ব্রাসের রেলিঙ দেওয়া ছোট্ট প্ল্যাটফর্মে নেমে এল ইভান। কাভানা ওখানে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘোরাফেরা করছে।

'এখানেই থাকো তুমি, চোখ কান খোলা রেখো।'

'ঠিক আছে।'

আবার ওয়্যাগনে ফিরল ইভান। 'সু, আমরা যাওয়ার পরে দরজা লক করে রেখো। কিন্তু তাড়াতাড়ি দরজা খুলে তোমার বাবাকে ঢুকতে দেয়ার জন্যে তৈরি থেকো।'

'তোমার কি মনে হয় ওরা সোনা চুরি করার চেষ্টা করবে?'

'গতরাতে তো তুমি নিজেই ওকথা বললে, মনে নেই? আমার ধারণা তোমার কথাই ঠিক।'

ভিতরের কামরা থেকে বেরিয়ে এল গ্যারেট।

মুখ তুলে তাকাল ইভান। 'এখনই যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

দরজা খুলে বাইরে পা দিল ইভান। পাশের ওয়্যাগনের দরজায় নক করতেই দরজা খুলে গেল। শোবার ঘরে ঢুকে একে একে আট বস্তা সোনা বের করে আনল কর্নেল হোয়াইট।

'অনেক ওজন,' মন্তব্য করল হোয়াইট। 'তোমাকে কয়েকটা ট্রিপ দিতে হবে।'

ব্যাপারটা ইভানের পছন্দ হচ্ছে না। সোনা নিয়ে একটা ট্রিপ দেওয়াতেই অনেক ঝুঁকি। হাতে করে যা-ই বয়ে নিক একটা হাত পিস্তল ব্যবহার করার জন্য ফ্রি রাখতে হবে।

গার্ড দুজনের দিকে তাকাল ইভান। 'আমাদের একটু সাহায্য করবে? টাকা দেব।'

একজন মাথা নাড়ল। 'সেইন্ট লুইতে আমার বৌ ছেলেমেয়ে আছে। কোন কিছুর লোভেই আমি সোনার বস্তা নিয়ে ওই দরজা দিয়ে বেরোব না।'

'আমিও না,' অন্যজন বলল। 'ওয়্যাগনের ভিতরে পাহারা দেয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। এই ওয়্যাগনের চারপাশে নিরাপত্তার জন্যে কর্নেল স্টীল প্লেট বসিয়েছেন। এখান থেকে একটা পুরো আর্মি ঠেকিয়ে রাখা যায়। কিন্তু বাইরে

অন্ধকারে? হতে পারে আমি একটু বোকা–কিন্তু পাগল নই। তা ছাড়া কিছু কথাবার্তা আমার কানেও এসেছে।'

অবাক হয়ে ইভানের দিকে তাকাল গ্যারেট। 'অবস্থা এতটা খারাপ?'

'ওখানে তাঁবুর ভিতর আর ছাপরায় যেসব লোক আছে তাদের মধ্যে অন্তত একশো জন আছে যারা জীবনে সবরকম অপরাধই করেছে। এতগুলো টাকার জন্যে মানুষ খুন করতেও ওদের বাধবে না।'

'মাত্র কয়েকটা গজই তো, এসো এখনই নিয়ে যাই।'

জানালা দিয়ে উঁকি দিল ইভান। বাইরে অন্ধকার। সব চুপচাপ।

'আমরা দরজার কাছ থেকে তোমাদের কাভার দেব,' প্রস্তাব দিল গার্ডদের একজন।

দুটো বস্তা একসাথে বেঁধে বাম কাঁধে নিল ইভান। ডান হাতে পিস্তল। গ্যারেটও দুটো বস্তা তুলে নিল। তারপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে লাফিয়ে মাটিতে নামল ইভান। ওর বুকের ভিতরটা দুরুদুরু করছে। কিন্তু কিছুই ঘটল না।

পিস্তল তৈরি রেখে দ্রুত পায়ে অন্য ওয়্যাগনটার দিকে এগোল ওরা।

তিনঘণ্টা আগে আরকানসাস নদীর ধারে তিনজন বিশাল চেহারার লোক ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমেছে। ঝোপের ভিতর ঘোড়া বেঁধে খাড়া পথটা ধরে নীচে পাড়ের ভিতর তৈরি কেবিনের দরজায় পৌঁছল।

ভিতরে চারজন ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। ছোট ঘরটায় দুইটা বেঞ্চ আর চারটা বাঙ্ক। একটা বাঙ্কের উপর হ্যাল চিত হয়ে শুয়ে একটা খড় চিবাচ্ছে। জ্যাক টেবিলের এক প্রান্তে বসে মিউরিয়েলের দিকে চেয়ে আছে। সলিটেয়ার খেলছে মিউরিয়েল।

চতুর্থজন তরুণ একটা লোক। ওর মুখটা একটু বাঁকা দেখাচ্ছে। লোকটা শেভ করেনি। গোঁফে তামাকের লালচে দাগ। সব কিছুর উপরই একটা বিতৃষ্ণার ভাব ওর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে।

দরজা খুলতেই সবাই মুখ তুলে তাকাল। প্রথম যে লোকটা ঢুকল তার মাথার চুল লালচে–এখন বেশির ভাগই পাকা।

মিউরিয়েলের দিকে একবার চেয়ে লালচে গোঁফের লোকটার দিকে ফিরল সে। 'হাওডি, হারভি। গিলবার্টের সাথে তোমার দেখা হয়েছে?'

'গিলবার্ট? এখানে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এর মানে কী?'

কাঁধ ঝাঁকাল হারভি। লোকটার সাইজের জন্যই ওকে পছন্দ করে না সে। দশ-বারোবার রাফের সাথে একত্রে কাজ করেছে–তবু রাগ হয়। রাফের দুটো ছেলেও আছে–ওর মতই বিশাল।

'আমাদের মত সেও হয়তো এখানে এসেছে। স্কিনারের ছেলে যদি আমাদের খোঁজে এসে থাকে তবে ওকে আর বেশি খুঁজতে হবে না।'

'ওর থেকে দূরে থাকো,' ধমকে উঠল মিউরিয়েল। 'সোনা পাওয়ার পর ওকে

শেষ করব আমরা। আপাতত দূরে সরে থাকো।'

'আমি এখনও বলছি, টাকা হাত বদল হবার সময়েই কেড়ে নেয়া ভাল,' বলল হারভি।

'ওই জন্যেই তোমাদের কিছু হয়নি। ওরা বিপদের জন্যে তৈরি থাকবে। সোনা হাতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর আঘাত হানতে হবে,' বলল মিউরিয়েল।

'তোমার কী মত?' হ্যালের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল হারভি।

'মিউরিয়েলের সাথে আমি একমত,' জবাব দিল হ্যাল।

রাফ বসল। 'গিলবার্ট এখানে আছে, ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেও ভাল ঠেকছে না। গোলাগুলির পরে লোকটা কেমন যেন হয়ে গেছে।'

'ওর কথা বাদ দাও—ব্যাটা ডরপুক।'

'ইদানীং ওর কথা শুনেছ? এখন সে অনেক টাকার মালিক। দুটো র‍্যাঞ্চ আছে ওর। একটা টেক্সাসে অন্যটা নিউ মেক্সিকোতে।'

'বিশ্বাস হয় না,' বলল হারভি।

'ফেব আর স্কিনার যেসব গরু এনেছে তার মধ্যে গিলবার্টেরও কিছু গরু আছে। লোকটা এর সাথে জড়িত।'

মিউরিয়েল বলল, 'ওরা গরু বিক্রি করে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার পাবে।'

'পঞ্চাশ হাজার? একসাথে এত টাকা আমি চোখেও দেখিনি কোনদিন,' বলল হ্যাল।

বিরক্তি নিয়ে হ্যালের দিকে আড়চোখে চাইল জেফ। 'এক ডলার দেখেছ তো? তারই পঞ্চাশ হাজার গুণ।'

'ইশ, এত টাকা দিয়ে আমি কী করব জানি না।'

কিছু বলল না মিউরিয়েল। কিন্তু ওর চোখ সবই দেখছে। এদের কাউকেই ওর পছন্দ নয়। হ্যাল বা জ্যাক ওকে শেষ করতে পারে, কিন্তু অন্যেরা কোন মহিলাকে মারবে না। নিজের রূপ ব্যবহার করতে জানে মিউরিয়েল।

তাস নাড়াচাড়া করতে করতে ভাবছে কাকে তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। টাকা হাতে এসে গেলে হ্যাল আর জ্যাককে প্রথমেই বিদায় করবে। রাফ খুব বেশি সন্দেহপ্রবণ। চার্লিই সবচাইতে স্মার্ট। ও কাছে থাকলেই মিউরিয়েলের নিজেকে নিরাপদ বলে মনে হয়। তা ছাড়া মিউরিয়েলের বিশ্বাস ওকে সহজে ঠকানো যাবে না।

পিটার মারা যাবার পর আর সময় নষ্ট করেনি মিউরিয়েল—হ্যাল আর জ্যাকের সাথে যোগাযোগ করেছে।

ওরাই তাকে বক্সারের খোঁজ দিয়েছিল। লোকটা গরু চোর। রাতের বেলা পাহারা দেওয়ার সময়ে বক্সারকে একপাশে আড়ালে ডেকে নিয়ে আলাপ করেছে।

গরু চুরি করার মতলবটা ফেঁসে যাবার সাথে সাথেই মিউরিয়েল বুঝে নিয়েছে ফেবিয়ানের মৃত্যুটা আর জরুরী নয়। রেল-রাস্তার খুব কাছে এসে পড়েছে ওরা। এখন গরু বিক্রি করার পর টাকাটা হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়াই সব থেকে বুদ্ধিমানের কাজ।

একুশ

ইভান স্কিনার ওয়্যাগনের সিঁড়ির উপর অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসে আছে। পুরো সোনাই এক ওয়্যাগন থেকে অন্য ওয়্যাগনে বিনা ঝামেলাতেই নেওয়া গেছে।

গ্যারেট খুব খুশি। 'দেখলে? আমি জানতাম কিছুই ঘটবে না। আমরা এখন নিরাপদ।'

আড়চোখে একবার গ্যারেটের দিকে চেয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরাল ইভান। সু বলল, 'আমারও ভুল হয়েছিল। আমি নিশ্চিত ছিলাম মেয়েটা সোনা আনার সময়েই হামলা চালাবে।'

'হয়তো ওদের আমরা যতটা খারাপ মনে করছি ততটা খারাপ ওরা নয়,' হালকা সুরে বলল গ্যারেট। 'তুমি আমাদের মিছেমিছি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে।'

'আমার মনে হয় না,' দৃঢ় স্বরে বলল ইভান। 'ওদের নিশ্চয় আর কোন প্ল্যান আছে।'

এরপরে বাইরে গিয়ে বসল ইভান। সু ঘুমাতে গেল আর গ্যারেট শেভ করতে বসল। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে কাভানা এসে হাজির হলো। একটু পরে মোবিও।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কাভানা।

'ওরা শহরে নেই। আমি চোখ কান খোলা রেখেছি। ওরা এখানে থাকলে আগামীকাল সকালের আগেই ওদের খোঁজ বের করে ফেলব। কতগুলো বাচ্চাকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছি।'

'বাচ্চা? এখানে?'

'হ্যাঁ। ডজন দুই ছেলে একটা ক্যাম্পে ছিল। ওদের চকলেট কিনে দেয়ার লোভ দেখিয়ে কাজে লাগিয়ে দিয়েছি।'

আরও কিছুক্ষণ বিভিন্ন রকম সম্ভাবনার কথা আলাপ আলোচনা করে ওয়্যাগনের বৈঠকখানায় সোফার উপর শুতে গেল ইভান। দরজার হাতলের তলায় আগেই চেয়ার দিয়ে ঠেকা দিয়েছে। পাশেই রয়েছে ওর পিস্তল।

পরবর্তী তিনদিন কিছুই ঘটল না। কর্নেল হোয়াইট গরুগুলোকে লোড করে চালান দিল। ঘোড়ায় চেপে আশপাশের এলাকা ঘুরে দেখার সময়ে একটা ছোট গরুর দল দেখতে পেয়ে ওগুলো কেনার বন্দোবস্ত করে ফেলল ইভান। চতুর্থদিন আরও কিছু গরুর খোঁজ পেল। নদীর উত্তরে একটা মাঠে মোটা হবার জন্য ওদের রাখা হয়েছে।

মোবাইল শহরেই আছে। কিছু জুয়া খেলছে, কিছু কথাবার্তাও বলছে–আর শুনছে অনেক বেশি। দুবার রাস্তায় সে হারভিকে দেখেছে। হোটেলে এসে উঠেছে মিউরিয়েল। নিজেকে সবার কাছে পরিচিত করে তুলছে।

সবার সাথে অত্যন্ত সংযত আর মার্জিত ব্যবহার করছে মেয়েটা। নিজেকে

ভদ্রমহিলা বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে. জীবনে অনেক রকম মানুষই দেখেছে মোবাইল। ওর বুঝতে বাকি নেই কেন মিউরিয়েল এসব করছে. কলোরাডোতে হারিয়ে যাওয়া ভাই-এর খোঁজ করতে এসেছে বলে প্রচার করছে মিউরিয়েল।

ইভান স্কিনার বিব্রত বোধ করছে। গ্যারেট, কর্নেল হোয়াইট আর সু-এর সাথে ডিনার খেতে বসে সে স্বীকার করল: 'আমি দুশ্চিন্তায় আছি। আমি জানি ওরা হাল ছাড়েনি।'

'ওই মেয়ের চিন্তা তোমার জীবনটাকে বিষাক্ত করে তুলেছে। ওদের কিছু করার ইচ্ছা থাকলে সোনা হাত বদল হওয়ার সময়েই ওরা হামলা চালাত। ওই সময়েই আমাদের ঝুঁকি ছিল সবচেয়ে বেশি।'

'হ্যাঁ, জানি। তবে আমরা লোকালয়ে থাকলেও তাতে আউট ল দুই ভাইকে ঠেকানো যাবে না। আমার মনে হচ্ছে ওদের অন্য কোন প্ল্যান আছে।'

'মেয়েটাকে আমি শহরে কয়েকবার দেখেছি,' বলল হোয়াইট। 'আমার মনে হয় না ওর দ্বারা কোন খারাপ কাজ সম্ভব। যা শুনলাম, ভাইয়ের খোঁজে এসেছে মেয়েটা।'

'ওর ভাই কিওয়াদের হাতে মারা পড়েছে। ঘটনা কখন ঘটেছে এটাও ওর অজানা নেই।'

'সেটা কি সম্ভব? তা হলে মেয়েটা এখানে কী করছে? ওর মত মেয়েকে এই পরিবেশে মানায় না।'

'যদি না তার বেশ কিছু সোনা হাতানোর প্ল্যান থাকে।'

কর্নেল হোয়াইটের সংশয় গেল না। মাথা নেড়ে প্রসঙ্গ পাল্টাল সে। ইভান বুঝতে পারছে সু-ও ভিতরে ভিতরে তার উপর একটু অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছে। আর কিছু বলল না সে, তবে অনেক ভাবল।

ওরা দুটো গরুর পাল কেনার পর সোনা অনেক কমে যাবে। মিউরিয়েল কি ওদের প্ল্যানের কথা জানে?

রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে মোবাইল হাঁটতে হাঁটতে ইভানের পাশে এসে হাজির হলো। 'ছেলেরা ওদের খোঁজ বের করে ফেলেছে।'

'কোথায়?'

'নদীর ধারে একটা কেবিনে। সবাই আছে ওখানে। আরও কয়েকটা দিন সময় পেলে হয়তো ওরা নিজেরাই মারপিট করে মরবে।'

'ফেবিয়ানের কোন খবর পেলে?'

'লোকটা একেবারে উবে গেছে।'

'গিলবার্টকেও দেখছি না।'

এক মুহূর্ত কোন জবাব দিল না মোবাইল। তারপর বলল, 'আশপাশেই আছে সে।' তারপর আবার বলল, 'তোমাকে বিপদমুক্ত রাখা আমার কাজ···কিন্তু কেন? তার এতে কী স্বার্থ?'

'জানি না।' গিলবার্টের কথা ভাবা বাদ দিল ইভান। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'মোবাইল, আমি মিউরিয়েলের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।'

'কী বললে?' অবাক হয়ে ইভানের দিকে চেয়ে রইল মোবি। 'আমার কথা

শুনলে ওই মেয়ের থেকে দূরে থাকবে তুমি। ওই মেয়ে সাক্ষাৎ বিপদ

'যাই হোক–ওই যে এসে গেছে।'

পুরোপুরি ভদ্রমহিলার মতই দেখাচ্ছে ওকে। এক হাতে স্কার্ট ধরে রাস্তা পার হচ্ছে। লোকজন সসম্মানে পথ ছেড়ে দিচ্ছে আর টুপি খুলে অভিবাদন জানাচ্ছে।

'ইভান, তুমি যদি ওই মহিলার বিরুদ্ধে বলো এই লোকগুলো তোমাকে সবচেয়ে উঁচু গাছে ফাঁসিতে ঝোলাবে। হয়তো ওই ভাবেই সে প্ল্যান এঁটেছে।'

কাঠের প্ল্যাটফর্মে হাইহিলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওদের পিছনে এসে শব্দটা থামল। 'মিস্টার স্কিনার? আপনিই তো মিস্টার স্কিনার, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'শুনলাম আপনি আর ফেবিয়ান আপনাদের গরু বিক্রি করে দিয়েছেন?'

'আমি বিক্রি করেছি। ফেবিয়ানের আর এতে কোন শেয়ার নেই।'

'এখন কি আবার পুবে ফিরে যাবেন?'

'না।' জবাব দিয়েই সে বুঝল তার সাথে আলাপ করার একটাই মানে হতে পারে। মিউরিয়েল খবর চায়। ঠাণ্ডা মাথায় খবর দিল ইভান। 'আমরা আরও পনেরোশো গরু কিনছি। গরুর দাম এখন কিছুটা কমেছে; তাই আমরা আবার পুঁজি খাটাচ্ছি।'

একটু স্তম্ভিত আর হতবুদ্ধি দেখাল মিউরিয়েলের চেহারা। কিন্তু প্রায় সাথেসাথেই সামলে নিল সে। 'এটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? আগের বারেই তো ভাল লাভ হয়েছে, এখন দাম পড়ে যাওয়ার পর কি বিশেষ লাভ হবে?'

'এটাই তো কেনার সময়। পুবে মার্কেট ভাল। এখান থেকে পাঠানোই যা ঝামেলা। তবে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হবে না।'

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাল ইভান। 'শুনলাম আপনি ভাইয়ের খোঁজে এদিকে এসেছেন। আপনার ভাই কিওয়াদের হাতে মারা পড়েছে–জানেন নিশ্চয়ই?'

কয়েকজন লোক কথাটা শুনতে পেয়েছে। তারা থমকে কান খাড়া করে ফিরে তাকাল।

'অমন কোন কথাই আমি শুনিনি,' বলে হাইহিলের খটখট আওয়াজ তুলে চলে গেল মিউরিয়েল।

মেয়েটার যাওয়া দেখল মোবাইল। তারপর মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী করতে চাইছ, ইভান? একটা গণ্ডগোল পাকাতে চাও?'

আসলে কী করতে চাইছে সে? ওদের একটা অ্যাকশন নিতে বাধ্য করতে চায়। ঘটনার একটা চূড়ান্ত ইতি টানতে চাইছে ও। অপেক্ষা করতে করতে আর নজর রাখতে রাখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ইভান। এখন ওরা জানে শিগ্‌গিরই গরু কেনায় সোনা খরচ হয়ে যাবে। সুতরাং যা করার তাড়াতাড়িই করতে হবে।

ওয়্যাগনের কাছে ফিরে এল ইভান। কর্নেল হোয়াইট চলে গেছে এখন ওরা একা। পনেরোশো গরু এসে গেছে। সেগুলো নিয়ে যাবার ব্যবস্থাও করে দিয়েছে গ্যারেটের রেলওয়ে কর্মচারী বন্ধু।

আয়নায় নিজের চেহারার দিকে চাইল ইভান। চওড়া কাঁধ আর সরু কোমরের একটা যুবককে আয়নায় দেখা যাচ্ছে। কোন কোমলতা নেই। এত

খাটুনির পরে চেহারা থেকে কোমলতা বিদায় নিয়েছে এখন সে ভিন্ন মানুষ

পুবে কেন যাবে? এখানেই গরুর ব্যবসায়ে অনেক লাভ উর্বর জমিও রয়েছে।

সু ওর পিছনেই এসে দাঁড়িয়েছে। 'ইভান? তুমি কী করছ?'

'সু, তুমি কি এখানে পশ্চিমে পাহাড়ের ভিতর বাস করতে পারবে?'

এটাই কি তুমি চাও?'

'ঠিক জানি না তবে মনে হয় আমি তাই চাই। এখানে আমি যেন নিজেকে খুঁজে পাই–মনে হয় এটাই আমার আসল বাড়ি। হ্যাঁ, আমি এখানেই থাকতে চাই'

'ঠিক আছে, তবে আমরা এখানেই থাকব। পুব থেকে আমি আমার জিনিস-পত্র আনিয়ে নেব।'

'তোমার যেমন খুশি।'

হঠাৎ প্ল্যাটফর্মের উপর পায়ের শব্দ শোনা গেল অল্পক্ষণ পরেই ফ্রস্টেড কাঁচের উপর টোকা পড়ল।

'কে?'

'মোবাইল দরজা খোলো।'

পিস্তল হাতে দরজা খুলল ইভান মোবাইল একাই এসেছে 'ঠিক আছে যা করার করেছ তুমি এবার প্রলয় কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে। মিউরিয়েল নিজেরই একটা ব্র্যান্ড চালু করার মতলবে আছে। হারভি আজকে মর্ট রাফের সাথে ছিল কিছু একটা ঘটতে চলেছে।'

'আউট ল ভাইদের খবর কী?'

'জানি না। তবে ফেবিয়ানকে আমি আজ দেখেছি। ও একাই ছিল, সাথে আর কেউ ছিল না।'

ডাইনিং রুম থেকে গ্যারেট আর কর্নেল হোয়াইট বেরোল রেল-রাস্তার লোকটাও আছে ওদের সাথে। 'একটা ইঞ্জিন পাওয়া যাবে? এই কম্পার্টমেন্টটা তাড়াতাড়ি সরানো দরকার।'

'এক মাইল দূরে সাইডিঙে কোচ আছে ওখানেই গরু লোড করা হবে তোমরা চাইলে একটা ইঞ্জিনের ব্যবস্থা করা যাবে।'

'ঠিক আছে, ভোর চারটায় হয়তো তাদের আমরা ফাঁকি দিতে পারব

গ্যারেট হাসল। 'ইভান, তুমি বেশি দুশ্চিন্তা করছ,' বলল সে 'আসলে কিছুই ঘটবে না। ওখানে লোকজন থাকবে, গরু লোড করে আমরা পুবে রওনা হব সু-এর কাছে শুনলাম তোমরা বিয়ে করতে চাও। ঠিক আছে, পুবে চলো তোমাদের বিয়ে দেয়া হবে। আমার মনে হচ্ছে তুমি খামোকা দুশ্চিন্তা করছ'

'হয়তো। কিন্তু ঠাট্টা করলেও আমাকে বাধা দেবেন না'

বাইরে কাভানা আর মোবাইলের সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করে রাস্তা ধরে এগোল ইভান।

বাবার হত্যাকারীদের সে কি চিনতে পারবে? অনেক দিন আগের ঘটনা মাত্র এক ঝলক দেখেছিল ইভান। কিন্তু বিশাল লোকটাকে সে ঠিকই চিনবে

স্টোরের কাছে এসে ভাল করে চারপাশে চেয়ে দেখল এখানেই মোবাইল

ফেবিয়ানকে দেখেছিল। এখন ফেব কী করবে? সে কি সোনা নিজে রাখার চেষ্টা করবে? লোকটা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির–অনেক কিছুই সে ঝোঁকের মাথায় করে।

রাস্তায় স্বাভাবিক রকম ভিড়। এই প্রথম একটা বড় জুয়া খেলার তাঁবুতে ঢুকল ইভান। ভিতরে অনেক লোকের গাদাগাদি। চারপাশে চাইল সে···একটাও পরিচিত চেহারা চোখে পড়ল না।

এবার কামরার অন্য মাথায় একজনকে দেখতে পেল। পরিচিত মনে হচ্ছে···তবু অপরিচিত। বিশাল চেহারার লাল চুলওয়ালা লোকটার মাথা সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। এই লোকটা তার বাবাকে মারতে সাহায্য করেনি-এর বয়স অনেক কম। আকৃতি আর চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে লোকটা চার্লি রাফ।

ওদের চোখাচোখি হলো। রাফের চোখ কঠিন হলো–চোখ থেকে হাসি উবে গেল। তারপর আবার হাসি ফিরে এল ওর চোখে। ভিড় ঠেলে ইভানের দিকে এগোচ্ছে রাফ। ধাক্কা খেয়ে লোকজন রেগে উঠছে, কিন্তু চার্লি রাফের সাইজ দেখে কিছু বলার সাহস পাচ্ছে না

ইভানের সামনে এসে পা ফাঁক করে দাঁড়াল চার্লি। 'হাওডি! তুমিই তা হলে ইভান স্কিনার? তোমার কথা আমি অনেক শুনেছি।'

কয়েকটা মাথা ওদিকে ঘুরল–সবাই আগ্রহ নিয়ে দেখছে কী ঘটে।

'তোমার ভাগ্যে যা আছে তা পাওয়ার জন্যে অনেকদূর পথ তুমি এসেছ,' দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল চার্লি। 'সময় থাকতে লেজ গুটিয়ে সরে পড়ো।'

'তা না হলে কী হবে?'

বিশাল সাইজের জন্য সবাই চার্লিকে সমীহ করে চলে। ওর ভিতর ভয়-ডর বলে কিছু নেই। চলার পথে সবাই ওকে পথ ছেড়ে দেয় বা পিছিয়ে যায়। সেও এতেই অভ্যস্ত–পছন্দও করে।

'তোমার ভাগ্যে যা আছে তাই পাবে তুমি–পিটিয়ে তোমাকে লাশ করব আমি।'

'তা হলে আর দেরি করছ কেন?' জিজ্ঞেস করল ইভান।

চার্লির দেঁতো হাসিটা একটু আড়ষ্ট হলো। কেউ কখনও তাকে চ্যালেঞ্জ করেনি। জুয়া খেলা থেমে গেছে। লোকজন পিছিয়ে জায়গা করে দিল। কোমর থেকে বেল্ট খুলে যে লোকটা জুয়া খেলা চালাচ্ছিল তার হাতে দিল ইভান। 'এখনই হয়ে যাক?' আবার বলল সে।

চার্লি রাফ দোটানায় পড়ল। শহরে আসার সময়ে তার বাবা গোলমালে জড়াতে মানা করে দিয়েছে। কিন্তু এখন আর ওই কথা ভেবে লাভ নেই। ইভানকে সে একটু ভয় দেখাতে চেয়েছিল। ভেবেছিল আর সবার মত ইভানও পিছিয়ে যাবে।

'নিশ্চয়,' বলেই ঘুসি চালাল চার্লি।

এক ঘুসিতেই বাউট শেষ করবে বলে আশা করেছিল সে অভিজ্ঞ বারটেন্ডার ছাড়া কামরার প্রত্যেকটা লোকই ভেবেছিল মার খেয়ে ভর্তা হয়ে যাবে ইভান। কিন্তু যা ঘটল এর জন্য চার্লি রাফ তৈরি ছিল না।

ঘুসিটা কাটিয়ে চার্লির পাঁজরে একটা প্রচণ্ড আঘাত হানল ইভান। ঘুসির টাইমিঙটা চমৎকার হয়েছে–জায়গা মত লেগেছে। এক পাশে একটু সরে গিয়ে একই জায়গার উপর একটা লেফট হুক বসাল স্কিনার। তারপর একটু পিছিয়ে

এসে থুতনির উপর আপারকাট মারল।

পড়ে গেল চার্লি রাফ পাঁজরের উপর মার খেয়ে ওর দম ফুরিয়ে গেছে–নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে

তাঁবুর মেঝেতে সজোরে আছড়ে পড়ে রীতিমত কেঁপে উঠল রাফ। এর আগে কেউ ওকে মাটিতে ফেলতে পারেনি। জীবনে এত শক্ত মারও সে কখনও খায়নি।

বিস্ফারিত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে মাটি ছেড়ে উঠল। কিন্তু তার আগেই দুটো ঘুসি পড়ল ওর মুখে। প্রথম ঘুসিতে চোখের নীচে চামড়াটা ফেটে গেল–দ্বিতীয়টাতে ঠোঁট থেঁতলে গেল। তবু এগিয়ে এল চার্লি রাফ। প্রচণ্ড শক্তি ওর গায়ে, আকারেও বিশাল। হাত বাড়িয়ে ইভানকে ধরার চেষ্টা করল সে। ইভান পিছিয়ে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পিছনের লোকজনের ধাক্কায় রাফের হাতের নাগালের ভিতর গিয়ে পড়ল।

লোকটার গায়ে অসম্ভব শক্তি রাগে বুনো হয়ে উঠেছে। ইভানকে দু'হাতে চিপে দু'ভাগ করে ফেলতে চাইছে চার্লি

মুহূর্তের জন্য ইভানের মনে হলো দমটা বুঝি বেরিয়েই গেল। শিরদাঁড়ার উপর হাত মুঠো করে চাপ দিচ্ছে চার্লি।

এই অবস্থায় একটাই উপায় আছে, তাই করল ইভান। বিকট চিৎকার করে জোড়া পায়ে লাফ দিল।

হঠাৎ চিৎকারে একটু ভেবাচেকা খেলো রাফ। হোঁচট খেয়ে নিজের ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করছে। এই সুযোগে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল স্কিনার।

চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে তৈরি হলো ইভান। ততক্ষণে চার্লি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। একটা বিরাশি সিক্কা ওজনের ঘুসি চোয়ালের উপর খেয়ে তাঁবুর খুঁটির সাথে ধাক্কা খেলো চার্লি পুরো তাঁবুটা কেঁপে উঠল। আবার এগিয়ে এসে স্কিনারকে ধরার চেষ্টা করল।

বাম হাতে মুখের উপর একটা ঘুসি মেরে লাফিয়ে একপাশে সরে গেল ইভান।

আবার মুখোমুখি হলো দুজন এই প্রথম ভয় পেয়েছে চার্লি। ইভানের স্পীডের সাথে কিছুতেই পেরে উঠছে না।

রক্ত আর ঘামের ভিতর দিয়ে ইভানের দিকে চাইল চার্লি। মেদহীন শক্ত চেহারার ভয়ঙ্কর লোকটা তৈরি হয়ে তারই জন্য অপেক্ষা করছে

ইভান আর চার্লিকে গোল করে ঘিরে রয়েছে সবাই পালাবার উপায় নেই। ইভানের লোহার মত শক্ত মুঠির ঘুসির স্বাদ সে টের পেয়েছে আর মার খেতে চায় না। এখন ইভানকে মেরে ফেলাই তার বাঁচার একমাত্র উপায় ধীরে চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করল চার্লি। ইভানও ঠাণ্ডা ভাবে ঘুরে নিজেকে ওর মুখোমুখি রাখছে।

হঠাৎ মাথা নিচু করে দু'হাতে ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে চার্জ করে এল চার্লি ওর ডান হাতের একটা ঘুসি ইভানের কাঁধে লাগল কাঁধটা অবশ হয়ে এল। এলোপাতাড়ি ঘুসি চালাচ্ছে চার্লি মারপিটের কায়দা কিছুই জানা না থাকলেও ওর ওজন আর শক্তি অনেক বেশি

হঠাৎ ভিতরে ঢুকে পড়ে পাঁজরে পটাপট কয়েকটা ঘুসি মেরে বেরিয়ে আসার

আগে কণ্ঠার উপর দুটো জোরাল ঘুসি বসাল। এবার একটা প্রচণ্ড আপার কাট খেয়ে চার্লির হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল লোকটা পড়ে যাবার আগে চোয়ালের উপর আর একটা ঘুসি খেয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল

ইভানের পিস্তলের বেল্টটা বাড়িয়ে দিল বারটেন্ডার 'এগুলো এখন তোমার দরকার পড়বে ওদের আমি চিনি–সতর্ক থেকো।'

'ধন্যবাদ

শার্টে রক্ত, ছিঁড়েও গেছে বাইরে বেরোবার পথ ধরল ইভান; এসব চায়নি সে চার্লি রাফকে তার পছন্দ না হলেও ওর সাথে মারপিট করতে স্কিনার চায়নি কিন্তু এখন ওই পর্ব শেষ–জিতেছে ও।

বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে ওর ঘাম জুড়াচ্ছে। রাস্তা ধরে এগোল ইভান গোসল করে পরিষ্কার জামাকাপড় না পরা পর্যন্ত শান্তি নেই।

বাইশ

ফ্রেম হোটেলে গিয়ে ঢুকল ইভান লবিটা খালি–কেবল একজন চাঁদপানা গোল মুখের কেরানি বসে আছে।

'হ্যালো, মিস্টার স্কিনার। মনে হচ্ছে আপনার কিছু ঝামেলা পোহাতে হয়েছে হাত-মুখ ধোয়ার জায়গা দরকার?'

'হ্যাঁ,...আর একটা শার্ট পেলে ভাল হয়।'

'আমি দেখছি আমার সাথে আসুন ' করিডর দিয়ে পথ দেখিয়ে পিছনের একটা কামরায় নিয়ে গেল ক্লার্ক 'পিছনে একটা কুয়া আছে, আমি এক বালতি পানি এনে দিচ্ছি। হাতগুলোর জন্যে কিছু গরম পানিরও দরকার হবে '

পানি নিয়ে ফিরে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালানোয় মন দিল কেরানি 'কী হয়েছিল?'

'চার্লি রাফের সাথে মারপিট করেছি।'

শিস দিয়ে উঠল লোকটা 'রাফ? ওকে নিশ্চয়ই পিটিয়ে দিয়ে এসেছেন? আপনার চেহারায় আঘাতের বিশেষ চিহ্ন নেই।'

'যা দরকার ছিল তাই করেছি '

'অনেকেই এতে খুব খুশি হবে–শুধু এখানেই না, টেক্সাসেও।'

বসল ক্লার্ক। 'আমার নাম টেনিসন আমাদের পরিচয় হয়নি বটে, কিন্তু এদিক-ওদিক কয়েকবার আমি আপনাকে দেখেছি তা ছাড়া আপনি মিস্টার গিলবার্টের বন্ধু। আপনার জন্যে আর কী করতে পারি?'

আর কিছু করণীয় নেই বলতে গিয়েও মত পাল্টাল ইভান 'আচ্ছা, ওই মিউরিয়েল মেয়েটা সম্পর্কে আপনি কতটা জানেন?'

'যা জানি তাতে অন্যান্য স্থানীয় লোকের মত ধোঁকা খাইনি। অনেক লোকজন আসে তার কাছে–ওরা সবাই পিছনের দরজা ব্যবহার করে। ওদের

কয়েকবার আমি দেখেছি–আউট ল দুই ভাই আর ফ্র্যাঙ্ক রাফ। আমি লক্ষ করছি বুঝে মেয়েটা বলল ওরা তার ভাই-এর খবর এনেছে '

ভাই-এর ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল ইভান, সেইসাথে মিউরিয়েল আর পিটারের পরিবার সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা দিল। 'ফেবিয়ানের সাথে ওদের কিছুটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু সম্পর্কটা বন্ধুত্বের নয়।'

'যাক, মেয়েটা চলে গেছে দেখে আমি খুশি হয়েছি।'

'চলে গেছে?' সোজা হলো ইভান। ওর ভেজা মাথা থেকে পানি পড়ছে

'সূর্য ডোবার একঘণ্টা পরেই চলে গেছে। হোটেলের সামনে ওর জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করছিল। চালককে আমি দেখিনি।

মুখ আর হাত মুছে নিল ইভান। খুব ক্লান্তি বোধ করছে, কিন্তু এখন বিশ্রাম নেওয়ার সময় নেই। ক্লার্ক টাকা নিতে রাজি হলো না। খোঁয়াড় থেকে ঘোড়া বের করে ঘোড়ায় চাপল ইভান।

সোজা সাইডিঙে প্রাইভেট ওয়্যাগনটার কাছে চলে এল সে···কিন্তু ওটা নেই।

প্রধান রেল-ট্র্যাকে এসে খুঁজে দেখল···ওখানেও নেই।

ঘোড়া ছুটিয়ে শহরের অন্য প্রান্তে চলে এল স্কিনার। ওখানে ট্রেনের রিলিফ ইঞ্জিনিয়ার আর ট্রেনের অন্যান্য কর্মচারীদের বাঙ্ক। ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে দরজার দিয়ে ভিতরে ঢুকল সে একজন পাশ ফিরে ঘুম জড়ানো স্বরে বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে কে?'

ম্যাচ ধরিয়ে বাতি জ্বালাল ইভান। 'সাইডিঙে মিস্টার গ্যারেটের ওয়্যাগনটা নেই ওটা কোথায়?'

'নেই? কিন্তু তা কী করে হয়? আমারই ওটা সরাবার কথা।'

'তোমার ইঞ্জিন কোথায়?'

'সামনেই সাইডিঙে।'

দু'জনেই একসাথে দরজার দিয়ে ছুটে বেরোল। সাইডিঙ খালি।

'চুরি গেছে! ইঞ্জিনটা কেউ চুরি করেছে!'

আবার ওই কেবিনে ফিরে চিৎকার করে সঙ্গীদের ঘুম ভাঙাল ড্রাইভার। 'ইঞ্জিনটা নেই! কেউ চুরি করেছে!'

'তা হলে হারভিই নিয়েছে!' শুকনো-পাতলা একজন বলে উঠল 'ওই আউট ল লোকটাকে আমি এদিকে ঘুরঘুর করতে দেখেছি। মিসৌরিতে সে ট্রেন ড্রাইভার ছিল।'

ঘোড়ার কাছে চলে এল ইভান। সু-কে নিয়ে গেছে ওরা। গ্যারেট আর তার রেল কর্মচারী বন্ধুও আছে ওই কম্পার্টমেন্টে একঘণ্টা বা তার কিছুক্ষণ আগেই রওনা হয়েছে ওরা। ট্রেন লাইন ছাড়া চলতে পারবে না বটে, কিন্তু ওরা নিশ্চয়ই সামনে কোথাও ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করার ব্যবস্থা রাখবে। ওখানে ইঞ্জিন থামিয়ে সোনা নিয়ে পালাবে।

রেল-ট্র্যাক ধরে রওনা হলো স্কিনার। কাভানা আর মোবাইল কোথায়?

শহর থেকে একমাইল দূরে ট্রেনে গরু লোড করার কাঠের কাঠামোগুলো দেখা গেল–কিন্তু কোন ট্রেন নেই লাইন ধরে আরও এগিয়ে গেল ইভান। সামনের দিগন্তের দিকে ওর চোখ

কী ঘটছে কিছুই জানে না সে। তবে এটা শিওর যে ওরা শিগ্‌গিরই থামবে। আউট ল-রা পরের স্টেশন পর্যন্ত যাওয়ার ঝুঁকি নেবে না। অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে ইভান। ওর চোখ আঁধারের ভিতর ইঞ্জিনটাকে খুঁজছে।

হঠাৎ আকৃতিটা পরিষ্কার হয়ে উঠল। ইঞ্জিনটা নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। কেবল স্টীমের অস্পষ্ট একটা 'হিস্‌স্‌' শব্দ হচ্ছে প্রাইভেট ওয়্যাগনে বাতি জ্বলছে, কিন্তু ভিতর থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই।

গতি কমিয়ে পিস্তল হাতে ওয়্যাগনের চারপাশে একটা বড় চক্কর দিল। ঘাসের উপর ঘোড়ার খুর প্রায় শব্দই করছে না।

নেমে ঘোড়া বেঁধে আরও কাছে এগিয়ে কান পাতল। শব্দ নেই। ওয়্যাগনে ওঠার হাতল ধরে উপরে উঠল ইভান।

বাম হাতে দরজা খোলার হাতল ঘুরাল। সহজেই দরজাটা খুলে গেল। ড্রইঙ রুমটা খালি। বেডরুমের দরজাটা খোলা ভিতরে ঢুকে দেখল ওটাও খালি।

তাড়াহুড়া করে কাপড়-জামা পরার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে সিন্দুকটা খোলা। সোনাও নিয়েছে···ওদের তিনজনকেও নিয়ে গেছে।

একটা লাল লণ্ঠন দেখতে পেয়ে ওটা জ্বালিয়ে ইঞ্জিনের পুব কোনায় ঝুলিয়ে দিল ইভান। এর পশ্চিমে কোন ট্রেন নেই–পরবর্তী ট্রেনটা পুবদিক থেকে আসবে।

ওয়্যাগনের ভিতর খুঁজে দুই বাক্স পয়েন্ট ফোর ফোর কার্তুজ আর একটা বাড়তি পিস্তল পেল। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে গুলিগুলো পকেটে ভরল। এবার একটা লণ্ঠন হাতে ট্র্যাক খুঁজতে শুরু করল।

ঘোড়াগুলো কোথায় রাখা হয়েছিল দেখতে পেল। কয়েকটা ঘোড়া। ওখান থেকে একটা অস্পষ্ট রাস্তা দক্ষিণে এগিয়ে গেছে।

ঘোড়ার পিঠে বসে ভাবছে ইভান। তিনজনকে বন্দী করে নিয়ে গেছে, যেন কে ডাকাতি করেছে, বা ওরা কোনদিকে গেছে, এসব চট করে জানাজানি না হয় ওদের বেশিক্ষণ আটকে না রাখাটাই আউট ল-দের জন্য স্বাভাবিক। কিন্তু মিউরিয়েল সাক্ষী না রেখে ওদের খুন করতে চাইবে। ওর ভাই চায়নি, কিন্তু মিউরিয়েল গাছের তলায় ইভানকে খুন করতে চেয়েছিল। হ্যাল আর জেফও মেয়েটার সাথে একমত হবে।

কিন্তু রাফ পরিবার? ওদের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে কিছুই বলা যায় না

এই সময়ে খুরের শব্দ পেয়ে ইভান ফিরে দেখল একজন আরোহী আসছে। তাকে দেখতে পেয়ে লোকটা থামল।

'স্কিনার?' লোকটা গিলবার্ট।

'এখানে।' পিস্তলটা হাতে ধরেই অপেক্ষা করছে ইভান। গিলবার্ট সম্পর্কে অনেক কিছুই তার কাছে এখনও রহস্যময় রয়ে গেছে।

'ওরা চলে গেছে?'

'হ্যাঁ···সোনাও নিয়ে গেছে।'

'ওরা দক্ষিণে যাবে,' বলল গিলবার্ট। 'আমি নিশ্চিত কো-এর পুরোনো আস্তানার দিকেই যাবে।'

'আপনি জানেন ওটা কোথায়?'

'না···তবে আবছা একটা ধারণা আছে। আউট ল-রা ছাড়া আর কেউ ওটা চেনে না···আমাদের খুঁজে দেখায় বাধা নেই।'

'হয়তো আমি সাহায্য করতে পারব।'

হঠাৎ আর একটা গলা শুনে চমকে গিলবার্ট আর ইভান আরোহীর মুখোমুখি হলো। বালুর উপর দিয়ে এগিয়েছে বলে খুরের শব্দ শুনতে পায়নি ওরা। লোকটা ফেবিয়ান।

'কেমন আছ, ইভান? শেষ পর্যন্ত গরুগুলো নিয়েই পৌঁছলে?'

'এতে তোমার কোন কৃতিত্ব নেই,' জবাব দিল ইভান।

'মনে নেই? আমার সাহায্য করার কথা ছিল না। তবে একটা কথা–তুমি খুব জলদি মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারো। টিম, কলিন, ব্যারি–এরা তোমার জন্যে জান দিতেও প্রস্তুত।'

'আমাদের একটা কাজ পড়ে আছে,' বলল স্কিনার। 'চাইলে সাথে আসতে পারো।'

'আমিও সাথে আসছি। এত টাকা আর ঝামেলা তোমরা একা সামলাতে পারবে না।' ওদের সাথে যাবার জন্য ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল ফেব। তারপর গিলবার্টের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমাকে এখানে দেখে অবাক হচ্ছি। শুনেছি তুমি নাকি ঝামেলা এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করো।'

'হ্যাঁ, ওটাই আমার পলিসি ছিল।'

'এখন পলিসি বদলে গেছে, তাই না?' দাঁত বের করে হাসল ফেব। 'তোমার কপালই খারাপ, ইভান। তুমি একা গেলেই পারতে–আমরা যে কে কী করব কিছুই তোমার জানা নেই।'

'নিজের লড়াই আমি নিজেই লড়তে জানি।'

'হুঁ, অনেক বদলেছ তুমি। এখন তোমাকে দেখলে বোঝাই যায় না, তুমিই কিছুদিন আগে ব্যারি ব্লেডের মোকাবিলা না করে পালিয়েছিলে। কিন্তু তুমি কি জানো কীসের মধ্যে তুমি জড়াতে যাচ্ছ?'

কেন যেন অনেক কথা বলছে আজ ফেবিয়ান· ট্রেইলে বেশি কথা না বললেও চাইলে সে সুন্দর কথা বলতে পারে।

'জানি মিউরিয়েলকে নিয়ে মোট সাতজন। তবে ওই মেয়েটাই ওদের মধ্যে সবচেয়ে কুটিল।

'ওরা কেমন মানুষ সে বিষয়ে তোমার কোন ধারণা আছে? আউট ল দুই ভাইকে তুমি চেনো। কিন্তু রাফ সিনিয়র? ও ভিন্ন ধাতুতে গড়া সাতান্নটা মানুষ খুন করেছে অনেকের বেলাই এমন শোনা যায়, কিন্তু নাম-ঠিকানা জানতে চাইলে সংখ্যা অনেক কমে যায়। কিন্তু ওর বেলায় সব কটারই নাম ঠিকানা পাওয়া যাবে তার মধ্যে একটা তোমার বাবা তবে অন্যান্য সবারই পাঁচটা ছয়টা করে রেকর্ড আছে '

'চমৎকার!' মন্তব্য করল গিলবার্ট।

'তা হলেই বুঝতে পারো নিরীহ হজ যাত্রীদের মোকাবিলায় যাচ্ছি না আমরা।'

'তোমাকে যেতেই হবে এমন কোন কথা নেই। ইচ্ছে করলে তুমি ফিরে

যেতে পারো।'

'এটা কিছুতেই মিস করা যায় না। যে লোক মাতালের বিরুদ্ধে পিস্তল ধরতে নারাজ সে এতগুলো আউট ল-র বিরুদ্ধে কী করে তা আমার দেখতে হবে।'

নীরবে এগিয়ে চলল ওরা একটা বালুর ঢিবির পাশ দিয়ে ঘুরে মোড় নিতেই পরিত্যক্ত ভাঙা ঘরগুলো দেখতে পেল ইভান। দুটো। চিহ্ন অনেক রয়েছে, কিন্তু আলগা বালুর উপর আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বাড়ির ভিতর উঁকি দিল ইভান। কিছুই নেই। তবে ওরা এখানে কেন থেমেছিল?

'স্কিনার,' ডাকল ফেব, 'এদিকে দেখে যাও।'

এগিয়ে গিয়ে ইভান দেখল একটা গর্তের ভিতর দুটো দেহ পড়ে আছে। লাফিয়ে নীচে নেমে দেখল দুজনই জীবিত আছে। ওদের হাত বেঁধে গ্যাগ করে রাখা হয়েছে তাড়াতাড়ি গ্যাগ খুলে দিল ইভান।

'ওরা সু-কে নিয়ে গেছে,' বলল গ্যারেট। 'কেউ অনুসরণ করলে ওকে মেরে ফেলবে।'

'এমনিতেও মারবে,' বলল ফেব। 'কিংবা দুই ভাইয়ের হাতে তুলে দেবে—সেটা আরও খারাপ হবে '

'আপনারা ট্রেনে ফিরে যান,' গিলবার্ট পরামর্শ দিল। 'এখান থেকে খুব একটা দূরে নয় ওটা '

আবার দক্ষিণে রওনা হলো ওরা।

বাতাসটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আকাশে মেঘ জমছে।

'রবার্স রুস্ট আর কতদূর?' জিজ্ঞেস করল ইভান।

'অনেক দূর। আকাশের অবস্থা দেখে কোথাও আশ্রয় নেবে ওরা।'

চুপ মেরে গেছে ইভান। সে বুঝে ফেলেছে ওরা কোনদিকে গেছে।

'ভাগ্যে বিশ্বাস করো তুমি?' ফেবিয়ানকে জিজ্ঞেস করল ইভান।

'পিস্তল আর ঘোড়া ছাড়া আর কিছুতেই আমার বিশ্বাস নেই।'

গিলবার্ট তার ঘোড়াটাকে ইভানের পাশে নিয়ে এল। 'কেন? একথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'আমার বাবাকে যারা মেরেছে তাদের দুজন রয়েছে ওই দলে। ওরা আশ্রয়ের খোঁজে কোথায় যাচ্ছে জানেন? বিল স্কিনারের র‍্যাঞ্চেই যাচ্ছে।'

এগিয়ে চলল ওরা। যেখানে আউট ল-দের হাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিল, নিয়তি আবার তাকে ওদিকেই টেনে নিয়ে চলেছে। ওখানেই কী তার মরণ লেখা আছে?

'আমরা ওদের কতটা পিছনে আছি?' প্রশ্ন করল গিলবার্ট।

'এখন আর বেশি পিছনে নেই মিস্টার গ্যারেট আর তার বন্ধুকে ফেলে আসতে ওদের অন্তত তিরিশ মিনিট সময় নষ্ট হয়েছে '

কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল ঘোড়া থামিয়ে বর্ষাতি পরে আবার রওনা হলো ওরা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে

'ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে এগোচ্ছে ওরা,' বলল ফেব। 'দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে

আরও এক ঘণ্টা কাটল···হঠাৎ মুহূর্তের জন্য সামনে একটা আলো দেখা গেল বাড়িটার কথা ভাবছে ইভান দেয়াল থেকে কাঠ খুলে নেওয়া হয়েছে–ছাদও কিছুটা ধসে পড়েছে ঘরেই থাকবে, হয়তো মাটির তলায় গুদাম ঘরের কথা ওরা জানেই না।

কটনউডের দিকে এগোল ওরা বড়বড় গাছের ডালপালা একটা আর একটার ভিতর ঢুকে বৃষ্টির মধ্যে মোটামুটি ভাল আশ্রয় সৃষ্টি করেছে

'সকাল পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে,' বলল গিলবার্ট

'মেয়েটা ওখানে আছে ভুলে যেয়ো না।'

'ঠিক আছে, ফেব, যখন বলবে আমি তৈরি।'

'ওদের কোনমতে বাইরে আনতে হবে,' বলল ইভান 'কাছে থেকে গোলাগুলি হলে মেয়েটা মারা পড়তে পারে।'

'ওরা ভিতরে আগুন জ্বালিয়েছে,' মন্তব্য করল গিলবার্ট 'মনে হয় না বেশিক্ষণ হলো এসেছে।'

'সকাল হতে আর বেশি বাকিও নেই,' বলল ইভান।

'তোমার প্রেমিকা সম্পর্কে এখনও চিন্তার কোন কারণ নেই ওরা আগে টাকা ভাগ করবে।'

'সাবধান! কে যেন আসছে!' বলল ইভান

গাছের সাথে সেঁটে অপেক্ষা করছে ওরা। দরজা খোলায় আলো দেখা যাচ্ছে একটা মেয়ে বেরিয়ে এল···মিউরিয়েল।

ওদের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসে মেয়েটা থামল। আবার আলো দেখা গেল। এবার একটা লোক বেরোল–বিশাল লোক। মিউরিয়েলের দিকে এগোল সে ওদের মাঝে দূরত্ব মাত্র বিশ ফুট।

'তুমি আমার সাথে কথা বলতে চাও?' বিব্রত গলায় প্রশ্ন করল মর্ট। 'মেয়েরা সাধারণত চার্লির সাথেই কথা বলতে চায়।'

'আমি তোমার সাথেই কথা বলতে চাই, মর্ট।' মিউরিয়েলের গলা নরম আর ফ্রেন্ডলি শোনাল। 'আমার ভীষণ ভয় করছে। হ্যাল আর জেফকে নিয়েই আমার ভয়।'

'ওদের ভয় পাচ্ছ? ওরা তোমার কোন ক্ষতি করবে না তা ছাড়া ওদের জন্যে তো ওই মেয়েটা আছে।'

'আমি সেকথা বলছি না আমাদের সবার জন্যেই আমার ভয় আমার মনে হচ্ছে আমরাও টাকার ভাগ পাই এটা ওরা চায় না আমার বিশ্বাস তুমি আমার কথা বুঝবে চার্লি যেন একটু কেমন···তোমার মত সিরিয়াস নয়।'

'চার্লি অনেক হাসে বটে, কিন্তু লোক খারাপ না ' কথাটা ভিতরে ভিতরে ভেবে দেখছে। 'আসলে আমারও ওদের পছন্দ হয় না আমি ভেবেছিলাম ওরা তোমার বন্ধু।'

'আরে না ওরা অনেকটা জোর করেই আমার সাথে যোগ দিয়েছে আমি একা মেয়েমানুষ কী করতে পারি? ওদের তাড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া আমাকে সাহায্য করার মতও কেউ ছিল না।'

'আমি তোমাকে সাহায্য করব,' ভিতর থেকেই কথাটা বলল মর্ট।

'তা হলে সাবধান থেকো আর ওদের ওপর নজর রেখো ওরা যদি পিস্তল বের করতে যায়...'

'তুমি কোন চিন্তা কোরো না। আমি ওদের চেয়ে ফাস্ট। বাবা ছাড়া আর সবার চেয়ে ফাস্ট আমি।'

'তুমি ভিতরে যাও। ওরা কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলো আমাকে তুমি পছন্দ করো–একটু কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায় কিনা দেখতে বেরিয়েছিলে।'

'ঠিক আছে। তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না।'

মর্ট চলে যাবার পর মিউরিয়েল একাই কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফিরে যাবার জন্য ঘুরতেই ফেবিয়ান বেরিয়ে এল 'এটা সফল হবে না, মিউরিয়েল।'

মেয়েটা নির্বিকার রয়েছে। 'কেন নয়?'

'তুমি ভিতরে ওদের সাথে থাকবে–যদি গোলাগুলি শুরু হয় তবে তোমারও গুলি লাগতে পারে।'

নিচু স্বরে কথা বলতে বলতে আরও কাছে এগোল ফেব। 'জায়গাটার সাইজ যা–ওখানে ছয়টা পিস্তল একসাথে ছুটবে।'

'সাতটা,' বলল সে। 'আমিও কিছু গুলি ছুঁড়ব।'

'তুমি জানো আমি কে?'

'অবশ্যই জানি। তোমার অ্যাকসেন্ট কিছুটা বদলেছে বটে, তবু চেনা যায়। আমি যখন ছোট তারপর থেকে আর তোমাকে দেখিনি।

অনেক কাছে এসে পড়েছে ফেব। তোমার বাবার চেহারার সাথে তোমার অনেক মিল।'

'তুমি তাকে কখনও পছন্দ করতে না–মনে আছে আমার।'

'আমাদের মতবাদ ভিন্ন ছিল।'

'আমাদেরটা কি এক?'

'সোনার ব্যাপারে আমার বিশ্বাস তাই। ওটার সবটুকু তুমিও চাও, আমিও চাই গুলি করার কথা বলছিলে–কাকে গুলি করবে তুমি?'

'ফ্রাঙ্ক রাফ–আর কাকে?' তবে প্রথমে নয়, লোকটা হ্যাল আর জেফকে মেরে ফেলার পরে ওকে মারব। মর্ট শুরু করবে, স্বভাবতই চার্লি আর ওদের বাবাও পাশে দাঁড়াবে কেউ বেঁচে থাকলে আমি গুলি ছুঁড়ব।'

একটু থামল মিউরিয়েল। 'কিংবা তুমিও পারো। হাজার হোক রক্তের সম্পর্ক পানির চেয়ে ঘন।'

'কার রক্ত, মিউরিয়েল? তোমারটা নিশ্চয় নয়?'

'রক্তের জন্যে না করে তা হলে টাকার জন্যে করো। ওরা পাওয়ার চেয়ে আমরা পাওয়া অনেক ভাল।'

'সেটা আমি স্বীকার করি,' উৎফুল্ল ভাবে বলল ফেব। 'কিন্তু আমার বন্ধুর মেয়েটা যতক্ষণ ভিতরে আছে ততক্ষণ আমি কোন গোলাগুলিতে অংশ নেব না ওকে বাইরে বের করে আনলে চেষ্টা করে দেখতে পারি!'

একটু ইতস্তত করল মেয়েটা ফেবিয়ান বাড়িটার দিকে চাইল। যে কোন মুহূর্তে মিউরিয়েলের কী হলো দেখতে কেউ বেরিয়ে আসতে পারে এখন যদি বেরোয়···

'অপেক্ষা করো আমি দেখছি কী করা যায়,' ঘুরে আবার বাড়ির ভিতর ফিরে গেল সে।

'ওকে তুমি বিশ্বাস করো?' প্রশ্ন করল গিলবার্ট।

'নিজের জন্যে যা সবচেয়ে ভাল মনে করে তাই সে করবে।'

পুবের আকাশটা ফিকে হয়ে আসছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘে ভাঙন ধরেছে।

'শিগ্‌গিরই ওরা আবার রওনা হবে,' সাবধান করল গিলবার্ট। 'ওরা জানে এতক্ষণে হারানো ওয়্যাগনটার খোঁজ পড়বে। ওদের পিছনে লোকজন ধাওয়া করে ছুটে আসবে।'

মিউরিয়েল আবার বেরিয়ে এল। ওর পাশে সু। ওদের ঠিক পিছনেই বেরোল হ্যাল। ওদের দুজনকে গাছগুলোর দিকে এগোতে দেখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার ভিতরে ফিরে গেল।

হঠাৎ থেমে দাঁড়াল মিউরিয়েল। সু আরও এগিয়ে গাছের ভিতর গুলির লাইন থেকে সরে গেল।

দরজা দিয়ে হারভি বেরিয়ে এল। পিছনে জেফ। 'অ্যাই!' চেঁচাল হারভি। 'এখানে ফিরে এসো!'

চিৎকার শুনে চট করে মাটিতে শুয়ে পড়ল সু। তারপর গড়িয়ে যে অগভীর গর্তটা ঝর্নার দিকে এগিয়ে গেছে তার ভিতর ঢুকে পড়ল।

দৌড়ে ওদের দিকে এগোতেই পিছন থেকে জেফ ডাকল, 'হারভি! দাঁড়াও!'

হারভি ঘুরে দাঁড়াল। জেফ ওকে গুলি করল। মাটিতে পড়ে উল্টে গেল ওর দেহ। পিস্তল হাতে লোকজন ছুটে বেরিয়ে এল বাড়ির ভিতর থেকে।

হেসে পিস্তলটা আবার কাত করল জেফ। আবার গুলি করতে যাবে এই সময়ে বিকট স্বরে সকালের স্তব্ধতাকে চিরে চিৎকার করে উঠল ফ্র্যাঙ্ক রাফ। 'না!' আঙুল দেখাল সে। 'ওই দেখো!'

সবাই একসাথে ফিরে তাকাল।

সকালের সূর্যটা মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে। গাছগুলোর কাছে জমে থাকা বৃষ্টির পানির উপর প্রতিফলিত হয়ে চিকচিক করছে।

ফেবিয়ান, ইভান আর গিলবার্ট দাঁড়িয়ে আছে ওখানে

এক মুহূর্ত কেউ কথা বলল না। তারপর ইভান মুখ খুলল। গোলাগুলি এড়িয়ে যাবার আশায় সে বলল, 'টাকাটা রেখে ঘোড়া নিয়ে তোমরা চলে যাও—বাধা দেব না।'

ফ্র্যাঙ্ক রাফ ওর কথাকে পাত্তা দিল না। 'তুমি ভুল পক্ষ বেছে নিলে কেন, গিলবার্ট? এখানে আমাদের পাশেই তো তোমার থাকার কথা।'

'যেখানে সব সময়েই থাকা উচিত ছিল সেখানেই আছি আমি। তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিলে, ফ্র্যাঙ্ক।'

শান্ত ঠাণ্ডা ভাবে দাঁড়িয়ে আছে ইভান। ভিতরটা কেমন খালি-খালি মনে হচ্ছে। তবে মাথাটা পরিষ্কার কাজ করছে। নির্দয়, নিষ্ঠুর লোক এরা–গুলি চালাবেই এতে সন্দেহ নেই ফ্র্যাঙ্ক রাফ বয়স্ক, সম্ভবত বুদ্ধিও বেশি সে হয়তো টাকা রেখে সরে পড়ার পিছনে যুক্তি দেখতে পাবে–কিন্তু হ্যাল আর জেফ কখনোই মানবে না

হ্যাল আর জেফ বাড়ির সবচেয়ে কাছে রয়েছে রাফ পরিবারের তিনজন একটু দূরে ছড়িয়ে আছে–দেখছে

'স্কিনার যা বলছে সেটা মেনে নেয়াই তোমাদের জন্যে ভাল হবে,' বলল ফেব। 'আমার আরও চারজন লোক রয়েছে এই র‍্যাঞ্চ আর হাইড আউটের মাঝে। চিহ্ন খুঁজে ওরা এগিয়ে আসছে। তোমাদের পালাবার কোন পথ নেই।'

মিউরিয়েলের কথা কারও মনে নেই

একা দাঁড়িয়ে সব লক্ষ করছে মেয়েটা ঠাণ্ডা চোখে সব জরিপ করছে।

আবার কথা বলল ইভান 'গোলাগুলির প্রয়োজন এখানে নেই। সবাই জানে আমি ভায়োলেন্স পছন্দ করি না। সোনা রেখে ঘোড়া নিয়ে চলে যাও।'

'তোমার বাবার ব্যাপারে কী হবে?'

'আমার বাবা তার সময়ে নিজের সমস্যার মোকাবিলা করেছে, আর আমি বর্তমানে আমারগুলো সামলাব। আমার বাবাকে তুমি খুন করেছ, ফ্র্যাঙ্ক। আমার বিশ্বাস তুমি বিল স্কিনারকে মারার জন্যে ফাঁসিতে না ঝুললেও আর কোন অপরাধের জন্যে ঝুলবে। তাই তোমাকে হত্যা করে আমার লাভ নেই–তোমার দিন ঘনিয়ে এসেছে।'

'অনেক চটকদার কথাই শোনালে, কিন্তু তার মানে এই দাঁড়ায় যে তুমি পিছিয়ে যাচ্ছ।'

'এখানে আমি তোমাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে আসিনি। ওটা তোমাদের ভুল ধারণা। গরু কিনতে এসেছিলাম–কিনেছি।

'তোমার এখন দুটো ছেলে রয়েছে। যেই জিতুক না কেন তুমি হয়তো একটা বা দুটো ছেলেকেই হারাবে। এটাই কি তুমি চাও?'

'ওু ঠিকই বলছে, ফ্র্যাঙ্ক–চালমাত অবস্থা,' বলল গিলবার্ট।

একটা জিনিসই দেখল মিউরিয়েল–ইতস্তত করছে ফ্র্যাঙ্ক। শেষ যুক্তিটা ওকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছে। গোলাগুলি না করে সরে পড়ার সিদ্ধান্তও নিতে পারে ফ্র্যাঙ্ক।

দুই ভাই হ্যাল আর জেফকে সে চেনে। খুন করাই ওদের প্রথম স্বভাবজাত প্রতিক্রিয়া। এই সময়ে সে নড়লে সবার চোখ তার উপর পড়বে। এরপরে হ্যাল আর জেফ কী করবে তা মিউরিয়েল ভাল করেই জানে।

'হ্যাঙ্ক?' নরম সুরে ডেকে হঠাৎ এগিয়ে গেল মেয়েটা।

সবার চোখ ওর দিকে ফিরল। পিস্তল বের করার জন্য একসাথে হাত বাড়াল দুই ভাই।

ইভান স্কিনার চোখ সরায়নি। পিস্তল উঠে এল ওর হাতে। হ্যাল পিস্তল তোলার আগেই পেটে গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল; দ্বিতীয়টা বিঁধল জেফের কাঁধে।

এবার অনেকগুলো অস্ত্র একসাথে গর্জে উঠল। পিস্তলের মুখে আগুনের শিখা একজন দৌড় দিল, একজন পড়ল···একটা ঘোঁৎ শব্দ, একটা চিৎকার–তারপর নীরবতা

কতক্ষণ লেগেছে? মাত্র কয়েক সেকেন্ড ইভান এখনও পিস্তল উঁচিয়ে তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু সব শেষ। এত অল্প সময়ে এতগুলো জীবননাশ হলো

কী ঘটেছে এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না। চোখের কোনা দিয়ে ফেবিয়ানকে দেখতে পেয়েছিল···ওর পিস্তলটা এত দ্রুত উঠে এল, মনে হলো যেন বাতাস থেকেই পিস্তলটা গজিয়েছে। বারবার আগুনের হল্কা ছুঁড়ল ওটা। এখন পড়ে গেছে ফেব কুঁজো হয়ে গাছের সাথে হেলান দিয়ে বসেছে পিস্তলটা এখনও তৈরি–চোখ দুটো উজ্জ্বল কিন্তু ওর শার্টটা ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে।

আর একটা গাছে হেলান দিয়ে আছে গিলবার্ট। গাল বেয়ে একটা সরু ধারায় রক্ত পড়ছে। ওর শার্টেও রক্ত লেগে আছে।

হ্যাল মারা গেছে। জেফ ক্রল করে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে বেশিদূর যেতে পারবে না লোকটা। ফ্র্যাঙ্ক রাফ মারা পড়েছে–ফেবিয়ানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে ওর দেহ। মর্ট রাফ চোট পায়নি বলেই মনে হচ্ছে। মাটিতে শোয়া চার্লির উপর ঝুঁকে আছে সে।

গর্ত থেকে বেরিয়ে ছুটে এল সু 'ইভান, তুমি ঠিক আছ?'

'হ্যাঁ, ফেবিয়ানের দিকে একটু নজর দাও।'

গিলবার্টের কাছে এগিয়ে গেল ইভান। 'আপনার কোটটা খুলে ফেলুন, দেখি কী হয়েছে।'

'সামান্য একটু ছিলে গেছে। ইভান, শুনেছ ফ্র্যাঙ্ক কী বলল? আমি ভুল দলে আছি?'

'তাতে কী? আমার মনে হয় আপনি রাইট সাইডেই আছেন।'

'তুমি বুঝতে পারছ না, ইভান। আমার বয়স কম ছিল···মাত্র ষোলো। ফ্র্যাঙ্ক রাফ আর হারভির সাথে আমি কাজ করতাম। ওরা আমাকে বলল একজন লোককে মারতে হবে। লোকটা তাদের এক বন্ধুকে খুন করেছে। আমাকেও ওরা সাথে নিতে চায়। বিশ্বাস করে ওদের সাথে গেলাম–ঘটনা ঘটে যাবার আগে আমি বুঝতেই পারিনি কীসের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছি। অ্যামবুশ করা হবে এটা আমি ভাবতেও পারিনি। তোমার বাবাকে আমি চিনতাম না, ইভান, কিন্তু আমি তাকে হত্যা করতে সাহায্য করেছি।

'পরে আমি জেনেছি, যাকে খুন করা হলো, সে অত্যন্ত ভাল লোক ছিল। আমাদের যে কোন জনের চেয়ে ভাল।

'আপনার অতীতকে অতীত বলেই মেনে নেব আমরা–ওই চ্যাপটার শেষ।' এবার গিলবার্টের ক্ষত পরীক্ষা করায় মন দিল ইভান।

একটা দাগই পড়েছে, কিন্তু বেশ গভীর। নিজের শার্ট ছিঁড়ে প্যাড তৈরি করে ক্ষতের উপর বেঁধে দিল। এখানে আর বেশি কিছু করার নেই।

'আমি তোমার ক্ষতি কিছুটা পূরণ করার চেষ্টা করেছি–তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছি।'

'করেছেন। অনেক করেছেন।'

এই সময়ে ঢাল বেয়ে বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে মোবাইল আর কাভানা হাজির হলো দক্ষিণ থেকে এল কলিন, ম্যাক আর টিম

ফেবিয়ানের দিকে এগোল ইভান। 'কেমন আছে ও?' সু-কে জিজ্ঞেস করল সে।

'তিনটে গুলি লেগেছে–বেশ নীচে বাম দিকে, একটা উরুতে আর বাকিটা বাম কাঁধের কাছে।'

'ওরা হৃদপিণ্ড বরাবর লাগাতে চেষ্টা করছিল

মুখ তুলে চাইল ফেবিয়ান। 'আমার হার্ট নেই, ইভান, সেই জন্যেই ওরা লাগাতে পারেনি।'

ঘোড়া থেকে নেমে স্যাডল ব্যাগ নিয়ে ফেবিয়ানের দিকে এগোল মোবাইল। 'আমাকে দেখতে দাও এসব ব্যাপারে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে।'

কাভানা আর টিম আউট ল-দের দেখছিল। মর্ট রাফ ধীরে উঠে দাঁড়াল। 'চার্লি খুব জখম হয়েছে, ওকে সাহায্য করতে পারবে তোমরা?'

'চেষ্টা করে দেখছি,' বলল টিম।

জেফ মারা গেছে।

'এই ঘটনা আমাদের রিপোর্ট করা দরকার,' ইভান বলল।

গিলবার্ট ওর দিকে চাইল। 'কার কাছে? এদিকে দেড়শো মাইলের মধ্যে কোন আইনের লোক নেই।'

হঠাৎ সু মুখ তুলে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'মিউরিয়েল কোথায়?'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল ইভান। ওর কথা কেউ ভাবেনি।

মেয়েটা চলে গেছে। দুটো ঘোড়া নেই–টাকাও গেছে।

ঘোড়ার দিকে ছুটল মোবাইল। 'আমরা ওকে খুঁজে নিয়ে আসছি। এসো কাভানা।'

'আমি সাথে এলে আপত্তি আছে?' টিম জিজ্ঞেস করল।

ঘোড়ার পিঠে উঠে চলে গেল ওরা। ইভান চেয়ে চেয়ে ওদের যাওয়া দেখল। এখন আর টাকাটাকে অতটা মূল্যবান মনে হচ্ছে না। সে জানে ওই টাকার সাথেই গ্যারেট, সু আর তার নিজের ভবিষ্যৎ জড়িত।

কিন্তু তাই কী? এখানে মানুষ একেবারে শুরু থেকে আবার আরম্ভ করতে পারে। মনের জোর থাকলে কেউ কাউকে দাবিয়ে রাখতে পারে না।

তেইশ

মিউরিয়েল অত্যন্ত তৃপ্ত। দুটো ঘোড়া আর সব সোনা নিয়ে নিরাপদে পালাতে সক্ষম হয়েছে। একটা ভাল রাইফেল, একটা পিস্তল আর একটা ম্যাপও রয়েছে তার কাছে।

ম্যাপে আরক্যানসাস নদীর অবস্থান দেখানো আছে। ওটার পশ্চিমে ত্রিনিদাদ।

দক্ষিণ-পুবে টাসকোসা। ম্যাপে দেখে টাসকোসা খুবই কাছে বলে মনে হয়।

ওখান থেকে স্টেজ-কোচ ফোর্ট গ্রিফিন এবং আরও সব পুবের গন্তব্যে যায়। ওর ঘোড়াগুলো তাজা, টাসকোসায় পৌঁছে স্টেজ কোচ ধরে পুবের রেল-রাস্তায় পৌঁছে সেখান থেকে নিউ ইয়র্ক। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার দামের সোনা নিয়ে প্যারিস পৌঁছে যাবে।

ম্যাপে থ্লানো এসটাকাডো কিংবা স্টেক্‌ড্‌ প্লেইন সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই।

দূরত্ব বা কত সময় লাগবে সে বিষয়েও ওখানে কিছু লেখা নেই। ত্রিনিদাদে একটা লোককে জিজ্ঞেস করায় একটা কাগজের উপর সে ওই ম্যাপটা এঁকে দিয়েছিল।

গোলাগুলির পরে ওখানে যদি কেউ বেঁচে থাকে সে নিজেকে নিয়েই অনেক ঝামেলায় থাকবে–তাকে অনুসরণ করতে আসবে না। সুতরাং সোনা নিয়ে সে এখন নিরাপদ।

দিনটা মোটামুটি গরম, চমৎকার আবহাওয়া। বেশ দ্রুত এগিয়ে চলেছে মিউরিয়েল। সন্ধ্যার দিকে ওয়াইল্ড হর্স ক্রীকে ক্যাম্প করল। পঁচিশ মাইল পথ পিছনে ফেলে এসেছে সে।

ওয়াইল্ড হর্স ক্রীকে যথেষ্ট পরিমাণে পানি রয়েছে–নিজেও খেলো, ঘোড়া দুটোকেও খাওয়াল। স্যাডলব্যাগে খাবার রয়েছে–কিছুটা বের করে খেয়ে নিল। আর একদিনের পথ, ভাবল মিউরিয়েল একটু জোরে ঘোড়া চালালেই পৌঁছে যাবে। ম্যাপে ওই রকমই দেখা যাচ্ছে।

কোন পানির বোতল নেই ওর কাছে। ওটার যে দরকার হতে পারে এটাই তার মাথায় আসেনি। সে জানত্‌ না ওয়াইল্ড হর্স ক্রীক বেশির ভাগ সময়ে শুকনোই থাকে। পরদিন সূর্য ওঠার আগেই আবার রওনা হয়ে গেল। ঘোড়া দুটোকে কিছুক্ষণ হাঁটিয়ে আবার কিছুক্ষণ ছুটাচ্ছে।

দুপুরের দিকে বিশাল প্রান্তরে পৌঁছুল। এখানে ঘাস খুব কম। গাছপালাও নেই–কিছুই নেই। এখন আর তার ঘোড়া ছুটতে নারাজ, কেবল হাঁটছে। হালকা বাতাস বইতে শুরু করেছে, আকাশটা পরিষ্কার। রোদটা গরম। পিপাসা পেয়েছে, কিন্তু ও নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই মেয়েটার। সামনে কিছু ঝোপ দেখতে পেয়ে বুঝল ওখানে ক্রীকে পানি পাওয়া যাবে। কিন্তু আধঘণ্টা পরে ওখানে পৌঁছে দেখল ক্রীকটা খটখটে শুকনো। পানির কোন চিহ্নই নেই–এগোল সে।

মালটানা ঘোড়াটা ভারি সোনা পিঠে নিয়ে পিছিয়ে পড়ছে। মেয়েটা অসহিষ্ণু ভাবে দড়ি ধরে ঘোড়াটাকে টানছে।

রোদের মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছে মিউরিয়েল। টাসকোসা এখন আর বেশি দূরে হতে পারে না। ম্যাপে আঁকা টাসকোসার দূরত্বটা এত কম যে সে কল্পনাও করতে পারেনি ওই শহরে কোনদিন পৌঁছতে পারবে না। দিগন্তের ওপাশে অনেক দূরে ওটা। এই এলাকায় পানির খুব অভাব। যারা কোথায় খুঁজতে হবে জানে তাদের পক্ষেও এই অঞ্চল পাড়ি দেওয়া কঠিন কাজ। সূর্য ডোবার অল্প পরেই গরুর কিছু হাড়গোড় ওর নজরে পড়ল। এরপর ওই দৃশ্য ঘনঘন দেখা গেল।

শেষ পর্যন্ত আর চলতে না পেরে কয়েকটা খুলি একত্রে জড়ো করে ওগুলোর

সাথেই ঘোড়া বেঁধে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালের আগেই তার ঘুম ভাঙল। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে–ঢোক গিলতেও কষ্ট হচ্ছে।

সূর্য না ওঠা পর্যন্ত পায়ে হেঁটেই এগোল মিউরিয়েল। তারপর জিনের উপর উঠে বসল। বুঝতে পারছে ঘোড়া দুটোর কষ্ট হচ্ছে। মালটানা ঘোড়াটা ভারি সোনা বইতে পারছে না।

সূর্য উপরে ওঠার পর চারপাশে চেয়ে দেখল সীমাহীন প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই নেই। মনে হচ্ছে ওটা যেন মেঝের মতই সমান। কয়েকটা ওয়াটার হোল দেখল, কিন্তু সবকটাই গরমে শুকিয়ে তলার মাটি ফেটে রয়েছে–কোথাও এক ফোঁটা পানি নেই।

শেষ পর্যন্ত একটা নদীর ধারে পৌঁছল মিউরিয়েল। উত্তেজনায় ওর কলজেটা লাফিয়ে উঠল। কেনেডিয়ান নদীর ধারে টাসকোসা। নিশ্চয় এটাই সেই নদী! তার এত কষ্ট করা এবার ফলপ্রসূ হতে চলেছে!

নদীটা শুকনো।

সিমেরন নদী কেনেডিয়ানের অনেক উত্তরে–ওটা প্রায়ই শুকনো থাকে। নদীর ধার দিয়ে উজানে রওনা হলো সে। বেশ কিছুদূর যাবার পর দেখল একটা ছোট গর্তে কিছুটা পানি জমে আছে। মেয়েটা পানি খেল। পানিটা খারাপ, তবু খেলো। ঘোড়া দুটোও খেলো–পানি শেষ। কয়েকটা ঝোপের ছায়ায় ঘোড়া বেঁধে শুয়ে পড়ল।

মড়ার মত ঘুমাল মিউরিয়েল। যখন উঠল, রোদ পড়ছে ওর মুখে।

মালটানা ঘোড়াটা চলে গেছে। ঝোপে যে ডালে ওকে বাঁধা হয়েছিল সেই ডালটা ভাঙা। অন্য ঘোড়াটা শক্তভাবে বাঁধা থাকায় যেতে পারেনি।

নদীর ধারে বালুর উপর অনেক পায়ের ছাপ রয়েছে। গরু, মোষ, ঘোড়া, হরিণ–কোনটাই বাদ নেই। আলগা বালুর জন্য কোন চিহ্নই আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না।

উজানে কিছুটা এগিয়ে আর এক জায়গায় পানি দেখতে পেয়ে পানি খেলো মিউরিয়েল। ঘোড়াটাকেও খাইয়ে সামনে একটা ঢিবির মাথায় উঠল।

চারদিকে চেয়ে একটা ভীতিকর শূন্যতায় ওর মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কোথাও কিছু নেই–যেদিকেই তাকায় সেদিকেই দিগন্ত পর্যন্ত কেবল ফাঁকা খয়েরি মাঠ। জীবনে সে কোনদিন এমন দৃশ্য দেখেনি বা কোথাও এমন থাকতে পারে কল্পনাও করেনি। একটা ব্রাউন সমুদ্র যেন, এর কোন শেষ নেই।

কোথাও কিছু নড়ছে না–প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই।

মনে মনে একেবারে কুঁকড়ে গেল মেয়েটা। সোনার কথা আর এখন ভাবছে না–বাঁচার তাগিদেই ব্যস্ত। এর জন্য সে প্রস্তুত ছিল না।

তাকে এগিয়ে যেতেই হবে। আর বেশিদূর হতে পারে না। নিশ্চয়, নিশ্চয় টাসকোসা কাছেই কোথাও হবে।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ঢাল বেয়ে দক্ষিণ দিকে রওনা হলো মিউরিয়েল।

পঞ্চম দিনে মালটানা ঘোড়াটাকে দেখতে পেল মোবাইল। মাথা ঝুলিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে ওটা। ওরা কাছে গিয়ে দেখল পিঠের বোঝাটা পিছলে নেমে এখন

ঘোড়ার পেটের কাছে ঝুলছে।

বোঝাটা কেটে নামিয়ে হ্যাটে করে ঘোড়াকে কিছুটা পানি খেতে দিল। তারপর সোনা ভাগ করে অন্য ঘোড়াগুলোর উপর চাপিয়ে প্যাকহর্সটাকে নিয়ে ফিরতি পথ ধরল।

পাদানির উপর দাঁড়িয়ে উঁচু হয়ে যতদূর সম্ভব দেখার চেষ্টা করল কাভানা। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'মেয়েটা ওদিকে কোথায় যাচ্ছে? বহু মাইলের ভিতর ওদিকে কিছুই নেই।'

'হয়তো হারিয়ে গেছে। তবে কোর্স ধরেই চলছে সে।'

'তোমার কী মনে হয়?'

'নিজেই বুঝে নাও। ওর কাছে পানি ছিল না, আর এই এলাকায় পানির বড় অভাব। আমার ধারণা মেয়েটা মরে গেছে।'

'চলো, এই ভারি সোনা নিয়ে ফিরতে আমাদেরও বারোটা বাজবে।'

তেরো বছর পর দুজন কাউবয় পালিয়ে আসা গরু খুঁজতে এসে ওকলাহোমা আর টেক্সাসের মাঝামাঝি নির্জন প্রান্তরে কিছু হাড় দেখতে পেল।

'এই স্যাম! এদিকে দেখে যাও!'

ঘোড়ার পিঠে স্যাম এগিয়ে এল। 'ব্যাপার কী? এ যে দেখছি মহিলা।'

প্রথম কাউবয় বুটের কোঁকড়ানো চামড়ার দিকে নির্দেশ করল। 'সাদা চামড়ার মেয়ে।' ঘোড়া থেকে নেমে আঙুলের একটা হাড় তুলে ধরল সে। আঙুলে একটা হীরের আংটি।

'সাদা চামড়ার মেয়ে এখানে এতদূরে কী করতে এসেছিল?'

চারপাশে চেয়ে দেখল। কিছু হাড় কয়োটিরা টেনে নিয়ে গেছে। কবরের কোন চিহ্ন নেই। এখানে পৌঁছে মেয়েটা মারা গেছে—এতদিন ওখানেই পড়ে ছিল।

'ওকে আমাদের কবর দেয়া উচিত,' বলল স্যাম।

'কী দিয়ে? আমাদের কাছে কোদাল নেই। চলো, আমাদের এখনও অনেকদূর যেতে হবে। বেশি দেরি করলে রাঁধুনী খাবার ফেলে দেবে।'

'আংটিটার কী হবে?'

'হয়তো ওটা ওর প্রিয় জিনিস ছিল—ওর কাছেই থাক। তা ছাড়া, ওই আংটি ছাড়া এখন তো আর ওর কিছুই নেই।'

ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল ওরা। ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে গেল। একটু বাতাস উঠল। খানিকটা ধুলো উড়ে সাদা হাড়গুলোর উপর পড়ল। তারপর স্থির হলো।

জীবনের এপিঠ আর ওপিঠ।

***

লুটতরাজ

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৮

এক

চেরোকী ট্রেইল নামটা একদল চেরোকী ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকেই এসেছে, ওরা ১৮৪৮-১৮৪৯ সালে ওই পথে ক্যালিফোর্নিয়ায় যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত যত রিপোর্ট পাওয়া গেছে, সেই অনুযায়ী বোঝা যায়, ওরা ঠিক সোনার লোভে নয়, বরং নিজেদের জন্য একটা বাস করার ভাল জায়গার খোঁজেই ওদিকে গেছিল। সোনা খোঁজার ঘূর্ণিঝড় যখন পার হলো, তখন ওরা মোটামুটি একই ট্রেইলে ফিরে এল।

সিভিল ওয়ার শেষ হবার পর, বেশিরভাগ সৈনিককেই 'ওভারল্যান্ড স্টেজ' পাহারা দেওয়ার জন্য নিয়োগ করা হলো। লারামি থেকে জোহ্যানেসবার্গ এলাকাটা বিশেষত বারবার ইন্ডিয়ান আক্রমণের জন্য ত্যাগ করা হলো। স্টেজ-কোচ লারামি থেকে দক্ষিণে ডেনভার, এবং পরে চেরোকী ট্রেইল ধরেই লারামি আসা শুরু করল।

এই গল্পের শুরুই হচ্ছে ডেনভারের উত্তরে লাপোর্টের মাঝ দিয়ে ডেনভার যাওয়া নিয়ে। লাপোর্টের উত্তরে বেশিরভাগই খোলামেলা এলাকা। পুরোনো স্টেজ-স্টেশন 'ভার্জিনিয়া ডেল' এখনও টিকে আছে।

আউটলরা পাহাড়ের মাঝে একটা প্রাকৃতিক দুর্গ প্রায়ই ব্যবহার করে, ওটা 'আউট ক্যানিয়ন'-এর পশ্চিমে।

চেরোকীরা ক্রীক ধরে কয়েক জায়গাতেই সোনা পেয়েছে–এতেই কলোরাডোতে সোনার খোঁজে সাদা মানুষের এত ভিড়।

লম্বা চড়াই-এ ওঠার জন্য স্টেজ-কোচটা ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে। একমাত্র টিরেসা ওলিভ জেমস জেগে আছে–অন্তত সে তাই ভাবছে। কালো হ্যাট চোখের উপর টেনে দিয়ে যে লোকটা ঘুমিয়ে আছে মনে হচ্ছে, সে যে আসলেই ঘুমাচ্ছে, কিন্তু সে বিষয়ে টিরেসার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ঘুমের মধ্যেও যে রকম নড়াচড়া করেছে ওটা ঘুমন্ত মানুষের নড়াচড়া নয়।

উঁচুনিচু পাহাড়গুলো এখন দূর থেকে আকার নিতে শুরু করেছে। অন্ধকারে জমিটা রুক্ষ আর কর্কশ বলেই মনে হচ্ছে। ফলনশীলও দেখাচ্ছে না। তার নতুন বাসস্থান এরকমই হবে বলে ধারণা হচ্ছে মেয়েটার। কিছু বালু-পাথরও দেখা যাচ্ছে। মাঝেসাঝে নিচু টিলাগুলোর উপর দিয়ে 'রকি রেঞ্জ'-ও দেখা যায়। সামনে রকি রেঞ্জের কাছেই কোথাও তাকে নামতে হবে।

টিরেসা আর তার মেয়ে টুইনি ছাড়াও আরও প্যাসেঞ্জার আছে কোচে। টিরেসা দেখল বাকি সবাই বসে বসেই ঘুমানোর চেষ্টা করছে। ওদের পাশেই বসে আছে চোখের উপর টানা কালো হ্যাটওয়ালা লোকটা। ওকে কোচে উঠার সময়েই দেখেছে টিরেসা। চিলের মত তীক্ষ্ণ মুখ–চাহনিও তীক্ষ্ণ, কিন্তু তাতে হাসির কোন আভাস নেই। একটা গাঢ় রঙের পুরোনো কোট ওর পরনে। একটা ধূসর ট্রাউজার্স আর একটা নীল শার্ট পরেছে। ওর পিস্তলের নীচের অংশ ফিতে দিয়ে পায়ের

সাথে বাঁধা। লোকটা আবার নড়লে টিরেসা লক্ষ্য করল ওর বেল্টের তলাতেও আরেকটা পিস্তল গোঁজা রয়েছে। একটা নতুন হেনরি রাইফেল ওর হাতের কাছে দাঁড় করানো।

রাইফেলটা সে দেখা মাত্র চিনতে পেরেছে। রাইফেল সম্পর্কে বেশি না জানলেও জানে তার স্বামী প্রথম হেনরি রাইফেল কেনার পর কত খুশি হয়েছিল। ওটা স্টেজের মাথায় তার বিছানার ভিতর মোড়া রয়েছে।

ওর উল্টো দিকেই বসে আছে চেক গেঞ্জি পরা একজন লোক। ঘুম ভাঙার পর থেকেই লোকটা টিরেসার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। চোখাচোখি হোক এটাই চাইছে। এমনভাবে চেয়ে আছে যে এড়ানো মুশকিল। টিরেসা যখনই চোখ তুলে চায় তখনই দেখে লোকটা ওর দিকেই চেয়ে আছে।

আড়চোখে আবার লোকটার দিকে চাইল টিরেসা। দেখল মানুষটা এখনও ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। চেক গেঞ্জি পরা লোক লোকটার পাশেই বসে আছে একজন শক্ত গড়নের ঋষ্টপুষ্ট লোক। মুখে দেড় ইঞ্চি লম্বা দাড়ি, তার পরনে দোকানে তৈরি সুট। ওর কাছে একটা পিস্তলও রয়েছে, বাঁয়ে ঝুলছে–বাঁট সামনের দিকে। লোকটা নিশ্চয় ক্রস ড্রতে অভ্যস্ত। স্টেজে আর একজন যাত্রী রয়েছে। মেয়েটা আইরিশ। বয়স টিরেসার থেকে দু'তিন বছর কমই হবে।

নিজের উপর টিরেসার নজর আঁচ করেই যেন মেয়েটা চোখ খুলল। আড়চোখে টুইনির দিকে চাইল সে। মায়ের কাঁধে মাথা রেখে সাত বছরের মেয়েটা ঘুমাচ্ছে।

'বাচ্চাটা দেখতে খুব মিষ্টি,' মন্তব্য করল আইরিশ মেয়েটা।

'কিন্তু ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।'

'তা হলে তোমরা অনেক দূর থেকে আসছ?'

'ভার্জিনিয়া থেকে।'

'তাই? ওখানেই না স্টেটসের ভিতর যুদ্ধ চলছিল শুনলাম?'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। যুদ্ধের কিছুটা আমরাও দেখেছি।'

টুইনি চোখ ডলতে ডলতে জেগে সিধে হয়ে বসল। 'মা, আর কতদূর?'

'আর বেশি বাকি নেই। আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি।'

মোটাসোটা লোকটা আড়চোখে চেয়ে বলল, 'চেরোকী স্টেশনে তেমন কিছু আশা কোরো না, ম্যাম। এই রুটে ওটাই সবথেকে খারাপভাবে চালানো হয়। স্টাড পেলির মত লোক এটা যে বেশিদিন চলতে দেবে তা আশাই করা যায় না।' জানালা দিয়ে উঁকি দিল লোকটা। তারপর আবার বলল, 'ওখানকার খাবার সাধারণত মুখে দেওয়ার যোগ্যই হয় না। নিকি ওয়ালটন নামে যে লোকটা ওটা চালায় সে একটা নীচ, নিষ্ঠুর মানুষ। অর্ধেক সময়েই সে মাতাল থাকে। তোমার মত একজন সুন্দরী মেয়ের ওখানে স্টেজ থেকে নামাই উচিত হবে না।'

চেক গেঞ্জি পরা লোকটা টিরেসার দিকে ঝুঁকল। 'তোমাকে আমার চেনাচেনা লাগছে। কোথায় আমাদের পরিচয়–'

'না।' টিরেসার কণ্ঠ স্বরে দৃঢ়তা। 'তুমি আমাকে চেন না। এর আগে তোমার সাথে আমার কোথাও দেখা হয়নি।'

'কিন্তু আমি–'

হ্যাটের তলা থেকে ধূসর ট্রাউজার্স পরা লোকটার স্বর অধৈর্য আর রূঢ় শোনাল। 'ভদ্রমহিলা যা বলেছে তা তুমি শুনেছ, মিস্টার। ম্যাম বলেছে তোমাদের আগে দেখা হয়নি। ব্যস, কথা শেষ।'

রাগে লাল হয়ে উঠল লোকটার মুখ। 'আমি ভাবিনি–'

'ঠিক বলেছ, মিস্টার, তুমি ভাবনি। এখন ভাবতে শুরু করো–ধীরে আর সাবধানে চিন্তা করো। এই দেশে কোন মহিলা যদি বলে সে তোমাকে চেনে না, সে তোমাকে চেনে না–এবং সম্ভবত তোমাকে চিনতে চায়ও না।'

কড়া জবাব দেওয়ার জন্য মুখ খুলেছিল লোকটা। চোখ নিচু করে কালো হ্যাটের তলা দিয়ে একটা মাত্র চোখ দেখতে পেয়ে ওর মনে হলো একটা পিস্তলের নলই যেন তার দিকে চেয়ে আছে। রাগে মুখটা আড়ষ্ট হলো, কিন্তু আবছা একটা বিপদের আশঙ্কা ওকে চুপ করে থাকতে বাধ্য করল।

মোটা লোকটার দিকে টিরেসার চোখ পড়ল। ঘটনাটা যে সে উপভোগ করছে তার হালকা আভাস রয়েছে ওর চোখে। 'নিকি ওয়ালটন এই রুটের সবথেকে রাফ স্টেশনটা চালায়, ম্যাম। গুণ্ডা প্রকৃতির কিছু লোককে সে কাজে নিয়েছে। ওরা সারাদিন মদ খায় আর মারপিট করে।

'ডিভিশন বস মাইকেল থর্প-এর কাছে শুনলাম মিকিকে স্যাক করা হচ্ছে। বদলি লোকটার অপেক্ষায় আছে ওরা।'

'ওর বদলে কাকে নেওয়া হচ্ছে তা বলেছে?'

'হ্যাঁ, ম্যাম, বলেছে। একজন প্রাক্তন সৈনিককে কাজটা দেয়া হয়েছে। মেজর টি.ও. জেমস–ইউ এস ক্যাভেলরি ছেড়ে এই কাজের জন্য দরখাস্ত করেছিল।'

মেয়েটার চোখ ওর সাথে মিলল। 'আমি মিসেস জেমস। আমার নামও টি.ও. জেমস। কয়েক হপ্তা আগে মেজর গেরিলাদের হাতে মারা পড়েছে, এখন তার জায়গায় আমিই কাজটা নিচ্ছি।'

এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে সবাই নীরব থাকল। তারপর আইরিশ মেয়েটা মুখ খুলল। 'তোমার কাছে আগেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি; কী বলছ তা তুমি নিজেই ঠিক মত বুঝতে পারছ না! তুমি আর মিষ্টি মেয়েটা এমন একটা জায়গায়! এটা ভাবাই যায় না! তুমি সিরিয়াস হতেই পার না, ম্যাম!'

'নিশ্চয়। আমি পুরোপুরি সিরিয়াস। এ ছাড়া আমার কোন বিকল্প পথ নেই। "ব্যাটল অভ বুল রান"-এর কিছুটা আমাদের প্ল্যানটেশনের ওপরই হয়েছে। আমাদের দালান-কোঠা সব পুড়িয়ে দিয়ে গরু-ঘোড়াগুলো ওরা নিয়ে গেছে। যুদ্ধ শেষ হলে আমরা ফিরে যাব, কিন্তু ততদিন আমাকে নিজেই রোজগার করে খেতে হবে।'

'নিকি ওয়ালটন,' ভারি গড়নের লোকটা সাবধান করল, 'একজন অসহ্য রকমের বেয়াড়া লোক। প্রায় সবাই আমরা মেয়েদের সম্মান করি, কিন্তু ওয়ালটন অর্ধেক সময়েই মাতাল থাকে।'

'আমি ওকে বরখাস্ত করার পর তার ওখানে থাকার কোন কারণই থাকবে না। আমি শিওর কোন ঝামেলা হবে না।'

'শিগ্‌গিরই তোমার ভুল ভাঙবে, ম্যাম,' মন্তব্য করল স্বাস্থ্যবান লোকটা। 'ওই

যে, সামনেই দেখা যাচ্ছে!'

টিরেসা জেমস একটু ভাল করে দেখার জন্য ঝুঁকল। রাস্তা ধরে স্টেজ ছোট একটা সবুজ আর সুন্দর উপত্যকার মধ্য দিয়ে ছুটছে। মধ্যেমধ্যে গাছ ছড়িয়ে আছে। সামনেই দেখা যাচ্ছে কালে ক্ষয়ে ধূসর হওয়া কয়েকটা বাড়ি; একটা করাল, এবং আরও গাছ।

স্টেজ-কোচটা গড়িয়ে থেমে দাঁড়াতেই সশব্দে স্টেশনের একটা দরজা খুলে গেল। অগোছাল নোংরা পোশাক পরা বিশাল একজন লোক দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। 'হাওডি, স্টেসি! নেমে এসে এক গ্লাস হুইস্কি খাও। যাত্রীদেরও ভিতরে আসতে বল।'

'আমরা সময়ের অনেক পিছনে চলছি, নিকি। বদলি ঘোড়াগুলো কোথায়?'

'অস্থির হয়ো না! ওদের ধীরেসুস্থে আনা হবে। ভেতরে এসো, টেবিলে খাবার বাড়া হয়েছে।'

স্টেজের মাথা থেকে নামল স্টেসি। 'নিকি। আমাদের হাতে নষ্ট করার মত সময় নেই। ঘোড়াগুলো আমার চাই, এবং এখনই।'

ধীরেধীরে ঘুরে দাঁড়াল ওয়ালটন। 'ভাল কথা। তোমার যদি এতই তাড়া থাকে তবে ওগুলো তুমি নিজেই নিয়ে এসো।'

দু'তিনজন রুক্ষ চেহারার লোককে আশেপাশে দেখা যাচ্ছে। ওদের একজনের হাতে মদের বোতল। লোকটা হেসে উঠল।

সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে টিরেসা জোনস কোচ থেকে নামল। ওর হাতে একটা খোলা চিঠি। ওটা সে স্টেসির কাছে তুলে দিল।

'মিস্টার স্টেসি, দয়া করে তুমি এটা পড়। জোরেই পড় যেন সবাই শুনতে পায়।'

চিঠিটার দিকে দেখে, চারপাশে একবার চাইল সে। তারপর খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল।

পরিচয় পত্রঃ

এই চিঠিতে টি.ও. জেমসকে চেরোকী স্টেশনে পৌছে সেখানকার চার্জ বুঝে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হলো। এতে তাকে নিকি ওয়ালটন ছাড়াও দরকার মত আরও কর্মচারীকে বরখাস্ত করার অধিকারও দেওয়া গেল।

মাইকেল থর্প

ডিভিশন এজেন্ট।

হতভম্ব হয়ে কেউ কোন কথা বলল না। নীরবতার ফাঁকে টিরেসা বলল, 'মিস্টার ওয়ালটন, তোমাকে এই মুহূর্তে বরখাস্ত করা হলো। তুমি এখনই স্টেশন ছেড়ে চলে যাবে। তোমার নিজস্ব জিনিস ছাড়া আর কিছুই নেবে না।'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওয়ালটন, তারপর হাসল। 'ম্যাম, তুমি নিজেকে নিছক বোকা বলে প্রমাণ করছ। কোন মেয়ের পক্ষে এই ট্রেইলে স্টেশন চালানো সম্ভব না। চেরোকী হচ্ছে সবথেকে কঠিন আর বুনো ট্রেইল।'

'শুনেছি আমি।'

'শুনেছ এখানে ইন্ডিয়ানরা রয়েছে, আউটলও আছে?' ম্যাম, তুমি এখানে

দু'দিনও টিকতে পারবে না!' এপাশ ওপাশ মাথা ঝাঁকাল ওয়ালটন।

'এখানে আমার যোগ্যতা নিয়ে আলাপ হচ্ছে না, মিস্টার ওয়ালটন। আমি আদেশ করছি, তোমার যা কিছু আছে, সব নিয়ে বিদায় হও। আর হ্যাঁ,' যারা আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল তাদের দিকে ইঙ্গিত করল সে, 'যাওয়ার সময়ে ওদেরও সাথে নিয়ে যেও!'

মুহূর্তের জন্য টিরেসা ভেবেছিল লোকটা বুঝি তাকে আঘাত করবে। এক পা সামনে এগিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে তাকাল নিকি। ভারি লোকটা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ্য করছে। নোয়া স্টেসিও।

এবার যেন প্রথমবারের মত কালো হ্যাট পরা লোকটাকে দেখতে পেল নিকি। একা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর ভাবভঙ্গি ওকে সাবধান হওয়ার সঙ্কেত দিল। লোকটাকে আবার দেখল নিকি। ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাই মনে কেমন যেন ভয় ধরিয়ে দেয়। কিন্তু নিকির জিদেরই জয় হলো। পিছু হেঁটে সিঁড়ির উপর দরজা আগলে বসল সে।

'ঠিক আছে, ম্যাম, আমার সহকারী যারা আছে আর স্টেজে যারা এসেছে তারা এর বাইরে থাকবে। ওরা যদি নাক গলায় তবে গোলাগুলি হবে, এবং কেউ মারাও পড়তে পারে। চিঠি ফিঠি মানি না, তোমাকে বা আর কাউকে আমার অনুমতি ছাড়া ভিতরে ঢুকতে দেয়া হবে না। এবং আমি–'

মহিলা এত দ্রুত অ্যাকশনে যাবে কেউই তা আশা করেনি। এক পা বাড়িয়েই স্টেসির হাত থেকে সে চাবুকটা ছিনিয়ে নিল। সাড়ে-চার ফুট লম্বা হাতল, আর আট ফুট বেণী পাকানো পাতলা চামড়ার দড়ি চাবুকের। যে মুহূর্তে মেয়েটা চাবুক হাতে নিল, বোঝা গেল সে ওটার ব্যবহারও ভালই জানে।

দ্রুত আঘাত হানল টিরেসা। নিখুঁত চাবুকের আঘাত ওয়ালটনের ঘাড় থেকে কিছুটা মাংস ছিঁড়ে নিল। আবার চাবুক চালাল মেয়েটা, পিস্তলের গুলির মতই শব্দ করে ফুটল চাবুক। ওটা ওর কাঁধে আঘাত করল। এবার ব্যথায় চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল সে–কিন্তু জেদের বসেই পালাল না, দাঁড়িয়েই রইল। তৃতীয় আঘাতটা পড়ল ওর পায়ে।

একটা গাল বকে লাফিয়ে মেয়েটার দিকে এগোল নিকি। কিন্তু দ্রুত একপাশে সরে গিয়ে আবার চাবুক চালাল টিরেসা। মার খেয়ে ঘুরে টলতে-টলতে দৌড় দিল ওয়ালটন। কয়েক পা এগিয়েই হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। চাবুকটা পেঁচিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা স্বরে মেয়েটা বলল, 'মিস্টার নিকি ওয়ালটন তুমি বরখাস্ত হলে।'

কালো হ্যাট পরা লোকটা আর একটু সরে দাঁড়াল। এখন সে নিকি আর তার সঙ্গীদের সবাইকেই কাভার করতে পারবে।

ধীরে উঠে দাঁড়াল নিকি; বলল, 'বেশ, যাচ্ছি। কিন্তু আমি আবার ফিরে আসব–আমি যে কখন আসব সেটা তুমি আন্দাজও করতে পারবে না।'

ওর কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আর সবাইকে বলল টিরেসা, 'তোমরা যদি একটু অপেক্ষা করতে রাজি থাক, তবে তোমাদের জন্যে স্টেশনে কী খাবার আছে সেটা আমি দেখাতে পারি।'

নিকির সহচরদের একজন বলল, 'আমি কাজ করতে চাই, ম্যাম, তুমি কী

বল?' ঘোড়াগুলোর যত্ন আমিই নিয়ে থাকি। বরখাস্ত হলে আমিই বিপদে পড়ব।'

'ঠিক আছে, পাঁচ মিনিট সময় দিলাম, এর মধ্যেই ঘোড়াগুলোকে এখানে নিয়ে আসতে হবে–না পারলে তুমিও আউট।'

কিছুক্ষণ চোখেচোখে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে আস্তাবলের দিকে রওনা হলো সে। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল–'কিন্তু না মানলে তুমি কী করবে?'

'আমি নিজেই ঘোড়াগুলোকে নিয়ে আসব। তবে সেই সাথে স্টাড পেলির কাছে তোমার নামেও একটা বিরূপ রিপোর্ট যাবে। এতে সেইন্ট জো থেকে স্যাকরামেন্টো পর্যন্ত কোথাও তোমার কোন চাকরি মিলবে না।'

কিছুক্ষণ টিরেসার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তাবলের দিকে রওনা হলো লোকটা।

মেয়েটা স্টেশনে ঢুকে এক মুহূর্ত অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

টেবিলের উপর উঁচু হয়ে জমে আছে অনেক নোংরা ডিশ আর প্লেট। অন্যপাশে কতগুলো খালি প্লেট সাজানো রয়েছে। একটা ডিশে কয়েক টুকরো স্টেজ (steak–আধইঞ্চি মত পুরু কাটা মাংসের বড় চাক) ওগুলো সবকটাই চর্বিতে ডুবে আছে।

আরও নোংরা ডিশ রান্নাঘরে জমা রয়েছে। কোনায় একজোড়া কাদামাখা বুট। কয়েকটা ধুলোময় কোট ঝুলছে দেয়ালে আঁটা পেরেক থেকে। জানালায় ভাঙা রডের সাথে একটা ময়লা পর্দা ঝুলছে।

জ্যাকেট খুলে জামার হাতা গুটিয়ে কাজে লেগে গেল টিরেসা। প্রথমে সব জানালা খুলে ঘরে আলো ঢোকার সুযোগ করে দিল সে। তারপর ফুটানোর জন্য পানি বসিয়ে ঝাঁট দিয়ে ঘর কিছুটা পরিষ্কার করল।

পানি গরম হলে স্টেজের ড্রাইভার আর অন্যান্য লোকজনের জন্য কয়টা প্লেট ধুয়ে টেবিলে সাজাল।

কালো হ্যাট পরা লোকটা দরজায় এসে দাঁড়াল। 'আমার জন্যে ভেব না, আমি পরে একসময়ে খেয়ে নেব।'

'তুমি স্টেজে যাচ্ছ না?'

'না, ম্যাম। আমার জন্য একটা লোকের এখানে ঘোড়া রেখে যাওয়ার কথা। আমি এখান থেকে ঘোড়ার পিঠেই যাওয়ার প্ল্যান করেছি।' একটু থামল সে। 'লম্বা যাত্রার জন্য বেলা অনেক বেড়ে গেছে, তাই আজকের রাতটা আমি গাছের তলায় বিছানা পেতেই কাটাব বলে ভাবছি,' বলে সে বেরিয়ে গেল।

'মাম?' আইরিশ মেয়েটা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। 'আমার নাম নোরা ওনিল। তুমি চাইলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। এসব কাজে আমার অভিজ্ঞতা আছে।'

'নিশ্চয়। আমি তা হলে খুব খুশি হব।'

কাজ করতে করতে টিরেসা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি অনেক দূর যাচ্ছ?'

'লারামিতে কাজ না পেলে রকস্প্রিঙস স্টেশনে যাব।'

'তুমি কাজই যখন খুঁজছ তবে এখানে আমার হয়ে কাজ করলেই তো পারো?'

'আমাকে সুযোগ দিলে খুশি মনেই আমি তা করব।'

'খুব ভাল কথা, রান্নার কাজে আমাকে সাহায্য করার জন্যে আমার লোক দরকার হবে।'

'আমি কাজটা নিলাম, মাম। আমাকে কাজে নেয়ার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

দুজনে দ্রুত হাত চালিয়ে কাজ করে অল্পক্ষণের মধ্যেই টেবিল আর বেঞ্চ মুছে জায়গামত পরিষ্কার ডিশ সাজাল। নিকি ওয়ালটন যে মাংস তৈরি করেছে সেগুলো আরও কিছুক্ষণ ভাজা দরকার ছিল–কিন্তু পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ওগুলো খেতেও নেহাত খারাপ লাগবে না।

যাত্রীদের খেতে ডাকার জন্য দরজার সামনে গিয়েই ছেলেটাকে দেখতে পেল টিরেসা।

নিঃসঙ্গভাবে গুদাম ঘরের কাছে ছেলেটা একাই দাঁড়িয়ে আছে। ওকে ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছে। পরনে নোংরা পোশাক, আর খালি পা। ওর গলায় দড়ি দিয়ে বাঁধা একজোড়া পরিণত বয়স্ক লোকের পালিশ করা বুট ঝুলছে। হাতে সেলাই করা চমৎকার বুট।

দুই

'মনে হচ্ছে তোমার একজন অতিথি এসেছে,' মন্তব্য করল কালো হ্যাট পরা লোকটা। 'ওকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

'হ্যালো, ইয়াং ম্যান?' ডাকল মেয়েটা।

কিন্তু ওদিক থেকে কোন সাড়া এল না। ছেলেটা ওখানেই দাঁড়িয়ে টিরেসাকে লক্ষ করছে। ছেলেটা কে? নিকির সঙ্গীদের কারও ছেলে, নাকি নিকিরই?

ছোট ছেলেদের সম্পর্কে অল্পই জানে টিরেসা। 'কী হলো?' প্রশ্ন করল সে। 'আমাকে ভয় পাচ্ছ?'

ছেলেটা এবার এগিয়ে এল। 'আমি কাউকে ভয় করি না। তোমাকে ভয় পাব কেন?'

ওর মাথায় কোন হ্যাট নেই–জামা-কাপড় যে এত পুরোনো আর ক্ষয়ে গেছে, তা দূর থেকে বোঝা যায়নি।

কালো হ্যাট পরা লোকটা বলল, 'ওকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই বলছ? তা হলে তোমার আরও কয়েক মিনিট আগে এখানে আসা উচিত ছিল।'

'যা ঘটেছে আমি তা দেখেছি। তোমরা না থাকলে নিকি ওয়ালটন ওকে ঠিকই মেরে ফেলত।'

'ওয়ালটনকে চেনো তুমি?'

'ওর কথা আমি জানি, খুব নীচ প্রকৃতির লোক।'

টিরেসা ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি টিরেসা জেমস। তুমি কি কাছেই কোথাও থাকো?'

'না।'

'আমার নাম তোমাকে আমি জানিয়েছি।'

'আমি ওয়াট,' বলল সে। তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, 'ওয়াট সন্ডার্স।'

'আমরা যাত্রীদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। তুমিও যোগ দিলে আমি খুশি হব।'

'আমার আপত্তি নেই।' নিজের হাত দুটোর দিকে তাকাল সে। 'তবে তার আগে আমাকে হাত-মুখ ধুয়ে একটু পরিচ্ছন্ন হতে হবে।'

মেয়েটা স্টেজ স্টেশনের দরজার পাশে দেয়ালে বসানো তাকটার দিকে ইঙ্গিত করল। 'দরজার পাশেই টিনের বেসিন, এক বালতি পানি আর সাবান রয়েছে। একটা রোলার তোয়ালেও আছে। কাজ সেরে ভিতরে এসো।'

এবার কালো হ্যাট পরা লোকটার দিকে ফিরল টিরেসা। 'তোমারও কিছু খেয়ে নেয়া দরকার।'

আড়চোখে একবার টিরেসার দিকে চেয়েই সে চোখ সরিয়ে নিল। 'পরে, আমি কতক্ষণ এখানেই বসব বলে ভাবছি।'

মেয়েটা ভিতরে ঢুকল; প্রায় পিছন-পিছনই ঢুকল ওয়াট। স্টেজ-ড্রাইভার এগিয়ে এসে ওদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছিল। ছেলেটাকে এই প্রথম দেখল সে। 'হাওডি, সান।'

উদ্ধতভাবে ওয়াট জবাব দিল, 'আমি তোমার ছেলে নই!'

নোয়া স্টেসি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ওর মুখটা গম্ভীর। সে হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে ঘুরিয়ে ওর চেহারাটা ভাল করে দেখল। 'আসলেই তুমি আমার ছেলে না। নিশ্চয় না। কিন্তু তুমি কারও ছেলে তো বটে?'

ছেলেটা সোজা ওর দিকে তাকিয়ে রইল। 'মিস্টার, তুমি একটা–।' আড়চোখে চেয়ে দেখল টিরেসা কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। 'আমার বিশ্বাস হয় না তোমার কোন ছেলে আছে।'

'ওকে দেখলে তুমি ঠিকই চিনতে পারবে,' জবাব দিল স্টেসি। 'সে গ্রিজলি ভালুকের পিঠে চেপেই আসবে। মেক্সিকান স্পার্স পরে, আর হ্যাটও থাকে ওর মাথায়।' বেরিয়ে স্টেজের কাছে গিয়ে স্টেসি ঘোড়াগুলোকে ঠিকমত জোড়া হয়েছে কিনা চেক করল।

মোটা লোকটা স্টেজ-স্টেশনের টেবিল ছেড়ে উঠে হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমার নাম জিম বোগান, ম্যাম। চাবুক হাতে এমন সুন্দর দৃশ্য আমি আর দেখিনি!'

একটু লাল হলো টিরেসার গাল। 'আমি–'

'তুমি ঠিকই করেছ। তবে তোমার এখন খুব সতর্ক থাকতে হবে। আমি এই পথে প্রায়ই যাওয়া-আসা করি; ওয়ালটন খুব খারাপ প্রকৃতির লোক। ঘটনা এখানেই শেষ হবে বলে আমার মনে হয় না।'

খাওয়া সেরে যাত্রীরা স্টেজে ফিরে গেল। স্টেসি অভিবাদন জানানোর ভঙ্গিতে চাবুক ওঠাল। 'সকালেই আর একটা স্টেজ আসবে,' বলে সে চাবুক ফুটিয়ে রওনা হয়ে গেল। এক মিনিট ওখানে দাঁড়িয়ে স্টেজ-কোচ চলার ধুলো ওড়া দেখল টিরেসা। তা হলে এই জীবনই সে বেছে নিল? এখন যা ঘটবে, সব

তার কারণেই।

কালো হ্যাট পরা মানুষটা উঠে দাঁড়াল। 'তোমার অনুমতি পেলে আমি এখন খেতে পারি,' বলল সে।

'নিশ্চয়, এতে অনুমতি নেয়ার কী আছে?'

দরজা বন্ধ করে আবার ওয়াট সন্ডার্সের জন্য খুলতে হলো।

'মিস্টার সন্ডার্স, তোমার কি খিদে মিটেছে?'

টকটক করে কিছুক্ষণ টিরেসার দিকে চেয়ে থেকে ছেলেটা বলল, 'ম্যাম, আমরা বন্ধু, আমাকে মিস্টার বলার দরকার নেই–আমাকে ওয়াট বলেই ডেকো।'

'ধন্যবাদ, ওয়াট। আমি এখন থেকে তাই ডাকব।'

কাঁধের উপর দিয়ে আড়চোখে কালো হ্যাট পরা লোকটার দিকে তাকাল ছেলেটা। তারপর নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ও কি তোমার বন্ধু?'

'স্টেজে সামান্য একটু পরিচয় পেয়েছি। ও আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।'

'ম্যাম, তোমার কপাল ভাল! তুমি জান ও কে? টেড বুন!'

'ওর কথা আগে শুনিনি আমি।'

ছেলেটা অবাক হলো। 'ম্যাম, তুমি কোথা থেকে এসেছ? টেড বুনের নামও তুমি শোনোনি? তুমি যে কোন লোককে জিজ্ঞেস করো–ডেনভার, জুলসবার্গ থেকে লারামি পর্যন্ত সবাই ওকে চেনে। আর্মির জন্য স্কাউটিঙ করেছে। সোনা আনা নেয়ার কাজও করেছে। কিছুদিন ইন্ডিয়ানদের সাথেও বাস করেছে। আমার ধারণা সে ডজন খানেক পাজি লোককে গুলি করে হত্যাও করেছে।'

'পশ্চিম সম্পর্কে শেখার আমার এখনও অনেক বাকি। তবে শিগ্‌গিরই শিখে নেব। তুমি আমাকে সাহায্য করবে?'

'তোমার চাবুক চালানো দেখেই বুঝেছি শিখতে তোমার দেরি হবে না। যে নিকিকে ওভাবে চাবুক পিটিয়ে শায়েস্তা করতে পারে, তার শিখতে বেশি সময় লাগতে পারে না। তুমি আসার আগে ওর সামনে দাঁড়াতেই কেউ সাহস পায়নি।'

'ওয়াট, বেলা পড়ে আসছে। আত্মীয়-স্বজন তোমার জন্যে চিন্তা করবে না?'

অনেকক্ষণ নীরবতার পর জবাব এল। 'আমার কেউ নেই। আমার জন্যে কেউ চিন্তা করবে না। আমার কাউকে দরকারও নেই।'

'সবারই কাউকে না কাউকে দরকার। ওয়াট, আমার টুইনি রয়েছে–তবু তুমি যদি চাও, আমি তোমাকে পেতে চাই।'

'কাউকে আমার দরকার নেই।'

'সেটা আমি জানি, কিন্তু টুইনি আর আমি তোমাকে চাই। আমরা বড্ড একা। তোমার মত শক্ত নই। যাওয়ার জায়গা না থাকলে আমাদের সাথে এখানেই থেকে যাও না কেন? অন্তত যতদিন তুমি অন্য জায়গায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত না নেও ততদিন থাকো?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার কিছু টাকা উপার্জন করা দরকার। অন্তত একটা ঘোড়া আর জিন কেনার মত টাকা আমার চাই। ঘোড়া না থাকলে পুরুষের কোন দাম নেই।'

ছায়াগুলো লম্বা হচ্ছে। সূর্য প্রায় ডুবতে চলেছে। মৃদু বাতাস পাতাগুলোকে

হালকাভাবে নাড়া দিচ্ছে। চারপাশে চেয়ে মুহূর্তের জন্য শিউরে উঠল টিরেসা। পুবে ভার্জিনিয়ার বাড়িটার কথা তার খুব মনে পড়ছে। বিশাল সাদা দালান আর পিলারগুলোর কথা ওর মনে একেবারে গেঁথে রয়েছে। ঘোড়ার গাড়িগুলো সদর দরজার সামনে এসে থামত। তার বাবা নিজে নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা জানাত। কিন্তু এখন আর সেসব কিছু নেই, সবই কেবল স্মৃতি।

ভিতর থেকে প্লেট ধোয়ার আওয়াজ আসছে। একটা লণ্ঠন জ্বালানোয় ঘরটা আলোকিত হলো।

রাতের বাতাসটা ঠাণ্ডা। উপত্যকার দিকে চেয়ে বুক ভরে শ্বাস নিল টিরেসা। গুদাম ঘরে রাখা খড়ের গন্ধ ওর নাকে আসছে। ঘোড়ার নড়াচড়ার আওয়াজও সে পাচ্ছে।···এটাই কি এখন তার জগৎ? বাকি সবই কি হারিয়ে গেছে? নাকি সে একদিন সত্যিই ভার্জিনিয়ায় ফিরতে পারবে?

হঠাৎ বলল টিরেসা, 'ওই লোকটা বলেছিল সে ফিরে আসবে। সত্যিই কি ফিরবে?'

'হ্যাঁ, মাম। সে ঠিক তাই করবে। নিকিকে আসতেই হবে···নইলে দেশ ছাড়তে হবে। সে যাবে না–ওর কিছু লোকজনও আছে।'

'তুমি কী বোঝাতে চাইছ, ওয়াট?'

'ওহ্, কিছুই না। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এখানে সে এতদিন ছিল–তাই আমার মনে হয় না সহজে সে দেশ ছাড়বে।'

কিন্তু আসলে সে ভিন্ন চিন্তা করছে। এমন সুন্দরী মেয়েকে চেখে না দেখে সে কিছুতেই যাবে না।

'ওয়াট, তুমি ভিতরে গিয়ে ওই মেয়েদের একটু সাহায্য করলেও তো পারো?'

'না, ম্যাম।'

'না? কিন্তু কেন ওয়াট? আমি ভেবেছিলাম–'

'না, ম্যাম। আমি কাজ ঠিকই করব–কাঠ আনব, পানি আনব, ঘোড়ারও দেখাশোনা করব, কিন্তু মেয়েলী কাজ আমি করব না। কিছু যে করিনি তা নয়। নিজেরটা আমাকেই ধুতে হয়েছে। রান্নাও নিজেই করতে হয়েছে। কিন্তু সেটা আলাদা কথা।'

'তুমি তা হলে পুরুষের পক্ষ নিচ্ছ?'

'হ্যাঁ, ম্যাম। ওরা বলে পুরুষ নিজেরটা নিজেই সামলায়। অন্তত তারা যতদিন বিয়ে না করে সেই পর্যন্ত।'

'বুঝলাম, আমার এখনও অনেক কিছু শেখা বাকি আছে, ওয়াট।'

'কিন্তু কাজ আমি ঠিকই করব, ম্যাম। এত বড় জায়গায় আমি আগে কখনও কাজ করিনি এটা ঠিক–কিন্তু ঘোড়া আমি সামলাতে পারব? পুরুষের কাজ সবই আমি করব।'

টেড বুন এখনও কফিতে চুমুক দিচ্ছে। ভিতরে ঢুকে দেখল টিরেসা। সে টিরেসার দিক থেকে ছেলেটার দিকে চোখ ফেরাল। 'মনে হচ্ছে তোমার জন্যে একটা সমর্থ পুরুষই তুমি পেয়েছ।'

হাসল মেয়েটা। 'হ্যাঁ, তাই। ও এখানে থেকে আমাকে সাহায্য করবে।'

আপাতত টিরেসার প্রধান চিন্তা হচ্ছে টুইনি, আর কে কোন্ নির্ধারিত জায়গায় কীভাবে ঘুমাবে। যতই ভাবছে ততই ওর চিন্তা বাড়ছে। এর মানে নোরাকে স্টেশনে একা থাকতে হবে। সবাই একসাথে থাকলেই ভাল হত। স্বামীর রাইফেলটা লোড করাই রয়েছে। ছেলেবেলায় নদীর ধারে অনেক হাঁস সে শিকার করেছে। এতে ওর হাত খারাপ নয়। জায়গামত গুলি সে বেঁধাতে পারে।

'তোমার জন্যেও একটা গান থাকলে আমি খুশি হতাম, নোরা।'

'তা ঠিক। কিন্তু পশ্চিমে কোন বাড়িই অস্ত্র ছাড়া থাকে না। ওদিকে একটা বড় মাংস কাটার ছুরি রয়েছে–আগুন জ্বালানোর জন্যে লাকড়িও আছে। কিছু গুঁড়ো গোলমরিচও আছে। আর কিছু পানি গরম করে রাখলে, তাতে অনেক পুরুষই মত পাল্টাতে বাধ্য হবে। আমাদের যা আছে তাই দিয়েই আমাদের চলতে হবে, মাম।'

কোমরে হাত রেখে চারপাশটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখাল টিরেসা। 'তুমি কিছু কাপড় শুকানোর দড়ি হাঁটু সমান উঁচু করে দরজায় বেঁধে রাখতে পারো। কেউ যদি ঢুকতে চেষ্টা করে তবে হোঁচট খেয়ে পড়বে। তখন জ্বলন্ত কাঠ বা আগুন খোঁচানোর লোহার শিক দিয়ে ওদের মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।'

'এতে কেউ মারা পড়তে পারে!'

'তা ঠিক, কিন্তু কেউ যদি রাতের বেলা তোমার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে, তবে বুঝতে হবে তার উদ্দেশ্য ভাল নয়।'

'ঠিকই বলেছ। গুড লাকের জন্য কিছু পানি আমরা গরম রাখব। শত্রুর মোকাবিলা ঠিকই করা যাবে। আমি দেখেছি ফুটন্ত পানি চট করে পুরুষের মত পাল্টাতে সাহায্য করে।'

টেড বুন নীরবে বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছে। এতক্ষণে সে মুখ খুলল। 'মনে হচ্ছে আমাকে তোমাদের প্রয়োজন নেই।'

'আমরা জানতাম না তুমি সাহায্য করতে ইচ্ছুক।'

'আমার সেরকমই ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু এখন ভাবছি হয়তো কাছাকাছি থেকে তামাশা দেখাটাই বেশি আনন্দের হবে। তবে মুশকিল হচ্ছে তুমি হয়তো ভুল বাছুরের গলায় দড়ি পরিয়েছ।'

'তার মানে?'

'ধর নিকি ওয়ালটন তোমাদের কোন পাত্তাই দিল না। ব্যবসা থেকে তোমাদের সরাতে কাছে আসার কোন দরকারই নেই ওর। এই স্টেজ-স্টেশন দেখাশোনার দায়িত্ব তোমার। সুতরাং তোমার ঘোড়াগুলোকে সে যদি তাড়িয়ে নিয়ে যায়, তা হলে কী করবে? কিংবা খড়ে আগুন ধরিয়ে দিলে?'

'ওয়ালটন বোকা নয়। কোন মেয়েকে বিরক্ত করলে যে তাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে, এটা সে ভাল করেই জানে। অবশ্য তাও সে করতে পারে, তবে আশপাশে যখন কেউ থাকবে না, কোন সাক্ষী থাকবে না, তখনই সে আসবে। এবং এমন ভাবে কাজ সারবে যে মনে হবে এটা ইন্ডিয়ানদের কাজ…'

টেড বুনের কথায় যুক্তি আছে। টিরেসার ধারণা ছিল নিকি খুব শিগ্‌গির নিজেই তার উপর প্রতিশোধ নিতে আসবে। কিন্তু সে যদি আক্রমণের ভয়ে ঘরে বসে থাকে, তবে বাইরে সে যা খুশি করতে পারবে।

'ধন্যবাদ মিস্টার বুন, তোমার কথাই ঠিক। আমাদের এখানে অস্ত্রের কমতি আছে, কিন্তু–'

'মাম? আমার কাছে একটা পিস্তল আছে। আকারে বড় না হলেও ওটা সাথে থাকলে মানুষ কিছুটা স্বস্তি পেতে পারে,' বলল নোরা।

'তুমি আমার ওপর করাল আর গুদামের ভার ছেড়ে দিতে পারো। কিছুদিন আমি এখানেই থাকব–আর আমার একটা ঘোড়াও রয়েছে এখানে কোথাও।'

'আমি তোমাকে আমার জন্য এতটা করতে বলতে পারি না, মিস্টার বুন। তুমি মারা পড়তে পারো।'

'মিসিসিপির পশ্চিমে জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে কেউ কিছু করতে পারে না, ম্যাম। ষাঁড়ের গুঁতোয় আমি মানুষ মরতে দেখেছি–স্ট্যামপিডে মরতে দেখেছি–বাকস্কিন ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে পাদানির সাথে একটা পা আটকে ছেঁচড়ে যেতে দেখেছি। ক্লিফ থেকেও একটা মানুষ পড়ে যেতে পারে। কিংবা তার মাথায় পাথর বা গাছ পড়তে পারে। অথবা মাইনের টানেলে ধস নেমে মানুষকে আটকে ফেলতে পারে। এখানে একশোরও বেশি উপায়ে মানুষ মারা যেতে পারে–পিস্তল, আউটল আর ইন্ডিয়ানদের কথা বাদই দিলাম।'

'কিন্তু এটা তো আমার সমস্যা।'

'আমারও। আমি ওখানে গাছের তলায় ঘুমাব–রাতের বেলায় চুপিসারে কেউ নড়েচড়ে বেড়ালে, সেটা আমার ভাল ঠেকে না।'

'তোমার শত্রু বাড়বে।'

'এখানে ওখানে কিছু শত্রু আমার আগে থেকেই আছে। শত্রু থাকা মানুষের জন্যে ভাল। এতে মানুষ সতর্ক হতে শেখে।'

বুন বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে হুড়কো লাগিয়ে দিল টিরেসা। টেবিলে গিয়ে বসল সে। নোরা ওকে কিছু খাবার এনে দিল, সাথে কফি। 'কিছু খেয়ে নাও, মাম। আজকের রাতটা মনে হচ্ছে বেশ লম্বা হবে।'

'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। টুইনি কোথায়?'

'মেয়েটা ক্লান্ত ছিল, স্টেজে তুমি যেসব জিনিস এনেছ তাই দিয়েই ওকে বিছানা করে দিয়েছি। এখন সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।'

'লোকটা কে নোরা?'

'টেড বুন? মাম, তুমি ওর কথা আর ভেব না। দেখবে ঠিকই সে একদিন নিজের পথ ধরবে। ওর আর দেখা পাবে না তুমি।'

'লোকটা আশ্চর্য।'

'তা ঠিক।'

টিরেসা অত্যন্ত ক্লান্ত। ক্ষুধার্ত হলেও খেতে তার কষ্ট হচ্ছে। বাতিল সলতেটা নামিয়ে কেবল মাত্র অল্প শিখা জ্বেলে রেখে সে টুইনির কামরায় গেল। তারও এখানেই ঘুমাতে হবে। টুইনির পাশেই শুয়ে পড়ল সে।

আগামীকাল অনেক কাজ করতে হবে। প্রথমেই নিকি যেসব আবর্জনা রেখে গেছে সেগুলো পরিষ্কার করা লাগবে। তারপর স্টেশন-স্টেজ ভালমত চালানোর জন্য কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। যাত্রীদের ভাল মত খাওয়ানোর ব্যবস্থাও করা

দরকার। ওর ইচ্ছা চেরোকী ট্রেইলে আর যেসব স্টেজ-স্টেশন আছে সেগুলোও দেখে সে বোঝার চেষ্টা করবে ওরা কীভাবে স্টেশন চালায়।

বাইরে অন্ধকারে গুদাম ঘরের ছায়ায় মিশে আছে বুন। একমাত্র শব্দ ঘোড়াগুলোর কাছে থেকেই আসছে। কিন্তু ঘোড়ার আর অন্য শব্দ সঠিকভাবে চেনার ক্ষমতা টেড বুনের আছে। করালের ধারে, যেখানে ছায়া সবথেকে কালো, সেখানেই ও বসেছে। রাইফেলটা কোলের উপর।

কিন্তু কেবল নীরবতা। হালকা মৃদু বাতাস বইছে। এত মৃদু যে কেউ হেঁটে এগোলে সেই শব্দটা আলাদা করে চেনা যাবে।

বাড়ির ভিতর কেবল ফায়ার প্লেস থেকে প্রায় নিভে যাওয়া আগুনের একটু ফিকে লালচে আলো দেখা যাচ্ছে। সলতে নামিয়ে রাখা মৃদু আলোও কিছুটা চোখে পড়ছে।

হঠাৎ টিরেসার ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু চোখ খুলে সে চুপচাপ শুয়ে রইল। প্রথমে চুলোর উপর কেতলির ফিসফিসানি ছাড়া আর কোন শব্দ ওর কানে এল না। নামিয়ে রাখা মৃদু আলোয় সে দেখতে পেল, কেউ তার ঘরের দরজা খোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু দরজাটা খুলল না, বন্ধই রইল।

কম্বল সরিয়ে টিরেসা জেমস পা ঝুলিয়ে মেঝেতে নামল। পা দিয়ে অনুভব করে সে তার স্যান্ডেল খুঁজে পেল। গরম জামাটাও পরে নিল। দেখল, দরজার ল্যাচটা ঘুরছে, কেউ দরজা খোলার জন্য ঠেলাও দিল–কিন্তু হুড়কো লাগানো থাকায় দরজা খুলল না।

নোরা কী যেন বলেছিল? ব্যবহার করতে পারলে অনেক কিছুই অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করা যায়। কেতলির অর্ধেক পানি যদি বাষ্প হয়েও উড়ে গিয়ে থাকে, তবু ওখানে অর্ধেক গরম পানি থাকবে।

কেউ ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। ওটা কি নিকি ওয়ালটন, না আর কেউ? টেড বুন? ওর ব্যাপারে বিশেষ কিছুই জানে না টিরেসা। সে কেন থেকে গেল? সে কি শুধু সাহায্য করতেই চেয়েছিল, নাকি–

কান খাড়া রেখে অপেক্ষা করছে মেয়েটা। নিজের মনেই হাসল টিরেসা। এত অবিশ্বাস কেন তার মধ্যে? লোকটা কি সত্যিই সাহায্য করতে চায়, নাকি অন্য মতলব আছে? কেন সে থেকে গেল?

হয়তো খামোকাই সে ভয় পাচ্ছে, এমনও হতে পারে বুন এক কাপ কফি চায়!

বাইরে যথেষ্ট ঠাণ্ডা, আর বেচারা ঠাণ্ডার মধ্যে ওখানে পাহারায় রয়েছে। কেউ যদি স্টেজ-স্টেশনে আসে তা সে নিশ্চয় জানবে। জানালার দিকে চাইল সে–শাটার বন্ধ। কেতলিতে আরও কিছু পানি ঢালল। তারপর কেতলির ঢাকনা খুলল।

রাইফেলের কথাও ওর মনে পড়েছে, কিন্তু ওটার নল অনেক বড়। সামলানো কঠিন। এই মুহূর্তে ওর একটা পিস্তলের দরকার ছিল। যেটা ওর হাত থেকে কারও কেড়ে নেওয়া সহজ হবে না। আর সে দ্রুত গুলি চালাতে পারলে রক্ষা পাবে। ওটা দিয়ে সহজেই লক্ষ্যের দিকে গুলি বেরোবে।

তার স্বামী বলেছিল, কিছু লোক আছে যারা কোমরের লেভেল থেকেই

রাইফেল ছুঁড়তে পারে। কিন্তু সে কি তা পারবে? এবং ঠিক জায়গা মত লাগাতে পারবে? অবশ্যই এত কাছে থেকে–

টেবিলে বসে কফির কাপে চুমুক দিল টিরেসা। টের পেল সে যা খাচ্ছে সেটা ঠাণ্ডা কফি। কাপটাও ঠাণ্ডা। আশ্চর্য! কফির কাপে গরম পানি মেশাতে ভুলে গেছে সে।

আবার ঘুমাতে গেলে কেমন হয়? হয়তো ওটা বুনই ছিল। যাক, কিছুই যখন ঘটল না হয়তো এটা ওর মনের ভুল। কিন্তু তা কী করে হয়? সে নিজের চোখে হাতলটা ঘুরতে দেখেছে।

টিরেসা ক্লান্ত, অত্যন্ত ক্লান্ত। ওই হুড়কো যতক্ষণ আছে, কেউ দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে পারবে না। সুতরাং ঘুমাতে গেলেও কোন ক্ষতি নেই।

বেডরুমে গিয়ে আবার সে শুয়ে পড়ল। যেখানে শুয়েছে সেখান থেকে দরজাটা দেখা যায়। চোখ বুজল টিরেসা।

বাইরে অন্ধকারে একটু বাতাস বইল–শক্ত উঠানে শুকনো পাতা গড়াচ্ছে।

বুন চোখ খুলল। ঘুমায়নি সে–কেবল চোখ বুজে পড়েছিল। কিন্তু স্নায়ুগুলো সব সতর্কই ছিল। কোন শব্দ শোনেনি সে, তবু কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে। এই সব অনুভূতিকে বিশ্বাস করতে শিখেছে ও। হয়তো ওর অবচেতন মন কোন সঙ্কেত পেয়েছে, যা সচেতন মনে ধরা পড়েনি। নিকি ওয়ালটন একটা জঘন্য ধরনের অমানুষ। এভাবে মার খেয়ে অপদস্থ হয়ে হজম করার লোক সে নয়। সতর্কভাবে রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়াল টেড বুন–কোন শব্দ হলো না।

বাড়িটার দিকে তাকাল সে। এখন এক কাপ কফি পেলে ওর ভাল লাগত। কিন্তু এতরাতে ওখানে গেলে মেয়েরা হয়তো ভয় পাবে। আর ওই আইরিশ মেয়েটার কাছে একটা পিস্তল রয়েছে–ভয় পেলে সে কী করবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কোমরে পিস্তলের বেল্টটা একটু নাড়াচাড়া করে পছন্দমত বসাল সে। কোটটাও একটু টেনে ভাল করে জড়িয়ে নিল। শীত পড়েছে–দারুণ ঠাণ্ডা। এর মধ্যে সে নিজেকে জড়াতে গেল কেন? এতে তার কী লাভ? একটা মেয়ে যদি এভাবে এখানে এসে এমন একটা কাজ নিতে চায়, তাতে তার কী? এতে কতটা ঝুঁকি আছে, নিশ্চয় তা জেনেই সে এসেছে।

তবে, মহিলা খুব সুন্দরী–এক কথায় অপূর্ব। ওর সব কাজেই আভিজাত্যের একটা ছাপ রয়েছে।

একটা ঘোড়া নাক ঝাড়ার শব্দ করল। বিপদ সঙ্কেত! রাইফেলটাকে ভাল করে আঁকড়ে ধরে চারপাশে সতর্কভাবে তাকাল বুন। প্রত্যেকটা ছায়াই সে খুঁটিয়ে লক্ষ করে দেখছে।

কোন শব্দই ওর কানে এল না…কিন্তু না–

খুব হালকা কাপড়ের ঘষা খাওয়ার শব্দ ওর কানে এল। করালে? …হয়তো।

মনেমনে নিজেকেই সে গাল দিল। দ্রুত নড়াচড়া করার কোন সুযোগ তার নেই। ওসব করতে গেলেই শব্দ হবে। ওটা যদি নিকি ওয়ালটন হয় তবে সে একা আসেনি।

হঠাৎ খুব কাছে থেকে ফিসফিস করে কথা বলার আওয়াজে সে চমকে উঠল।

'মেয়েটা নিশ্চয়ই দরজায় হুড়কা লাগিয়ে রেখেছে।'

'আমার মতে ঘোড়াগুলো নিয়ে সরে পড়াই ভাল। ওগুলো বেশ ভাল ঘোড়া।'

'রাখো তোমার ঘোড়া! তা হলে এই চাবুকটা আমি কেন এনেছি? আমরা ভিতরেই ঢুকব! হুড়কো এঁটে ও আমাদের ঠেকাতে পারবে না। আমি বাইরে থেকেও ওটা খোলার ব্যবস্থা করে রেখেছি। ওখানে এতদিন কি আমি খামোকাই কাটিয়েছি? রন যখন মাতাল হয়ে ওখানে পড়েছিল, তখন আমি ভিতরে ঢুকিনি?'

'এটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না—বুনকে কে সামলাবে?'

'আরে সে অনেক আগেই চলে গেছে। এখানে কেন থাকতে যাবে সে?'

'হয়তো মেয়েটাকে পছন্দ করে লোকটা। ওকে সাহায্য করার জন্যেই দূরে একা দাঁড়িয়ে ছিল, তাই না?'

ওরা সরে গেল। টেড বুনের গুলি করতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু বাড়িটাও একই লাইনে রয়েছে। আর কয়েক ইঞ্চি পাইন কাঠ ছেদ করার ক্ষমতা সম্পন্ন ওর গুলি। এতে মেয়েরা কেউ আহত হতে পারে। কেবল গুলি ছুঁড়লেই হয় না, মানুষকে আরও অনেক কিছু বিবেচনা করতে হয়। মিস করলে বুলেট এক মাইল পর্যন্ত যেতে পারে।

যদি সে করাল থেকে ঘুরে ওদের পাশাপাশি আসতে পারে—

করালের দ্বিতীয় বারে পা রেখে টেড লাফিয়ে ওপাশে নরম মাটির উপর পড়ল। বুটের থেকে সামান্য শব্দ হলো।

নুড়ির উপর বুনের বুটের শব্দ হচ্ছে—ছুটছে সে। একজন প্রশ্ন করল, 'ওটা কীসের আওয়াজ?'

অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে নিকি। 'ঘোড়া—মাটিতে পা ঠুকেছে।'

নিঃশব্দে এগিয়ে গেল বুন—ওরা এতক্ষণে প্রায় বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। নিকি বলেছিল বাইরে থেকেও সে হুড়কা খুলতে পারবে—কিন্তু কীভাবে?

হয়তো দরজায় কিছুটা ফাঁক রয়েছে, যেখান দিয়ে সরু কাঠি বা ছুরি দিয়ে ওটা খোলা সম্ভব। ওটা খুলে মাটিতে পড়লে শব্দ হবে বটে, কিন্তু ভিতরের কেউ সাবধান হওয়ার আগেই ওরা ঢুকে পড়বে।

একটু ইতস্তত করল বুন। ওর কি করাল পেরিয়ে আরও এগোনো ঠিক হবে? নাকি করালের সামান্য আড়াল থেকেই গুলি করবে? কিন্তু বারের উল্টোপাশে গেলে ওর সুবিধামত নড়াচড়ার ক্ষমতা অনেক বাড়বে। তবে একজন পায়ের শব্দ পেয়েছে। এখন ওরা আরও সতর্ক থাকবে সন্দেহ নেই।

ঘরের ভিতরে, টিরেসা জেমস আধো ঘুমের মধ্যেও নড়ে উঠল। হাউস-কোটটা তার গায়ে পরাই ছিল। ওটা পায়ের সাথে জড়িয়ে যাওয়াতেই অস্বস্তিতে সে জেগে উঠল। দরজায় আঁচড়ের শব্দ ওর কানে আসছে।

মুহূর্তে উঠে বসে হাউস-কোটটা ভালভাবে জড়িয়ে নিল সে। শব্দটা দরজা থেকেই আসছে।

চট করে উঠে দাঁড়াল সে। হাউস-কোটটা আরও একটু শক্ত করে এঁটে নিয়ে খাবার কামরায় ঢুকল সে।

ভয় সে ঠিকই পেয়েছে। কী করবে ও? কী করবে?

হঠাৎ দরজার বার অবিশ্বাস্যভাবে একটু উঁচু হয়ে আপনাআপনি সশব্দে মাটিতে পড়ল। হাতলটা ঘুরছে। দুটো লোক ঘরে ঢুকে পড়ল। দ্রুত ঘুরে ফুটন্ত কফির পটটা তুলে আড়াআড়িভাবে ওদের মুখের দিকে ঘুরাল টিরেসা।

চিৎকার করে একটা লোক দুহাতে চোখ খামচাচ্ছে–ফুটন্ত গরম পানি ওর চোখের উপর গিয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে যেন চোখ দুটোকে সে উপড়েই ফেলবে। দ্বিতীয় লোকটা ঘুরে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে চৌকাঠে পা বেধে হাত-পা ছড়িয়ে বাইরে পড়ল। নিকি ওয়ালটন ওর উপর দিয়ে লাফিয়ে ঘরে ঢুকল। খালি কফি পটটা ফেলে লম্বা কাঠের হাতলওয়ালা ঝাড়ুটা তুলে নিল টিরেসা–কিন্তু আঘাত করার জন্য ওটা ঘুরাল না। ওটা হাতে নিয়েই ওর মনে পড়ল মেজর অনেকদিন আগে তাকে কী বলেছিল। নিকি ওকে ধরতে আসার জন্য লাফ দিতেই সে ঝাড়ুর লম্বা লাঠি দিয়ে জোরে খোঁচা মারল। খোঁচাটা ওর পেটে লাগল–থেমে দাঁড়িয়ে শ্বাস নেওয়ার জন্য হাঁপাচ্ছে লোকটা। এবার মাথা লক্ষ্য করে বাড়ি মারল টিরেসা। লাঠিটা ধরে ফেলার চেষ্টা করেছিল নিকি, কিন্তু দম না থাকায় সক্ষম হলো না। আঘাতে ওর চোখের নীচে গালের চামড়া ফেটে গেল।

বাইরে থেকে একটা গুলির শব্দ শোনা গেল, তারপর আরেকটা। টলতে টলতে দরজার দিকে রওনা হল ওয়ালটন। আবার ওকে আঘাত করল টিরেসা। নোরা স্টেশনের দরজা খুলে পিস্তল হাতে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

টিরেসা জেমস দাঁড়িয়ে ওদের পালানো দেখছে। ভয়ে ওর হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে আসছে।

'ওরা চলে গেছে, মাম,' বলল নোরা। 'তুমি একাই ওদের শায়েস্তা করে দিয়েছ।'

বাইরে থেকে দৌড়ানোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে–তারপর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ অন্ধকারে দূরে মিলিয়ে গেল। টেড বুন রাইফেল হাতে দরজার কাছে এগিয়ে এল। খালি কফি পটটা হাতে তুলে সে বলল, 'আমার কপালই খারাপ। এখনই আমার এক কাপ গরম কফি খেতে মন চাইছিল।'

তিন

সকালে পুব আকাশে ধূসর আলো ফোটার সাথেসাথেই টিরেসার ঘুম ভাঙল। ছাদের দিকে চেয়ে সে স্থির হয়ে বিছানায় শুয়ে রইল। ভাবছে, তাকে এই নতুন কাজ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।

সে চার্জ নিয়েছে বটে, কিন্তু এই লাইনে উচ্চপদস্থ বস্ মাইকেল থর্পের কাছে খবরটা শিগগিরই পৌঁছে যাবে যে সে ক্যাভেলরি মেজর নয়–বরং একটা মেয়ে–তার স্ত্রী। ওর কাছে খবর পৌঁছলে, সে এটা কীভাবে নেবে তা টিরেসা জানে না। কোন ভদ্রমহিলা যে এই এলাকায়, স্টেজ-স্টেশন চালাতে পারবে, এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। এটাই হবে তার প্রথম চিন্তা। কিন্তু সে চার্জ নিয়েছে–এবং

নিকি ওয়ালটনকে বরখাস্ত করেছে। কোন পুরুষও এটা এত সুষ্ঠুভাবে করতে পারত না।

শীঘ্রই লোকটা আসবে, এবং সে যেন একটা উন্নত মানের স্টেজ-স্টেশন দেখতে পায় এটা টিরেসার চাকরি রাখার জন্য একান্ত জরুরী। না, শুধু ভাল হলেই চলবে না, সবথেকে ভাল হতে হবে। পরিষ্কার পরিছন্ন রাখতে হবে। আর, স্টেজ এলে যাত্রীদের জন্য সুস্বাদু ভাল খাবার তৈরি থাকতে হবে।

দ্রুত ঘোড়া বদলানোর ব্যবস্থাও নিশ্চিত করতে হবে। নিকি গুদামে যেসব আবর্জনা রেখে গেছে তাও পরিষ্কার করে ফেলা দরকার।

কিন্তু কতটা সময় পাবে সে? একদিন ? দুদিন? হয়তো এক সপ্তাহ সময়ও সে পেতে পারে। আরও অনেক স্টেজ-স্টেশন রয়েছে, তা ছাড়া ব্যস্ত মানুষ থর্প।

স্টেশনটার দিকেই প্রথম নজর দিতে হবে, কারণ এখানেই যাত্রীরা খাওয়া-দাওয়া করবে। চিঠিপত্র আর পাঠানো মালামালও ঠিক মত সামলাতে হবে। ওটাই থর্প প্রথমে চেক করবে। সবথেকে বড় কথা, যাত্রীদের পেটে ভাল গরম খাবার পড়লে ওরা প্রশংসা করবেই।

ওরা দু'জনে মিলে ঘর পরিষ্কার করার কাজে যেটুকু করতে পেরেছে, তা মোটেও যথেষ্ট নয়। সামনে অনেক কাজ রয়েছে।

এরপর হাতে কী কী রসদ আছে সেটাও জরিপ করে দেখা দরকার। কী কী লাগবে সেটাও দেখতে হবে। আস্তাবলটাও চেক করতে হবে, ওখানেও হয়তো অনেক কিছুর প্রয়োজন আছে। এই মুহূর্তে বাবার কথাই টিরেসার বেশি করে মনে পড়ছে।

বিছানায় উঠে বসে পা নামিয়ে স্যান্ডেল কোথায় আছে তা অনুভব করার চেষ্টা করল সে। সেই সাথে মনেমনে বলল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, বাবা, তোমার কোন ছেলে হয়নি!'

টিরেসার বাবা কথাটা শুনলে হয়তো দুঃখ পেত, কিন্তু ছেলে থাকলে মেয়েটাকে ছেলের মত করে মানুষ করত না সে। বাবার কাছ থেকে এত কিছু শেখার সুযোগও সে পেত না। কিন্তু এখন সে বাবার থেকে অনেক কিছুই শিখেছে। বাবা ওকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বাইরে যেতে খুব পছন্দ করত। ছেলের অভাব পূরণ করতে টিরেসাকে সে ছেলের মত করেই মানুষ করেছে। রাইফেল চালানো, ঘোড়ার যত্ন নেওয়া, চাবুক চালানো, এসব অনেক কিছুই শিখেছে সে।

'এসব সবই একদিন তোমার হবে,' বাবা বলেছিল ওকে। 'তাই এসব কীভাবে ম্যানেজ করতে হয়, এটা তোমার শিখে নেয়া দরকার। যারা এখানে সচরাচর আসে, তাদের থেকে তোমার স্বামী যদি আরও বেশি উপযুক্ত না হয়, তবে এসব তোমার শিখে রাখা প্রয়োজন।

'আর, মা, তোমার নিজেরটা তোমাকে নিজেই সামলাতে হবে। টাকা-পায়সাও। যে যা-ই বলুক না কেন, নিজের টাকা, আর স্বার্থ তোমার নিজেকেই দেখতে হবে।'

কপাল ভাল, ওর স্বামী বিয়ের আগেই এটা মেনে নিয়েছিল। সে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, 'তোমারটা তোমারই থাকবে, আমি ওতে নাক গলাতে আসব না। আমাদের সন্তানরা এতে সুন্দরভাবে জীবন শুরু করার একটা সুযোগ পাবে। তবে

তোমাকে দেখাশোনার ভার আমার।'

যুদ্ধের জন্য আগে থেকে ওরা কোন প্ল্যান নেয়নি। আশাই করতে পারেনি ওদের প্ল্যানটেশন এতে এভাবে নষ্ট হতে পারে। বাড়ি পুড়ে ছারখার হলো, বেড়া ভেঙে ওদের স্টক তাড়িয়ে নিয়ে গেল গেরিলারা।

স্টেশনে কী কী আছে; কতগুলো ঘোড়া, ঘোড়ার সাজ, আর খাবার কী পরিমাণ রয়েছে এটা প্রথমেই চেক করে দেখা দরকার। রান্নাঘরে বসে কী কী করা দরকার, তার একটা লিস্ট তৈরি করার পর সে গোসল করে জামা পরল।

রান্নাঘরে ফিরে দেখল নোরা এর মধ্যেই কফি চাপিয়ে নাস্তা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। 'আমি কিছু বেকন খুঁজে পেয়েছি মাম–কিছু ডিমও আছে।'

'নোরা? আমি তোমাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না, পিস্তলটা তুমি হাতের কাছে রাখলেই ভাল করবে।'

'নিশ্চয়, মাম। তবে, আমি সহজে ভয় পাই না। আমি চারজন ভাইয়ের সাথে বড় হয়েছি। লড়াই করেই ওদের শ্রদ্ধা আমাকে অর্জন করতে হয়েছে।' টিরেসার কফি কাপটা ভরে দিল নোরা।

দরজায় টোকার শব্দ শুনে নোরাই দরজা খুলল। ওয়াট দাঁড়িয়ে আছে ওখানে–ওর পিছনে টেড বুন।

নিজের কফি কাপের দিকে চেয়ে ইতস্তত করছে টিরেসা। কিন্তু লজ্জা করে লাভ নেই, ওদের সাহায্য তাকে চাইতেই হবে–তার পক্ষে একা স্টেজ-স্টেশন চালানো মোটেও সম্ভব হবে না।

'ওয়াট? তুমি কি আমার হয়ে কাজ করবে? এখানে?'

'করব, ম্যাম, তবে সেটা পুরুষের কাজ হতে হবে।'

'তাই হবে–তোমার প্রথম কাজ হবে আস্তাবলটা পরিষ্কার করা।'

'একজনের জন্য ওটা বিরাট কাজ, ম্যাম,' প্রতিবাদ করল বুন। 'অর্থাৎ আমি বলতে চাই নিকি ওয়ালটন ওটাকে খুব খারাপ অবস্থায় ফেলে গেছে।'

'আমি পারব।' উদ্ধত ভঙ্গিতে মুখ তুলে চাইল ওয়াট। 'আমাকে খাওয়া সহ মাসে পাঁচ ডলার দিতে হবে।'

'ভাল কাজ করলে তোমাকে মাসে দশ ডলার করেই আমি দেব।' টেড বুনের দিকে চাইল টিরেসা। 'তোমার কী খবর? তুমি কি কাজ খুঁজছ?'

'না।' শান্ত স্বরে জবাব দিল টেড। টিরেসার মনটা কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়ল। বাইরের এত কাজ তার পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়। 'কিন্তু মনেমনে প্রতিজ্ঞা করেছি তোমাকে এখানে ভাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত দেখার পরই আমি এখান থেকে যাব। তবে তুমি চাইলে আমি ইয়াংকে খবর দিতে পারি। শুনেছি সে কাজ খুঁজছে–লোকটা ভাল।'

'আমার মনে কী প্ল্যান আছে তা জানলে হয়তো তোমরা দুজনের কেউই আমাকে সাহায্য করতে রাজি হবে না।' একটু থেমে টিরেসা আবার বলল, 'এই চাকরিটা আমার দরকার। মাইকেল থর্প এখানে পৌঁছানোর আগেই আমি এই স্টেশনটাকে এমন করে তুলতে চাই যেন মেয়ে বলে সে আমাকে বরখাস্ত করার কোন কারণ খুঁজে না পায়।'

'লোকটা যুক্তি মেনে চলে।'

'তুমি তাকে চেনো?'

'হ্যাঁ, বউ মারা যাওয়ার পর থেকে ও সম্পূর্ণ একা—কোন ছেলেমেয়েও নেই। কেবল খায়, ঘুমায়, আর কাজ করে। বলতে গেলে সে-ই এই স্টেজ সার্ভিসটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।'

'সে কি তরুণ?'

'সেটা নির্ভর করে কোথা থেকে তুমি গোনা শুরু করো। আমার ধারণা ওর বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু তুমি যে দারুণ সুন্দরী, এটা উপলব্ধি করার মত তরুণ সে এখনও আছে।'

লজ্জায় রাঙা হলো মেয়েটার মুখ। চোখ তুলে সরাসরি টেডের দিকে চাইল সে। 'আমি ওই কথা ভাবছিলাম না। যাহোক, আমি যেমনই দেখতে হই না কেন, এই কঠিন কাজে চেহারা আমাকে সাহায্য করবে না। আমি কতটা করতে পারি, আর সেটা কত ভাল পারি সেটাই বড়।'

'তোমার কথাটা খাঁটি সত্যি। থর্প দেখবে তুমি সুন্দরী, কিন্তু কাজটা যদি ভালভাবে করতে না পারো তবে তুমি ক্লিওপেট্রা হলেও সে তোমাকে রাখবে না। আগেই বলেছি এই স্টেজ লাইনই এখন ওর প্রাণ।

'তার জায়গায় থাকলে আমিও একই কাজ করতাম, মিস্টার বুন। তাই সে এসে পৌঁছানোর আগেই আমি এই স্টেশনকে ঝকঝকে পরিষ্কার, আর সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা হচ্ছে, এমন দেখাতে চাই।'

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বাকিটা শেষ করল টিরেসা। 'নোরা? ওর জন্যে নাশতা তৈরি করে দাও—কাজে যেতে হবে না?'

কী যেন বলতে গিয়েও শেষে টেবিলের দিকে এগোল বুন। ভদ্রমহিলার হুকুম তুমি শুনেছ, নোরা। নাশতা দিয়ে দাও।'

বাইরে উজ্জ্বল রোদ উঠেছে। কয়েক মুহূর্ত টিরেসা চারপাশটা দেখল ওপাশে একটা কুঁড়ে ঘর দেখা যাচ্ছে, ওখানেই তাকে থাকতে হবে। কিন্তু সেটা পরে করলেও চলবে। করালটা অন্তত ভালভাবে তৈরি। হেঁটে বার্নের কাছে গেল সে, এবং দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। ভিতরটা একেবারে নোংরা।

মাটির মেঝেতে পুরোনো ঘোড়ার-লাদা, আর খুরের তলায় মাড়ানো খড়ে বোঝাই হয়ে রয়েছে। স্টলে কোন ঘোড়া নেই। হয়তো কয়েক মাস ভিতরটা পরিষ্কার করা হয়নি। নাক সিটকে করালের দিকে এগোল সে।

ছয়টা ঘোড়া রয়েছে ওখানে···এই দলটাই গতকাল তাকে স্টেজ-স্টেশনে এনেছিল। আজ আবার একটা স্টেজ আসবে, কিন্তু এই ঘোড়াগুলোর আরও বিশ্রামের দরকার।

'এই সারগুলো কী করব, ম্যাম?'

ওয়াট এসে দাঁড়িয়েছে টিরেসার পাশে। হাতে ওর চেয়ে লম্বা হাতলওয়ালা একটা বেলচা।

'ওগুলো আপাতত বার্নের পিছনে নিয়ে রাখ। পরে হয়তো বাগান করার জন্য আমি এর কিছু অংশ ব্যবহার করতে পারি।'

সে মেয়েটার দিকে তাকাল। 'একটা বাগান?'

'হ্যাঁ, ওয়াট। আমাদের এখানে অনেক মানুষ খাওয়াতে হবে, তা হলে নিজেদের সব্জি বাগান করতে দোষ কোথায়? অন্তত চেষ্টা তো করতে পারি?'

টেড বুন টিরেসার দিকে এগিয়ে এল। 'আমি ছেলেটাকে সাহায্য করতে পারি,' প্রস্তাব দিল সে।

'মিস্টার বুন?' আমাদের কি আরও ঘোড়া প্রয়োজন নয়? ওই দলটাই গত বিকেলে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছিল। হয়তো ওরা আজ আর একটা স্টেজ নিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস ওদের আরও বিশ্রাম দরকার ছিল। ওদের একটা যদি পথে কোন চোট পেয়ে থাকে তবে ঝামেলা হবে না?'

ওর কথা শুনে হাসল বুন, কিন্তু করালের দিকে চেয়ে সে চিন্তিত হলো। 'হ্যাঁ, এখানে আরও ঘোড়া থাকা দরকার, ম্যাম। তবে আমার ঘোড়াটা নিশ্চয় এখানে হাজির হয়ে গেছে।'

কথা থামাল টেড, টিরেসা দেখল এখন আর সেই আগের হাসিটা ওর মুখে নেই। 'এটার ভার তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও, ম্যাম। কিন্তু তোমার কথাই ঠিক, আমারটা ছাড়াও এখানে অন্তত আর ছয়টা ঘোড়া থাকা উচিত। নিকি অনেক খারাপ কাজ করেছে, কিন্তু সেই সাথে সে যে একজন ঘোড়া চোর, এটা আমার জানা ছিল না।'

'কারও বিরুদ্ধে এটা একটা সিরিয়াস অভিযোগ।'

'তা ঠিক, কিন্তু এদেশে কেউ কারও ঘোড়া চুরি করলে আসল মালিককে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়ারই সামিল। এদেশে আমরা ঘোড়া চোরকে মোটেও ভাল চোখে দেখি না।'

'কিন্তু আইন–'

'ম্যাম, আইনকে আমি শ্রদ্ধা করি। ওটা আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু এখানে নিজেকে নিজেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হয়। আইনের প্রতিনিধি একশো মাইলের মধ্যে একজনও নেই। ঘটনা ঘটে যাওয়ার অনেক পরে ওদের কাজে নামার সুযোগ ঘটে। ঘোড়া চুরি করতে গিয়ে কেউ মারা পড়লে, তারা ট্র্যাক করে অপরাধীদের ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষ মারা যাওয়ার পর আসামীর শাস্তি হলো কিনা, তাতে তার কী আসে যায়? সে তো মৃত। মনে হয় যেন দেশে কোন আইনই নেই। আমার ঘোড়া কেউ চুরি করলে সে নরকে যাওয়ার টিকিট কিনবে।'

কপাল কুঁচকে চিন্তা করছে টিরেসা। 'মিস্টার বুন, তোমার কি মনে হয় স্টাড পেলির ঘোড়া চুরি করার সাহস পাবে নিক?'

'তাকে সাবধান হতে হবে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সে কাজ সারবে, ওকে সহজে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যাবে না। ঝুঁকি নিয়ে কোন কাজে হাত দেয় না ও।'

কাঁধ ঝাঁকাল টিরেসা। 'আচ্ছা, মনে করো ঝুঁকি না নিয়েই ঘোড়াগুলো চুরি করতে চায়–তা হলে সে কী করবে? ছয়টা ঘোড়া চুরি গেছে, তোমারটা নিয়ে সাতটা। তুমি বলেছ নিকি বোকা নয়, তা হলে ঘোড়াগুলো কোথায়?'

হ্যাটটা একটু পিছন দিকে ঠেলে দিল বুন। 'আমার ধারণা ওগুলো কাছেই কোথাও রেখেছে সে–দরকার হলে যেন ওগুলো হাজির করতে পারে। তারপর

অপেক্ষা করে দেখতে চাইবে যে কী ঘটে।'

উপত্যকার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকাল বুন। তারপর বলল, 'এদিকটা প্রায় খোলামেলা এলাকা। তবে আমার ধারণা "স্ট্রীমবোট রক"–এই ওদের নিয়ে গেছে। ওটা বেশ কিছুটা দূরে।'

'ওগুলোর কি কোন ট্র্যাক থাকবে না?'

একটু ইতস্তত করল বুন। 'থাকতে পারে, কারণ ইদানীং বিশেষ বৃষ্টি হয়নি।'

'তুমি কি ভাল ট্র্যাক করতে পারো, মিস্টার বুন? শুনেছি তুমি নাকি আর্মির জন্যেও কিছু ট্র্যাকিঙ করেছ?'

'এক মিনিট। তুমি কীসের কথা ভাবছ?'

'আমি ওই ঘোড়াগুলোকে ফেরত আনতে চাই, মিস্টার বুন। আমি এই স্টেশনের চার্জে আছি, সুতরাং এটা আমারই দায়িত্ব।'

'ম্যাম, তোমার মাথায় দোষ আছে! ওইসব পাহাড়ে তোমাকে একা পেলে নিকি তোমাকে কবুতরের মত গুলি করে মারবে। তুমি কোন চিন্তা কোরো না–এই কাজের ভারটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও।'

কথার কোন জবাব না দিয়ে টিরেসা ঘুরে স্টেজ বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ঢুকে এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে; আগামী স্টেজটার প্যাসেঞ্জারদের জন্য খাবার তৈরি করায় নোরাকে সাহায্য করার কাজে মন দিল।

'নোরা? আমি জানি না পরের স্টেজে কে আসছে, কিন্তু আমার ইচ্ছা ওরা এই স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার সময়ে আমাদের খাবারের প্রশংসা করতে করতে যাক।' নোরার দিকে চাইল সে। 'তুমি কি জীবনের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে?'

'আমি আইরিশ, মাম। সারা জীবন যুদ্ধ করেই আমরা বড় হয়েছি।'

'ঠিক আছে, তুমি আর আমি দুজনেই আমাদের চাকরি রক্ষা করার জন্যে যুদ্ধ করছি–আমাদের জিততেই হবে।'

স্টেজটা যখন থেমে দাঁড়াল তখন টেবিলে ওদের সবার জন্য খাবার তৈরি। গরম খাবার। সাপ্লাই না থাকার দরুন বাছার বেশি সুযোগ না থাকলেও–হ্যাম, বীন, আর দুটো আপেলের পাই রয়েছে টেবিলে। ওগুলো শুকনো আপেল থেকে তৈরি।

ইন্ডিয়ানদের সাথে ব্যবসা করার জন্য রাখা কিছু কাপড় ওখানে ছিল–টিরেসা ওটারই একটা অংশ কেটে টেবিল-ক্লথ বানিয়েছে। রঙটা উজ্জ্বল লাল, কিন্তু আকর্ষণীয়।

ছয়জন যাত্রী ছিল স্টেজে। একজন মহিলা, এবং বাকি সবার মধ্যে একজন আর্মি অফিসার, আর বাকি সবাই সিভিলিয়ন। ওরা সবাই আপাতত ফোর্ট লারামিতে যাচ্ছে।

একজন শহুরে মানুষ, লম্বা, আর গম্ভীর চেহারা–লোকটার কিছু কাঁচা দাড়িও রয়েছে। লোকটা যাওয়ার আগে, হ্যাট হাতে নিয়ে একটু ইতস্তত করল। সে বলল, 'ধন্যবাদ, ম্যাম, স্টেজ লাইনে এখানে সবথেকে ভাল খাবার খেলাম আমি।'

'ধন্যবাদ, স্যার। সামনের সপ্তাহে ফিরে এলে, আমরা তখন নতুন সাপ্লাই আনার সুযোগ পাব। হয়তো খাবারে আরও বৈচিত্র্য, আর স্বাদ আমরা তখন দিতে পারব।'

'আমি তাই করব, ম্যাম। সত্যিই তাই করব,' হেসে বলল সে।

স্টেজটা চলে যাওয়ার পর টিরেসা নিজের অ্যাপ্রন খুলে রেখে বলল, 'নোরা, এখন থেকে তুমিই ইনচার্জ; আমি ঘণ্টা কয়েকের জন্য বাইরে যাচ্ছি।'

'কয়েক ঘণ্টা?'

'হ্যাঁ, নোরা। আমার একটা কাজ পড়ে আছে। আমাদের কিছু ঘোড়া খোয়া গেছে–ওগুলোকে আমার ফিরিয়ে আনতে হবে।'

'কী–?'

ওয়াট নোরার কথায় বাধা দিল। 'ম্যাম, আমি এদিকেই বড় হয়েছি। গরু আর চোরাই বাছুর ঠিকই ট্র্যাক করতে পারব। আমি হাঁটতে শেখার আগেই ওই কাজ শিখেছি। তা ছাড়া আমার মনে হয় আমি জানি ওগুলোকে কোথায় রাখা হয়েছে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সে। 'ঠিক আছে, তোমার ঘোড়া নিয়ে এসো–আরে, আমি ভুলেই গেছিলাম! তোমার কোন ঘোড়া নেই, আমারও নেই। আছে কেবল স্টেজ চালাবার ওই ক্লান্ত ছয়টা ঘোড়া।'

'তুমি কি মাইল দুয়েক হাঁটতে পারবে?' প্রশ্ন করল ওয়াট। জায়গাটা এরচেয়ে দূরে হবে না।'

'ঠিক আছে ওয়াট। চল, রওনা হই।'

একটু ইতস্তত করল ওয়াট। 'ওখানে কেউ থাকতে পারে–তাই আমাদের ওখানে যেতে হলে অস্ত্র নিয়ে যাওয়া দরকার।'

'আমি রাইফেলটা সাথে নিচ্ছি।'

'না, ম্যাম। ওখানে একটা শটগান রয়েছে। ওটা এক্সপ্রেস মেসেঞ্জারের বাড়তি একটা অস্ত্র। আমি নিজের চোখে দেখেছি। ওটার জন্যে কিছু গুলিও আছে। একটা রাইফেল নিয়ে গেলে ওরা তোমাকে পাত্তাই দেবে না। কিন্তু কাছে পৌঁছতে পারলে ওরা শটগানের দাম ঠিকই দেবে। তোমাদের কথাও শুনবে।'

এক মুহূর্ত থমকাল সে। হয়তো সে ভুল করছে, তার গাইড হচ্ছে একটা ছোট্ট বাচ্চা। ওকে নিয়ে ঘোড়া উদ্ধার করতে যাওয়া কি তার ঠিক হচ্ছে? যাহোক এটা কোন বড় প্রশ্ন নয়। কিন্তু তাই কী?

একটু ইতস্তত করছে টিরেসা। সে কি বোকামি করছে? হয়তো বুনের কথাই ঠিক ছিল। সে ঘোড়াগুলো আনতে যাচ্ছে, সাহায্য করবে একটা ছোট বাচ্চা। যা-ই হোক–

টিরেসার চোয়ালের পেশী শক্ত হলো। সে যাবে। একজন পুরুষ যদি এটা করতে পারে তবে সে কেন পারবে না?

ওয়াট পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সরু একটা ধুলোময় পথ দিয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলল সে। গাছের তলা দিয়ে এগোল ওরা। প্রায় এক মাইল পথ যাওয়ার পর ওয়াট আবার টিরেসার পাশাপাশি এসে নিচু স্বরে বলল, 'এখন থেকে আমাকে কিছু বলতে হলে ফিসফিস করে বলতে হবে। জোরে কথা বললে ওরা শুনতে পাবে।'

'ওদিকে কী আছে, ওয়াট? তুমি জানো?'

'হ্যাঁ, ম্যাম। ওদিকে কেবল একটা ছোট্ট করাল আছে। গাছের তলায়।

ওখানে প্রায়ই চোরাই ঘোড়া রাখা হয়। পানিও আছে।'

চারদিক নিস্তব্ধ। একটা মাছি প্রায় টিরেসার গাল ছুঁয়ে উড়ে গেল। ওর গাল বেয়ে এক ফোঁটা ঘাম গড়াচ্ছে–টের পাচ্ছে। ওটা মুছে ফেলে সে শটগানটাকে বাগিয়ে ধরল। গানটা ভারি–যতটা ভেবেছিল, তারচেয়েও বেশি ওজন।

থেমে, আঙুল তুলে ওয়াট নির্দেশ করল। ওদের দেখতে পেল টিরেসা। অন্তত নয়টা ঘোড়া দেখা যাচ্ছে ছোট্ট করালে। একটা ছোট দড়ির করালের ভিতর ওদের রাখা হয়েছে। ওপাশে গাছের তলায় একজন কম্বল মুড়ে ঘুমাচ্ছে। কাছেই কিছু ছাই আর আগুনে চাপানো একটা কফি পট দেখা যাচ্ছে। টিরেসা এগোতে যাচ্ছে, এই সময়ে ওয়াট হাত তুলে ওকে থামার ইঙ্গিত দিল।

আর একজন লোক গাছ থেকে নেমে বিছানার কাছে গিয়ে নিজের গানবেল্টটা তুলে নেওয়ার জন্য ঝুঁকল। দ্রুত এগিয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল টিরেসা। 'থামো, ওটা ধরতে চেষ্টা কোরো না!'

চমকে পিছন ফিরে তাকাল সে। কেবল একটা মেয়ে আর একজন ছোট বাচ্চাকে দেখতে পেল লোকটা। সে ডাকল, 'রব?'

'বিরক্ত কোরো না। আমি ঘুমাচ্ছি।'

'রব, কারা যেন এসেছে!'

লোকটা বিছানার উপর উঠে বসল। 'অ্যাঁ? কী–' আবার ভাল করে চেয়ে দেখল সে। 'আরে! এটা তো সেই স্টেজ-স্টেশনের মেয়েটা–নিকীকে চাবুক পেটা করেছিল!'

'ঠিকই ধরেছ, জেন্টলমেন। আমি স্টেজ কোম্পানির ঘোড়াগুলো ফিরিয়ে নিতে এসেছি। আর, ওই স্যাডল হর্সটাও আমি নিয়ে যাব। ওটা টেড বুনের ঘোড়া।'

'কার ঘোড়া?' বিছানায় বসা লোকটা দ্রুত উঠে দাঁড়াল। 'পাইক! তুমি আমাকে জানাওনি ওটা টেড বুনের!'

'তাতে কী হয়েছে? বুন কোন ছার?'

'সে যদি জানতে পারে আমরা ওর ঘোড়া নিয়েছি, তা হলে শিগ্‌গিরই তুমি টের পাবে ও কে।' এতক্ষণে টিরেসা আরও এগিয়ে গেছে। পাইক আর রবকে কাভার করে শটগান ধরে আছে সে।

'লেডি,' লোকটা কিছু বলতে যাচ্ছিল।

কিন্তু বাধা দিয়ে টিরেসা বলল, 'আর কোন কথা নয়, পিছিয়ে গিয়ে বসে থাকো। পাইক, তুমিও।'

'শোন, ম্যাম,' বলতে শুরু করল পাইক। 'আমি–'

'তুমি শোন, পাইক, আমার হাতে এক্সপ্রেস কোচের একটা শটগান রয়েছে। এবং এটা লোডেড। আর আমি খুব নার্ভাস মানুষ, একটু ভয় পেলেই ট্রিগার টিপে দিতে পারি। শুটিঙে আমার হাত খারাপ নয়, ছেলেবেলায় অনেক হাঁস আমি রাইফেল দিয়ে শিকার করেছি। ওদের তুলনায় তোমরা অনেক বড় টার্গেট। তা ছাড়া শটগান দিয়ে তোমাদের শেষ করা আমার পক্ষে মোটেও কঠিন হবে না। এর ব্যবহারও আমার ভালই জানা আছে। তবে, ভয় না পেলে, বা দরকার না হলে আমি তোমাদের গুলি করে মারতে চাই না।'

মাথা হেলিয়ে সে ওয়াটকে নির্দেশ দিল, 'আমাদের ঘোড়াগুলো নিয়ে এসো ওয়াট।'

'আস্পর্ধা!' পাইক এক পা আগে বাড়ল। শটগান কক করার শব্দটা পরিষ্কার শোনা গেল। থমকে দাঁড়িয়ে পিছিয়ে গিয়ে বসে পড়ল সে।

'দোহাই, পাইক!' উৎকণ্ঠার সাথে বলল রব। 'মেয়েটা সত্যিই গুলি করবে–মিথ্যা হুমকি দেয়নি।'

স্টেজ কোচের একটা ঘোড়ার ঝুঁটি ধরে ওর পিঠে চেপে বসল ওয়াট। বাকিগুলোকে সে সমর্থ আর বয়স্ক পুরুষের মতই একে একে ল্যাসোর ফাঁসে আটকে দড়ি দিয়ে বাঁধল।

'বাছা,' চিৎকার করে উঠল পাইক, 'ভাল চাও তো ওদের ছেড়ে দাও, নইলে তোমার চামড়া আমি তুলে নেব।'

'তার আগে তোমাকে আমার নাগাল পেতে হবে!' চেঁচিয়ে পাল্টা জবাব দিল ওয়াট। 'ম্যাম! ওদের জন্যে অন্তত একটা ব্যারেল খালি কর!'

'এবারের মত ছেড়ে দিচ্ছি।' মেয়েটার কণ্ঠস্বর শান্ত। 'কিন্তু চেরোকী স্টেশনের আশপাশে তোমাদের কাউকে আমি দেখতে চাই না,' ঠাণ্ডা স্বরেই বলল সে। এত শক্ত আর শান্ত কীভাবে রইল উপলব্ধি করে টিরেসার নিজেরই অবাক লাগছে। 'আমি আবার মানুষ খুন করতে চাই না।'

গাছের আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত শটগান দিয়ে ওদের কাভারে রাখল টিরেসা। ঘোরার পর সে পিছন থেকে উত্তেজিত কণ্ঠে রবের মন্তব্য শুনতে পেল। 'শুনেছ কী বলল? আবার মানুষ মারতে সে চায় না!'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নীচের দিকে চাইল ওয়াট। 'কাকে মেরেছ তুমি, ম্যাম। তোমার প্ল্যানটেশন যারা ধ্বংস করেছে, তাদের কাউকে?'

'কাউকেই আমি মারিনি, ওয়াট, "আবার" কথাটা আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।'

'ওদের জন্যে কথাটা উপযুক্ত হয়েছে–ভয় পেয়েছে ওরা।' শব্দ তুলে হেসে উঠল ওয়াট। 'নিকি ওয়ালটনের কথাটা শুনে অবস্থা কী হয় দেখতে পারলে হত!'

চার

টিরেসার স্পষ্ট মনে আছে তার বাবা কী বলেছিল। 'গতকাল কী ঘটেছে তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। প্রত্যেকটা দিন নতুন করে শুরু করতে হয়।'

ছোটকাল থেকেই সে এটা অভ্যাস করেছে। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সে তাই আগামী দিনে কী কী অবশ্য করণীয় তা নিয়ে কিছুটা চিন্তা করে।

ওয়াট তার ডবল সাইজের পুরুষের কাজ একাই করছে। এর মধ্যেই আস্তাবলটা পরিষ্কার করে ফেলেছে সে। টিরেসা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওর কাজ দেখেছে। কাজ শেষ হলে সে বলল, 'ওয়াট, তুমি আমার সাথে স্টেশনে এসো।'

স্টেশনে ঢুকে সে বলল, 'নোরা? এক টুকরো আপেল পাই ছিল। ওটা কি এখনও আছে?'

'হ্যাঁ, মাম।'

'ওটা ওয়াটকে দাও। ছেলেটা পুরস্কার পাওয়ার মত একটা কাজ করেছে।'

স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার সময়ে সে থেমে ওয়াটের দিকে ফিরে তাকাল। 'আচ্ছা, তুমি কি ছুরি দিয়ে চাঁছার কাজ কিছু জানো?'

'ছুরির কাজ? ম্যাম, যারই জ্যাকনাইফ্ আছে, সে-ই ওটার ব্যবহার জানতে বাধ্য। মায়ের পেট থেকে পড়েই আমি ওই কাজ করে আসছি।'

'ঠিক আছে, তা হলে তোমার অবসর সময়ে তোমাকে আমি একফুট লম্বা, আর এক ইঞ্চি চওড়া, পেগ তৈরি করতে অনুরোধ করব।'

'কয়টা?'

'মনে হয় দুই ডজন হলেই আমাদের চলবে।' ওর অবাক দৃষ্টি দেখে সে আবার বলল, 'আমি ঘোড়ার সাজ ঝোলাবার জন্যে কিছু খুঁটি দেয়ালে গাঁথতে চাই।'

'ঠিক আছে, ম্যাম। আমি বানিয়ে দেব।' আবার টেবিলের উপর পাই খাওয়ার দিকে নজর দিল সে।

নোয়া স্টেসি যখন তার স্টেজ লাপোর্ট স্টেশনের সামনে থামাল। দেখল মাইকেল থর্প ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

'নোয়া? এ-কী শুনছি? একটা মেয়ে নাকি চেরোকী স্টেজ-স্টেশন চালাচ্ছে?' ওর চোখে একটু বিদ্রূপের আভাস। 'স্টেশন কে চালাচ্ছে?'

স্টেসির চেহারা নির্বিকার। কেবল চোখে সামান্য কৌতুক। 'তুমি টি.ও. জেমসকে কাজে নিয়েছ। ওটাই মেয়েটার নাম।'

'একজন মহিলা? চেরোকীতে?'

'নিকিকে বরখাস্ত করেছে সে,' বলল নোয়া। 'নিকি যেতে অস্বীকার করায় ওকে সে চাবুক পেটা করে তাড়িয়েছে!'

'নিকিকে? আমি বিশ্বাস করি না!'

'অবিশ্বাস্য হলেও মহিলা আমার হাত থেকেই চাবুক ছিনিয়ে নিয়ে কাজটা করেছে। শুধু তাই নয়, কেউ–আমি বলছি না নিকি–স্টেজের ছয়টা ঘোড়া আর টেড বুনের গেল্ডিঙ চুরি করেছিল। মেয়েটা দু'মাইল পথ পায়ে হেঁটে গিয়ে ওগুলো ফিরিয়ে এনেছে। ওর হাতে ছিল একটা এক্সপ্রেস শটগান। ওয়াটের কাছে শুনলাম লোকগুলো মহিলার সাথে তর্ক করারও সাহস পায়নি।'

'ওয়াট কে!'

'দশ-এগারো বছর বয়সের একটা ছেলে। মহিলা ওকে কাজে নিয়োগ করেছে–একজন আইরিশ মেয়েকেও সে রান্নার কাজে সাহায্য করার জন্যে রেখেছে।'

'ওই ব্যাপারে আমাদের দেখতে হবে। কাজে নিয়োগ করার অনুমতি আমি কাউকে দিইনি। আর, একটা মেয়ে? চেরোকীতে?'

'মিস্টার থর্প, তোমার জায়গায় থাকলে আমি মাথা ঠাণ্ডা রেখেই ওখানে

যেতাম। গরম হয়ে কথা বললে হয়তো তুমি ওকে হারাবে।'

'তুমি যখন ক্যানসাস সিটিতে যাও ওই সময়ে মেয়েটা চার্জ নেয়। এবং এই দুই সপ্তাহের মধ্যে সে স্টেশনের চেহারাই বদলে ফেলেছে। ওখানে গিয়ে নিজের চোখে সবকিছু ভাল করে দেখে তারপর দরকার হলে ব্যবস্থা নিও।'

আপন মনেই বিড়বিড় করে একটা গাল দিল থর্প। চিন্তা করছে সে। নোয়া স্টেসি বিশেষ কঠিন একটা চরিত্র এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সে স্টেজ লাইনের সবথেকে ভাল ড্রাইভারও বটে। এবং লোকটা বোকা নয়।

নিকি ওয়ালটনকে বরখাস্ত করেছে? অসম্ভব! তবু স্টেজ-স্টেশন চালানো, সে যত শক্তই হোক না কেন, কোন মেয়ের কাজ নয়।

চোরাই ঘোড়া ফিরিয়ে এনেছে? নিকি যে একটা চোর তা সবাই জানে, কিন্তু সেটা বলার সাহস সহজে কারও হবে না সম্ভবত নিকির সাথে সাট করেই ওই লোক দুটো ঘোড়া চুরি করেছিল।

অফিসের সামনে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল থর্প। টেড বুনের ঘোড়াও উদ্ধার করেছে মেয়েটা। বুন ওখানে কী করছে?

টেডকে থর্প চেনে—কিন্তু তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। লোকটা একাই ঘুরতে ঘুরতে এদেশে এসেছে। সম্ভবত সে টেক্সাসের মানুষ। তবে পশ্চিমের অনেকের মত তার অতীত সম্পর্কে সে কখনও কথা বলে না। ফাঁদ পেতে শিকার, প্রসপেক্ট করা, বুনো ঘোড়া ধরে পোষ মানানো, এমনকী অন্য স্টেজ লাইনে শটগান গার্ডের কাজও বুন করেছে। শোনা যায় পিস্তলে নাকি ওর হাত চালু।

কিন্তু চেরোকী স্টেশনে সে কী করছে?

স্টেজ-স্টেশন থেকে নোয়া স্টেসি বেরিয়ে এলে থর্প ওকে ডাকল। 'নোয়া? বুন চেরোকীতে কী করছে? সে কি ওয়ালটনের সাথে জড়িত?'

'আমার কাছে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো বলেই মনে হয়েছে। মিসেস জেমস যে স্টেজে আসে, সেও ওই স্টেজেই ছিল। চুপচাপ বসেছিল সে।

'টেড বুন একপাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটার নিকিকে স্যাক করা দেখেছে। নীরবে দাঁড়িয়ে শুধু চেয়ে থাকলেও আমার ধারণা সাহায্যের দরকার হলে সে দ্রুত এগিয়ে আসত।' সশব্দে হাসল স্টেসি। 'কিন্তু মেয়েটার কোন সাহায্যের দরকার পড়েনি। একটুও না।'

'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না, নোয়া। তোমার কি মনে হয় ওদের মধ্যে আগে থেকে কোন যোগসাজশ ছিল?'

সরু সিগার বের করে দাঁত দিয়ে ওটার একটা প্রান্ত কাটল নোয়া। 'আমার মতে এসব দুশ্চিন্তা না করে তোমার ওখানে গিয়ে নিজের চোখে সব দেখে আসাই ভাল। কোন সাধারণ মেয়ে-মানুষ নয় ও। সে একজন মহিলা।'

নাক টেনে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল থর্প। কী ঝামেলা! ওয়ালটনের বিদায় হওয়ায় সে খুশিই হয়েছে, কিন্তু একজন মহিলা? তাও আবার চেরোকীর মত জায়গায়?

রাস্তার মোড়ে পৌঁছে একটু থামল থর্প। ওখানে দাঁড়ানো একটা বিশাল লোক ওর দিকে ফিরল। লোকটার শার্টে একটা ব্যাজ রয়েছে। 'হাওডি, মাইকেল! শুনছি

তুমি নাকি চেরোকী স্টেশন চালানোর জন্যে একজন মহিলাকে নিয়োগ করেছ?'

'বেশিদিন থাকবে না সে। ওটা মেয়েদের উপযুক্ত কোন জায়গা নয়। সে যত শক্ত মেয়েই হোক।' একটু থামল থর্প। 'মার্শাল? উইলবার স্টোন আউটফিট সম্পর্কে নতুন কিছু তুমি শুনেছ?'

রাস্তা ধরে যে আরোহী আসছে তার দিকে মার্শালের নজর। জবাব দিতে সে কিছুটা সময় নিল। 'না, নতুন কোন কথা আমার কানে আসেনি।' থর্পের দিকে চোখ ফেরাল সে। 'কিন্তু তুমি যদি মূল্যবান কিছু স্টেজে পাঠাতে চাও, তবে সতর্ক থেক। ওরা আশেপাশেই আছে। পাহাড়ের মধ্যে কোথাও আস্তানা গেড়েছে।'

'টোনি স্কটের কী খবর?'

'সেলুনে কিছু লোক বলাবলি করছিল লোকটা মারা গেছে। উইলবার স্টোন তাকে গুলি করে মেরেছে।'

'উল্টোটা হলেই আমি খুশি হতাম। বদ লোকের ভিড়ে সে-ই ছিল সবথেকে ভাল।'

'কিন্তু লোকটা নিজের ইচ্ছে মত চরতে ভালবাসত। আর স্টোন চায় তার চারপাশে যারা আছে, সবাই তাকে মেনে চলবে। কারও নিজস্ব চিন্তাধারা থাকুক এটা সে পছন্দ করে না।'

'তুমি জান ওদের আস্তানা কোথায়?'

'জানি না, আর তা খুঁজে বের করার চেষ্টাও আমি করছি না। এদিকে লাপোর্ট শহর, আর এখান থেকে ডেনভার, এটুকু সামলাতেই আমি ঘেমে উঠছি। এর উত্তরে কী ঘটে···আমার ধারণা, নিকি ওয়ালটন আর স্টোনের মধ্যে যোগাযোগ আছে।

আমি নিকির উপর এই কারণে নজরও রেখেছিলাম। কিন্তু তোমার ওই মহিলা স্টেজ ইনচার্জ ওকে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে বের করে দেয়ায় সেই সুযোগ আর থাকল না।'

'নিকি আর উইলবার? এই সিদ্ধান্তে তুমি কীভাবে পৌঁছলে?'

'উইলবার ফোর্ট গ্রিফিনের কাছেই ছিল, তখন নিকি ওখানে টাউটদের জন্যে একটা সেলুন চালাত। উইলবার ওখানে প্রায়ই তাস খেলতে যেত।'

স্বপ্ন দেখা বা অতীতকে স্মরণ করার মত কোন সময়ই টিরেসার নেই। কেবল রাতের বেলা শুয়ে অতীত দিনের কথা সে চিন্তা করতে পারে। কিন্তু এখন ওর কাছে সেটা কেবল স্মৃতিই–যেন ওসব কখনও ঘটেইনি। বিশাল সাদা বাড়ি আর বিরাট সবুজ মাঠ, এবং কর্মচারীদের নিয়ে বাবার প্ল্যানটেশন দেখতে যাওয়া, সবই অলীক।

সব শেষ হয়ে গেছে, আছে কেবল জমিটা। বাড়ি, বার্ন আর বেড়া তার নিজেকেই তৈরি করতে হবে। আগের মত সুন্দর হবে না বটে, কারণ তার কাছে এত টাকা নেই, কিন্তু সে আবার সব নতুন করে শুরু করবে।

কিন্তু এসব ভবিষ্যতের কথা। হয়তো ততদিনে টুইনি যুবতী হয়ে উঠবে। তারও বয়স বাড়বে।

'একদিন,' ওকে বলেছিল তার বাবা, 'এসব তোমারই হবে। এগুলোর কীভাবে দেখাশোনা করতে হয় সেটা তোমার শিখে নিতে হবে। তুমি কোন

ফোরম্যান বা সুপারভাইজার নিয়োগ করলেও কাউকে বিশ্বাস কোরো না। কোথায় কী ঘটছে তা তোমাকে জানতে হবে। তুমি ওদের হুকুম দেবে, এবং নিজে চেক করে দেখবে ওটা ঠিকমত পালন করা হলো কি না।'

পুরোনো দিনগুলো অনেক দূরে হলেও শিক্ষাটা তার মনে গেঁথে রয়েছে। কিন্তু এখানেও তার একই সমস্যা–তবে এখানে সমস্যা আরও বেশি, কারণ পশ্চিমের লোক কোন মহিলার কাছ থেকে আদেশ নিতে পছন্দ করে না।

তার প্রতিটি পেশী ব্যথা করছে। নোরার সাথে কাজ করে আজ সে প্লেট আর কাপড় ধুয়েছে, ঝাঁট দিয়েছে, ঘর মুছেছে আর ধুলো ঝেড়েছে। কী কী সাপ্লাই তার প্রয়োজন তার একটা তালিকাও তৈরি করেছে।

তবে একটা ভাল কাজ আজ শেষ হয়েছে। যেখানে তার থাকার কথা সেটা ঝেড়ে মুছে ওখানেই বিছানা পেতেছে সে। শেলফের উপর তার যা কিছু বই আছে সেগুলো সাজিয়ে, উপরে স্বামীর ছবিটা রেখেছে।

স্টেজ পৌঁছানোর অল্প আগে, টেবিলে খাবার বাড়ার সময়ে হঠাৎ টিরেসার একটা কথা মনে পড়ল।

'নোরা? আগে তুমি আমাকে জানাওনি যে তোমার কাছে একটা পিস্তল আছে!'

'না, মাম। প্রথমে বলিনি। মেয়েদের কাছে ওসব থাকা একটা নিন্দার কথা।'

'কিন্তু ওটা তোমার কাছে সবসময়েই ছিল?'

'হ্যাঁ, মাম, ওটা আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। তোমারও তাই করা উচিত। ওরা যদি জানে তোমার কাছে অস্ত্র আছে, তবে সেটা নিয়ে নেয়ার যথেষ্ট চেষ্টা করবে। ওরা জানার আগে দরকারের সময়ে তুমি যদি তা বের করতে পার, তবে তাতে আকাশ-পাতাল তফাৎ হবে।'

উপদেশটা ভাল। তারও একটা পিস্তল দরকার, যেটা সে সহজেই কাজে লাগাতে পারবে। এবং ওটা ছোট বলে অনায়াসেই হাতের কাছে লুকিয়ে রাখা সম্ভব। নিকি ওয়ালটনের চোখের দিকে চেয়ে সে কী দেখেছিল তা ওর স্পষ্ট মনে আছে। লোকটার চোখে ছিল নীচতা আর প্রতিহিংসা। সে এমন লোক, যে কোন কিছুতেই পিছ-পা হবে না। সে যে একটা মেয়ের হাতে ঘোড়ার চাবুক খেয়ে স্টেশন ছেড়েছে, এই গল্প এতদিনে নিশ্চয় ডেনভার থেকে লারামি ছড়িয়ে জুল্‌স্‌বার্গ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

প্যাসেঞ্জাররা স্টেজে ওঠার সময়ে নোয়া স্টেসি মেয়েটার পাশে থেমে দাঁড়াল। 'ম্যাম? মাইকেল থর্প হয়তো আগামী স্টেজেই এসে হাজির হবে। কিংবা তার পরের স্টেজে। কিন্তু সে আসবে, এটা ঠিক। তার ধারণা কোন মহিলার পক্ষে চেরোকীর মত স্টেশন চালানো সম্ভব নয়।'

'ধন্যবাদ, নোয়া। আমরা ওর জন্য প্রস্তুত।'

'তোমাকে হারাতে হলে আমি সত্যিই দুঃখ পাব, ম্যাম। সবাই বলাবলি করছে তোমার খাবার খুব ভাল। ডেলের এপাশে এমন চমৎকার খাবার আর কোথাও পাওয়া যায় না। আমি যা খেয়েছি তাতে আমিও ওদের সাথে একমত।' একটু থামল সে। 'ভার্জিনিয়ার এপারে ডেলের কাছে কিছু ইন্ডিয়ানকে আমি

দেখেছি, ম্যাম। বন্ধু-সুলভ বলেই মনে হলো, কিন্তু ইন্ডিয়ানদের কোন বিশ্বাস নেই। তুমি সাবধান থেকো। মনে রেখো, ইন্ডিয়ানরা সাহস ছাড়া আর কিছুকেই শ্রদ্ধা করে না। ওরা কেবল শক্তি আর সততাকেই বিশ্বাস করে।'

'আমি শুনেছি ওরা কথা দিলে তা ভাঙে না।'

'ম্যাম,' ধৈর্য সহকারে বলল সে, 'ইন্ডিয়ানরাও মানুষ। ওরা তোমার, আমার আর নিকি ওয়ালটনের মতই মানুষ। ওদের ভিতরেও খারাপ আর ভাল দুটোই রয়েছে। কেউ মাইকেল থর্পের মত ভাল, কেউবা নিকি ওয়ালটনের মতই খল। আমাদের সাদা কালো লোকের মধ্যে যেমন ঠগ আর দুর্বৃত্ত রয়েছে, ওদের মাঝেও ঠিক তেমনি আছে। কিন্তু কে যে কেমন তা বোঝার কোন উপায় নেই। এক এক করে সবাইকে তোমার বিচার করতে হবে।'

'ধন্যবাদ, নোয়া।'

ওখানে দাঁড়িয়েই সে স্টেজটাকে অদৃশ্য হতে দেখে স্টেশনের দিকে ফিরল। ওয়াট স্টেশনের দেয়ালের পাশে বেসিনে হাত ধুচ্ছে। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল টিরেসা।

'ওয়াট, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এখানে আমার যাই ঘটুক না কেন, তারপরেও তোমার জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা থাকবে, একজন পূর্ণ-বয়স্ক পুরুষও তোমার চেয়ে ভাল কাজ করতে পারত না।'

একটু লাল হয়ে সে অন্যদিকে ফিরল। 'ধন্যবাদ, ম্যাম, তবে এটা স্বীকার করতে হবে, স্টেশনটা নিকি ছেড়ে যাওয়ার পর খুব খারাপ অবস্থায় ছিল।'

'ওয়াট? তুমি কি স্কুলে গেছ কখনও?'

'না, ম্যাম। স্কুলে গেছি তা ঠিক বলা যায় না। তবে একবার আমরা কিছুদিন ধর্মপ্রচারক "ফাদার"-এর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনিই আমাকে পড়তে আর লিখতে শিখিয়েছেন। থমাস আমাকে মাঝে মাঝে বই এনে দিত। তিন-চারবারের বেশি ওর সাথে আমার দেখা হয়নি, কিন্তু প্রতিবারই সে আমার জন্যে একটা-দু'টো বই নিয়ে আসত। ওগুলো আমি পড়েছি।'

'কী ধরনের বই, ওয়াট?'

'একটার নাম ছিল আইভানহো, একটা বরিনসন ক্রুসো। ওই বই দুটো আমার খুব ভাল লেগেছে। পড়তে আমার অনেক সময় লেগেছে, এটা ঠিক, কিন্তু সত্যিই উপভোগ করেছি।'

'থমাস কে?'

খুশির ভাবটা ওর চেহারা থেকে মিলিয়ে গেল। 'এমনি একজন লোক, ওকে আমরা চিনতাম—ঘোড়ার পিঠে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত। মাঝেমধ্যে আমাদের ওখানে আসত।'

'তোমরা কি র‍্যাঞ্চে বাস করতে?'

'ওটাকে ঠিক র‍্যাঞ্চ বলা যায় না। বেশি গরু কেনার মত টাকা বাবার ছিল না। তার সাধ্য মত সে চেষ্টা করেছে।'

'কোথায় ছিল সেটা?'

'পাহাড়ের ধারে—ওটাই শেষ পাহাড়। আমরা দু'তিন জায়গায় থেকেছি।

একটা ক্যানসাসে কোথাও। ইন্ডিয়ানরা বাড়ি পুড়িয়ে আমাদের উচ্ছেদ করে। সব লুট করে নিয়ে যায়। বাবা একটা দোকানে কিছুদিন কাজ করে। ওই কাজ শেষ হলে উইচিটায় এক সেলুনে বারটেন্ডারের কাজ নেয়।'

'তোমরা তা হলে অনেক ঘুরেছ।'

'হ্যাঁ, ম্যাম। বাবা ঘুরে-ঘুরে অনেক চেষ্টা করেছে। নিজস্ব একটা জায়গা চেয়েছিল সে। কিন্তু পাওয়ার পরেও এতে তার কোন লাভ হয়নি।'

'সেটা কোথায়?'

'পাহাড়ের কিনারে, ম্যাম।' তোয়ালেতে হাত মুছল ওয়াট। 'তোমার আর কোন কাজ না থাকলে এখন আমি খেয়ে নিতে চাই।'

'হ্যাঁ, খেয়ে নাও।'

সম্মতি পেয়ে দ্রুত এগিয়ে স্টেজ-স্টেশনে ঢুকল সে। নিজের প্রতি একটু বিরক্তই হলো টিরেসা। ছেলেটা আইভানহো আর রবিনসন ক্রুসো পড়েছে, এ ছাড়া ওর সম্পর্কে আর কিছুই জানতে পারেনি সে।

পরে একসময়ে টিরেসা জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের বাসায় কি অনেক বই ছিল?'

'না, ম্যাম।' অপ্রতিভ লজ্জা নিয়ে আড়চোখে তাকাল ওয়াট। 'বাবা পড়তে শেখেনি।' তারপর কৈফিয়ত হিসাবেই সে বলল, 'তবে আমাদের বাসায় বিশাল একটা বাইবেল ছিল। বাবার কাছে শুনেছি, ওটা নাকি আমাদের পরিবারে একশো বছরেরও বেশি আছে।

'ওর পিছনে অনেক লেখাও ছিল। নাম, তারিখ, এইসব। বইটা বাবা কখনও হাতছাড়া করত না, বলত ওতে আমাদের পরিবারের সবার জন্ম-মৃত্যু লেখা আছে।'

'ওই বাইবেলটা তোমার রক্ষা করা উচিত, ওয়াট। সম্ভবত ওর পিছনে তোমার পরিবারের পরিচিতি লেখা আছে।'

'হ্যাঁ, ম্যাম।'

'এখন ওটা কোথায়?'

'ওদিকে, শেষ পাহাড়ের কোনায়–আমার বিশ্বাস।'

বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ পাওয়া গেল। টিরেসা বাইরে বেরিয়ে দেখল, টেড বুন আসছে।

'ম্যাম,' সাবধান করল সে। 'পরবর্তী স্টেজে আসছে মাইকেল থর্প! ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এখানে এসে পৌঁছবে!'

পাঁচ

এক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে রইল সে। এই মুহূর্তেরই ভয়ে সে কুঁকড়ে ছিল। থর্প এটা শুনেই চমকে গেছে, যে একজন মহিলা চেরোকী স্টেশন চালাচ্ছে। সে তৈরি

হয়েই এসেছে–মহিলাকে বরখাস্ত করে আর যেকোন পুরুষকে ওই পদে বসাতে সে রাজি।

'ম্যাম, আমরা ফাইটার, কিন্তু আবার ধোঁকা দিতেও জানি। সে একজন মহিলাকে দেখবে আশা করছে, ওকে তাই দেখিয়ে দাও।'

'তার মানে?' বুঝতে না পেরে নোরার দিকে চাইল সে।

'তুমি একজন সাধারণ মহিলা নও, মাম, তুমি রীতিমত ভদ্রমহিলা। এবং সুন্দরীও। সে আশা করছে একটা মেয়েকে দেখবে–ঈশ্বর জানেন কী রকম মেয়ে দেখবে বলে আশা করছে–কিন্তু তোমাকে নয়।

'জলদি যাও, জামা বদলে এসো! তোমার নীল পোশাকটা পরো–কোন পুরুষ ওটার আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারবে না! সে আশা করছে একটা সাধারণ মেয়ে; ওকে দেখিয়ে দাও তুমি তা নও। তুমি একজন ভদ্রমহিলা–অভিজাত মহিলা! ওই চমৎকার গাউনে তোমাকে দেখলে ওর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরোবে না, মাম!'

'আমরা যখন লড়তেই নেমেছি, আমি বলি, আমাদের সবথেকে উৎকৃষ্ট অস্ত্র নিয়েই নামা উচিত। আমার বুড়ো বাবা বলত, "ওদের এক মুহূর্তের জন্যেও সুস্থির হতে দিও না। ধাঁধিয়ে দিয়ে ওভাবেই রাখ।" এটা তোমার করতেই হবে, মাম। তুমি যেমন সুন্দরী মহিলা, সেই রূপটাই তোমাকে ধারণ করতে হবে। তোমাকে বরখাস্ত করার মত মনের জোরই সে পাবে না। ঘোর কাটার আগেই সে আবার স্টেজে চেপে বিদায় নেবে!'

কয়েক মুহূর্ত নোরার মুখের দিকে চেয়ে থাকল টিরেসা। নিশ্চয়! নোরা ঠিকই বলেছে–আসলেই ঠিক।

'ঠিক আছে! কিন্তু তোমারও তাই করতে হবে! তুমি বলেছিলে তোমার সুন্দর একটা কালো ড্রেস আর অ্যাপ্রন আছে। কিন্তু ওটার দরকার নেই, পরিচ্ছন্ন একটা জামা আর অ্যাপ্রন হলেই চলবে। জলদি কর! আর তুমিও টুইনি! আমাদের হাতে বেশি সময় নেই!'

নিজের কুটীরে, দৌড়ে পিছনের কামরায় গিয়ে টিরেসা জামা বদলে নিল। আয়নায় দেখল তার চুল একেবারে এলামেলো হয়ে আছে। তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়ে এক মুহূর্ত আয়নায় চেয়ে থাকল। তারপর হাতের ছোঁয়ায় এখানে-ওখানে ঠিক করে নিল।

ওর গাউনটা খুব সুন্দর। কপাল ভাল, মাত্র কয়েকদিন আগেই সে ওটা ইস্তিরি করিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল।

নিজের বাসা ছেড়ে স্টেশনে পৌঁছামাত্র ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল টিরেসা। ধুলো উড়িয়ে স্টেজটা এসে থামল–ক্লান্ত যাত্রীরা একেএকে নামছে।

বাইরে গিয়ে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে টিরেসা। যাত্রীরা সিঁড়ির দিকে রওনা হয়ে চোখ তুলে চেয়ে দাঁড়াল। 'সবাইকে আমি চেরোকী স্টেশনে স্বাগত জানাচ্ছি!' কমনীয় ভঙ্গিতে সে পথ ছেড়ে পাশে সরে দাঁড়াল। 'ভিতরে এসো, প্লীজ।'

অবাক চোখে চেয়ে একেএকে ওকে পেরিয়ে লাইন করে সবাই ভিতরে ঢুকল। এবং শেষ লোকটাকে দেখেই ওকে মাইকেল থর্প বলে চিনতে পারল টিরেসা।

লোকটা লম্বা, পেটা শরীর, দেখতে সুদর্শনই বলা যায়। স্টেজ থেকে নেমে মেয়েটার দিকে না চেয়েই ঘুরে স্টেজ ড্রাইভারের সাথে কথা বলল সে। এই সময়ে টেড বুন তাজা ঘোড়ার দলটাকে নিয়ে ওর পাশ দিয়েই ওখানে হাজির হলো। অবাক হয়ে থর্প ওকে দেখল। এবার চোখ তুলে টিরেসা ওলিভ জেমসকে দেখতে পেল সে।

থমকে দাঁড়াল থর্প, ওর মুখটা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে। দ্রুত একটা ঢোক গিলে মুখ বন্ধ করল। হতবুদ্ধি হয়ে এগোল লোকটা। সে আশা করেছিল পুরুষের মতই শক্তিশালী, বিশাল আর রণমুখী মেয়েমানুষ দেখতে পাবে। মাইনিঙ ক্যাম্পে প্রায়ই ওরকম মেয়ে দেখা যায়। কিন্তু তার বদলে থর্পের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক অপরূপা যুবতী মহিলা।

একটা লেডি, বলেছিল ওরা, এবং আসলেও দেখল তাই। কী বলবে তা মনেমনে সাবধানে গুছিয়ে রেখেছিল থর্প–কিন্তু সব ওলটপালট হয়ে গেল।

মেয়েটা সুন্দর, মিষ্টি, একটা হাসি দিল। 'মিস্টার মাইকেল থর্প, তাই না? চেরোকী স্টেশনে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি! দয়া করে ভিতরে এসো। নইলে তোমার খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'টুইনি, তুমি কি মিস্টার থর্পকে তার আসন দেখিয়ে দেবে? প্লীজ?'

টলমল পায়ে নিজের সিটে গিয়ে বসল মাইকেল থর্প। টেবিলটাকে সুন্দর একটা লাল "ক্যালিকো" কাপড়ে ঢাকা হয়েছে। একই কাপড় দিয়ে জানালাগুলোতে পর্দাও ঝুলানো হয়েছে। মেঝেটো ঝকঝকে পরিষ্কার–খাবারের সুগন্ধ থেকেই বোঝা যাচ্ছে ওগুলো সুস্বাদু। চারপাশে চেয়ে দেখল সে।

সেই আগের চেরোকী স্টেশনকে এখন চেনাই যাচ্ছে না। কেবল ফায়ারপ্লেস এবং স্টোভটাকে পরিচিত মনে হচ্ছে। জানালাগুলোও আগের জায়গাতেই আছে। কিন্তু ঘরটা···ওর বিশ্বাসই হচ্ছে না।

থর্পের মুখোমুখি বসে স্তূপ করা স্টেকের প্লেটটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল টিরেসা। 'এটা মোষের মাংস, এবং অনেকেই গরুর মাংসের চেয়ে এটা বেশি পছন্দ করে। হয়তো তুমি এর সাথে পরিচিত, মিস্টার থর্প?'

'আমি একজন মোষ শিকারী ছিলাম,' ব্যাখ্যা করল সে, 'কিন্তু এত সুস্বাদু মোষের স্টেক উপভোগ করার সৌভাগ্য এর আগে আর আমার হয়নি।'

'এটা চেরোকী স্টেশনের বিশেষত্ব, মিস্টার থর্প। এদেশেরই মাংস!'

মাইকেল থর্প একটু বিহবল বোধ করছে। একটু রাগও হচ্ছে ওর। তার মনে হচ্ছে যেন ঠকানো হলো, কিন্তু কোন্ কৌশলে তা সে ধরতে পারছে না। তার লাইনে বা অন্য কোন স্টেজ লাইনেও এমন খাবার পাওয়া যায় না, আর ইন্দ্রজালে মুগ্ধ করা এমন সুন্দরী স্টেশন ম্যানেজারও নেই। এমন কিছু সে মোটেও আশা করেনি, এবং এখন সে বুঝে উঠতে পারছে না কী করবে।

'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, মিস–?' চিকন লোকটার মুখে দাড়ি রয়েছে।

'মিসেস জেমস, স্যার। অনুতাপের সাথে বলতে হচ্ছে আমি বিধবা।'

'আমি যা বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে, কোন স্টেজ লাইনেই আমি এত চমৎকার খাবার খাইনি। এত সুন্দরভাবে গুছানো স্টেজ-স্টেশনও কোথাও

দেখিনি। এখানে কয়েকটা রাত বিশ্রাম নিয়ে কাটাতে আমার ইচ্ছা করছে।'

'আমাদের এখানে ওই সার্ভিস নেই, স্যার, কিন্তু আশা করি একদিন হবে। যখন হয়, আশা করি তুমি এই পথে আবার আসবে।

স্টেজ ড্রাইভার দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল। 'আর পাঁচ মিনিট পরেই আমরা রওনা হচ্ছি!' এবার সে থর্পের দিকে ফিরল। 'তুমি কি আমাদের সাথেই···'

'আমি পরের কোচে যাব। এখানে আমার কিছু কাজ আছে।' লোকটা তাড়াহুড়া করে টেবিল ছেড়ে উঠে বেরিয়ে গেল।

ড্রাইভার কোচের ছাদে ড্রাইভিঙ সিটে উঠে বসতে যাচ্ছিল। থর্পকে বেরিয়ে আসতে দেখে সে মন্তব্য করল, 'মহিলা দেখতে দারুণ, তাই না, বস্?'

'দেখতে সুন্দর, কিন্তু এই বিপজ্জনক স্টেশন সে চালাতে পারবে কিনা সেটা আমার দেখতে হবে।'

'ওর বার্নটা দেখলেই তুমি বুঝবে। পুবের যে কোন সুন্দর গোছালো বার্নের মতই সে ওটা বদলে নিয়েছে। যা কিছু দরকার সব ওখানে হাতের কাছেই রয়েছে। মনে হয় কিছুই তার অজানা নেই।'

কোমরে হাত রেখে স্টেজটাকে অদৃশ্য হতে দেখল থর্প। তারপর আস্তাবলের দিকে এগোল সে।

দেখল, দেয়াল থেকে অনেকগুলো কাঠের পেগ বেরিয়ে আছে। বাড়তি মাথার সাজ, কলার, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ওখানে সুন্দর ভাবে সারি দিয়ে ঝোলানো রয়েছে। স্টল আর পিছনের "ট্যাক" রুমটাও পরিষ্কার পরিছন্ন–কোন ধুলো নেই ওখানে। ট্যাক রুমে, ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জাম মেরামত করার সব যন্ত্রপাতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা আছে।

মেয়েটা কি জানত সে আসছে? নিশ্চয় জানত। আঙুর গাছের লতাপাতার মত এসব খবর ছড়িয়েই পড়ে। আর এমন সুস্বাদু খাবার লোকজনকে যে খাওয়ায়, চেরোকী স্টেজ ট্রেইলে তার অনেক বন্ধু জুটে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তবু, তা হলেও, এমন পরিছন্ন আর সুন্দরভাবে গোছানো স্টেজ-স্টেশন সে আর দেখেনি। এত সুষ্ঠু পরিচালনা–অথচ মেয়েটা এখানে আসার তিন সপ্তাহও পুরো হয়নি। থর্পের আসার সংবাদ পেয়ে কয়েকঘণ্টার মধ্যে কারও পক্ষে এত কিছু করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

স্টেশনের দরজায় এসে দাঁড়াল সে। যাত্রীটা কী বলেছিল? এই সুন্দর পরিবেশে রাত কাটাতে পারলে সে সুখী হত?

স্টেজ-স্টেশন, করাল, বার্ন, ছোট্ট বাড়িটা, সব মিলিয়ে একটা সুন্দর সমন্বয় আছে। চারপাশে চেয়ে দেখল সে; সত্যিই সুন্দর। কিন্তু নিকি স্টেশন চালানোর সময় এটা কখনও তার চোখে পড়েনি। মেয়ে হয়েও সে স্টেশনের অনেক উন্নতি সাধন করেছে, কিন্তু নিকি ওয়ালটনকে কীভাবে স্যাক করল?

মেজর জেমস না পারলে তার নিজেকেই কাজটা করতে হত, কিন্তু সেটা সহজসাধ্য হত না। মারপিট একটা হতই।

আরেকটা চিন্তা তার মনে এল–বুন এখানে কী করছে? সে ঘোড়ার দলটাকে এগিয়ে এনেছিল, তারপরই অদৃশ্য হয়েছে। আর সেই ছেলেটা? কী যেন ওর নাম?

এখন আর থর্পের মনে সংশয় নেই। মহিলা এই স্টেশন ঠিকই চালাতে পারবে। ওর মনে একটাই সন্দেহ, মহিলা যাদের কাজের জন্য নিয়োগ করে, তারা মেয়েটার আদেশ মেনে চলবে তো? আর, আউটল? ওদেরই বা সে কীভাবে সামলাবে?

আর একটা কথা, উইলবার স্টোন এখন কোথায়? এই এলাকার কাছে যদি সে থাকে, তবে নিশ্চয় একটা স্টেজ ডাকাতির প্ল্যান আঁটছে। শিগ্‌গিরই চালান করার জন্য পাহাড় থেকে সোনা আসতে আরম্ভ করবে। এবং টেড বুনই বা এখানে কী করছে?

আড়চোখে স্টেশনের দিকে চাইল থর্প। মুহূর্তের জন্য একটা নীল পোশাকের ঝিলিক দেখা গেল জানালায়। হঠাৎ তার মন হিংসায় জ্বলে উঠল।

অবশ্যই! অন্ধ সে; তাই বুনের এখানে থাকার কারণ এতক্ষণ বুঝতে পারেনি। টিরেসা জেমসের আকর্ষণই ওকে ধরে রেখেছে। মহিলাকে সে এখানে রাখলে, এখন আরও বেকার আর ভবঘুরে লোক এখানে এসে জড় হবে। চিন্তান্বিত ভাবে স্টেশনে ঢুকল থর্প।

'এক কাপ কফি দেব, মিস্টার থর্প?'

মেয়েটার দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। 'ভাল কথা, তোমার কি লিঙ্কন আপটনের সাথে পরিচয় হয়েছে?'

'আপটন? না, মনে হয় না পরিচয় হয়েছে। কে সে?'

'একজন র‍্যাঞ্চার—এই এলাকায় সবচেয়ে বড়। পাহাড়ের ওপাশে কয়েক মাইল দূরেই ওদের একটা সুন্দর বাড়ি রয়েছে। ওর বেশ কিছু ভাল ঘোড়াও আছে। মাঝেমাঝে ওর কাছ থেকে আমরা কিছু ঘোড়াও কিনেছি। লোকটা পুবের। ভাল লোক, সম্ভবত নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছে।'

কফিতে চুমুক দিল থর্প। 'হয়তো তুমি জান না মিসেস জেমস, আমি তোমার স্বামী টি.ও. জেমসকে চাকরিটা অফার করেছিলাম, তোমাকে নয়।'

'আমার স্বামী পশ্চিমে আসার পথে মারা পড়েছে। আমাদের নামের প্রথম অক্ষর দুটো একই ছিল। সে ছিল টিম ওলিভার, আর আমি হচ্ছি টিরেসা ওলিভিয়া। কাজটা আমার খুব দরকার ছিল, এবং আমার বিশ্বাস ছিল এটা আমি পারব। এখন আমি নিশ্চিত।'

'দেখা যাচ্ছে, তুমি শক্ত হাতেই হাল ধরেছ। কিন্তু তোমার অতীত সম্পর্কে কিছু বলবে কি?'

'আমার বাবার মোটামুটি বড় একটা প্ল্যানটেশন ছিল। অনেক ঘোড়া আর সেইসাথে বিভিন্ন প্রকার গাড়িও ছিল। এবং আমাদের বাসায় প্রায়ই পার্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হত। বাবার কোন পুত্র সন্তান ছিল না, তাই আমাকেই সে ছেলের মত করে সব শিখিয়ে মানুষ করেছে।'

'বুঝলাম। তুমি জানো এটা ইন্ডিয়ান এলাকা?'

জানি।'

'এখানে আউটলদের সংখ্যাও কম না।'

'ওই রকমই শুনেছি।'

'আক্রমণ এলে তুমি কী করবে?'

'আমার আগে যারা ছিল, তারা কী করেছে?'

'ওরা নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছে, কেউবা মরেছে।'

'তোমাদের কিছু ঘোড়াও চুরি হয়েছে?'

'ইন্ডিয়ানদের কাছে ওটাই সবথেকে মূল্যবান জিনিস।'

'আমার কাছে একটা হেনরি রাইফেল আছে, মিস্টার থর্প। আমি এখানে পৌঁছানোর আগেই কিছু ঘোড়া চুরি গেছিল–সেগুলো আমি উদ্ধার করেছি। আমার মনে হয় না তোমার এমন কোন লোক আছে, যে কাজটা আমার চেয়ে ভাল করতে পারত।'

'সম্ভবত নেই। কিন্তু তোমার মত গুণী একজন–'

'আমি এমন একজন মহিলা যার চাকরি দরকার, মিস্টার থর্প। তবে আমি যা বুঝছি, তাতে মনে হচ্ছে গুণ কিংবা আমি যে নারী এটা এখানে বড় সমস্যা নয়–তোমার মনে যেটা প্রধান প্রশ্ন সেটা হচ্ছেঃ কাজটা কি আমি পারব?

'আমার মনে হয় আমি পারব। আমি মাত্র শুরু করেছি, স্যার। তোমার কাছে আমি কেবল কিছুটা সময় চাই। ইন্ডিয়ান আর আউটলদের কথা তুমি বলেছ–তোমার কিছু লোকও মারা গেছে, কিছু আহত হয়েছে। কিন্তু আমি সেই ঝুঁকি নিতে রাজি আছি।'

কফির দিকে চেয়ে রইল থর্প। এ কী ধরনের ঝামেলা হলো? ভেবেছিল এখানে এসে মেয়েটাকে জানিয়ে দেবে এটা অসম্ভব, তারপর আর কাউকে ওই জায়গায় বসাবে। কিন্তু স্টেশনটাকে এমন সুন্দর অবস্থায় দেখবে তা সে ভাবতেও পারেনি। এমন একজন মহিলা চার্জে আছে, তাও সে আশা করেনি।

সে কিছু বলার আগেই মেয়েটা আবার বলল, 'আমার মনে হয় তুমি এখনও আমার সাপ্লাই লিস্ট চেক করে দেখার সময় পাওনি। ওখানে কয়েকটা অস্বাভাবিক সামগ্রীর কথা লেখা আছে।

'আমি সব্জির বীচি আর আলুর বীজ বোনার অনুরোধ জানিয়েছি। আমাদের যদি এখানে মানুষকে খাওয়াতে হয়, তবে তা কিনে আনার কোন দরকার আমি দেখি না। কারণ, স্টেশনের পিছনে যা জায়গা আছে, তাতে একটু পরিশ্রম করলেই আমরা দরকার মত সব্জি উৎপাদন করতে পারব বলে আমার বিশ্বাস।

'আমি স্টেশনের পিছনে একটা ক্ষেত বা বাগান গড়ে তুলতে চাই। অন্তত আমরা আলু, ইন্ডিয়ান কর্ন, গাজর, পেঁয়াজ, বাঁধাকপি, এইসব নিজেরা চাষ করলে, খাবার নিয়ে আমাদের কোন ঝামেলা হবে না। তাজা সব্জি পাব–কিনে এনে বাসী সব্জি আর যাত্রীদের খাওয়াতে হবে না। ওগুলো আমরা নিজেরাই স্টেশনের পিছনের জমিতে জন্মাতে পারব। আমার বিশ্বাস, এতে আমাদের তিন ভাগের এক ভাগ খরচ কমে যাবে।'

'হ্যাঁ, চিন্তাধারাটা চমৎকার। তবে একটা কথা ভাবছি, তুমি মোষের মাংস কোথায় পেলে?'

'মিস্টার বুন একটা বাফেলো শিকার করেছিল–এটা তারই সৌজন্যে। পুরোটাই সে আমাদের দিয়েছে।'

'ও, হ্যাঁ। বুন। দেখলাম ও ঘোড়ার টীমটাকে নিয়ে এল। তুমি কি তাকেও আমার অনুমতি ছাড়াই কাজে নিয়েছ?'

'না, তা নয়। মাত্র আজকেই শুনলাম,' সে নাকি স্টেজ লাইনে কাজ করছে। ও আমাকে একটু সাহায্য করার জন্যেই। এখানে আছে।'

'টেড বুন? আমাদের সাথে?'

'নিশ্চয়, সে বলল, স্টাড পেলি তাকে কাজে নিয়েছে। অবশ্য, আজকের আগে কথাটা সে কাউকে জানায়নি।'

'টেড বুন? আমাদের স্টেজ লাইনে কাজ করছে?'

'হ্যাঁ। সে আমাকে বলল স্টাড পেলি তাকে ইন্ডিয়ানদের সাথে যুঝতে, বা স্টেজ লাইনের জন্য আরও ঘোড়া জোগাড় করার কাজও ওকে দিয়েছে।'

মনেমনে নিজেকেই গাল দিল সে। তাকে কথাটা কেন জানানো হয়নি? অবশ্য জানানোর কথাও না, কারণ স্টেজ লাইনের জন্য ঘোড়া জোগাড় করা স্টাড পেলির নিজস্ব দায়িত্ব। ওইসব ঘোড়া মিসৌরি থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত যেকোন লাইনে ব্যবহার করা যেতে পারে।

'ওই কাজের জন্য লোকটা ভালই হবে। শুনেছি ওর বুনো ঘোড়া সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।'

টিরেসা উঠল। থর্প ওর দিকে চেয়ে আছে। প্রথমে নোরা, তারপর নিজের মেয়ে টুইনির সাথে সে কিছু কথা বলল। ধীরে কফিতে চুমুক দিচ্ছে থর্প। কফি আর রান্নার গন্ধ ওর ভাল লাগছে। আর, প্রায় নিঃশব্দে মেয়েদের নড়াচড়াও ওর ভাল লাগছে।

একটা ছোট ছেলে এসে টেবিলে বসল। ছোট্ট মেয়েটা প্লেটে করে ওকে কিছু 'কুকিস' বিস্কিট এনে দিল।

'মিসেস জেমস? এক মিনিট তোমার সাথে কিছু কথা বলতে পারি?'

'দয়া করে আমাকে টিরেসা বলেই ডাকবেন, মিস্টার থর্প। বন্ধুরা আমাকে ওই নামেই ডাকে।'

'আমি তোমাকে একটা ব্যাপারে সাবধান করা দরকার বলে মনে করছি। এদিকেই কোথাও কিছু আউটল আস্তানা গেড়েছে বলে শোনা গেছে। আমরা সঠিক জানি না সেটা কোথায়–আমাদের বাকি এজেন্টদেরও সাবধান করা হয়েছে, তোমাকেও করছি; ওরা কিন্তু সাধারণ আউটল নয়। ওদের একজনের নাম হচ্ছে উইলবার স্টোন।'

'ওরা আমাদের ঘোড়া চুরি করার চেষ্টা করবে?'

'না, তা নয়। উইলবার আরও গভীর জলের মাছ। কখন আমরা সোনা শিপমেন্ট করি সেই দিকেই তার বেশি ঝোঁক।

'ওদিকে পাহাড়ে মাইনিঙ চলছে। ওরা চেরি ক্রীক এবং আরও কয়েক জায়গায় সোনা খুঁজে পেয়েছে। শিগ্‌গিরই আমাদের স্টেজেই ওগুলো পুবে নেয়া হবে। আমার বিশ্বাস উইলবার স্টোন সেই অপেক্ষাতেই আছে।'

'আমরা সাবধান থাকব,' জবাব দিল টিরেসা।

ছয়

বাজ পড়ার আওয়াজে টিরেসার ঘুম ভাঙল। এক মুহূর্ত সে স্থির শুয়ে থাকল। ঘরটা অন্ধকার–কিন্তু সে জানে ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। সাবধানে সে বিছানা থেকে নামল, যেন টুইনির ঘুম না ভাঙে। চট করে সেন্ডেল পরে, হাউস-কোটটা গায়ে চাপিয়ে নিল সে। নিঃশব্দে সামনের ঘরে এসে জানালা দিয়ে স্টেজ-স্টেশনের দিকে তাকাল সে।

জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভিতরে আলো জ্বলছে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকের আলোয় সে অবাক হয়ে দেখল হিচিঙ রেইলে একটা অচেনা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে–ঘোড়ার পিঠে জিন চাপানো রয়েছে।

এই অসময়ে?

দ্রুত নিজের কামরায় ফিরে বাইরে বেরোনোর মত পোশাক পরে নিল সে। ওর কাছে পিস্তল নেই। হেনরি রাইফেল হাতে বেরোন তাকে কি বোকা-বোকা লাগবে না? কিন্তু, যদি–?

এক পশলা জোর বৃষ্টি হলো, তারপর টিপটিপ করে পড়তে লাগল। একটা মোটা ইন্ডিয়ান কম্বল নিয়ে মাথা আর কাঁধ ঢেকে বারান্দা থেকে নেমে দ্রুতপায়ে স্টেশনের দিকে এগোল টিরেসা।

কম্বল থেকে বৃষ্টির ফোঁটা ঝেড়ে আড়চোখে বার্নের দিকে চাইল সে। দরজাটা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে রয়েছে। শীতের মধ্যে রাতে ওই দরজা সবসময়েই বন্ধ রাখা হয়। কেবল ঘোড়া বের করার সময়েই ওই দরজা খোলা হয়। ঘুরে দরজা খুলে স্টেশনে ঢুকল সে।

টেবিলে বসা লোকটা চমকে দরজার দিকে ফিরল। ওর একটা হাত পিস্তলের বাঁটের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু মেয়ে ঢুকেছে দেখে শেষে হাত সরিয়ে নিল।

লোকটা শক্তিশালী, রুক্ষ চেহারা। হ্যাটটা পিছনে ঠেলে রাখায় ওর নিষ্ঠুর মুখটা দেখা যাচ্ছে। গালে একটা ক্ষত চিহ্ন আছে তাতে চামড়ায় টান পড়ে মুখটা একটু বিকৃত দেখাচ্ছে। এমন চেহারা যে একবার দেখলে আর ভোলার উপায় নেই।

'মাম?' নোরার কণ্ঠস্বর শান্ত আর স্বাভাবিক। 'এই ভদ্রলোক একটা ছোট ছেলে সম্পর্কে খবর নিতে এসেছে।'

দাঁত বের করে হাসল লোকটা। 'ও আমার হয়ে কাজ করত, পরে পালিয়ে যায়–ওকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি আমি।'

কম্বলটা ভাঁজ করে বেঞ্চের উপর রাখল টিরেসা। 'কিন্তু সে যদি ফিরে যেতে না চায়।'

'তা হলে ওকে আমার জোর করেই ধরে নিয়ে যেতে হবে, ম্যাম। ছেলেটাকে পাঁচ বছরের জন্য আমার কাছে দেয়া হয়েছিল কিন্তু তা এখনও পুরো হয়নি।'

'এসবের কাগজ-পত্র তোমার কাছে আছে?'

'কিসের কাগজ?'

'অ্যাপরেস্টিসের জন্য কিছু কাগজ-পত্র সই করার দরকার হয়।'

'ওসব আনতে আমি ভুলে গেছি, ম্যাম।' আবার হাসল সে। হাসিটা সহিষ্ণু, কিন্তু চেহারায় স্পষ্ট কৌতুকের আভাস। 'এর পরে যখন এই পথে আসি, তখন তোমাকে আমি দলিল দেখাব। কিন্তু ছেলেটাকে আমার চাই। ওর নাম ওয়াট সন্ডার্স; আমার বিশ্বাস, ছেলেটা এখানে তোমার জন্যে কাজ করছে।'

টিরেসা জেমস টেবিলের পাশ দিয়ে ওদিকে গিয়ে একটা কাপে কফি ঢেলে নিল। 'আমার বিশ্বাস এসব সমাধানের জন্য আমাদের লাপোর্ট গিয়ে জজের সাথে দেখা করা দরকার।'

লোকটার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। লোকটা বিরক্ত হয়ে উঠছে। 'আমার পক্ষে এতক্ষণ দেরি করা সম্ভব হবে না। বৃষ্টির মধ্যে আমি এতদূর পথ এসেছি। ওকে না নিয়ে–'

'তুমি কোথা থেকে এসেছ, মিস্টার–?'

'উইলিয়ামস,' জবাব দিল সে। 'আমি ওদিকে প্রায় ওয়াইওমিঙ বর্ডারের কাছে থেকে এসেছি। এখন ছেলেটাকে তুমি আমার হাতে বুঝিয়ে দিলে–'

'আমি দুঃখিত, ওকে তুমি এখন পাবে না। তুমি লাপোর্টে জাজের সাথে দেখা করার আগে এসব কিছুই সম্ভব নয়। সে আরও বলল, 'আমার বিশ্বাস হয় না সে তোমার সাথে যেতে চায়।'

'ম্যাম, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি, ওকে ছাড়া আমি কিছুতেই ফিরব না। কিংবা–'

'কিংবা কী, মিস্টার উইলিয়ামস? ছেলেটা আমার এখানেই আছে। কিন্তু আমার কেয়ারে। কোন জাজের নির্দেশ ছাড়া ওকে তোমার হাতে তুলে দেব না আমি।'

'যদি জোর করে নিয়ে যাই?'

'পেট ভরা সীসা নিয়ে কতদূর যেতে পারবে তুমি?' স্বাভাবিক, এবং প্রায় মিষ্টি সুরেই বলল সে। লোকটার উপর থেকে চোখ ফেরাল না টিরেসা। হাতে গরম কফি।

টেড বুন আরও পিছন দিকে রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ওর হ্যাটটা ভিজে, জ্যাকেট থেকে পানি ঝরছে।

'হাওডি, বুন।' উইলিয়ামসের স্বর টেড বুনের মতই শান্ত। 'তোমাকে এখানে দেখব আশা করিনি।'

'স্টেজ লাইনের জন্যে কিছু ঘোড়া জোগাড় করার চেষ্টায় আছি। এটাও রোজগারের একটা উপায়।'

'হ্যাঁ, কাজটা তোমার পছন্দ হলে কারও কিছু বলার নেই। যদি আরও বাঁচতে চাও তবে নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাক। তবে ছেলেটাকে আমরা চাই, বুন।'

'একটা কিশোর ছেলে নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?' বলল বুন। 'ভদ্রমহিলার কথা তুমি শুনেছ–জাজের অনুমতি না পেলে কিছু হবার নয়।' হঠাৎ হাসল সে, চমৎকার ঝিলিক দেওয়া হাসি। 'তবে এটা আমি হলপ করে বলতে

পারি জাজের সামনে যাওয়া তোমার জন্য নতুন কিছু হবে না।'

কফির কাপটা ধীরে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল সে। তারপর হাতের আঙুলগুলো টেবিলের প্রান্তে রাখল। ভাবে বোঝা যাচ্ছে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে লোকটা।

'ওই চেষ্টা কোরো না, উইলিয়ামস,' সাবধান করল বুন। 'তা হলে ভোরের আলো দেখার সুযোগ তোমার হবে না।'

ধীরে ওর হাত দুটো টেবিলের মাঝের দিকে সরে গেল। এক হাতে সে কফির খালি পেয়ালাটা ধরার চেষ্টা করছে। 'ওরা এটা পছন্দ করবে না,' ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল সে। 'ছেলেটাকে নেয়ার জন্যে ওরা আমাকে পাঠিয়েছে।'

'ওরা যাই বলুক, ছেলেটাকে শান্তিতে থাকতে দাও,' বলল বুন। 'তোমরা যদি ওকে বিরক্ত কর সে হয়তো ভয় পেতে পারে–বা পাগল হবে। এতে তোমাদের ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি।'

'ওসব কথা তুমি উইলবার স্টোনকে শুনিও।'

বুন, উইলিয়ামসের মুখোমুখি বসল। 'স্টোনের সাথে আমার মতের মিল কোনকালেই হয়নি। কখনও না। তুমি ওকে জানিও ছেলেটা ভালই আছে, এর মধ্যে সে যেন নাক গলাতে না আসে–এলে তার ফল শুভ হবে না।'

'এতটুকু ছেলে যে এত চতুর হতে পারে, তা ভাবাই যায় না। কোন চিহ্ন না রেখেই সে বেমালুম অদৃশ্য হয়েছিল। ভার্জিনিয়া ডেল-এ একজনের মুখে শুনলাম এখানে ছোট একটা ছেলে কাজ করছে। নইলে ওর ঠিকানা আমি কোন মতেই পেতাম না।'

উইলিয়ামস তার কফি কাপটা নিঃশেষ করল। শেষ বিন্দু পর্যন্ত খেল। 'ওকে তুমি রাখতে পারো, এতে আমার কিছু আসে যায় না। তবে, ছেলেটা চোর–টোনির বুট লোকটা মারা যাওয়ার পর সে চুরি করেছে।'

'মিথ্যে কথা!' দরজার কাছ থেকে প্রতিবাদ করল ওয়াট সন্ডার্স। টোনি নিজেই আমাকে ওগুলো খুলে নিতে বলেছিল। সে মাকে কথা দিয়েছিল বুট পরা অবস্থায় ও মারা যাবে না। তারপর আমাকে বলল বুট জোড়া প্রায় নতুন, ওগুলো আমি রাখতে পারব।

'আমি বলেছিলাম ওগুলো আমার জন্যে বেশি বড়। সে জবাব দিয়েছিল, একদিন আমি বড় হব–তখন ওটা আমার পায়ে লাগবে। সে আমাকে বলেছিল তোমাদের সঙ্গ আমার বয়সের ছেলের জন্য ভাল নয়।'

টিরেসার দিকে চোরা চাহনিতে চেয়ে একটু লাল হলো উইলিয়ামস। 'এমন কথা সে বলেছে, এটা আমার বিশ্বাস হয় না! তাছাড়া টোনি কথা বলার কে?'

'তোমাদের মধ্যে সে-ই সবথেকে ভাল ছিল,' বলল বুন। 'নইলে ওকে কেন খুন করা হলো?'

উঠে দাঁড়াল উইলিয়ামস। 'আমি যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে। তুমি উইলবার স্টোনকে জানিও ছেলেটা আমার বন্ধু।' এবং এই স্টেশনে যারা আছে তারাও তাই। কথাটা ওর কানে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব তোমার।'

উইলিয়ামস চলে যাওয়ার পর নিজের জন্য তৈরি নাশতা খেল টিরেসা। বুনের মুখোমুখিই বসেছে সে। 'অদ্ভুত প্রকৃতির বন্ধু-বান্ধব তোমার আছে, মিস্টার বুন।'

হাসল বুন। 'এই দেশটা বড় হলেও বেশি লোক নেই। আজ হোক আর কাল হোক সবাইকেই তুমি চিনবে। কিন্তু এটা জেনো আউটলরাও ভাল মানুষের পাশে দাঁড়িয়েই যুদ্ধ করেছে।'

'শোন, বলছি। এইমাত্র তুমি উইলিয়ামসের সাথে কথা বললে–সে একজন আউটল। তুমি নিকি ওয়ালটনের সাথেও পরিচিত। লোকটা খারাপ কি ভাল, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

এবার হাসল বুন। 'আমার মনে হচ্ছে, মিসেস জেমস, তোমারও কিছু বিচিত্র চরিত্রের বন্ধু আছে!'

সেও হাসল। 'তা আছে, ওয়াটের পক্ষ নিয়ে কথা বলার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।'

'দরকার হলে সে-ও আমার জন্যে এটা করত। কারণ ও সত্যিই পশ্চিমের মানুষ। এখানকার বেশিরভাগ লোকই বাইরের।'

'তুমিও, মিস্টার বুন?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল টেড। 'স্টেজ থেকে তোমাকে কিছু বই নামাতে দেখেছি। তুমি কি অনেক পড়?'

'হ্যাঁ, পড়ি।'

'চেয়েছিলাম, কিন্তু বেশি বই পড়া আমার হয়নি,' একটু লজ্জিতভাবেই বলল সে। 'সব সময়েই আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। তবে কিছু বই দেখার সুযোগ আমার ঘটেছিল। এক সময়ে মিসৌরিতে একটা দোকানে আমি কাজ করেছিলাম। ওদের কাছে অনেক ধরনের বই ছিল। যারা পশ্চিমে আসছে, তারা ওগুলো কিনত। আমার বিশ্বাসই হয় না এত লোক বই পড়ায় আগ্রহী। পড়তে না জানলেও ওরা চেষ্টা চালিয়ে গেছে।'

'কারও কাছে যদি একটা বই থাকে, সে কখনও একা হয় না, মিস্টার বুন। বই তোমার সাথে কথা বলবে, যখনই চাও। তুমি বই বন্ধ করে চলে গেলেও বই তোমার ফিরে আসার অপেক্ষা করবে।'

চেয়ার পিছনে ঠেলে টেড উঠে দাঁড়াল। 'আমার এখন যাওয়া দরকার। একটু পরেই স্টেজ এসে হাজির হবে, ঘোড়ার দলটাকে তৈরি রাখতে হবে।'

ওর পিছন-পিছনে ওয়াটও বেরিয়ে গেল। ওদের বেরিয়ে যাওয়া দেখল টিরেসা। তারপর বলল, 'লোকটা অদ্ভুত, নোরা।'

'হ্যাঁ, চেহারাও ভাল,' বলল নোরা। ওর চেহারা নির্বিকার। 'চমৎকার লোক।'

'আমারও তাই বিশ্বাস। আমার স্বামীও ভাল মানুষ ছিল। ওর কথা আমার খুব বেশি মনে পড়ে।'

'তোমার বয়স খুব কম।'

চট করে আড়চোখে নোরার দিকে চাইল টিরেসা। 'আমি ওই কথা ভাবছিলাম না। জেমস চমৎকার লোক ছিল–এমন মানুষ আমার কপালে আর আছে কিনা সন্দেহ।'

'এর সম্ভাবনা কম, মাম। কিন্তু কিছু কিছু মহিলার ভাল মানুষকে আকর্ষণ করার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা থাকে।'

স্টোভের কাছে গেল নোরা। 'আমি কিছুটা স্ট্যু গরম করি–আজকের সকালটা বিচ্ছিরি রকম ভেজা, আর স্যাঁতস্যাঁতে।'

টিরেসা জানালার কাছে গিয়ে বাইরে রাস্তার দিকে তাকাল। এখানে আসার পর সে আর বাইরে কোথাও যায়নি। স্টেশনটাকে পরিষ্কার আর সুন্দর করে তুলতেই পুরোটা সময় তার শেষ হয়েছে। আকাশ থেকে মেঘ কেটে গেলে হয়তো একটা ঘোড়া নিয়ে সে উপত্যকাটা ঘুরে দেখবে–কিংবা লাপোর্টও যেতে পারে।

শহরটা ছোট হলেও পুরোনো। একবার ওটাকে রাষ্ট্রের রাজধানী করার কথাও ভাবা হয়েছিল। কিন্তু সোনা পাওয়া গেছে বলে ডেনভার দ্রুত বেড়ে উঠল। লাপোর্ট যাওয়া টিরেসার জন্য একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। কিছু সাপ্লাই না আনলে তার আর চলবে না। ঘোড়া রাখার জন্য একজন লোকও ওর দরকার–বুন কেবল কয়েকদিনের জন্য সাহায্য করছে।

ছাদের উপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার আওয়াজ মিষ্টি শোনাচ্ছে। নোরা স্টোভে কাঠ চাপাল। ঘর গরম করার জন্য ফায়ারপ্লেসটা এখন ওরা কমই ব্যবহার করে। তবে, খোলা আগুনই টিরেসার বেশি পছন্দ।

আজ সকালের ঘটনাবলীতে ওর চিন্তা মোড় নিল। ওই লোকগুলো ওয়াটের কাছে কী চায়? সে বুঝেছে, উইলিয়ামস সন্দেহজনক চরিত্রের লোক। হয়তোবা একজন আউটল। আর ওয়াটই বা কে? টোনি, যার কথা ওরা বলছিল–বোঝাই যায় লোকটা ওয়াটের বাবা নয়, তাহলে ওদের মধ্যে কী সম্পর্ক? বুনকে জিজ্ঞেস করবে সে। হয়তো লোকটা তাকে কিছুই বলবে না। এইসব পশ্চিমের লোকের ভাল কিছু বলার না থাকলে অন্যকে নিয়ে আলোচনা করার অভ্যাস নেই।

বড্ড একা টিরেসা। এর আগে সে এত ব্যস্ত ছিল যে এসব কথা ভাবারই অবকাশ পায়নি। মন খুলে কথা বলার মত একজন লোকও এখানে নেই।

হ্যাঁ, টেড বুন তাকে বই-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। টুইনি আর ওয়াটকে বইগুলো সে পড়ে শোনাবে। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিভেজা সকাল দেখতে দেখতে আপন মনেই ভাবছে। এখানে যেসব মানুষের সাথে তার পরিচয় হয়েছে, তাদের কথাই নিজের মনে নাড়াচাড়া করে দেখছে।

প্রত্যেকেই ভিতরে-ভিতরে খুব শক্ত, এবং নিজেরটা দেখার দায়িত্ব তারা নিজেরাই পালন করে। কেউ কারও দয়া বা করুণা গ্রহণ করতে রাজি নয়। স্বেচ্ছাতেই ওরা আত্মনির্ভরশীল।

বুন আস্তাবলের কাজ সেরে ফিরলে টিরেসা ওর কাছে কথাটা তুলল। 'ম্যাম? তুমি কি ছোট বাচ্চাদের কখনও ভাল করে লক্ষ করেছ? কেউ যদি ব্যথা পায়, বেশিরভাগ সময়েই মা কাছাকাছি না থাকলে ওরা কাঁদে না। শোনার কেউ না থাকলে কেঁদে কী লাভ? এদেশের নিজেরটা নিজেই করতে হয় নইলে কাজটা পড়েই থাকে।

'কেউ আহত হলে লোকে তাকে সাহায্য করবে, তারপর নিজের কাজে যাবে। ওরা তোমাকে নদী পার হতে, বা কাঁদা থেকে ওয়্যাগন টেনে তুলতে

এগিয়ে আসবে।'

'মিস্টার বুন, সম্ভবত তোমাকে সাবধান থাকতে বলাটা অবান্তর। তবু তুমি খুব সতর্ক থেক। উইলিয়ামস লোকটাকে আমি চিনতে পেরেছি, যুদ্ধের মধ্যে যে সব গেরিলা আমাদের বাড়ি আক্রমণ করেছিল, ও তাদেরই একজন।'

'খুবই সম্ভব।'

'আমার স্বামী। পশ্চিমে রওনা হয়ে ওদের লীডারকে দেখতে পায়। অভিযোগ করার উদ্যোগ নিতেই সে গুলি করে জেমসকে হত্যা করে। অথচ আমার স্বামী খুব ভাল গুলি চালাতে পারত।'

'ভাল গুলি ছুঁড়তে পারা ভিন্ন জিনিস। মাঝেসাঝে সেটা যথেষ্ট নয়। এখানকার পিস্তলবাজ কথা বলে সময় নষ্ট করে না।'

'তা ঠিক। জেমস এটা মোটেও আসা করতে পারেনি। লড়তে প্রস্তুত ছিল সে–কিন্তু অন্য লোকটা তাকে পিস্তলের ফিতে খোলারও সুযোগ দেয়নি।'

'তুমি জান লোকটা কে ছিল?'

'ওর নাম টিমথি হোয়াইট।'

সাত

এক মুহূর্ত ঘরে নীরবতা বিরাজ করল। স্টোভে একটা কাঠ গুঁজে দিল টিরেসা। নোরা এগিয়ে ওদের দিকে চেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'মাম? তা হলে কি কোন ঝামেলা বেধেছে?'

টেড বুন নিঃশব্দে কফির কাপটা নামিয়ে টেবিলের উপর কনুই রেখে বসল। 'ম্যাম? তোমার কি জানা আছে টিমথি হোয়াইট কেন তোমার স্বামীকে হত্যা করেছে?'

'হয়তো সে ভেবেছিল জেমস তাকে চ্যালেঞ্জ করবে। হয়তো তার নিজেরই গুলি খেয়ে মরার চান্স আছে বলে আশঙ্কা করেছিল।'

'আমার কথা শোনো,' বলল বুন, 'এবং মনোযোগ দিয়ে শুনো। তুমি একজন বুদ্ধিমতী মহিলা, তোমাকে বেশি বলার দরকার নেই।'

'টিমথি হোয়াইট নিজেকে "কর্নেল" টিমথি হোয়াইট বলে পরিচয় দিচ্ছে। তার এই দেশের গভর্নর হওয়ারও কথাবার্তা চলছে। সে এখন ডেনভারে থাকে, এবং জাঁকজমকের সাথেই আছে। বড়-বড় লোকজনের সাথে তার ওঠা-বসা। চার্চে যোগ দিয়েছে সে–ওখানে কোয়াইয়ারেও (গানেও) সে অংশ নেয়। পাবলিক মিটিঙেও তার খুব দাপট।

'তোমার স্বামীকে দেখেই সে বুঝে নিয়েছিল তার এতসব স্বপ্নের অবসান ঘটতে চলেছে। প্রাক্তন কনফেডারেট সৈনিককেও হয়তো লোকজনের মেনে নিতে আপত্তি হবে না, কিন্তু গেরিলাকে কেউ চাইবে না। পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলে ওকে দেশ থেকেই তাড়িয়ে দেয়া হবে। সে দাবি করেছিল নিজেকে রক্ষা করার জন্যেই

সে গুলি ছুঁড়েছে–কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। তোমার স্বামী মুখ খোলার আগেই তাকে হত্যা করতে না পারলে তাকে সব হারাতে হত–ঠিক তাই সে করেছে।'

'মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক।'

'এথেকে আর কোন কিছু কি তোমার মনে হচ্ছে না, ম্যাম?'

'নিশ্চয়, মিস্টার বুন। বুঝতে পারছি আমাকেও ওর হত্যা করতে হবে। আমি এখানে আছি জানলেই সেই চেষ্টা করবে লোকটা।'

'সে কি তোমাকে কখনও দেখেছে?'

'না, আমাদের দেখা হয়নি।'

'অবশ্য এতে তোমার কোন সুবিধা নেই। তুমি এখানে আছ শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। আর, সে শুনবেই। পুরো স্টেজ লাইনেই লোকজন তোমার কথা বলাবলি করছে।'

'আমার কথা?'

'ম্যাম, তুমি একজন অপূর্ব সুন্দরী মহিলা, আর সুন্দরী মহিলা এই অঞ্চলে বিরল। আগে হোক পরে হোক তোমার কথা তার কানে পৌঁছবে। তোমাকে চিনতে ওর দেরি হবে না। হয়তো উইলিয়ামসই ওকে খবর দিতে ছুটবে।'

'না, আমার বিশ্বাস সে আমাকে দেখতে পায়নি। ঘরে আগুন দেয়ার সাথে সাথে জানালা দিয়ে ওকে দেখেই আমি টুইনিকে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছিলাম।'

একটু থামল সে। 'মিস্টার বুন? ওরা ওয়াটকে কেন চায়?'

'তুমি আঁচ করতে পারনি শুনে অবাক লাগছে। ওরা ওকে নিয়ে যেতে চায় কারণ ওদের আস্তানা ওয়াট চেনে। বুঝতে পারছ, ওদের ভয়, ছেলেটা হয়তো আইনের লোকের কাছে সেটা ফাঁস করে দিতে পারে। ওরা হয়তো ছেলেটাকে আটক করে রাখবে, কিংবা মেরে ফেলবে।'

'একটা ছোট বাচ্চাকে মারবে?'

'ম্যাম, লরেন্সভিলের আরও কয়েকটা জায়গায় ওরা মেয়েদের, বাচ্চা, এবং বুড়োদেরও হত্যা করেছে। তাছাড়া এখন ওরা অনেক বেশি টাকার বাজি ধরেছে। টিমথি হোয়াইট কেবল গভর্নর হতে চায়, তাই নয়–সে শেষ পর্যন্ত লড়বে। তোমার এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াই ভাল, মিসেস জেমস। ছোট মেয়েটাকে নিয়ে আর কোথাও চলে যাও।'

'তা আমি পারি না।' সরাসরি বুনের চোখের দিকে চাইল টিরেসা। 'এখন এটাই আমার বাড়ি। এটাই আমার জীবিকা। আমি বেঁচে থাকতে, টিমথি হোয়াইট কোনদিনই গভর্নর হতে পারবে না।'

'সে-ও তা জানে, ম্যাম। সে আরও জানে এই স্টেজ-স্টেশন চালাতে হলে তোমার লুকাবারও কোন জায়গা থাকবে না। স্টেজের যে কোন যাত্রী বনের মধ্যে লুকিয়ে তোমাকে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে।'

'এটা আমার কাজ, আমি এখানেই থাকব।'

অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে চাইল বুন। 'ঠিক আছে, কিন্তু তুমি সাবধান থেকো, খুব সাবধান।'

'লোকটা এমন একজন, যে আমার ঘর পুড়িয়েছে। আমাদের সব গরু-ঘোড়া তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। তারপর আমার স্বামীকেও খুন করেছে। হ্যাঁ, সতর্ক আমি নিশ্চয় থাকব, মিস্টার বুন। কিন্তু আমি ডেনভারে গিয়ে ওদের সব কথা জানাব।'

'তোমার মুখের ওপর হাসবে সে। তুমি আমার কথা শোনোনি, ম্যাম? সে এখন চার্চে যায়, সেখানে ধর্মীয় গানও গায়। ভাল কাজে অনেক টাকাও খরচ করে। সে জনসমাজের একটা স্তম্ভ। আর তুমি কে? একটা স্টেজ স্টেশন চালাও তুমি–তার মত প্রতিপত্তিও নেই, টাকা পয়সার জোরও তেমন নেই। অন্তত ওরা সেটাই বলবে।'

ঠিকই বলেছে। বুন চলে যাওয়ার পরেও একটা চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ চিন্তা করল টিরেসা। নোরা টেবিলের ধারে ওর কাছে এল। 'মাম, তোমাদের যা কথা হলো সবই আমি শুনেছি। তবে আড়ি পেতে গোপনে শুনিনি–কথা এমনিতেই আমার কানে এসেছে। তোমার সাবধান থাকা দরকার, মাম।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল টিরেসা। 'আমার সতর্ক থাকতেই হবে। টুইনি আর ওয়াটের কথাও আমাকে ভাবতে হবে।' একটু হাসল টিরেসা। 'দেখেছ, ওকে আমি এরমধ্যেই পরিবারের একজন বলে ভাবতে শুরু করেছি।'

'ছেলেটা ভাল, মাম। তুমি লক্ষ করেছ কিনা জানি না, তবে সে টেবিলের ভদ্রতা শেখার জন্যে তোমাকে আর টুইনিকে খুব খেয়াল করে লক্ষ করে। প্রতি সকালে সে তার বিছানাও পরিপাটি করেই রাখে।'

কথাগুলো টিরেসা শুনল, কিন্তু কোন জবাব দিল না। টিমথি হোয়াইট খারাপ তো বটেই, নিষ্ঠুরও সে। লোকটা একটা পাবলিক অফিসে কাজ করবে বা গভর্নর হবে, ভাবতেও তার গা শিউরে উঠছে। কিন্তু বুন ঠিক কথাই বলেছে–ডেনভার আর লাপোর্টের বেশিরভাগ লোকই তার কথা সন্দেহের চোখে দেখবে। সে যে কাজ করছে সেটা সাধারণত পুরুষের কাজ। এটা এমন কিছু "সম্ভ্রান্ত" কাজ নয়।

স্টেজটা এসে পৌঁছল। আড়চোখে যাত্রীদের নামতে দেখল সে। হঠাৎ তার মনে পড়ল, কেবল ওদের চেহারা দেখলেই তার চলবে না–তাকে ওদের আচরণও খেয়াল করতে হবে।

আটজন যাত্রীর মধ্যে দুজন পশ্চিমে সোনার খনির ক্যাম্পে যাচ্ছে, এটা বোঝাই যায়। ওদের একজন ড্রামার–কাজের খোঁজে বেরিয়েছে। ওর পরনে "রেডি-মেড" সুট দেখেই তা আঁচ করা যায়। একজন মোটামুটি সুন্দরী যুবতী, সে জানাল, মঞ্চে অভিনয় করে ও। একজন অপেক্ষাকৃত বয়স্কা মহিলা জানাল সে তার স্বামীর সাথে ফোর্ট লারামিতে যাচ্ছে–ওখানে তার স্বামী আর্মি ক্যাপ্টেন হিসাবে কাজ করে।

সপ্তম লোকটা লম্বা আর পাতলা গড়নের। পরিপাটি করে ছাঁটা গোঁফ–চুলের রঙ লালচে। ভদ্রলোকের মতই ভাবসাব, এবং জামাকাপড়। তবে লম্বা স্টেজ যাত্রার পর একটু নোংরা দেখাচ্ছে।

আড়চোখে টিরেসার দিকে চেয়ে সে চোখ ফিরিয়ে নিল। তারপর আবার ফিরে তাকাল; যেন অবাক হয়েছে।

টিরেসার পিছন-পিছন নোয়া স্টেসি স্টেশনে ঢুকল। সে জানাল, 'একজন

যাত্রী পথেই স্টেজ থেকে নেমে গেছে। লিঙ্কন আপটন তার জন্য একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। লোকটার কথাবার্তায় মনে হলো সে ইংরেজ, এবং কোন উঁচু দরের লোক।'

'আপটন? এখানকার র‍্যাঞ্চার সে, তাই না?'

'হ্যাঁ, লোকটা অনেক টাকা-পয়সার মালিক,' জবাব দিল নোয়া। এই সময়ে বুন এসে ওদের সাথে যোগ দিল। 'সাদা পিলার দেওয়া একটা র‍্যাঞ্চ হাউস আর দুটো সুন্দরী মেয়েও আছে ওর। এমন পরিপাটি আর নিখুঁত ভাব যেন চিনিও ওদের মুখে গলে না। আপটনের স্ত্রীও একই গোছের মহিলা। ইংরেজ লোকটা কিছু মোষ আর ভালুক মারার গান এনেছে–শিকার করবে। শিকার করতে গিয়ে মারা না পড়লে বলতে হবে ওর কপাল ভাল।'

হাসল টিরেসা, তারপর বলল, 'হুট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো না, নোয়া। ইংরেজদের মধ্যেও অনেকে ভাল গুলি ছুঁড়তে পারে। আমি যখন ছোট ছিলাম, "বুল রান মাউনটেইনস" বা "ব্লু রিজে" শিকার করার জন্য কিছু ইংরেজ আমাদের র‍্যাঞ্চে উঠত।'

'হ্যাঁ, ম্যাম, তোমার কথাই হয়তো ঠিক। কয়েক বছর আগে একজন আইরিশ বা ইংরেজ লোক এদিকে এসেছিল। যা চোখে পড়েছে সবই মেরে সে সাফ করে ফেলেছিল। এত বুনো প্রাণী মেরেছিল যে সেই মাংস খেয়ে পুরো একটা ট্রাইব মোটা হতে পারত। কিন্তু যা শিকার করেছে তার বেশিরভাগই সে ওখানেই ফেলে এসেছিল। আমি খেতে না চাইলে কখনও কোন জীব-জন্তু মারিনি।' ঘোড়ার দলটাকে চেক করে দেখতে নোয়া বেরিয়ে গেল।

'আপটন লোকটা ভাল,' বলল বুন। 'ওর কাছে কোন কারচুপি নেই। র‍্যাঞ্চের কাজও বোঝে। ওর রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে আমি সব সময়ে একমত হতে না পারলেও, কথা দিলে সেটা ওর দলিলের সমান।' একটু ইতস্তত করে বুন আবার মন্তব্য করল, 'এই এলাকায় যদি কেউ ইলেকশনে জিততে চায় তবে ওর সমর্থন অবশ্যই প্রয়োজন।'

বুনের দিকে তাকাল টিরেসা, কিন্তু ও তখন টেবিলে বসা যাত্রীদের খুঁটিয়ে লক্ষ করছে। লোকটা কি তাকে কিছু বোঝাতে চাইছে? সতর্ক করছে?

টেড বুন একটা ধাঁধা। আসলে লোকটা কে? কোত্থেকে এসেছে? নিজের সম্পর্কে কিছুই সে টিরেসাকে জানায়নি। যেটুকু শুনেছে, টেড পশ্চিমের সীমান্তে ঘুরেঘুরে বিভিন্ন কাজ করেছে। ওয়াট···হ্যাঁ, ওকেই সে জিজ্ঞেস করবে। ছেলেটা পশ্চিমের সবার সম্পর্কেই যথেষ্ট জানে।

কিন্তু ওয়াটই বা কে? ওর কি কেউ নেই? ওর বাবা-মা কেউই কি নেই। শুনেছে ওকে লোকজন "সেজব্রাশ অরফ্যান" বলে। যার বাবা-মা মারা গেছে বাঁ অদৃশ্য হয়েছে, তাদেরই ওই নামে ডাকা হয়। ওরা সাধারণত কোন বাড়িতে বা র‍্যাঞ্চে কাজ জুটিয়ে নেয়, তারপর ছিন্নমূল ভবঘুরের মত এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু টিরেসা তা হতে দেবে না! ছেলেটা ভাল–সে যেন জীবনে সব সুযোগ পায় সেই ব্যবস্থা ও করবে। টুইনি ওকে পছন্দ করে, ওদের বয়সও কাছাকাছি। ওরা পরস্পরের জন্য ভাল সাথী।

এখানে কেউ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে না। এটা টিরেসা আগেই জেনেছে। সবাইকে ভাল বলেই ধরে নেওয়া হয়। নিজেকে খারাপ বলে প্রমাণিত করলে তবেই সে খারাপ। অতীতে কী করেছে তা জানা কেউ জরুরী বলে মনে করে না

পশ্চিম এমন একটা জায়গা, যেখানে স্লেট থেকে অতীত মুছে ফেলে সবাই নতুন করে জীবন শুরু করে। তোমার যদি সাহস থাকে, নিজের কাজ ঠিকমত করো, আর কাউকে দেওয়া কথা না ভাঙো, তা হলে অতীতে তুমি কী ছিলে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। একদিক থেকে এটা ভাল। মানুষের নতুন করে জীবন শুরু করার মত একটা জায়গা থাকা দরকার।

বুঝতে পারছে আগের গোঁড়ামি ছেড়ে সে নতুন চিন্তাধারা মেনে নিতে শিখছে। সে শুনেছিল পশ্চিম একটা আইনবিহীন দেশ। কিন্তু এটা ছিল একটা ভুল ধারণা। এখানেও কিছু অলিখিত আইন আছে, যা সবাই মেনে চলে। কেউ না মানলে দ্রুত তার শেষ পরিণতি ঘনিয়ে আসে।

পশ্চিম ক্ষমাশীল। কিন্তু পরিস্থিতি সহ্যের বাইরে চলে গেলে দড়ির ফাঁস বা একটা বুলেট তার জন্য অপেক্ষা করবে।

যাত্রীরা খাওয়া শেষ করে বাইরে বেরিয়ে অপেক্ষা করছে। শেষ মুহূর্তের আগে ওরা স্টেজে উঠতে চায় না।

একহাতে চাবুক আর অন্য হাতে কফির কাপ নিয়ে নোয়া দরজার কাছে এল। টিরেসার পাশে দাঁড়াল সে।

'নোয়া? তুমি কি টিমথি হোয়াইটকে চেনো?'

'চিনি, ম্যাম।'

'ওকে কখনও এই পথে আসতে দেখলে আমাকে খবর দিও।'

'হ্যাঁ, ম্যাম।' কফির কাপটা টিরেসার হাতে তুলে দিল সে। 'লোকটা শিগ্‌গিরই এদিকে আসবে। লিঙ্কন আপটনের সাথে আলাপ করতে চায় সে।'

এখন সে ভয় পাচ্ছে না–কিন্তু ভয় যে কি তা সে জানে। একবারই সে ভয় পেয়েছিল, যখন টিমথি হোয়াইট ওদের প্ল্যানটেশন আক্রমণ করে পুড়িয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ কেন্টাকি পাহাড়ের আস্তানা থেকে নেমে আক্রমণ করেছিল ওরা।

টুইনিকে কোলে নিয়ে পালিয়েছিল সে। সাথে ছিল একজন মহিলা প্রতিবেশী, আর বিশ্বস্ত একজন বয়স্ক নিগ্রো কর্মচারী। কয়েক বছর আগেই জেমস ওকে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিল। লোকটা ঝোপের পিছনে একটা গুহায় ওদের লুকিয়ে রেখেছিল। ওখান থেকেই ওরা দেখল, বাড়িটা দাউদাউ করে জ্বলছে। আক্রমণকারীরা ঘোড়া-গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। বেলট–নিগ্রো লোকটা, জ্বলন্ত বাড়ি থেকে কিছু কাগজ পত্র উদ্ধার করতে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু ওকে ঠাণ্ডা-মাথায় গুলি করে হত্যা করল হোয়াইট।

এখন যে তার ঘর পুড়িয়েছে, স্বামীকে খুন করেছে, সে পশ্চিমেই ডেনভারে আছে। এবং লোকটার তাকেও হত্যা করতেই হবে।

এখানে সে নতুন করে জীবন শুরু করতে চেয়েছিল; টুইনি আর নিজের জন্য একটা জীবিকা অর্জন করার চেষ্টা করছিল–কিন্তু কি হলো? হোয়াইটও এখানে উপস্থিত। তার উপায় নেই, এখানে বসে-বসেই কবে হোয়াইট তাকে মারবে, সেই

দিন গুনতে হবে।

অনেকদিন আগে তার বাবার বাড়িতে একজন অতিথি সৈনিক তাকে কী বলেছিল সেটা মনে পড়ল ওর। 'বিজয়ের প্রথম সংজ্ঞা হচ্ছে, তোমাকে আক্রমণ করতে হবে। ওদিকে দশ হাজার সৈন্য থাকুক না কেন, তোমরা দুজন থাকলেও আক্রমণ কর। সব সময়েই একটা উপায় থাকে।'

কিন্তু সত্যিই আছে কি? কী করতে পারে সে? কিন্তু, কথাটা ঠিক। তাকে মরার অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না। নিজে ধ্বংস হওয়ার আগে তারই অ্যাকশনে যেতে হবে।

তবু, একটা মেয়ে হয়ে সে কিছু করতে পারবে? কী অস্ত্র আছে তার?

অস্ত্র কী আছে তা সে জানে, কিন্তু তা এভাবে কখনও ব্যবহার করেনি। আর, এতে কাজ হবে কি না সে সম্পর্কেও নিশ্চিত নয় টিরেসা।

সত্যি কথা হচ্ছে তার একটা পিস্তলও দরকার আক্রমণের অপেক্ষায় বসে থাকতে সে রাজি নয়। ঠিক সময় বেছে নিয়ে তাকেই আগে অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু কখন? কীভাবে? আগামীকালই লাপোর্ট গিয়ে একটা পিস্তল কিনবে বলে সিদ্ধান্ত নিল সে।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল স্টেজের উড়িয়ে যাওয়া ধুলো আবার প্রায় মাটিতে নেমে এসেছে। হেঁটে আস্তাবলের দিকে এগোল সে। দেখল, ওখানে খড় সরানোর ফর্ক হাতে ওয়াট কাজ করছে। সবই সে পরিচ্ছন্ন রেখেছে।

'সবই চমৎকার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ওয়াট। ধন্যবাদ।'

'কাজ নিয়েছি, কাজ করছি, ম্যাম।'

'ওয়াট, তুমি এদিককার পায় সবাইকেই চেনো মনে হয়। এত মানুষকে তুমি কীভাবে চেনো?'

'কেবল দেখে আর কিছু শুনে।'

'তোমার পরিবারের সবাই কোথায়?'

'আমার পরিবারে কেউ নেই।' টিরেসার দিকে সরাসরি তাকাল সে। তারপর চট করে চোখ ফিরিয়ে নিল। 'কেউ নেই।'

'এটা কেমন কথা হলো? আমি আছি না? আর টুইনি?'

'তোমরা আত্মীয় কেউ নও।'

'আত্মীয়তা শুধু রক্তের সম্পর্কেই হয় না, মনের সম্পর্কেও হয়। টুইনি ভাবে তুমি ওর ভাই। আমিও তাই ভাবতেই পছন্দ করি। তোমার একটা পরিবার আছে, ওয়াট—তুমি যদি চাও।'

'হ্যাঁ, ম্যাম।'

'তোমার বাবা মায়ের কী হয়েছে, ওয়াট?'

মাটিতে পা ঘষল সে, তারপর পিচ-ফর্কটাকে ঘ্যাঁচ করে মাটিতে গাঁথল। 'আমার দুই কি তিন বছর বয়সের সময়েই মা মারা গেছে। তার কথা আমার সামান্যই মনে আছে। আর বাবা—তাকে গুলি করে মারা হয়েছিল।'

'গুলি? কে করেছে?'

ঘোড়ার খুরের শব্দে ওদের কথায় ছেদ পড়ল। 'ঘোড়ার পিঠে আরোহী

আসছে,' বলল ওয়াট। 'দুজন।'

আস্তাবলের দরজা দিয়ে উঁকি দিল টিরেসা। ঠিকই বলেছে ওয়াট। ঘোড়ায় চড়ে দুজন অপরিচিত আরোহী আসছে।

আট

অনেক আগে টিরেসার বাবা ওকে দেখতে বলেছিল। 'অনেকেই তাকায়, কিন্তু বোঝে না। যা দেখছ তার অর্থ তোমাকে বুঝতে হবে।' ওই আরোহীদের মাঝে কী যেন একটা বিশেষত্ব আছে।

'ওদের ঘোড়াগুলো দারুণ ভাল,' মন্তব্য করল টিরেসা।

'হ্যাঁ, মাম। কোন কাউহ্যান্ডের এমন ঘোড়া কেনার সামর্থ্য হবে না। হয় ওরা বড়লোক, নতুবা আউটল।'

'আউটল?'

'হ্যাঁ। যেটা দৌড়াতে পারে এমন ঘোড়াই দরকার আউটলদের। তাতে বদ কাজ করে পালাতে সুবিধা।'

'তুমি স্টেশনে গিয়ে নোরাকে বলো যেন ওদের খাইয়ে বিদায় করে। আমার কথা যেন সে উল্লেখ না করে। ওরা ভিতরে ঢুকলে আমি বাসায় ফিরে যাব।'

'ওদের ভয় পাও তুমি?'

'ভয় না, তবে একটু সাবধান থাকছি।' ওয়াটের কাঁধে হাত রাখল সে। 'আজ তোমাকে একটা নতুন কথা শোনাব। কিন্তু এটা তোমার গোপন রাখতে হবে। আমার স্বামীকে যে হত্যা করেছে, তার নাম টিমথি হোয়াইট। জেমস ওর সম্পর্কে যা জানত সেটা মুছে ফেলার জন্যেই সে তাকে ঠাণ্ডা-মাথায় খুন করেছে। আমি জানি সে কী ছিল, কিন্তু সে চায় না এটা কেউ জানুক।'

লোক দুজন যখন রেইলের সাথে ঘোড়া বাঁধছে, ওই সময়ে ওয়াট স্টেশনে পৌঁছল। দরজাটা খুলে আবার বন্ধ হতে দেখল টিরেসা। অল্পক্ষণ পরেই চারপাশ একবার ভাল করে দেখে নিয়ে লোক দুটো স্টেজ স্টেশনে ঢুকল। ওদের ঢুকতে দেখার পর বার্ন থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গেল টিরেসা।

টেবিলে বসে আঁকছিল টুইনি। মুখ তুলে চেয়ে সে প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে, মা?'

'স্টেশনে দুজন লোক এসেছে, আমি চাই-না ওরা আমাকে দেখুক।'

'ওরা দেখেছে?'

'আমার মনে হয় না। তবে, আমাদের অপেক্ষা করে বুঝতে হবে।'

স্টেশনের ভিতরে ওয়াট নোরার পাশে গিয়ে হাজির হলো। 'নোরা? আমরা তো "শুধু দুজন" আছি–কিছু পাই (পিঠার মত) খেলে কেমন হয়?' এক দৃষ্টে সে তাকিয়ে আছে–যেন কিছু বলতে চাইছে।

'তোমার কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে, এই ভদ্রলোকরাও পাই খেতে চাইতে পারে। এদের আমার খাওয়াতে হবে।'

'আমি জানি তুমি পাই খাও না...অর্থাৎ প্রার্থী আমি একাই।'

আড়চোখে লোক দুজনকে দেখল নোরা। দুজনই বলিষ্ঠ আর রুক্ষ চেহারার লোক দুজনের কোমরেই পিস্তল ঝুলছে। এই এলাকায় প্রায় প্রত্যেকেই কোমরে পিস্তল ঝোলায়, কিন্তু–

'কফি?' প্রশ্ন করল সে 'এর জন্যেই কি তোমরা এসেছ?'

'কিছু খাবার যদি তোমার বেঁচে থাকে তবে সেটাও আমরা আনন্দের সাথেই খাব।'

'আমাদের বাড়তি কিছু স্ট্যু আছে, আর আমার নিজের বেক করা কিছু রুটি।'

'আমরা তাই খাব।' কম বয়স্ক লোকটা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল। 'শুনেছি একজন মহিলা এই স্টেশন চালায়–কিন্তু ভাবিনি সে আইরিশ হবে।'

'তুমিও কি আইরিশ? চেহারায় যেন ওই রকমই একটু দেখা যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, কিছুটা। আমার দাদীর জন্ম হয়েছিল ডনেগালে।' আবার সে এপাশ-ওপাশ দেখল। 'তুমিই কি এই স্টেশন চালাচ্ছ?'

'আর কে? এই ছেলে কি একটা স্টেশন চালাতে পারবে? ছেলেটা এখানকবারই, কিন্তু ওকে ছাড়া আমি এই স্টেশন চালাতে পারতাম না।'

দুটো খালি কাপ টেবিলে রেখে, তাতে কফি ঢালল নোরা 'কিন্তু আমি আসলে স্টেজ-স্টেশনে কাজ করার জন্য আসিনি। শুনেছি এই এলাকায় নাকি সব জায়গাতেই সোনা পাওয়া যাচ্ছে, তারই খোঁজে এসেছি।'

লম্বা হাতাওয়ালা কাঠের চামচ দিয়ে প্লেটে স্ট্যু বাড়ছে নোরা। 'আমার ইচ্ছা একদিন অনেক টাকা-পয়সা নিয়ে দেশে ফিরে অবিবাহিত ছেলেদের দল থেকে কাউকে বেছে নিয়ে বিয়ে করব।'

'তুমি স্বপ্ন দেখছ, মেয়ে ' বয়স্ক লোকটা রূঢ় স্বরে জানাল। 'সোনা এখানে আছে, তা সত্যি। কিন্তু মাত্র কয়েকজনই তা ভোগ করছে।'

'তুমি দেখে নিও, আমি আমার সোনা ঠিকই খুঁজে বের করব। তারপর ধনী মেয়ে হিসেবেই দেশে ফিরব।'

কম বয়সী লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি সোজা দেশের থেকে এসেছ, নাকি ভার্জিনিয়ায় থেমেছিলে?'

'ভার্জিনিয়া? ওই জায়গা আমি চিনি না। আমি বস্টনে ছিলাম। ওখানে কিছুদিন চাকরি করে পশ্চিমে আসার মত টাকা জোগাড় করেই এদিকে চলে এসেছি। আমি ক্যালিফোর্নিয়ায় যাচ্ছিলাম, কিন্তু যখন শুনলাম কলোরাডোতে সোনা পাওয়া গেছে, আর ওটা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে হাজার মাইল কাছে–তখন আমি এটাই বেছে নিলাম।'

আর কোন কথা হলো না। ওরা এখন খাওয়ায় ব্যস্ত। আর নোরা লক্ষ করেছে পশ্চিমের লোকের কাছে খাওয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অলস কথাবার্তায় ওরা কখনও মিছে সময় নষ্ট করে না। মাঝেমাঝে তাদের কফির কাপ আবার ভরে দিয়েছে নোরা।

টিরেসা জেমস কোথায়? নোরাকে একা সব সামলাতে দেওয়াটা তার পক্ষে

অস্বাভাবিক। আড়চোখে ওয়াটের দিকে চাইল সে। ছেলেটা হাত দিয়ে মুখ মোছার ভঙ্গিতে ঠোঁটের উপর একটা আঙুল রাখল।

তা হলে কি ঝামেলা আছে? কেতলিটা আবার ভরে আগুনে চাপাল নোরা অর্ধেক পানি গরমই ছিল–শিগ্‌গিরই কেতলির পানি ফুটে উঠবে।

'তোমরা স্টেজের জন্য অপেক্ষা করছ?' প্রশ্ন করল সে।

'না, সিধে এগিয়ে যাব আমরা–পশ্চিমে যাচ্ছি।'

কম বয়সী লোকটা অন্যজনকে নিচু স্বরে কী যেন বলল। সে বলল, 'এ সে হতেই পারে না।'

'আমার বিশ্বাস, হয়তো কোন ভুল হয়েছে,' মন্তব্য করল কম বয়সী লোকটা।

ওরা খাওয়া শেষ করার পর বয়স্ক লোকটা একটা সিগারেট রোল করল। অন্যজন আবার চারপাশে চাইল। 'পরিচ্ছন্ন,' বলল সে, 'আর সুন্দরভাবে গুছানো।'

'ধন্যবাদ, স্যার! এ ছাড়া কোন গরীব মেয়ের পক্ষে কোন চাকরিতে টিকে থাকা সম্ভব নয়। পুরুষকে আমরা ওই একটা জায়গাতেই হারাতে পারি।'

কম বয়সী লোকটা উঠে দাঁড়াল। 'চল জো, আমরা লাপোর্টে বসের সাথে দেখা করব।'

বাইরে বেরিয়ে নিজেদের ঘোড়া নিয়ে ওরা চলে গেল।

ওয়াট নোরার দিকে ফিরল। 'আমার মনে হয় ওকে আমি চিনি! ও জো ট্যানার। লোকটা ঘোড়া চোর, কিন্তু কখনও ধরা পড়েনি। গোলাগুলিতেও ওর হাত ভাল। তবে বয়স কম লোকটাকে আমি চিনতে পারিনি।'

ঘোড়ার খুরের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। এবার টিরেসা স্টেশনে ঢুকল। ঢোকার সাথেসাথেই নোরা ঘুরে তাকাল। 'ওয়াট বলছে সে বয়স্ক লোকটাকে চেনে–লোকটা ঘোড়া চোর।'

'কম বয়স্ক লোকটাও তাই।' টিরেসার চোখে রাগের চিহ্ন। 'সে যে ঘোড়াটা চড়ছে, সেটা আমাদের থেকেই চুরি করা হয়েছে। ঘোড়টাকে আমি চিনি, আমার বিশ্বাস সে-ও দেখলে আমাকে চিনবে।'

'এটা কতদিন আগের ঘটনা, মাম?'

'প্রায় দু'বছর আগে ঘোড়াটা চুরি গেছিল। লোকটা হোয়াইটের দলেরই একজন লোক।'

'তুমি ঠিক জানো এটা সেই লোক?'

'আমি ঠিকই জানি, কিন্তু প্রমাণ করতে পারব না।'

'একথা আমাদের মিস্টার বুনকে জানানো দরকার সে জানবে আমাদের এখন কী করা উচিত।'

'কী করতে হবে, তা আমার সমস্যা–ওর নয়।' সেও নিজেরই অজান্তে পশ্চিমের মানুষ হয়ে উঠেছে। 'যা করার তা আমি নিজেই করব।'

'অনেক ভাল বন্ধু আছে, যারা তোমাকে সাহায্য করতে চায়। তারা তোমার ওপর ঝামেলা আসুক, এটা কখনও দেখতে চায় না।'

'ওদের কিছুটা দূরেই থাকতে দাও, আমার সমস্যা আমি নিজেই সমাধান

করব। সমস্যাটা বুনের নয়। এর প্রতিকার আমার নিজেকেই করতে হবে।'

কিন্তু কীভাবে? অপরিচিত কেউ এলেই এভাবে লুকিয়ে থেকে তারা কতদিন চলবে? এবার সে লুকিয়েছিল, কারণ কিছু সময় তার দরকার। এতে অন্তত কয়েকদিন ওরা টের পাবে না যে নোরা আসলে এই স্টেশনের চার্জে নেই। তারপর ওরা আবার ফিরে আসবে।

'ওরা ধোঁকা খাবে না,' বলল ওয়াট। এতদিনে এদিকের সব স্টেজ-স্টেশনেই তোমার কথা বলাবলি শুরু হয়ে গেছে। ম্যাম, পশ্চিমকে আমি ভাল করেই চিনি। এলপেসো থেকে ইউভালডি আর সল্ট লেক পর্যন্ত তোমার কথা ছড়িয়ে পড়েছে। একজন সুন্দরী মহিলা, যে রাঁধতেও জানে, একথা পশ্চিমে বেশিদিন চাপা থাকবে না।

'কথা ছড়ায়, ম্যাম। পশ্চিমে কোন কিছুই গোপন থাকে না। এখানে নতুন খবর বলতে কিছু নেই। এলপেসোর লোক জানবে ডেনভারের মার্শালের চেহারা কেমন। ক্যানসাস সিটির জুয়ার ওস্তাদ কে তাও তারা জানে। লোকটা তাস বাঁটার আগে নিজের হাতঘড়ির দিকে চায়। সবাই টের পায় কিছু কারচুপি চলছে, কিন্তু কী যে হচ্ছে তা আজ পর্যন্ত কেউ ধরতে পারেনি। ওরা জানবে তুমি কোথায় আছ।'

'ধন্যবাদ, ওয়াট। কিন্তু আমার একটু সময় দরকার ছিল—ব্যস, একটু সময়।'

'ক্ষমা চাইছি, ম্যাম, কিন্তু তোমার আরও সময়ের প্রয়োজন হবে। ওরা কঠোর মানুষ—রীতিমত খারাপ লোক।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল টিরেসা—রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। ওয়াট ঠিক বলেছে। সে যা করেছে, তা কিছু সময় পাওয়ার জন্যই। এরইমধ্যে ওকে প্ল্যান করে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে।

টিমথি হোয়াইট যে সতর্কতার সাথে কাজ করবে তাতে সন্দেহ নেই। আরও উপরে উঠতে হলে তাকে সাবধান হতেই হবে। কেউ যেন তার চরিত্রে কালি লেপতে না পারে সেদিকে তার খেয়াল রাখতে হবে। লোকটা এমন মানুষকেই পাঠাবে যে কোন খুঁত রাখবে না।

কিন্তু কোন মহিলাকে খুন করতে হলে তাকে আরও বেশি সতর্ক হতে হবে—কারণ পশ্চিমে মহিলার গায়ে কেউ হাত তুললে তাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। খুন করলে তো কথাই নেই। ডবল ফাঁসি—অর্থাৎ, কষ্ট দিয়ে ফাঁসি।

লোকটা বোকা নয়। সুতরাং কোন মহিলাকে খুন করতে হলে এমন কাউকে দিয়েই করাবে, যার সাথে ওর কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হয়তো একজন আউটল, বা কোন বদমাশ ইন্ডিয়ানকেও নিয়োগ করতে পারে সে।

একটা পিস্তল কেনা একান্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। ওর লাপোর্ট যাওয়ার দরকার। পিস্তল ছাড়াও স্টেজ-স্টেশনের জন্যও অনেক কিছু কেনা প্রয়োজন। টুইনি আর ওয়াটের শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়েও তাকে ভাবতে হবে। এদিকে কোন স্কুল নেই, তাই কাজটা আপাতত টিরেসাকেই করতে হবে।

অনেক আগে তার বাবা শুটিঙ শেখাতে গিয়ে কী বলেছিল ওর মনে আছে। 'বন্দুক একটা বিরাট দায়িত্ব। অঙ্কের মত কখনও গুলি ছুঁড়ো না। কোথায় মারছ

সেটা জেনেই শুট করবে। বিকল্প কোন উপায় না থাকলে তখনই কেবল গুলি কোরো। সব গানই লোডেড বলে ধরে নিও। কারণ বেশিরভাগই লোডেড থাকে।'

টিরেসা পুরুষ নয়, তাই স্বামীর মত সামনা-সামনি যুদ্ধে ওকে কেউ মারবে না। স্টেজ ডাকাতি করতে গিয়ে গোলাগুলিতে হয়তো তাকে খুন করতে পারে। পশ্চিমের জীবন-ধারা সম্পর্কে যেটুকু শিখেছে, তাতেই সে জানে সবথেকে খারাপ লোকও কোন মহিলাকে খুন করতে ইতস্তত করবে। কোন পুরুষকে কেউ খুন করলে পশ্চিমের লোক কাঁধ ঝাঁকিয়ে উদাসীন থাকবে–মহিলাকে খুন করলে লোকজন খেপে গিয়ে তাকে খুঁজে বের করে একটুও দয়া না করে ফাঁসি দেবে।

অ্যামবুশ···স্টেশন থেকে নিজের বাসায় যাওয়ার সময়ে বা বার্ন থেকে করালে যাওয়ার পথে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে গুলি আসতে পারে। হয়তো নিচু পাহাড়টারও ওপাশে ঘোড়াও তৈরি থাকবে দ্রুত পালানোর জন্য। আরও অনেক পথ আছে, কিন্তু এটার সম্ভাবনাই বেশি।

টিরেসার বাবা সেই আমলের অভিজ্ঞ সৈনিক। সে প্রায়ই বলত ভাল প্ল্যান করতে পারলে যুদ্ধের অর্ধেক জয় হয়ে যায়। হয়তো। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনাকেও একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। তবে কেউ যদি সব দিকে চিন্তা করে প্ল্যান করতে পারে, তা হলে অপ্যত্যাশিতেরও সফল মোকাবিলা করা সম্ভব। টিরেসাকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সব কিছু বিবেচনা করে এগোতে হবে।

এমন একটা পরিস্থিতি সামলানোর মত শিক্ষা তার ঠিক নেই–কিন্তু ভেবে দেখল, প্রায়ই তার স্বামী আর বাবার মধ্যে যুদ্ধ, সীমান্তে ইন্ডিয়ান ফাইটিঙ, এসব সম্পর্কে আলোচনা সে শুনেছে। কিছু কথা এখনও তার মনে গেঁথে আছে। কারও সাহায্য সে নিতেও পারবে না, চাইবেও না। তার নিজের সমস্যায় জড়িয়ে কাউকে জীবনের ঝুঁকি নিতে বলার অধিকার তার নেই।

তার বাবা বলত, আক্রমণ, সব সময়ে আক্রমণ করতে হবে।

নিজেকে রক্ষা করাই যথেষ্ট নয়। টিমথি হোয়াইটের মত লোককে সে কিছুতেই ক্ষমতায় আসতে দিতে পারে না। আরও অনেক কিছুই তার মনে পড়ছে। যথাযোগ্য ব্যবস্থা তাকে নিতেই হবে।

'কি যেন খবর পেয়েছে সে? এদিকে লিঙ্কন আপটন–সে শুনেছে লোকটা প্রভাবশালী এবং অর্থবান র‍্যাঞ্চার। লোকটার সাথে তার পরিচয় করে নেওয়া জরুরী। লোকটার রাজনৈতিক প্রভাবও যথেষ্ট আছে।

লোকটা জানলে নিশ্চয় হোয়াইটের বিরোধিতা করবে কে হোয়াইটের ক্ষমতায় আসার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করবে? যে সবথেকে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সে-ই করবে। আপটনের সাথে তার দেখা করা দরকার, এবং তা শিগ্‌গিরই। লোকটার এই অঞ্চলে ভাল ক্ষমতা আছে।

জানালার পাশ থেকে সরে এসে ওয়াটের দিকে চাইল টিরেসা। ছেলেটা টেবিলে বসে অ্যাপ্‌ল্ পাই খাচ্ছে। ওই বুনো ছেলে যে কোত্থেকে এসেছে তা কেবল ঈশ্বরই জানেন।

'ওয়াট,' হঠাৎ বলল টিরেসা, 'আমার যদি একটা ছেলে থাকত, আমি চাইতাম সে তোমার মত হোক।'

চমকে মুখ তুলে তাকাল ওয়াট। অপ্রস্তুত হয়ে একটু লালচে দেখাচ্ছে ওর মুখ ওর কাছে এগিয়ে গেল টিরেসা। 'ঠিকই বলছি, ওয়াট। যা বললাম তার প্রত্যেকটা অক্ষর আমার মনের কথা।'

চট করে চোখ নামিয়ে নিল ছেলেটা। ওর চোখে জল টলমল করছে। চোখ থেকে দু'ফোঁটা পানি মেঝেতে পড়ার পর সে আবার মুখ তুলল।

'ম্যাম? তুমি লাপোর্ট গেলে আমাকেও সাথে নিয়ে যেয়ো। আমি একটু ঘুরেফিরে দেখতে চাই।'

'ভেবে দেখি সম্ভবত আগামীকালই আমি যাব।'

'তুমি কি স্টেজে যাবে? তাই ক'রো, ম্যাম, ওটাই নিরাপদ হবে। কালকে নোয়া স্টেজ চালাবে–ভাল ড্রাইভার।'

নিজের কামরায় ফিরে গেল টিরেসা। কী কী আনবে তার একটা লিস্ট করতে হবে।

লিস্টের পয়লা নম্বরেই সে লিখল–একটা পিস্তল।

নয়

সকালের রোদে লাপোর্টকে শান্ত দেখাচ্ছে। একটা সেলুনের সামনে হিচিঙ রেইলে দুটো ঘোড়া বাঁধা রয়েছে হার্ডওয়্যার দোকানের সামনে একটা ওয়্যাগন।

নোয়া আড়চোখে রাস্তাটা এক ঝলক দেখে নিয়ে টিরেসাকে স্টেজ থেকে নামতে সাহায্য করল। 'তুমি সাবধান থেকো, ম্যাম।' একটু থামল সে। 'তুমি কি শহরেই খাবে? তা হলে একটু সামনে পেগি বোর্ডিং হাউসে খেতে পারো। ওখানে তোমার আর টুইনির মত মানুষের জন্য পিছনে আলাদা কামরার ব্যবস্থা আছে। কারণ এখানকার লোকজন মাঝেমাঝেই ভুলে গিয়ে রুক্ষ ভাষা ব্যবহার করে (ওই দেশে মেয়েদের সামনে গালাগালি করা চরম অভদ্রতা)। ওরা লজ্জা পাবে, ম্যাম।'

'তুমি আমাকে, না ওদের রক্ষা করতে চাইছ?' হাসল মেয়েটা

'দুটোই।' হাত বাড়াল সে। 'তুমি চাইলে আমি ওই লিস্ট দেখে সব কেনার ব্যবস্থা করতে পারি। থর্পের কাছে লিস্টটা পেশ করলেই যথেষ্ট।'

'না, আমি নিজেই ওর সাথে দেখা করব। কারণ ওতে কিছু অস্বাভাবিক জিনিসও চাওয়া হয়েছে, যার ব্যাখ্যা দেয়া দরকার। আমি এখনই ভিতরে গিয়ে ওর সাথে আলাপ করব।'

টুইনির হাত ধরে ওকে নিয়েই অফিসে ঢুকল টিরেসা।

মাইকেল থর্প ডেস্কের পিছনে তার চেয়ারে বসে আছে। শার্ট পরেই বসে ছিল সে। টিরেসাকে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে ওদিকে ঝোলানো কোটের দিকে হাত বাড়াল সে।

'এর দরকার নেই, মিস্টার থর্প। আমি তোমার অতিথি নই–সামান্য কর্মচারী মাত্র!'

কুর্নিশ করল সে 'ম্যাম, এখানে তুমি সব সময়েই অতিথি! আর তোমার স্টেশনে আমি অতিথি'–হাসল সে– 'এবং তুমি কর্মচারী!'

'এইখানে একটা লিস্ট–'

'তুমি বসবে না? প্লীজ?'

'বসব, কিন্তু বেশিক্ষণ না। আমার কাজ মাত্র দু'এক মিনিটের। আমার কিছু কেনাকাটা করে স্টেশনে ফিরতে হবে।'

টিরোসা বসার পর বেশ কিছু কাগজপত্র ঘাঁটল থর্প। 'আমি কোনো স্টেশনের এত প্রশংসা কখনও পাইনি। বিশেষ করে চমৎকার খাবার পরিবেশন করার, যার স্বাদ আর মান খুব ভাল তুমি বেশ নাম করে ফেলেছ, ম্যাম।'

'কিন্তু স্টাড পেলি এটা সমর্থন করলে আমি নিশ্চিত হব।'

'পেলি এটা সমর্থন করুক এটাই আমি চাই।'

'একটা কথা, মিসেস জেমস, পেলিকে আমি ভাল করেই চিনি। তুমি হোয়াইট না ব্ল্যাক, নাকি হলুদ, (চীনা বা জাপানীকে হলুদ বলা হয়) এ বিষয়ে সে মোটেও চিন্তা করবে না। স্টেশনটা ঠিক চলছে কিনা এটাই তার প্রধান প্রশ্ন। আর তুমি এটাকে যেভাবে চালাচ্ছ, তা আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। তাতে তার কোন রকম আপত্তি থাকার কোন কারণ আমি দেখি না। তবে আমার বিশ্বাস শিগ্‌গিরই সে এটা নিজের চোখে দেখতে আসবে।'

ওর দিকে তাকাল থর্প। 'ম্যাম, তোমার স্বামীর কী ঘটেছিল?'

একটু ইতস্তত করল সে, কিন্তু তারপর স্পষ্ট গলায় জবাব দিল, 'আমার স্বামীকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। হয়তো তোমার বিশ্বাস হবে না, আমার স্বামীর কোমরে ফিতে দিয়ে বাঁধা পিস্তল ছিল। সে কোন পিস্তলবাজ ছিল না। লোকটা তার পিস্তল বের করে আমার স্বামীকে কোন সুযোগ না দিয়েই হত্যা করেছে।'

'তুমি জান লোকটা কে?'

'হ্যাঁ, ওর নাম টিমথি হোয়াইট।'

'টিমথি হোয়াইট! নিশ্চয় তোমার কোন ভুল হয়েছে, ম্যাম। মিস্টার হোয়াইট কোন গান ফাইটার নয়। সে একজন সম্মানিত ব্যক্তি!' একটু ইতস্তত করল থর্প, তারপর আবার বলল, মিস্টার জেমসের হত্যা করার কথা আমার কানেও এসেছে, কিন্তু তার হত্যাকারীর কোন নাম জানানো হয়নি।'

'কিন্তু এটা আমি জানি, মিস্টার থর্প।'

'তা হলে কি কোনও পুরোনো বিরোধ ছিল পুবে?'

'না, তা ছিল না। আমার স্বামী কেবল ভদ্রলোকের সাথেই বাক-বিতণ্ডা করত, মিস্টার থর্প। সে আমার স্বামীকে হত্যা করেছে, তার একমাত্র কারণ জেমস ওকে চিনে ফেলেছিল।'

একটু ইতস্তত করল থর্প। টিরেসার কথার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা সে পুরোপুরি বুঝতে পারছে না। টিমথি হোয়াইট ডেনভারের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। বন্ধু সুলভ লোক সে। তার অনেক উঁচু দরের বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। কিন্তু হোয়াইট মেজরকে মেরেছে সে ওকে চিনতে পেরেছিল বলে?

'ঠিক বুঝলাম না, মিসেস জেমস।'

'তোমার বোঝার কথাও নয়, মিস্টার থর্প। সমস্যাটা আমার নিজের। তবে একটা অনুরোধ, আমার ব্যাপারে কোন কথা মিস্টার হোয়াইটকে জানিও না। আর আমাদের আজকের কথাবার্তার কথাও কাউকে বোলো না।'

'আমি তা কখনও করব না, ম্যাম। তবে একটা বিষয়ে তোমাকে সাবধান করা প্রয়োজন মনে করছি–মিস্টার হোয়াইটের অনেক বন্ধু আছে। লোকটা খুব জনপ্রিয়। এবং–'

'হ্যাঁ?'

'রাস্তার ওমাথায় ওর একটা অফিসও আছে–ব্যাঙ্কের ওপরতলায়। এখন এই মুহূর্তেও সে ওখানেই আছে।'

টুইনির হাত ধরে সে বেরিয়ে এল। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল টিরেসা। উপায় থাকলে এখনই সে চেরোকী স্টেশনে ফিরে যেত। কিন্তু বিকেলের আগে আর কোন স্টেজ নেই। সে যে-কাজে এসেছে সেগুলোই ওকে করতে হবে।

দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে হার্ডওয়্যার স্টোরে ঢুকল টিরেসা। দোকানের মালিক ওকে সার্ভ করতে এলে সে বলল, 'আমি একটা পিস্তল কিনতে চাই।'

আড়চোখে টিরেসার দিকে চাইল সে। পশ্চিমে মহিলাদের পিস্তল কেনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। 'আমার কাছে একটা চমৎকার ছোট টোয়েন্টি টু আছে, ম্যাম।'

'আমি টোয়েন্টি টু চাই না। ছত্রিশ ক্যালিবারের একটা নেভি পিস্তল আমার দরকার।'

'কিন্তু মেয়েদের জন্য ওটা অনেক ভারি–'

'ওই পিস্তল আমি আগেও ব্যবহার করেছি। আমার স্বামীই আমাকে শিখিয়েছে।'

'তাই? তা হলে অবশ্য ভিন্ন কথা।' কাউন্টারের নীচ থেকে একটা পিস্তল বের করল সে। 'এক্কেবারে ঝকঝকে নতুন, ম্যাম। একটা সেরা পিস্তল।'

ওটা হাতে নিয়ে দেখল টিরেসা। 'এটা আমি নেব। এর জন্যে কিছু গুলিও আমার লাগবে।' টুইনি কিছু চুলের ফিতে দেখছিল। ঘুরে ওর দিকে যাওয়ার সময়ে হঠাৎ ম্যাচ করা একজেজাড়া ডেরিঞ্জার ওর চোখে পড়ল। 'এগুলোর কত দাম?'

'ম্যাম, ওগুলো চমৎকার অস্ত্র। ছোট, কিন্তু যত্নের সাথে তৈরি। জোড়া চল্লিশ ডলার। ৪৪ ক্যালিবার।'

চল্লিশ ডলার? একটা পিস্তল সে আগেই কিনেছে। তবু, জীবনের মূল্য কত? 'ওই দুটোও আমি নেব। প্লীজ, ওগুলোতে তুমি গুলি ভরে দেবে?'

'ওগুলো লোড করা অবস্থায় তুমি নেবে, ম্যাম? আমার মনে হয়–'

'আজ বিকেলের স্টেজেই আমি ফিরব, স্যার। ওতে গুলি ভরা না থাকলে কি আমার কোন কাজে আসবে?' হাসল সে।

জবাবে লোকটাও হাসল। 'না, খালি পিস্তলে তোমার কাজ হবে না। আমি এখনই গুলি ভরে দিচ্ছি।' মাথা হেলিয়ে টুইনির দিকে দেখাল সে। 'মনে হচ্ছে

তোমার বোন তার পছন্দসই কিছু দেখতে পেয়েছে।'

আবার হাসল টিরেসা। 'ধন্যবাদ, স্যার। কিন্তু ও আমার বোন নয়–আমার মেয়ে।'

'মেয়ে? তা হলে কি তুমিই মিসেস জেমস? যে চেরোকী স্টেশন চালায়? সবাই বলে জর্জটাউনের এপাশে তোমার খাবারই সবচাইতে ভাল।'

'ধন্যবাদ। আমিই মিসেস জেমস।'

দোকানের ওপাশে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাকি কেনাকাটা সেরে লোডেড ডেরিঞ্জারগুলো নিয়ে স্টোর থেকে বেরিয়ে এল সে।

ব্যাঙ্কের উপরতলার অফিসে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে টিমথি হোয়াইট। দুজন বিজনেস সুট পরা লোকের সাথে কথা বলছে সে। এবার ঘুরে জানালার দিকে পিঠ দিয়ে ওদের মুখোমুখি হলো।

'জেন্টলমেন, তোমরা আমাকে সম্মান দেখালে! সত্যি কথা বলতে কি, আমার ইচ্ছা গভর্নর পদের জন্য নির্বাচনে অংশ নেব। আমি শুনেছি কলোরাডোকে একটা স্টেট বানাবার জন্য নতুন বিল পাশ করার কথা চলছে। আমার ধারণা নতুন কারও বদলে হয়তো এই এলাকার বর্তমান গভর্নরকেই চাইবে ওরা। যাহোক'–বিনীত ভাবে হাসল সে–'যদি অনেকে আমাকে চায়–'

'আমি নিশ্চিত ওরা চাইবে, মিস্টার হোয়াইট। আমরা অনেকেই একটা পরিবর্তন চাই। আমরা উপলব্ধি করছি একটা চেঞ্জ একান্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। তোমার মত সম্মানিত আর সম্ভ্রান্ত লোকই আমাদের প্রয়োজন। আমরা জানি ভোটাররা তোমাকেই চাইবে।'

'এসব ব্যাপার তোমরা আমার চেয়ে ভাল বোঝ। বিলটা পাশ হলে আমার কথা মনে রেখ। তোমরা সবাই চাইলে আমি নিশ্চয় নির্বাচনে অংশ নেব।'

আবার জানালার দিকে ফিরল টিমথি। খুশি চেপে রাখতে পারছে না সে। অবশ্য ভদ্রলোক দুজন জানে না এর জন্য কত সতর্কভাবে সে মঞ্চ সাজিয়েছে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল একজন মহিলা একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। মহিলা অসাধারণ সুন্দরী।

আড়ষ্ট হলো সে। টিরেসা জেমস! টিরেসা জেমস এখানে! তার কপালটাই মন্দ! পর্দা ঝোলাবার বারটা সে এত জোরে চেপে ধরল যে ওটা ভাঙার উপক্রম হলো। ঘুরতে গিয়েও টিমথি আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। কিন্তু ততক্ষণে টিরেসা অদৃশ্য হয়েছে।

'কী হলো, মিস্টার হোয়াইট?'

একটু ম্লান হাসি হাসল সে। 'না, না, কিছুই হয়নি। আমি ভাবছিলাম, আমরা মিলেমিশে অনেক কিছু করতে পারব। এবার তোমরা অনুমতি দিলে আমি একটু কাজ করব।'

উঠে দাঁড়াল ওরা। 'নিশ্চয়। আমরা তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করছি।'

'না, কিন্তু আমার কিছু জরুরী কাজ পড়ে আছে। আমাদের অপেক্ষা করে দেখতে হবে বিলটা পাশ হয় কিনা।'

ওরা চলে গেলে ধপ করে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল হোয়াইট। টিরেসা যে পশ্চিমে আসতে পারে তা কে ভাবতে পেরেছিল? সে জেনেছে টিরেসা জেমস একটা স্টেজ-স্টেশন চালাচ্ছে।

কিন্তু সে কল্পনাও করতে পারেনি টিরেসার মত মহিলা স্টেজ-স্টেশন চালাতে পারে। কিন্তু তাই ঘটেছে। জো ট্যানার তা হলে ভুল করেছিল, অথবা টিরেসাকে সে ওখানে দেখতে পায়নি

টম জেমসকে হত্যা করা এক জিনিস: পশ্চিমে গানফাইট অহরহই হচ্ছে। কোন অস্ত্রহীন মানুষকে হত্যা করলে লোকজন সেটা সন্দেহের চোখে দেখবে। কিন্তু মহিলাকে হত্যা করলে সেটা কেউ ক্ষমার চোখে দেখবে না। তবু তাকে মরতেই হবে। মেয়েটা তার সম্পর্কে অনেক বেশি জানে, এবং পুবে প্রভাবশালী বন্ধু-বান্ধবও তার যথেষ্ট রয়েছে।

মেজর জেমস বেশ জনপ্রিয় লোক ছিল। মেয়েটা যদি তার উঁচু মহলের বন্ধুদের মারফত একটা ইনভেস্টিগেশন চালু করায়? কাছেই ফোর্ট কলিনস-এ জেমসের অনেক বন্ধু আছে। যদি হত্যাকাণ্ডের পরিস্থিতি ওদের কাছে সন্দেহজনক মনে হয় তবে ওরা এনকোয়ারি করতে এগিয়ে আসবে। ফেয়ার গানফাইট মনে হওয়ায় এ-সম্পর্কে কোন অনুসন্ধান আজ পর্যন্ত হয়নি।

নিজের প্রতি সন্দেহের উদ্রেক না করে মেয়েটাকে কীভাবে সরানো যায়?

একটা সাধারণ স্টেজ ডাকাতি–যাতে মেয়েটা দুর্ভাগ্যক্রমে গুলি খেয়ে মরবে? না…কোন মেয়ে মারা গেলে লোকজন খুনীদের ধাওয়া করে ধরে ফাঁসিতে ঝোলাবে। আর ফাঁসিতে ঝোলার আগে ওদের কেউ মুখ খুলতে পারে।

অ্যামবুশ থেকে একটা গুলি? এলাকাটা ভাল করে স্কাউট করাতে হবে–দেখতে হবে আড়াল থেকে গুলি করে পালানো সম্ভব কিনা। একটা ইন্ডিয়ান টাট্টু চুরি করে কাজ সেরে লোকটা পালাবে। নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে নিজের তেজী ঘোড়া নিয়ে সে উধাও হয়ে যাবে। ওর নিজের ঘোড়াটা কোন ইন্ডিয়ান গ্রাম বা ক্যাম্পের কাছাকাছি থাকবে।

কিংবা স্টেশনের উপর একটা ইন্ডিয়ান হামলা? বা ইন্ডিয়ান সাজে অন্য লোকজন?

চেয়ার ছেড়ে উঠে আবার জানালার ধারে গেল সে। রাস্তায় টিরেসার কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু মেয়েটা তাকে দেখে ফেলুক এই ঝুঁকি সে নিতে পারবে না। ড্যাম! তার একটা ড্রিঙ্ক দরকার!

মেয়েটা কতক্ষণ এই শহরে থাকবে? লোকটা মনে করার চেষ্টা করল চেরোকীর স্টেজ কখন ছাড়বে।

স্টেজ স্ট্যামপিড করাবে? স্টেশনে আগুন ধরিয়ে দেবে?

লাপোর্ট মাত্র এক রাস্তা বিশিষ্ট শহর। সব দোকান আর সেলুন ওই একটা রাস্তারই পাশে গড়ে উঠেছে। যাকে দেখা দিলে বিপদের ঝুঁকি আছে, তাকে এড়িয়ে যাওয়া এই রাস্তায় প্রায় অসম্ভব।

অ্যামবুশই যদি একমাত্র উপায় হয়, তবে কাকে বিশ্বাস করে কাজটা সে দিতে পারে? তার আগের দলে প্রায় ষাটজন লোক ছিল–কিন্তু ওদের মাত্র

বারোজনকে সে নিজের সাথে পশ্চিমে এনেছে। বাকি সবার কেউ বাড়ি ফিরে গেছে, কেউবা তেষট্টির যুদ্ধে মারা পড়েছে। সে ধীর মাথায় চিন্তা করে দেখল কাকে পাঠানো যায়। ওকে কীভাবে নিজের গল্পটা বিশ্বাস করাবে, সে বিষয়েও সে কিছু চিন্তা করল খুনী লোকটাকেও বিশ্বাস করাতে হবে যে তার জীবনও বিপন্ন। ধীরে সে মনেমনে একটা গল্প ফেঁদে নিল। মেয়েটা যদি কাউকে চিনতে পারে, তবে সে অচিরেই ফোর্ট কলিনস-এ গিয়ে রিপোর্ট করবে। গভর্নর বা সেনেটারী পদে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে নিজের নিষ্কলুষ অতীত প্রতিষ্ঠা করা তার একান্ত প্রয়োজন কিন্তু সে যদি আমাকে বা অন্য কাউকে চিনতে পারে–তা হলে কোনও সন্দেহ নেই, আইনের লোক বা ফোর্টে খবর পাঠাবে।

কাজ শেষ হয়ে গেলে লোকটাকে তার নিশ্চিহ্ন করতে হবে। নইলে বিপদের সম্ভাবনা থেকেই যাবে। তাকে যদি গভর্নর বা সেনেটর হতে হয়, তবে চরিত্রে কোন দাগ থাকলে চলবে না। দাড়ি রেখে, ধীরেধীরে পোশাকের স্টাইল বদল করে, ওকে আরও ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত রূপ নিতে হবে।

আর টিরেসা জেমসের ব্যাপারে–

সে ডেনভারে গিয়ে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকবে এবং চেরোকী স্টেশন এগিয়েই ওখানে পৌঁছবে।

ভেঙচি কেটে মুখ বাঁকাল টিমথি। কিন্তু র‍্যাঞ্চার আপটন পার্টি দিচ্ছে এক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ শিকারীর সম্মানে–তাকেও সে নিমন্ত্রণ করেছে

আপটনকে নিজের পক্ষে টানার এটাই ওর শ্রেষ্ঠ সুযোগ। লোকটার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব আছে। তা ছাড়া ওখানে আরও অনেক গণ্যমান্য লোক থাকবে, তাদের সাথেও পরিচিত হওয়া যাবে। তবু এখানে একটা কিন্তু রয়ে যায়। হয়তো যে মেয়েটা স্টেজ-স্টেশন চালাচ্ছে তাকেও নিমন্ত্রণ করার কথা ভাবতে পারে আপটন–তবে তার স্ত্রী আর মেয়েরা এটা কখনোই হতে দেবে না।

সব কিছু কেনা হলে, ছোট্ট বুক-শেলফের দিকে তাকাল টিরেসা। বইগুলো সবই ক্লাসিক। ওগুলোর বেশিরভাগই তার পড়া। কিন্তু টুইনি? আর ওয়াট?

'তুমি কি বইয়ের ব্যাপারে আগ্রহী, ম্যাম?'

চমকে দোকানির দিকে ফিরে তাকাল টিরেসা। 'আমার কাছে মাত্র কয়েকটা আছে। কিন্তু লোকজন একেবারে সবচেয়ে ভালগুলোই চায়। এমন বই চায় যা বারবার পড়া যায়,' দোকানি বলল। 'রাস্তা দিয়ে কিছুদূর এগোলেই হাতের বাঁয়ে একটা বইয়ের দোকান আছে, ম্যাম। মাইকেল থর্প ওখান থেকেই বই কেনে।'

'মাইকেল থর্প? কেন যেন আমার মাথাতেই আসেনি সে বই পড়তে পছন্দ করে।'

'তুমি এদেশের কিছুকিছু লোককে দেখে অবাক হবে, ম্যাম। তুমি বুঝবে না কে পড়তে পারে, আর কে নিরক্ষর। এইজন্যে পশ্চিমের প্রায় প্রত্যেক শহরেই বইয়ের দোকান আছে।'

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল, 'লোকটা চমৎকার মানুষ, থর্পের কথা বলছি। সিঙ্গলও বটে। একজন বিধবা মহিলার জন্য যোগ্য–'

ওর দিকে ঠাণ্ডা চোখে ফিরে তাকাল টিরেসা। 'বিধবা হলেও আমি সন্তুষ্ট। আমার একটা মেয়ে রয়েছে। এবং আমার কাজও রয়েছে। তা ছাড়া আমাদের বিবাহিত জীবন খুবই সুখের ছিল।'

'আমি কেবল ভেবেছিলাম–'

'তাতে সন্দেহ নেই, স্যার, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার শুধু আমারই। ধন্যবাদ।'

রেগে আগুন হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল টিরেসা। 'ইস, লোকটা–'

'আমি ভেবেছিলাম লোকটা ভালই।'

'আমার ব্যাপারে নাক গলাবার কোন অধিকার নেই ওর। চল ফেরা যাক!'

'বইয়ের দোকানে যাবে না?'

'পরে, টুইনি। অন্য একদিন যাব।'

তবু সে দোকানের সাইনবোর্ডটার দিকে একবার না তাকিয়ে পারল না। সরু দোতলা একটা দালান।

দশ

স্টেজে টিরেসার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে টুইনি। মনেমনে স্বীকার করল ভীষণ ভয় পেয়েছিল সে। অন্ধকারে বসে কান্না চাপতে চেষ্টা করছে টিরেসা। তার যদি কিছু ঘটত তবে টুইনির কী অবস্থা হত?

লাপোর্টে রয়েছে টিমথি হোয়াইট। তার অনেক বন্ধুও রয়েছে. এবং ওখানে সে সম্মানিত মানুষ। ওর টাকা আর ক্ষমতা, দুটোই আছে। সতর্ক মানুষ সে। কীভাবে প্রভাবশালী লোকদের বাগে আনতে হয় তা সে জানে। ওর সম্পর্কে টিরেসা যা জানে, তা বললেও কেউ বিশ্বাস করত না। টিমথি বলত সে একজন পাগল মেয়ে। ওর মাথায় দোষ আছে। কে শুনবে তার কথা?

এখানে সে কেউ না। পুবে হলে হয়তো ক্যাবিনেটের মেম্বার, সেনেটর, বা দরকার হলে প্রেসিডেন্টের কাছেও যেতে পারত সে। কিন্তু এখানে সে শুধুমাত্র একজন সাধারণ মহিলা, যে একটা সামান্য স্টেজ-স্টেশন চালাচ্ছে।

ওয়াশিংটন বা রিচমন্ড থেকে সে অনেক দূরে রয়েছে, তা ছাড়া ওরা সবাই এখন যুদ্ধে লিপ্ত। এখানে যদি টিরেসা খুনও হয়, খবরটা ওখানে পৌঁছতে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসও লাগতে পারে।

রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রভাব ছিল তার বাবার, কিন্তু সে এখন মৃত। তার স্বামীও নেই। টিরেসা একেবারে একা। অবশ্য ভার্জিনিয়া আর মেরিল্যান্ডে তার কিছু বন্ধু-বান্ধব আছে, কিন্তু ওরা যখন তার খবর জানবে তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে।

দুর্বল হলে চলবে না। ওর কিছু হলে টুইনির কী হবে?

সবটা ঠাণ্ডা মাথায় বাস্তবভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। সাহসী হওয়া এক কথা, আর টুইনিকে এই বয়সে এতিম করে যাওয়া ভিন্ন কথা। বাচ্চা মেয়ের

জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

টিরেসা ভয় পায় না বটে, কিন্তু সে বোকাও নয়। ও জানে সে নশ্বর, এবং যেকোন সময়ে ওর উপর মৃত্যু নেমে আসতে পারে।

খুব সতর্ক থাকতে হবে, কারণ যে লোকটা তার শত্রু, সে চরম নিষ্ঠুর। নির্বিকারভাবে লোকটা তাকে খুন করবে, বা আর কাউকে দিয়ে খুন করাবে।

এসব চিন্তার মাঝেই স্টেজ কোচ চেরোকী স্টেশনে এসে থামল। দরজা খুলল–ঘোড়াগুলোর পায়ের উপর স্টেজ-স্টেশনের দরজা দিয়ে আলো পড়েছে।

নোয়া ওকে নামতে সাহায্য করল। তারপর টুইনিকে নামাল। জেগে উঠে সে মায়ের হাত ধরল। 'আমরা কি বাড়ি পৌঁছে গেছি?' ঘুম জড়ানো চোখে প্রশ্ন করল মেয়েটা।

'হ্যাঁ, মা, আমরা পৌঁছে গেছি।'

'মেয়েটা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ম্যাম,' মন্তব্য করল নোয়া। হ্যাট খুলে জামার হাতায় ভুরু মুছল সে। 'ম্যাম, তুমি কি কোন বিপদে আছ? আমি কোন সাহায্য করতে পারি?'

মিষ্টি করে হাসল টিরেসা। 'হ্যাঁ, নোয়া, আমি বিপদে আছি। কিন্তু এটা আমার নিজস্ব সমস্যা। এ ব্যাপারে কারও পক্ষে কোন সাহায্য করা সম্ভব নয়।'

এক হাতে স্কার্টটা একটু তুলে ধরে, অন্যহাতে টুইনিকে নিয়ে স্টেশনের ভিতরে ঢুকতে গিয়েও ইতস্তত করল টিরেসা। ফিরে তাকিয়ে সে নোয়াকে বলল, 'হ্যাঁ, কিছু সাহায্য তুমি আমাকে করতে পার। যদি কোন অপরিচিত আরোহীকে এদিকে আসতে দেখো–তুমি জান আমি কাদের কথা বলছি–তা হলে আমাকে জানিও।'

টিরেসা স্টেশনে ঢোকার পর করালের অন্ধকার ছায়া থেকে বেরিয়ে এল টেড। 'কী হয়েছে নোয়া?'

'কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে, মহিলাকে দেখে খুব ভীত আর চিন্তিত মনে হলো।' একটু থামল সে। 'বুন, তুমি টিমথি হোয়াইট সম্পর্কে কিছু জানো?'

'অনেকখানেই ছিল সে। লুটতরাজও অনেক করেছে–কিন্তু লোকটা খুব চালাক বলে কখনও ধরা পড়েনি। এখন এমন ভাব ধরেছে, যেন মাখনও ওর মুখে গলবে না। ওর হাবভাবে মনে হয় অতীতে যা করেছে সেটা ঢাকার চেষ্টা করছে। যেমন সতর্কভাবে সে চলাফেরা করে তাতে যে কেউ বুঝবে এর পিছনে কোন কারণ আছে।'

'থর্প আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ওর সম্পর্কে আমি কী জানি। সে নাকি মিস্টার জেমসকে জুলসবার্গে হত্যা করেছে।'

'কথাটা আমার কানেও এসেছে। মেজর ওকে নাম ধরে ডেকেছিল, এবং হোয়াইট সঙ্গে সঙ্গে ওকে গুলি করে।' পকেট থেকে একটা সিগার বের করল টেড বুন। 'হোয়াইট বলেছিল মেজর জেমস নাকি হুমকি দিয়েছিল যেখানেই আবার দেখা হোক, দেখামাত্রই সে গুলি করবে। অফিসার তার খাপের ফিতেটাও খোলেনি। কোন সুযোগই পায়নি সে।'

কাঁধ উঁচাল নোয়া। 'আমার মত তুমিও জানো কেউ লড়াইয়ের কথাবার্তা বললে তাকে লড়বার জন্য তৈরি থাকতে হবে। কাউকে তুমি খুন করবে বলে

শাসালে সেও তোমাকে দেখামাত্রই গুলি করবে। এটাই স্বাভাবিক। হোয়াইট সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি?'

চুরুটটা জ্বালাল টেড 'পশ্চিমে কার সম্পর্কেই বা আমরা জানি? লোকজন এখানে কাউকে প্রশ্ন করে না। কী করো সেটাই আসল, অতীতে কী করেছে তাতে কিছু আসে যায় না শুনেছি লোকটা চার্চে যায়, প্রভাবশালী লোকের সাথে ওঠা-বসা করে, যাদের হাতে ক্ষমতা। তবে চার্চে যাওয়া লোকের পক্ষে এত দ্রুত গুলি ছুঁড়তে পারাটা অস্বাভাবিক লোকজন বলে সে একবারই গুলি ছুঁড়েছে, কিন্তু দুটো বুলেটের গর্ত পাওয়া গেছে মেজরের বুকে–দুটোর মাঝে দূরত্ব এক ইঞ্চিরও কম।'

'এত ফাস্ট?'

'ফাস্ট আর নিশানা নির্ভুল। অতীতে কোন রেকর্ড না থাকলে কেউ এত ভাল হতে পারে না।'

বার্নে ঢুকল বুন। পিছনের কামরায়, যেখানে ওয়াট ঘুমায় সেদিকে তাকাল সে। নরম সুরে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি জেগে আছ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'স্যার? কী ব্যাপার?'

'মিসেস জেমস আমাকে আদব-কায়দার সাথে কথা বলা শেখাচ্ছে।'

'ওয়াট, মহিলা খুব ভাল। কিন্তু এখন বিপদে আছে।'

'হ্যাঁ, স্যার। কয়েকদিন আগে দুজন ঘুরঘুর করে সব দেখে গেছে। তাদের একজন হচ্ছে জো ট্যানার।'

'তুমি চেনো ওকে?'

'হ্যাঁ, চিনি। অন্যজন নতুন লোক। কম বয়সী, আংশিকভাবে আইরিশ। বাম দিকে পিস্তল পরে সে–বাঁট সামনে।'

'ওর পিস্তলটা লক্ষ করেছ?'

'ওটা যুদ্ধের সময়ে দক্ষিণে তৈরি করা ড্যাঙ্গ পিস্তল। অনেকটা কোল্টের মত দেখায়।'

'কোল্ট থেকেই আইডিয়া নেয়া হলেও দুটো ভিন্ন। বুঝলাম তোমার নজর খুব তীক্ষ্ণ।'

'মনে হয় লোকটা ভাল পিস্তল চালাতেও জানে। আমার তাই ধারণা। জো ট্যানার ওকে সমীহ করে চলে।'

'ওরা কি মিসেস জেমসকে দেখেছে?'

'না, স্যার। ম্যাম টুইনিকে নিয়ে আড়ালে সরে ছিল। ওরা নোরার সাথে কথা বলে যাবার সময়ে ইঙ্গিত দিল যেন কোথাও একটা ভুল হয়েছে।' এক মুহূর্ত পর ওয়াট বলল, 'ওরা নোরাকে জিজ্ঞেস করেছিল সে ভার্জিনিয়ার পথে পশ্চিমে এসেছে কিনা।'

'ধন্যবাদ, ওয়াট। তুমি এবার ঘুমাও।'

সে খড়ের উপর কম্বল বিছানোর সময়ে ওয়াট বলল, 'মিস্টার বুন? মিসেস জেমসকে আমাদেরই দেখাশোনা করতে হবে–এদেশে সে নতুন।'

'করব, ওয়াট। নিশ্চয়ই করব।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ানোর সময়ে টিরেসা ওই দিনের ঘটনাবলী নিয়ে ভাবছে। মাইকেল থর্প নিঃসন্দেহে ভালমানুষ। কাজেও ভাল।

ইচ্ছে করেই টিমথি হোয়াইটের কথা আর নিজের সমস্যা নিয়ে চিন্তা সে এড়িয়ে গেল। ওটার জন্য পরেও অনেক সময় পাওয়া যাবে। এখন তার প্রধান ভাবনা হচ্ছে কাজ। মিস্টার থর্প ভাল হলেও সে এখানকার ডিভিশন এজেন্ট। তার কাছে কাজটাই হবে প্রথম। অর্থাৎ এই ট্রেইলের প্রত্যেকটা স্টেশনই ভালভাবে চলছে কিনা, সেদিকে খেয়াল রাখাই তার কাজ। চেরোকী ট্রেইলটাই পশ্চিমের সবথেকে কঠিন আর রুক্ষ। তাই, একটা মেয়ে এই ট্রেইলের স্টেশন চালাতে পারবে কিনা তাতে থর্পের সন্দেহ থাকারই কথা। এটা পুরুষের কাজ বলেই স্বীকৃত–তাই কোন মহিলাকে এই পদে টিকে থাকতে হলে তাকে কাজ দেখাতে হবে।

এখানে আসার পথেই সে লক্ষ করেছে স্টেজ-স্টেশনগুলোর খাবার মোটেও ভাল মানের নয়। তাই এই একটা বিষয় নিশ্চয় তার অনুকূলে যাবে। সে সিদ্ধান্ত নিল, কিছু ডোনাট (এক ধরনের পিঠা) আর কুকিজ বিস্কিট বানাবে। এগুলো এমন কিছু না হলেও যাত্রীরা ভিন্ন স্বাদের কিছু জিনিস খেয়ে খুশি মনেই স্টেশন ত্যাগ করবে।

পরে সে একটু জমি চাষ করে, বা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে রান্নার জন্য কিছু শাক-সব্জির ব্যবস্থা করবে। এতে অনেকটা সুবিধা হবে। কম দামে ভাল খাবারও সে টেবিলে দিতে পারবে।

পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে প্রথম, দ্বিতীয় হচ্ছে সুস্বাদু খাবার, আর তৃতীয় হচ্ছে নিখুঁত সার্ভিস, আর ঠিক সময় বজায় রাখা। পশ্চিমে আসার সময়ে সে লক্ষ করছে, তাড়াহুড়া করে না খেলে, খাবার শেষ না করেই যাত্রীদের উঠতে হয়। সুতরাং যাত্রীরা যে মুহূর্তে দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকবে, সেই মুহূর্তেই সার্ভ করার জন্য খাবার তৈরি থাকতে হবে। তা হলে ওদের আর খাবার ফেলে উঠে যেতে হবে না। তা ছাড়া ঘোড়ার দলটাকেও সামান্য একটু দেরি করে আনতে হবে, যেন সবাই খাবার শেষ করার সুযোগ পায়। এসব ব্যবস্থা সে করবে।

টুইনি···ওর কথাও ভাবতে হবে। জেমস ওকে বই পড়ে শোনাত–ছোট্ট মেয়েটা এটা খুব পছন্দ করত। টিরেসার কাছে কিছু বই আছে, সেও মেয়েকে পড়ে শোনাবে। ওগুলো শেষ হলে শহরে গিয়ে আরও বই আনবে।

নাশতার টেবিলে টেড বুনকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করল সে। 'এটা খুব ভাল হবে, ম্যাম। এখানকার লোকজন পড়ার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। আমি দেখেছি পড়ার কিছু না পেলে কেউকেউ টিন ক্যানের লেবেলই পড়ে মুখস্থ করে ফেলছে।

'আমি নিজে বিশেষ পড়িনি। তবে কিছু নাটক দেখেছি। হ্যামলেট আমি দুবার দেখেছি। কিন্তু ওখানে অসঙ্গতি আমার চোখে পড়েছে। ভূতের কথা বিশ্বাস করে কাউকে আক্রমণ করা ছেলেমানুষি।

'বছর দুই আগে সেইন্ট লুইতে কুঠার দিয়ে একজন অন্যজনকে হত্যা করেছিল। তাকে নাকি ঈশ্বর ওই নির্দেশ দিয়েছেন। লোকজন রায় দিল লোকটা পাগল।'

কফিতে চুমুক দিল সে। 'আমাদের বই ছিল না, তাই আমরা গল্প বলে শোনাতাম। ওগুলো আমার খুব প্রিয় ছিল।'

'গল্প বলার অভ্যাস আমার নেই,' বলল টিরেসা, 'কিন্তু প্রায়ই আমি টুইনিকে গল্প পড়ে শোনাই। চাইলে তুমিও এসে শুনতে পারো।'

'নিশ্চয় আসব, গল্প আমার খুব প্রিয়।'

'গল্প পড়ার জন্যে শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করে শিগ্‌গিরই কোন রাতে আমরা শুরু করব।'

স্টেজগুলো আসে আর যায়–পাহাড় আর ঝোপ-ঝাড়ের দিকে নজর রাখা টিরেসার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। একদিন কেউ আসবে, কপাল ভাল থাকলে সে-ই ওকে আগে দেখতে পাবে। আর কী করতে পারে সে?

নেভি পিস্তলটা সব সময়েই হাতের কাছে, আর একটা ডেরিঞ্জার সাথেই রাখে টিরেসা। প্রত্যেক ডেরিঞ্জারের দুটো করে ব্যারেল–দুটো গুলি। তাকে টার্গেটের বেশ কাছে থাকতে হবে।

টেড বুন মাঝে মাঝে টিরেসার অজান্তেই অদৃশ্য হয়, আবার ওর অজান্তেই ফিরে আসে।

কম কথা বলা বুনের অভ্যাস। কিন্তু কখনও সে কিছু খবর নিয়ে আসে। ওদিকে ভার্জিনিয়া ডেল স্টেশনে ইন্ডিয়ান আক্রমণ হয়েছিল। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে এসে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ফিরে গেছে। কিন্তু যাওয়ার আগে ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। স্টেজটাকে ক্লান্ত ঘোড়া নিয়েই পরবর্তী স্টেশনে পৌঁছতে হয়েছে।

'অসাবধানে কখনও বাইরে ধরা পোড়ো না,' ওকে সাবধান করল টেড। 'ভিতরে ঢুকে দু'একটা গুলি করলেই হয়তো ইন্ডিয়ানরা পালিয়ে যাবে। ওরা ঘোড়া লুট করতে চায়, এটা ঠিক। তবে ওরা কেউ মরতে চায় না। যেকোন সময়ে ওরা পারে, কিন্তু সাধারণত ভোর বেলাতেই আক্রমণ করে ওরা। প্রায়ই কম সংখ্যক লোক থাকে।'

এক সপ্তাহ পরেই যখন স্টেজ এসে থামল চেরোকী স্টেশনে; নোয়া বলল, 'ইন্ডিয়ানরা আমাদের আক্রমণ করেছিল! ওরা স্টেজ থামানোর চেষ্টায় গুলি ছুঁড়ছিল–কিন্তু আমাদের সাথে পাল্লা দিয়ে পারেনি। তবে, একজন যাত্রীকে ওরা হত্যা করেছে, আর একজন আহত হয়েছে।'

স্টেজে পাঁচজন যাত্রী ছিল, তাদের মধ্যে তিনজন ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে গোলাগুলিতে অংশ নিয়েছে। আহত লোকটা ইউনিফর্ম পরা একজন সৈনিক। 'আমি ফোর্ট কলিনসে যাচ্ছিলাম,' ধরাধরি করে ভিতরে আনার সময়ে ব্যাখ্যা দিল সে। 'আমার মনে হয় না জখমটা মারাত্মক, কিন্তু রক্ত হারাচ্ছি আমি।' টিরেসা সৈনিকের কাঁধের ক্ষত থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করার কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ অফিসার মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, 'তুমি মেজর জেমসের স্ত্রী! ভার্জিনিয়া থেকে এসেছ!'

টিরেসা সৈনিকের দিকে তাকাল। শক্ত গড়নের লোক; বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। মুহূর্তে ওকে চিনে ফেলল টিরেসা।

'সার্জেন্ট ওব্রায়েন? হ্যারি ওব্রায়েন?'

'হ্যাঁ, ম্যাম। যুদ্ধে আমি বন্দী হয়েছিলাম, ওই যুদ্ধে আমি আর লড়ব না বলে প্রতিজ্ঞা করিয়ে বন্দী-বিনিময় করে আমাকে সীমান্তে পাঠানো হয়েছে। মেজর কি এখানে?'

'না, সার্জেন্ট, তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।'

'ওহ? আমি দুঃখিত, ম্যাম। আমি জানতাম না।'

ক্ষতটা বাঁধা শেষ করল টিরেসা। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল সার্জেন্ট 'ফোর্ট কলিনসে কাজে যোগ দিতে যাচ্ছি, ম্যাম। হয়তো আবার দেখা হবে।'

স্টেজটা চলে যাওয়ার পর ওর মনে পড়ল হোয়াইটের গেরিলা দলটাকে ধ্বংস করার জন্য উঠে-পড়ে যারা লেগেছিল হ্যারি ওব্রায়েন তাদের মধ্যে একজন!

কিন্তু কে বলতে পারে? কে আন্দাজ করবে? সে কি হোয়াইটকে কখনও দেখেছে? কিংবা…আরও খারাপ…হোয়াইট কি হ্যারিকে চিনতে পারবে?

এগারো

দিনগুলো লম্বা এবং টিরেসাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হচ্ছে এক এক সময়ে রাতে ক্লান্ত অবসন্ন অবস্থায় বিছানায় যায় টিরেসা খাবার তৈরি করা, ঘোড়ার যত্ন নেওয়া, আর সবকিছু পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ তো আছেই। প্রতিদিনই ধুলো পড়ে সব নোংরা হয়ে থাকে। নিকি ওয়ালটন যে কেন স্টেশনটাকে এত নোংরা রেখেছিল সেটা ভেবে মাঝেমাঝে ওর জন্য দুঃখই হয়। স্টেশন পরিষ্কার রাখার চেয়ে শুয়ে-বসে দিন কাটিয়ে দেওয়া অনেক সহজ।

অবশ্য কিছু সাহায্যও সে পাচ্ছে নোরা কখনও তাকে নালিশ জানায়নি–নিজের কাজ করেও সে আরও বেশি করে ওয়াটের সাথে হাসি-তামাশা করে ওকে ভালবাসা দিয়ে, অনেকটা ফ্রী করে এনেছে সে তবু এখনও নিজের পরিবার সম্পর্কে ছেলেটা কিছুই বলেনি। কেবল একটা ব্যাপারে সে প্রবল আপত্তি জানিয়েছে–সেটা হচ্ছে, তার বাবা আউটল ছিল না: কোনদিনই না

রাতে মাঝেমাঝে টিরেসার বাড়ির কথা মনে পড়ে। ওয়াশিংটন থেকে আগত অতিথিদের সাথে বসে বিকেলে চা খাওয়া আর পার্টি। ওয়াশিংটনের অফিশিয়াল, অন্য রাবার প্ল্যানটেশনের লোক, আর ইওরোপ থেকে অতিথি আসত ওখানে।

প্রায়ই কাজ করার ফাঁকে থমকে দাঁড়ায় টিরেসা তার হাত দুটো আগে কেমন সাদা আর নরম ছিল, নখগুলোও ছিল নিখুঁত। কিন্তু এখন হাতগুলো বাদামী হয়ে গেছে, কিছু কড়াও পড়েছে এগুলো কি আবার আগের মত সুন্দর আর নরম হবে কোনদিন?

তবে তার সবথেকে বেশি চিন্তা উইনিকে নিয়ে পশ্চিমে ওর জন্য কী ধরনের ভবিষ্যৎ হবে? অবশ্য ভার্জিনিয়ার জমিটা এখনও ওদেরই আছে। ওই জমির উপর যুদ্ধ চলছে, ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, গরু-ঘোড়া লুট করে নিয়ে যাওয়া

হয়েছে। ওটাকে উৎপাদনশীল অবস্থায় আনতে হলে হাজার হাজার ডলার খরচ হবে। নতুন করে স্টকও কিনতে হবে এখানে স্টেজ-স্টেশন চালিয়ে তার পক্ষে এত টাকা রোজগার করা কখনোই সম্ভব হবে না

কিন্তু যেভাবেই হোক, এটা তাকে করতেই হবে। বাবা জীবিত থাকতে সে নিজে যেভাবে প্রাচুর্য আর মনোরম পরিবেশে মানুষ হয়েছে, টুইনিকেও একই সুযোগ দিতে চায় ও। যুদ্ধ ওদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

'নোরা,' বলে উঠল টিরেসা। 'বসন্ত এলে আমরা কিছু ফুলের গাছও লাগাব। ফুল আমার খুব প্রিয়।'

'আমারও, মাম। গতরাতেই আয়ারল্যান্ডের কথা আমার খুব বেশি মনে পড়ছিল।'

হাসল টিরেসা। 'আর আমার মনে পড়ছিল ভার্জিনিয়ার কথা! যাক, পুরোনো স্মৃতি মনে পড়া দোষের কিছু নয়। টুইনির জন্য আমার খুব চিন্তা হয়। এখানে ওর জীবন একেবারে রসকষহীন।'

'ঠিক তা নয়, মাম। এখানে সে এত বিভিন্ন প্রকারের মানুষ দেখবে যেটা অন্য কোথাও সম্ভব নয়!'

'ওই মরমন লোকটার মত, যে তোমাকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিল?' ঠাট্টা করে বলল টিরেসা।

নোরার গাল একটু লাল হলো। 'ওহ, মাম, ওর আসলে তেমন কোন চিন্তাই ছিল না–আমাকে একটু তামাশা করে জব্দ করতে চেয়েছিল সে। কিন্তু ওর হাসিটা বড় সুন্দর ছিল। হৃদয় দিয়ে হাসতে পারত সে–আর যে প্রাণ থেকে হাসতে পারে তাকে নিয়ে যেকোন মেয়ে সুখী হতে পারে, মাম।'

একটু থেমে যে ধোয়া কাপটা মুছে শুকাচ্ছিল, সেটা নামিয়ে রাখল সে। 'ইদানীং ওয়াটকে খেয়াল করেছ তুমি? সে খেতে আসার আগে চুল আঁচড়ে, পরিষ্কার করে হাত ধুয়ে, তোয়ালেতে হাত মুছে আসা অভ্যাস করেছে।'

চেরোকী স্টেশনে কাজের ব্যস্ততায় হারিয়ে যাওয়া মধুর দিনগুলোর কথা ভাবার সুযোগ টিরেসা কমই পায়। যা করছে সেগুলো প্রয়োজনীয় কাজ, এবং এখানে সে অপরিহার্য। ভার্জিনিয়ায় থাকলেও কি সে এমন হতে পারত? হয়তো।

'এগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ, নোরা।' হঠাৎ নিজের চিন্তাটাকে কথায় প্রকাশ করল টিরেসা। 'আমরা এখানে যা করছি তা বেশ জরুরী কাজ। এরা ব্যস্ত লোক হলেও বেশিরভাগই খুব নিঃসঙ্গ। লম্বা যাত্রায় বেরিয়েছে, কিন্তু অনেকেই জানে না যাত্রার শেষ কী দেখবে। অনেকেই প্রিয়জনের স্মৃতি পিছনে ফেলে এসেছে। আমরা বন্ধুর মত আচরণ করলে ওদের ভাল লাগবে।'

'আমার ধারণাও তাই, মাম। যাত্রীদের সাথে কেউ ভাল ব্যবহার করে না। কিন্তু ওদের সাথে ভালভাবে কথা বললে সেটা ওরা অনেকদিন মনে রাখবে।'

'সবার সাথেই আমাদের কিছু না কিছু কথা বলা উচিত। যারা দ্বিতীয়বার আসে তাদের চেহারা আর নাম মনে রাখতে হবে। কারও কথা মনে রেখে তাকে নাম ধরে ডাকতে পারলে মানুষ খুব খুশি, এখন যেমন হয়।'

'হ্যাঁ।' হাতের সঞ্চালনে স্টেশন ঘরের চারপাশ দেখাল নোরা। 'আর এর

চেহারা আমরা বদলে ফেলেছি, মাম। বিষণ্ণ আর নোংরা চেহারা ছিল এর, কিন্তু নতুন পর্দা আর টেবিল-ক্লথ দেয়ায় ঘরটা হাসছে।'

'ঝকঝকে পরিষ্কারও দেখাচ্ছে,' স্বীকার করল টিরেসা।

স্টেজ-স্টেশনের কোনটা কী অবস্থায় আছে চেক করে দেখল সে। করাল, বার্ন আর বাড়িটা সবই ঝাড় দিয়ে ঝেড়ে-মুছে টিপটপ অবস্থায় রাখা হয়েছে ঘোড়ার সাজ তার বাবার আস্তাবলের মতই পরিপাটি করে সাজানো আছে। ঘোড়ার স্টলগুলোতে মাটির মেঝেতে আগে খড় ছিল না, সেখানে এখন নতুন খড় বিছানো হয়েছে।

যাত্রীদের খাবার জন্য সুন্দর করে টেবিল সাজানো হয়েছে, আর স্টোভের পাশে দেওয়ালে পালিশ করা কফির কাপ সুন্দরভাবে এক সারিতে ঝুলছে। যখন তারা প্রথম এসেছিল তা থেকে জায়গাটা এখন অনেক বদলে গেছে।

টুইনি আর ওয়াট তাকে সাহায্য করেছে তবে ডিক ইয়াংও অনেক সাহায্য করেছে। ঘোড়া দেখাশোনার জন্য ওকে লাপোর্ট থেকে নিয়ে এসেছে টিরেসা। প্রথমে লোকটার একটু দ্বিধা ছিল, কারণ, কোন মেয়ে বসের অধীনে কাজ করাটা ওর ঠিক পছন্দসই হয়নি। কিন্তু পরে উৎসাহের সাথেই কাজ করছে–টিরেসার ভদ্র ব্যবহার, আর কর্ম-পদ্ধতি তার ভাল লেগেছে।

'মিস্টার ইয়াং,' সে বলেছিল, 'তুমি আমার কাজের ধারা হয়তো পুরোপুরি সমর্থন করতে পারছ না। কিন্তু তুমি তো একজন যুক্তিসঙ্গত মানুষ, তোমার বিচার বুদ্ধিও ভাল। আমাকে আমার নিজের মত কাজ করতে দাও কিছুদিন–তারপর সেটাতে যদি কাজ না হয়, তখন আমাদের আরেকটা ভিন্ন উপায়ের আশ্রয় নিতে হবে।'

একটু থামল সে, তারপর বলল, 'মিস্টার ইয়াং শুনেছি তুমি নাকি ভার্জিনিয়ার লোক?'

'পশ্চিম ভার্জিনিয়া, ম্যাম।'

'তুমি কি পরে ওখানে কখনও ফিরে গেছিলে?'

'হ্যাঁ, দু'একবার গেছি। একবার বাবার সাথে, আরেকবার দাদার সাথে। দাদা আমাকে রাজধানী দেখাতে নিয়ে গেছিল।'

'যাওয়ার পথে "হারলেকুইন ওক্‌স" নামে একটা প্ল্যানটেশন তোমার চোখে পড়েছে?'

'নিশ্চয়, ম্যাম। ওটা ভার্জিনিয়ার একটা চমৎকার জায়গা। দাদা ওখানে থেমে চুনকাম করা সাদা রেইলের পিছনে ঘোড়াগুলো আমাকে দেখিয়েছিল। অমন ভাল জাতের ঘোড়া আমি খুব কমই দেখেছি।'

'হারলেকুইন ওক্‌স্‌ই ছিল আমার বাড়ি, মিস্টার ইয়াং। ওটা ছিল আমার বাবার। আমাদের পূর্বপুরুষ ওখানে ১৬৬০ সালে প্রথম বসবাস শুরু করেছিল।'

ডিক ইয়াং মুখ থেকে পাইপটা নামাল। কথা শুনে পিলে চমকে গেছে ওর। 'ম্যাম? তা হলে তুমি–'

'যুদ্ধের প্রথম বছরই ওটা ধ্বংস হয়েছে, মিস্টার ইয়াং। হয়তো একদিন ফিরে গিয়ে আগের মত করেই আবার ওটাকে গড়ে তুলব–কিন্তু বর্তমানে আমাকে কাজ করে আমার মেয়ের জন্য একটা ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে। আমাদের এখন

সংগ্রাম করেই টিকে থাকতে হবে–আর, বাবা আমাকে শিখিয়েছে কী করে তা করতে হয়।'

'আমাকে ক্ষমা করো, ম্যাম। তুমি কোন্ পরিবার, আর কোন্ পরিবেশ থেকে এসেছ, এসব আমি কল্পনাও করতে পারিনি।'

'তাতে কিছু আসে যায় না, মিস্টার ইয়াং। অতীত নিয়ে ভেবে কোন লাভ নেই। ওখানে যা কিছু ছিল তা আমার পূর্বপুরুষদের তৈরি। এখানে যা আছে তা আমাকে নিজেই গড়ে নিতে হবে–এতে তোমার সাহায্য আমার দরকার। খুবই দরকার আমি যখন প্রথম এখানে আসি, আমার ধারণা ছিল একাই সব সামলাতে পারব কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, কারও পক্ষে একা সব দিক সামাল দেয়া অসম্ভব তুমি একজন অভিজ্ঞ মানুষ, এবং বুন বলেছিল এই এলাকায় তোমার মত ভাল কামার, আর ঘোড়ার যত্ন নেয়ার মত যোগ্য লোক আর কেউ নেই। তোমার যেকোন পরামর্শের যথার্থ মূল্য আমি নিশ্চয় দেব।'

'ধন্যবাদ, ম্যাম, আমার সাধ্য মত আমি করব।'

'শুনে সুখী হলাম। তুমি যদি দেখ কিছু করা দরকার; যা তোমার অভিজ্ঞতায় মনে হয় করা উচিত, তা হলে সেটা বলতে দ্বিধা কোরো না।'

টিমথি হোয়াইটের কথা সে প্রায় ভুলেই গেছিল। কিন্তু ওকে এক মিনিটের জন্য ভুলে থাকাও একটা ঝুঁকি। লোকটা আশপাশেই কোথাও আছে। এবং তার উন্নতির পথ আর জীবন, দুটোই এখন অনিশ্চিত বিপদের সম্মুখীন।

যাহোক, ওটা তার নিজস্ব সমস্যা। স্টেজ কোম্পানি, মাইকেল থর্প, বা বুনের ব্যাপার নয়। সুতরাং এর সমাধান তার নিজেকেই করতে হবে। এবং তার এই সমস্যা চেরোকী স্টেজ-স্টেশনের কাজে কোন ব্যাঘাত ঘটাক, এটাও সে চায় না।

কয়েকটা স্টেশন থেকে ইন্ডিয়ানরা ঘোড়া চুরি করে নিয়ে গেছে। তার স্টেশনেও একদিন একই ঘটনা ঘটবে। সে কী করবে? কীইবা করতে পারে সে?

প্রথমত, আক্রমণ থেকে তাকে বাঁচাতে হবে। দ্বিতীয়ত, স্টেজ কোম্পানির কাজ চালু রাখতে হবে।

ওর এইসব চিন্তার মাঝেই টেড বুন ঘোড়ায় চড়ে এসে হাজির হলো। 'মিস্টার বুন, আমি ভাবছি, অন্য স্টেশনের মত এখানেও যদি ইন্ডিয়ান আক্রমণে আমাদের ঘোড়া খোয়া যায়, তখন আমি কী করব?'

'তুমি জীবিত থাকলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিও।' জিনের উপর থেকে সে নামল। 'কফি গরম আছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'তা আছে, কিন্তু পরে স্টেজের কী হবে?'

'তুমি যদি ফ্রেশ ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে না পারো, তবে ক্লান্ত ঘোড়া নিয়েই ওদের এগিয়ে যেতে হবে।' একটু থামল সে। 'বাড়তি ঘোড়া সহ সবচেয়ে কাছের র‍্যাঞ্চ হচ্ছে আপটনেরটা। তোমার সাথে কি তার পরিচয় হয়েছে?'

'না, আলাপ হয়নি।'

'ওর কয়েকশো ঘোড়া আছে ওখানে। বাড়িটাও বিরাট আর সুন্দর। সাদা পিলার। একটা সুন্দরী বউ আর দুটো ভাল চেহারার মেয়েও আছে ওর। কিন্তু আমার কাছে চেহারার কোন দাম নেই–ব্যবহারটাই আসল। ওরা কেবল পার্টি,

নাচ, গান, আর চা ছাড়া কিছু বোঝে না।'

'কিন্তু আপটন লোকটা কেমন?'

'আপটন? সে সোজা মানুষ। একাধারে র‍্যাঞ্চিং, সোনার খনি আর পলিটিক্স নিয়ে ব্যস্ত। ডেনভারে প্রচুর সময় কাটায়। দিনদিন আরও বড়লোক হয়ে উঠছে সে। কিন্তু লোকটার মধ্যে কোন প্যাঁচ নেই। মানুষকে ঠকানো বা কোন ভাঁওতা দেওয়ায় সে বিশ্বাস করে না। নিজের ঘোড়াগুলোকে সে খুব ভালবাসে–ওদের অতি ব্যবহার বা অপব্যবহার সে সহ্য করে না। কোন কর্মচারী তার ঘোড়ার সাথে দুর্ব্যবহার করলে সাথে সাথেই তাকে বিদায় করা হয়।'

'আমার দরকার হলে সে কি আমাকে ঘোড়া ধার দেবে?'

কাঁধ উঁচাল টেড বুন। 'ম্যাম, সেটা তোমার আর আপটনের ব্যাপার। আমি জানি সে নিকি ওয়ালটনকে একবার সরাসরি মানা করেছিল। ওর এলাকা থেকে তাকে বের করে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিল।' একটু থেমে আবার বলল, 'ওর আটটা থেকে দশটা নিজস্ব কোচ আছে। মাঝেমাঝে ওরা ওতে চড়ে পিকনিকে যায়। সাথে যায় সাদা কোট পরা চাকর। এরকম আর দেখা যায় না।' আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল বুন। 'ওর বাসায় সব সময়েই পুবের তিন-চারজন অতিথি থাকে। আর্মি অফিসার, রাজনৈতিক লোকজন, ইওরোপের সম্ভ্রান্ত মানুষ, সব ওখানেই থাকে। তবে স্টাড পেলির সাথেও ওর আড়াআড়ি সম্পর্ক। তবু আমার মনে হয় লোকটা মোটামুটি ভাল মানুষ।'

'তা হলে আমার ঘোড়ার দরকার পড়লে ওর সাথে কথা বলা বৃথা?'

'তুমি যে পেলির জন্য কাজ করছ, এটাই ওর জন্যে যথেষ্ট। আমি বলব ওসব চিন্তা ছেড়ে দেয়াই ভাল। তুমি যে পেলির হয়ে কাজ করছ, এটাই হয়তো তোমার বিপক্ষে যাবে–ওকে সে দেখতে পারে না।'

'তা হলে আমার যদি কখনও ঘোড়ার দরকার পড়ে, ওর কাছে গিয়ে কোন লাভ হবে না?'

'আমি বলব ওসব কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। সাহায্যের জন্য ওর কাছে গেলে স্টাড পেলিও হয়তো তোমাকে পছন্দ করবে না। তবে, স্টাড পেলিও যুক্তিহীন মানুষ না।'

ওরা যখন কফি নিয়ে বসল, বুন জিজ্ঞেস করল, 'ইদানীং ঘোড়ার পিঠে একা কেউ এসেছিল?'

প্রথমে বুঝে নিল সে কী বলতে চাইছে। গলার স্বর নিচু আর ঠাণ্ডা রেখেই সে বলল, 'না, তেমন কেউ আসেনি। আসবে?'

কফিতে চুমুক দিল বুন। 'কিছু ট্র্যাক আমার চোখে পড়েছে ট্রেইলে। একজন আরোহী পাহাড়ের দিকে গেছে। চিহ্নটা ঠিক স্টেশনে আসার আগেই পাহাড়ের দিকে মোড় নিয়েছে। আমি যে ট্র্যাক দেখলাম, তাতে মনে হলো লোকটা পাহাড়ের ওপর এমন একটা জায়গা খুঁজছে যেখান থেকে এই স্টেশনের ওপর নজর রাখা যায়।'

'ইন্ডিয়ান?'

'খুরে নাল লাগানো ঘোড়ার পিঠে ছিল লোকটা। সাধারণত এর মানে সাদা

লোক। অবশ্য চুরি করা ঘোড়া হলে লোকটা ইন্ডিয়ানও হতে পারে। তবে আমার ধারণা লোকটা সাদা।'

'সে কি তার পছন্দ মত জায়গা খুঁজে পেয়েছে? এখান থেকে আমি ওকে দেখতে পাব?'

'না, সম্ভবত দেখতে পাবে না। কিন্তু ওই যে গাছের সারি দেখা যাচ্ছে? লোকটার বাম দিকের শেষ গাছটার গুঁড়ির কাছেই থাকবে বলে আমার ধারণা।'

গাছটার দিকে তাকাল টিরেসা। 'ওটা কতদূর হবে? দেড়শো গজ?'

'দূরত্ব সম্পর্কে তোমার আন্দাজ ভাল। আমারও তাই ধারণা।'

'বাবা আমাকে রাইফেল আর শটগান ছুঁড়তে শিখিয়েছে। আমাকে শিকারেও নিয়ে যেত।'

'কখনও শিকার করে কিছু মেরেছ?'

'একটা হরিণ···আমি কেঁদে ফেলেছিলাম।'

বুন হাসল। 'পুরুষ জন্মের পর থেকেই হত্যা শুরু করে। বুনো জীব-জন্তু শিকার করে খাওয়া মানুষের জন্মগত স্বভাব।'

'আমি তা বিশ্বাস করি না।'

'জানি তুমি বিশ্বাস করবে না, কিন্তু কথাটা একটু ভেবে দেখো। প্রত্যেক শিকারী জন্তুর চোখ থাকে সামনের দিকে, যাতে সে শিকারের ওপর নজর রাখতে পারে—আর নিরীহ প্রাণীর চোখ থাকে মাথার পাশে, যেন কোন দিক থেকে বিপদ আসছে তা চট করে দেখতে পায়। তুমি লক্ষ করে দেখো, ম্যাম, নেকড়ে, সিংহ, ভাল্লুক, যারা শিকার করে, তাদের সবারই চোখ সামনের দিকে। মানুষেরও তাই।'

'ওরকম ভাবতে আমার ভাল লাগে না। আশা করি আমরা ওসবের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছি। সভ্যতা কি আমাদের শান্তিতে একসাথে বাস করতে শেখায় না?'

'আইডিয়াটা তাই বটে, কিন্তু মানুষ সবাই একসাথে সভ্য হয় না। কিছু লোক একটু আগে-পিছে থাকে। কিছু মানুষকে আমাদের রক্ষা করতে হয় অমানুষদের হাত থেকে। কোন লোক তোমাকে ছুরি, বন্দুক বা বর্শা নিয়ে আক্রমণ করতে আসে, সে অসভ্য আচরণ করছে, এটা ওকে বোঝানোর সময় থাকবে না। তখন তোমাকে বর্বর আর নিষ্ঠুর হতে হবে, নতুবা মরতে হবে।'

'আমি কখনও মানুষ খুন করতে চাই না।'

'সুস্থ মানসিকতার মানুষ তা চাইবে না। কিন্তু ওই টিলার মাথায় যদি কেউ রাইফেল হাতে টুইনির মাকে হত্যা করার অপেক্ষায় বসে থাকে, তবে তোমারই ওকে আগে মেরে ফেলা উচিত। শোন, ম্যাম, কেউ যদি ডাকাতি বা খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তবে সে কেবল টুইনি, ওয়াট, নোরা আর তোমারই ক্ষতি করবে না, আঘাতটা পড়বে পুরো মানুষ জাতির ওপর। আমি কোন পণ্ডিত লোক নই; আমি যা বুঝি সেটা হচ্ছে মানুষকে পরিস্থিতি বুঝে সেইমত চলতে হয়। কিছুকিছু মানুষ আছে যারা সত্যিকার অর্থে মানুষ কোনদিনই হয় না—বুনো জানোয়ারই থেকে যায়।'

'তাই বলে আমাকেও কি ওর স্তরে নামতে হবে?'

'তুমি যদি ভদ্র একটা সমাজে বাস করতে চাও তবে সেই সমাজকে রক্ষা করতে তোমাকে লড়তে হবে।'

'তুমি দার্শনিকের মত কথা বলছ, মিস্টার বুন।'

'না, ম্যাম, রাতের বেলা ট্রেইলে ক্যাম্প-ফায়ারের ধারে একা বসে এমন অনেক কথাই ভাবার অবকাশ মানুষ পায়। তোমার স্বামীকে যে হত্যা করেছে তার কথাই ধর, লোকটা মেজর জেমসকে নিজের উন্নতি আর স্বার্থসিদ্ধির পথে বাধা হিসেবে দেখতে পেয়েছিল। তোমাকে মারার চেষ্টা করলে সেটা সে ওই একই কারণে করবে। তুমি কি তাকে সেই সুযোগ দেবে?'

বারো

'কী করতে পারি আমি?' প্রশ্ন করল টিরেসা। 'কাজের খাতিরে আমাকে দিনের বেশ কিছুটা সময় বাইরে কাটাতেই হবে।

'প্রথম কথা হচ্ছে টিমথি হোয়াইট তার কাছের লোক কাউকে পাঠাবে না–এমন একজনকে পাঠাবে যে অ্যামবুশে পাকা। যতক্ষণ স্টেজ আর লোকজন থাকে ততক্ষণ সম্ভবত সে কিছু করবে না। তোমাকে বাইরে উঠানে একা পেতে চাইবে সে। গুলিটা কোত্থেকে এল দেখার মত, বা ওকে তাড়া করার মত লোক না থাকলেই কাজটা সারার চেষ্টা করবে।'

'তুমি বলছ আমার বাঁচার আশা কম?'

'না, ম্যাম, তবে মাথা খাটিয়ে তোমাকে চলতে হবে। দিনের আলোয় কখনও একা উঠান পার হয়ো না। নির্দিষ্ট কোন অভ্যাস তৈরি কোরো না। রোজ একটা নির্দিষ্ট সময়ে আস্তাবলে যেতে দেখলে সে তোমার জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করবে।'

করালের দিকে এগোল টেড। চেয়ে-চেয়ে ওর যাওয়া দেখল টিরেসা। লোকটা কে? কী সে? শোনা যায় গোলাগুলিতে নাকি ওরি হাত ভাল। এ-ও শুনেছে, বুন ভয়ঙ্কর লোক। টিরেসার কাছে লোকটা কেবল মাত্র একজন চুপচাপ, গম্ভীর চেহারার মানুষ, যে কমই হাসে। দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় নিজের কাজ করে চলে।

টিরেসার প্রতি তার মনোভাব কী, বা সে কী ভাবে, এর কোন ধারণাই ওর নেই। তবে একবারও সে বলেনি এটা তার জন্য উপযুক্ত পেশা নয়, কিংবা চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া উচিত। যেমন অনেকেই বলেছে।

এটাই ওর পছন্দ, তবু একটু খোঁচাও লাগে ওর মনে। নিজের মেয়েলী স্বভাবের কথা ভেবে আপন মনেই হাসল সে। হাজার হলেও বুন একজন সুন্দর চেহারার আকর্ষণীয় লোক।

গাছগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরাল টিরেসা। ভাল করে নিরিখ করে দেখল। বন্দুকবাজ লোকটা অবশ্য ওখানে নাও থাকতে পারে–কিন্তু বুনের আন্দাজই যদি ঠিক হয়, তবে ওখানে থেকে উঠানের কোন-কোন জায়গা সে দেখতে পাবে না?

এখান থেকে করাল ঘুরে সে বার্নের পিছনে যেতে পারে–কিংবা বাসা থেকে কামারশালাতেও যেতে পারবে, লোকটা ওকে দেখতে পাবে না।

ওর বাবা "ব্ল্যাকহক ওয়ার"- এ লড়েছিল। প্রায়ই বাবার সাথে স্বামীর ঘণ্টার

পর ঘণ্টা যুদ্ধ কৌশল আর "ফায়ারিঙ পজিশন" নিয়ে আলাপ হত। এখন মনে হচ্ছে কথাগুলো আরও মনোযোগ দিয়ে শোনা তার উচিত ছিল। কিন্তু কে ভাবতে পেরেছিল এমন একটা পরিস্থিতিতে তাকে কখনও পড়তে হবে?

ডেনভারে লারিমার স্ট্রীটের একটা পিছনের কামরায় টেবিলের উপর বুট তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে টিমথি হোয়াইট।

'ওখানেই আছে মহিলা,' বলল সে। 'তোমরা অন্য কাউকে দেখে এসেছ।'

'আমরা যাকে দেখেছি, সে ছিল খাঁটি আইরিশ,' বলল জো ট্যানার।

'ওকে আমাদের দরকার নেই, অন্য মেয়েটাকেই আমি খতম করতে চাই। আমি গভর্নর হওয়ার জন্যে ইলেকশনে দাঁড়ালে আগে কিছু না বললেও, তখন সে ঠিকই মুখ খুলবে।'

'সে কি তোমার নাম জানে?'

'জানি না। কিন্তু সে আমার চেহারা চেনে। ওদের বাড়িতে আগুন দেয়ার সময়ে মেয়েটা আমাকে দেখেছে। তখনই আমি ওকে শেষ করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কেমন করে যেন সে আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল। কে ভেবেছিল, এত জায়গা থাকতে মিসেস জেমস এই পশ্চিমেই আসবে?'

'এই এলাকা মোটেও পুবের মত নয়। এখানে তুমি পুরুষকে গুলি করলে কারও চোখের পাতাও পড়বে না। কিন্তু রাস্তায় কোন মেয়ের সাথে ধাক্কা লাগলেও তোমার ফাঁসি হতে পারে। কর্নেল, এটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।'

'আমারও না। তোমার ফাঁসি হোক এটা আমি চাই না। তোমার সঠিক পরিচয় জানলে ওরা তাই করবে। আমি কে তা কেউ জানলে আমারও একই পরিণতি ঘটবে।' টেবিল থেকে বুট নামিয়ে সে চেয়ার সরিয়ে জো ট্যানারের দিকে ফিরল। 'ইন্ডিয়ান, এটাই এর জবাব। কিছু খারাপ ইন্ডিয়ান জোগাড় করে ঘোড়া চুরি করে আনার সময়ে ওকে মেরে রেখে আসবে। এতে দোষটা ইন্ডিয়ানদের উপরই পড়বে।'

'এর পরেও ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

বিরক্ত ভাবে ওর দিকে ফিরল টিমথি হোয়াইট। 'তোমার কি এর চেয়ে ভাল কোন প্ল্যান আছে? তুমি নিজেই বলেছ ওখানে গুলি করার কোন ভাল সুযোগ তুমি পাওনি।'

'আরও কয়েকদিন আমাকে চেষ্টা করতে দাও।'

'ঠিক আছে। তুমি আজ পর্যন্ত কোন কাজে বিফল হওনি। কিন্তু সাবধান–খুব সাবধান। কথাটা কাউকে জানিও না–নিজের লোককেও না।'

জো ট্যানার চলে যাওয়ার পরে টেবিলেই বসে রইল। এক গ্লাস ওয়াইনের অর্ডার দিল টিমিথি। ভাবছে, মেয়েটা কি তাকে চেনে? কিংবা জানে সে-ই তার স্বামীকে হত্যা করেছে? তার লাপোর্টে ফেরার কোন প্রশ্ন ওঠে না এখন। আপটনকে নিয়েই এখন চিন্তা। যোগাযোগ তাকে করতে হবে, কারণ ওর সমর্থন ছাড়া ইলেকশনে দাঁড়িয়ে পশ্চিমে কোন লাভ নেই। কিন্তু ওখানে যেতে হলে তাকে চেরোকী পেরিয়ে যেতে হবে। অবশ্য ইচ্ছা করলেও ওই স্টেশন এড়িয়ে একটু ঘুর পথেও যেতে পারে।

ট্যানার যদি মিসেস জেমসকে শেষ করতে পারে, তবে সে জো ট্যানারকে চিরতরে বিদায় করবে–যেন জীবিত কেউ তার দিকে আঙুল তুলে কথা বলতে না পারে।

উঠে দাঁড়িয়ে উবু হয়ে রুমাল দিয়ে নিজের বুট ঝেড়ে নিল টিমথি। গলার রুমালটা সুন্দর করে ঠিক করে নিল সে। যাহোক, এখন তার পুরোনো সঙ্গীদের সাথে সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন করার সময় এসেছে। তার ভবিষ্যৎ এখন উজ্জ্বল, আগের সঙ্গীদের সাথে তাকে সম্পর্ক ছেদ করতে হবে। সে অন্য পথে এগোতে শুরু করেছে–এখন তার আর ওদের দরকার নেই। সাবধানে দরজাটা বন্ধ করে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল টিমথি।

ট্রেইল ধরে ট্যানার চেরোকী স্টেশনের দিকেই এগিয়ে গেল। পরে ট্রেইল ছেড়ে সে অন্য পথে এগোল। উঁচু-নিচু টিলা আর ঘেসো জমির উপর দিয়ে চলল সে। টিমথি ঠিক কথাই বলেছে। মেয়েটা যদি মুখ খোলে তবে তাদের দুজনেরই ফাঁসি হবে। উত্তর বা দক্ষিণের কেউ গেরিলাদের দেখতে পারে না। যাই হোক, টিমথির জন্য বাজে কাজ করে করে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কোন মেয়েকে যে সে মারেনি এটা ঠিক নয়। গেরিলা হিসাবে আক্রমণ করার সময়ে সে অন্তত এক ডজন নারী হত্যা করেছে। কিন্তু আক্রমণ করার সময়ে নিজেকে রক্ষা করার জন্য হত্যা করা এক জিনিস, আর ঠাণ্ডা মাথায় একজন মহিলাকে খুন করা আর এক কথা। দলগতভাবে কিছু করা আর এককভাবে কিছু করায় অনেক তফাৎ। এখন যারা তাকে ধাওয়া করবে তাদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার মত কেউ ওর সাথে থাকবে না। সে একা।

দেখে শুনে নিজের পছন্দ মত সে তার ঘাঁটি বেছে নিল। চমৎকার জায়গা, আর পালানোর পথও ভাল। দূরে জঙ্গলের ভিতর আরেকটা ঘোড়াও সে বেঁধে রেখে এসেছে। তার কোন রকম অসুবিধা হবার কারণ নেই। ওর ওই ঘোড়াটা দারুণ ছুটতে পারে।

ধূসর রঙের ঘোড়া ওর। ফস্কা গেরো দিয়ে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখেছে সে, যাতে একটানে গেরো খুলে দ্রুত পালাতে পারে। সাবধানে সব কিছু প্ল্যান করেছে ট্যানার। তবে অস্বাভাবিক বা আশাতীত ব্যাপারগুলো সে বিবেচনা করেনি।

টিরেসা জেমস তার হেনরি রাইফেলটা এনে দরজার পাশে রাখল। গত তিন দিন থেকে তাই করছে। দিনে অন্তত বারোবার বুন যে গাছটা দেখিয়েছিল সেদিকে তাক করে প্র্যাকটিসও করেছে। ওই ঝোপঝাড়ের মধ্যে তার বুলেটটা কিছুর সাথে লেগে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু জীবিত থাকলে সে পাল্টা আক্রমণ নিশ্চয় করবে।

টেড বুনের মন্তব্য সম্পর্কে সে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছে। পরে তার মনে হয়েছে, সম্ভবত ওর কথাই ঠিক। সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে সবাইকে বিরূপ শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে লড়ার জন্য তৈরি থাকতে হবে। সে টুইনির মা, এবং টুইনির শিক্ষা আর সুন্দর জীবন নিশ্চিত করতে তাকে বাঁচতেই হবে। এজন্যই সে লড়বে।

এক কাপ গরম কফি ঢেলে নিল টিরেসা। অল্পক্ষণের মধ্যেই স্টেজ আসবে।

অ্যাপ্রনটা পরে ওটা বাঁধতে বাঁধতে সে দরজায় এসে দাঁড়াল। জো ট্যানার রাইফেল তুলে তাক করল কিন্তু এই সময়েই যা সে ভাবতে পারেনি তেমন একটা দুর্ঘটনা ঘটল।

মায়ের সাথে কথা বলতে দ্রুত ঘুরতে গিয়ে কফি কাপটা উল্টে ফেলল টুইনি গরম কফিতে ওর হাত পুড়ল। চিৎকার করে উঠল সে। 'মা!'

চট করে ঘুরল টিরেসা। হার্ট লক্ষ্য করে ছোঁড়া গুলিটা ওর বাম কাঁধে লাগল।

কোন চিন্তা না করেই হেনরি রাইফেলটা তুলে সে পাল্টা গুলি ছুঁড়ল। বুলেটটা জো ট্যানারকে না লেগে আঘাত করল ওর ধূসর ঘোড়াটাকে। চট করে ঘুরে ফস্কা গেরো খুলে ঘোড়ার পিঠে চাপল জো আহত ঘোড়াটা ওকে পিঠে নিয়ে ছুটে চলল।

টেড বুন দরজার দিকে চেয়ে দেখল টিরেসা এখনও নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে আছে, নোরা ওর পাশে। এক লাফে ঘোড়ায় চেপে রওনা হলো সে ডিক ইয়াংও আরেকটা ঘোড়ায় যাচ্ছে, ঠিক ওর এক ধাপ পিছনে।

গাছটার কাছে, ঝোপের পাতায় রক্ত দেখতে পেল ওরা। ঘোড়াটা ওখানেই বাঁধা ছিল। একটুও না থেমে ট্যানারের পিছু নিল দুজনেই।

একটা গালি দিয়ে আহত ঘোড়াটাকে স্পারের খোঁচা দিল জো।

কয়েক মাইল যাওয়ার পর বোঝা গেল ঘোড়াটা আর পারছে না। তবু জো ট্যানার স্পার খুঁচিয়ে ওকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। অন্য ঘোড়াটার কাছে তাকে পৌঁছতেই হবে। কিন্তু অল্প পিছনেই তাকে ধাওয়া করে আসছে দুজন লোক। নিজের ঘোড়ার কাছে পৌঁছতে তার এখনও অনেক বাকি।

কয়েক মিনিট আগেই ট্যানারের দ্বিতীয় অঘটনটা ঘটেছে। উল্‌ফ্ ওয়াকার, একজন কোমাঞ্চি যোদ্ধা ঘোড়াটাকে দেখতে পেয়ে ওটা নিয়ে গেছে। ঘোড়া সে চেনে। এমন একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে ফিরতে পারলে গ্রামে তার সম্মান অনেক বাড়বে।

রক্তাক্ত ধূসর ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামিয়ে অন্য ঘোড়াটার পিঠে চাপাতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল জো। ঘোড়াটা নেই! পিছন থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে।

জিন ফেলে সে পিস্তল বের করল। অত্যন্ত দ্রুত। কিন্তু তবু তার দেরি হয়ে গেল। সে পিস্তল তোলার আগেই টেড বুন তাকে গুলি করেছে। 'ড্যাম ইউ, বুন। আমি–!'

'অনেক দিন থেকেই জানতাম ওর কপালে এই আছে,' বলল ডিক।

'কখন কী করো, এই প্যাটার্নটা তোমাকে বদলাতে হবে।' কফি শেষ করে আরও কফি নেয়ার জন্য সে হাত বাড়াল। 'তুমি কি ডিক ইয়াংকে এই ব্যাপারে কিছু বলেছ?'

'না।'

'বলা উচিত। তুমি হয়তো এতদিনে টের পেয়েছ, লোকটা একটু পেটুক–কিন্তু ভাল। একটু ভাল করে বুঝিয়ে বলার সময়ে ওকে একটা পাই, বা

দুটো ডোনাট খাওয়ালেই চলবে। ওর মনটা ভাল। লোকটা শান্ত কিন্তু ভয়ঙ্করও হতে পারে। গোলাগুলিতে ওর হাত ভাল, কিন্তু সে চায় না তার আশেপাশে কোথাও গোলাগুলি হোক। একবার খেপলে সে ভীষণ ও ইন্ডিয়ানদের সাথেও কয়েকবার হাতাহাতি যুদ্ধ করেছে। হাঁটু সমান বয়স থেকেই শুরু হয়েছে ওর যুদ্ধ। বিশ্বাস করো, আমি বাঘের সাথেও যুদ্ধ করতে রাজি আছি, কিন্তু খেপলে, ওর সাথে লড়তে চাই না।

কফির কাপটা নিজের দিকে টেনে নিল টেড। 'ওয়াটের কী খবর।'

'ও জানে, কিন্তু এখনও সে ছেলে মানুষ।'

'কিন্তু ভীষণ চালাক। ভুলে যেয়ো না, সে কিছুদিন একাই টিকে ছিল। ছেলেটা শোনে, কিন্তু কিছুই ভোলে না। আর সে পরিণত পুরুষের মতই ট্র্যাকিঙ করতে পারে।'

চেয়ারটাকে পিছনে ঠেলে টেবিল ছেড়ে উঠল বুন। 'আমি আশেপাশেই থাকব। ওয়াট জানবে আমি কোথায় আছি। তোমার কোন দরকার হলে ওকে দিয়ে খবর পাঠালেই আমি চলে আসব।'

তেরো

টিমথি হোয়াইট হোটেলের খাবার ঘরে বসে খাওয়ার সময়ে পাশের টেবিল থেকে দুজন লোকের কথাবার্তা শুনতে পেল।

একজন বলছিল, 'আমি ভেবেই পাচ্ছি না একটা মেয়েকে কে গুলি করে মারতে চাইতে পারে? লোকটা ওয়ালটন হলে আমি অবাক হতাম না। কিন্তু লোকটার নাম ট্যানার। অ্যামবুশ থেকে সে গুলি ছুঁড়েছিল।'

'লোকটাকে ফাঁসিতে ঝোলানো দরকার!' অন্যজন মন্তব্য করল।

'দেরি হয়ে গেছে,' প্রথম বক্তা বলল। 'টেড বুন ওর পিছনে ধাওয়া করে; ট্যানার পিস্তল বের করতে দেরি করে মারা পড়েছে।'

'মহিলার সাথে ট্যানারের কী বিরোধ?'

'সেখানেই তো রহস্য। জো ট্যানার কয়েদিন আগেই চেরোকী স্টেশনে গেছিল। কিন্তু মিসেস জেমসকে সে দেখেনি।'

'জেমস? ওই নামের আর্মি মেজরকেই কয়েক মাস আগে জুলসবার্গে গুলি করে খুন করা হয়েছিল না?'

ওদের দিকে পিঠ দিয়ে বসেছে হোয়াইট। তবু একটু শিউরে উঠল সে। ওদের আঁচ খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। হয়তো কারও মনে পড়বে মেজরকে কে মেরেছিল–সে ভাবতে পারে এর মাঝে কোন যোগাযোগ আছে। কয়েক মুহূর্ত আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল টিমথি। ট্যানারের সাথে তার যে কয়বার দেখা হয়েছে মনে করার চেষ্টা করছে সে। কেউ কি ওদের দুজনকে একসাথে দেখেছে? ওই লোক দুটোর আলাপ শোনার আগে বেশি সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন সে বোধ করেনি।

এখন তাকে খুব সাবধানে চলতে হবে। লোকজন এখনই ভাবতে শুরু করেছে–আর কিছু ঘটলে তারা কেবল প্রশ্নই তুলবে না, উত্তরও খুঁজবে।

তার কি এখনই কলোরাডো ছেড়ে মন্টামা বা ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যাওয়া উচিত? সেটা বোকামি হবে। এখানে নিজেকে সে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। গভর্নর বা সেনেটর পদ পাওয়ার একটা সুযোগ এসেছে তার। এমন সুন্দর সুযোগ জীবনে আর নাও আসতে পারে। একটা মেয়েকে কিছুতেই তার সম্মান আর প্রতিপত্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে সে দেবে না।

কিন্তু কী করবে? যে তার শক্তিশালী ডান হাত ছিল সে নেই। যাক, জো অন্তত মুখ খোলেনি চিন্তিত মনে সে ভাবতে শুরু করল বর্তমানে তার হাতে কতজন লোক আছে, যারা তার আউটফিটে ছিল। ওদের বেশিরভাগই নিষ্ঠুর, আইনভঙ্গকারী গুণ্ডা গোছের লোক। ওদের কাউকেই পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না।

জো ট্যানারের তরুণ বন্ধুকে কাজে লাগালে কেমন হয়? জো বলেছিল লোকটা নাকি খুব ধূর্ত, আর গোলাগুলিতেও ওস্তাদ।

খাওয়া শেষ করে উঠল হোয়াইট। এই মুহূর্তে টিরেসা জেমসকে মারার চেষ্টা করা বোকামি হবে। রাস্তায় নেমে নিজের অফিসে ফিরল সে। দেখল ট্যাফি জন ওখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে। ও-ই ট্যানারের তরুণ বন্ধু।

'জো সম্পর্কে ওরা যা বলছে তা কী সত্যি?'

'হ্যাঁ। টেড বুন ওকে মেরেছে।'

'তা হলে আমাকে বুনের সাথে মোলাকাত করতে হবে। জো ছিল আমার পার্টনার।'

'ওর সাথে তুমি চেরোকীতে গিয়ে কেবল একজন মেয়েকেই দেখেছ?'

'একটা মেয়ে আর একটা ছোট ছেলে ছাড়া আর কাউকে দেখিনি।'

'ট্যাফি, তুমি বুনের থেকে দূরে থাকবে–বুঝেছ?'

আড়ষ্ট হলো ট্যাফি জন। 'এটা তোমার ব্যাপার–!'

'জন, আমার কয়েকজন ভাল লোক দরকার, যারা তাদের যা বলা হবে তাই করবে। যারা মুখ বন্ধ রাখতে জানে। জো ট্যানারকে হারিয়ে আমি এখন তোমার কথা ভাবছি।' পকেট থেকে দুটো সোনার কয়েন বের করে টেবিলের উপর রাখল হোয়াইট। 'কাজটা র‍্যাঞ্চ বা মাইনে কাজ করার চেয়ে অনেক সহজ আর ঝুঁকিহীন।'

একটু ইতস্তত করল ট্যাফি। নিজের পকেটে তিনটে রূপার ডলারের কথা ভেবে হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে মুদ্রা দুটো তুলে নিল। 'আমাকে কী করতে হবে?'

'আপাতত কিছুই না, কেবল আশেপাশে থেকে। আমি পকেট ঘড়িটার চেইন বাম হাতে ধরে বের করলে এখানে এসে আমার সাথে দেখা করবে।'

ট্যাফি জনকে দিয়ে ওর কাজ হবে। দেখেই বোঝা যায় লোকটা পরিচ্ছন্ন কাজ সারার যোগ্যতা রাখে। পিস্তল ছোঁড়াতেও দক্ষ। সময় এলে টেড বুনকে মারার অনুমতি সে ওকে দেবে। সবাই জানে টেড বুন একজন অত্যন্ত ফাস্ট গানম্যান।

আর একজনকে সে কাজে লাগাতে পারে, লোকটার নাম নিকি ওয়ালটন

এতদিনে তার জখম শুকিয়েছে।

আজকাল খুব বেশি মদ খাচ্ছে নিকি। কিন্তু মনের ভিতর রাগ সে পুষে রেখেছে, ভুলতে পারেনি।

সূর্য ডুবে গেলে টিরেসা জেমস নিজের বাসায় ফিরল। তার কাঁধের ক্ষতটা এখন প্রায় সেরে গেছে। তবু জখমের উপর একটা ব্যান্ডেজ রেখেছে। চামড়াটা সামান্য ছিঁড়েছে মাত্র, কিন্তু জ্বালা-পোড়া অনেকদিন ছিল। এখনও হঠাৎ ভুল করে বেশি জোরে হাত নাড়লে ব্যথা লাগে।

শুনেছে লোকটার নাম ছিল জো ট্যানার। এরপর কাকে পাঠানো হবে?

'প্ল্যানটা ওরা ভালই করেছিল,' মন্তব্য করেছিল বুন। 'ওখানে ওর জন্যে একটা তাজা ঘোড়া অপেক্ষায় রাখা ছিল। ওটা হারানোর পর তার ফাইট করা ছাড়া দ্বিতীয় উপায় ছিল না।' একটু থামল সে। 'লোকটা অ্যামবুশ থেকে গুলি করেছিল। এখানে যদি আমাদের ভালভাবে বাঁচতে হয়, তা হলে এসব চলতে দেয়া যায় না। যা হোক, গুলি করা ছাড়া দ্বিতীয় রাস্তা সে আমার জন্য রাখেনি। পরিস্থিতি ছিল হয় মারো নইলে মরো।'

'তুমি কি আমাদের সাথে সাপার খাবে, মিস্টার বুন?'

'খাব, ম্যাম, খুশি হয়েই খাব। তুমিই হও বা নোরাই হোক, কলোরাডোর সবথেকে ভাল খাবার এখানেই পাওয়া যায়।'

চোদ্দ

ভোরে ঘুম ভাঙার পর বিছানায় শুয়েই ভাবছে টিরেসা।

তার ট্রাঙ্কগুলো! অবশ্যই, ওগুলোর কথা তার আগে মনে পড়েনি?

ওয়েবস্টারের বাসায় ওগুলো গচ্ছিত রাখা আছে। বাক্সগুলো আনাতে হবে। নিজের জামা তো আছেই, ওসব অলটার করে নোরা আর টুইনিকেও কিছু জামা তৈরি করে দিতে পারবে।

দুঃখের হাসি হাসল টিরেসা। কে ভাবতে পেরেছিল, যে কাজ, এখন তাকে সবথেকে বেশি সাহায্য করবে, আর সেটা হবে আস্তাবলের কাজ! আস্তাবলে ঢুকে চারপাশে চেয়ে দেখল সে—কোথাও কোন ত্রুটি নেই, সবই নিখুঁত।

স্টেশনে ঢুকে দেখল নোরা স্টোভের আগুন উস্কাচ্ছে। উঠে দাঁড়াল নোরা। 'ওয়াট কিছু কাঠ আনতে গেছে, মাম। তুমি বাইরে গেলে কিন্তু সাবধানে যেও।'

'যাত্রীদের কেউ কেউ পড়া হয়ে গেলে খবরের কাগজ ফেলেই চলে যায়। ওগুলো যত্ন করে তুলে রেখো, নোরা। আমরা যুদ্ধ সম্পর্কে এত কম জানি, ওদের দুঃখ কষ্টের জন্য আমার খুব খারাপ লাগে।'

'জ্বালা আমাদেরও কম নেই, মাম কোন খবরের কাগজ আমি পাইনি, তবে চার্লস ডিকিনসের বই একজন ফেলে গেছে। ওটা আমি তুলে রেখেছি—হয়তো

ফিরতি পথে সে একদিন বইটা নিতে আসবে।'

বেরোবার আগে সাবধানে বাইরে চারপাশ দেখে নিয়ে সে বার্নে গেল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল ওখানে ডিক ইয়াং পরবর্তী স্টেজের জন্য ঘোড়াগুলোকে সাজ পরাতে ব্যস্ত। 'মিস্টার ইয়াং, তুমি কি যুদ্ধের কোন খবর জানো?'

'বিশেষ কিছুই না, ম্যাম। যুদ্ধ এখনও চলছে।' ঘোড়ার কাঁধে হাত রেখে সোজা হলো সে। 'ওটা এত দূরে, আর এদিকে আমাদের করার এত কিছু রয়েছে, সব খবর রাখার সময় পাই না।'

পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করল টিরেসা। ওখানে সম্ভাব্য কোন শত্রুর উপস্থিতি আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে সে। এই কাজে দক্ষ নয়–টেড বুন বা ডিক ইয়াং-এর মত অভিজ্ঞ লোকের কাছে যেটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার, তেমন কিছুও হয়তো তার দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে।

এবার উঠান পার হলো টিরেসা–বুকটা ধড়াস-ধড়াস করছে। এটা কি ভয়? নাকি আশঙ্কা?

আবার স্টেশনে ঢুকে সে একবার চোখ বুলিয়ে সব দেখল। ভাবছে কী করে আরেকটু ঘরোয়া পরিবেশের সৃষ্টি করা যায়। শুরু থেকেই সে বুঝেছে অভিজ্ঞ স্টেশন এজেন্টদের সাথে পাল্লা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়–অন্তত এই কাজে কিছুটা অভিজ্ঞতা হওয়ার আগে তা অসম্ভব।

মাইকেল থর্প এখনও তার সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি, আর স্টাড পেলি তার সম্পর্কে এখনও কিছু জানেই না। টিরেসাকে বাকি সবার সমান হলেই কেবল চলবে না, তাকে ওদের চেয়ে ভাল হতে হবে।

ওয়ালটনের কী খবর? সে যে আশেপাশেই কোথাও আছে, একথা মাঝে মাঝে ওর কানে এসেছে। লোকটা প্রতিশোধ চায়।

দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়াল টিরেসা। ধুলো উড়িয়ে প্রথম কোচটা উঠানে এসে থামল। যাত্রী ছয়জন পুরুষ আর চারজন মহিলা। কথা বলতে বলতে ওরা স্টেশনে এসে ঢুকল।

কয়েক মুহূর্ত পরই আর একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে উঠানে থামল। জানালা দিয়ে গলা বের করে একজন বলল, 'এখানে কেন থামলাম? এটা তো র‍্যাঞ্চ নয়!'

'না'–ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে একজন যুবক নেমে এল–'কিন্তু এর পরে র‍্যাঞ্চে না পৌঁছান পর্যন্ত চা বা কফি দিয়ে গলা ভেজানোর সুযোগ আমরা পাব না। এখনও অনেকটা পথ বাকি রয়েছে।'

'আমার আপত্তি নেই।' একজন তরুণী যুবকের হাত গ্রহণ করে নীচে নেমে এল। 'ওলিভিয়া? তুমি নামবে?'

'আমাদের একটু অপেক্ষা করতে ক্ষতি কী? এটা সামান্য একটা স্টেজ-স্টেশন, ওদের খাবার জঘন্য!'

কোঁকড়ানো চুলের যুবক টিরেসার দিকে ফিরল। 'কথাটা কি সত্যি? তোমার খাবার কি বিস্বাদ?'

হাসল মিসেস জেমস। 'স্বাদ নিয়েই দেখ? আমাদের কফি খুব ভাল–চা-ও

আছে। ভিতরে আসবে না তোমরা?'

'জেক!' ওলিভিয়া ডাকল। 'আশ্চর্য!'

'আমার পিপাসা পেয়েছে,' বলল জেক্। 'আর এ ছাড়াও'–আবার টিরেসার দিকে চাইল সে–'মেয়েটা খুব সুন্দরী!'

ভিতর থেকে আরও একজন লোক নামল। হাত ধরে একজন তরুণীকে নামাল সে। 'ও ঠিকই বলেছে, ওলিভিয়া, আমাদের সবারই গলা শুকিয়ে এসেছে। কয়েক মাইল হলেও, শুধু পানিও যদি হয়, গলাটা একটু ভেজালে আমি ভাল বোধ করব।'

'তোমাদের ইচ্ছা হলে ভিতরে যাও,' জবাব দিল ওলিভিয়া। 'কিন্তু আমাকে এখানেই সার্ভ করতে হবে।'

টিরেসার দিকে তাকাল সে। 'এক কাপ চা।'

টিরেসা জেমস হাসল। 'আমি দুঃখিত। আমরা কেবল টেবিলেই সার্ভ করি।'

'কিন্তু আমি ওলিভিয়া আপটন!'

'শুনে সুখী হলাম! কিন্তু আমরা টেবিলে ছাড়া সার্ভ করি না।'

ওলিভিয়া রেগেছে। স্টেজ-স্টেশন এজেন্ট, এই সামান্য মহিলা কি তাকে অপমান করার চেষ্টা করছে? 'তুমি হয়তো বুঝতে পারনি,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল সে। 'আমি লিঙ্কন আপটনের মেয়ে!'

টিরেসা জেমস হাসল। 'আমি সেটা ঠিকই বুঝেছি, মিস আপটন। 'কিন্তু এখানে আমরা খুবই ব্যস্ত–স্টেজ বা ঘোড়ার গাড়িতে সার্ভ করার মত বাড়তি সময় আমাদের নেই।' আবার হাসল সে। 'তুমি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন হলেও তোমাকে আমি এখানে সার্ভ করতে পারতাম না। অবশ্য, সে আমাকে এমন অনুরোধও করত না!'

ঘুরে, টিরেসা সোজা স্টেজ-স্টেশনের টেবিলের ধারে চলে এল। ওখানে নয়জন পুরুষ আর ছয়জন মহিলা জড় হয়েছে। খুশি মনেই গল্প-গুজব করছে ওরা। নোরা ওদের শেষ লোকটাকে খাবার দিয়ে এক প্লেট কুকিজ এনে টেবিলে রাখল।

গাড়িতে ওলিভিয়ার কাছে ফিরে গেল জেক। 'এসো, ওলিভিয়া!' আমন্ত্রণ জানাল সে। 'ওদের কুকিজ আর কফি আসলেই ভাল!' ওকে নামাবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল সে।

'না,' কঠিন স্বরে বলল মেয়েটা। 'আমি এখানেই থাকব, ওই–ওই মহিলার কাছে নতি স্বীকার করতে আমি রাজি নই!'

'ওসব ভুলে যাও, ওলিভিয়া! ওদেরও নিয়ম-কানুন আছে, এটা তুমি ভাল করেই জান। সে সত্যিই একজন চমৎকার মহিলা!'

'তুমি যা খুশি তাই কর। আমি সাধারণ একজন ওয়েইট্রেসের কাছ থেকে অপমান কিছুতেই সহ্য করব না!'

জেকের হাসিটা ম্লান হলো। 'আমি দুঃখিত,' বলে সে আবার টেবিলে ফিরে জমজমাট আলোচনায় যোগ দিল।

টিরেসা ওর কাপটা আবার ভরে দিল। 'ধন্যবাদ,' বলল সে। 'আমাদের

গন্তব্য অবশ্য বেশি দূরে নয়, কিন্তু ধুলোবালির ট্রেইলে চলতে আমাদের গলা শুকিয়ে এসেছিল।'

'বুঝতে পারছি। তোমরা কি লিঙ্কন আপটনের ওখানে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, ওখানে ইংল্যান্ড থেকে আগত এক সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য পার্টি দেয়া হচ্ছে। লোকটা সত্যিই ভাল, এটা আমেরিকায় তার দ্বিতীয় ট্রিপ। তবে আমার মনে হয় না সে এত পশ্চিমে কখনও এসেছে।'

'আমি নিশ্চিত, সে এটা উপভোগ করবে। তোমার জন্য আর কী করতে পারি?'

'তোমাকে ধন্যবাদ, আর কিছু আমার দরকার নেই।' একটু ইতস্তত করে জেক আবার বলল, 'মিস আপটনের তরফ থেকে তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি।'

'তার কোন দরকার নেই। আমি মোটেও ক্ষুব্ধ হইনি। আমাদের সবার জীবনেই এমন কিছু মুহূর্ত আসে যখন মেজাজ ঠিক রাখা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। নিশ্চয় মহিলা খুব ক্লান্ত।'

একটু অবাক হয়েই জেক কিছুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে রইল। 'তুমি এখানে বেশিদিন হয় আসনি, মিস–?'

'জেমস। মিসেস টিরেসা জেমস।'

'ওহ্? তা হলে তোমার স্বামীও এখানে আছে?'

'মেজর জেমসকে খুন করা হয়েছে। আমি এখন বিধবা।'

'আমি দুঃখিত। আমি ঠিক তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে চাইনি।'

'জানি।' চারপাশে চেয়ে দেখল সবাই নিজস্ব ক্যারেজে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছে। 'আমি কামনা করি তোমার উইক অ্যান্ড যেন ভাল কাটে। 'এখন আমাকে ক্ষমা করলে আমি আমার কাজে যেতে পারি।' ঘুরে টেবিলের কাছে গিয়ে সে খালি কাপ-প্লেটগুলো ধোয়ার জন্য গুছাতে শুরু করল।

'আশা করি ওর সাথে কথা বলে তুমি আনন্দ পেয়েছ?' একটু উত্তপ্ত কণ্ঠেই বলল ওলিভিয়া।

'নিশ্চয়,' জবাব দিল জেক। 'মহিলা তোমাদের একজন অসাধারণ প্রতিবেশী।',

'সে আমার প্রতিবেশী কখনোই নয়। ও কেবল একজন স্টেজ এজেন্ট। ওদের জন্যেই সে চাকরি করে। আমরা এখানে কখনও থামি না।'

'স্যার হোমার কি ইতিমধ্যেই র‍্যাঞ্চে পৌঁছে গেছে?' প্রসঙ্গ বদলাল সে।

'হ্যাঁ। সে গতকালই বাবার সাথে এসেছে। আজ সকালে তার শিকারে যাওয়ার কথা। এদেশে হরিণ তো সব সময়েই পাওয়া যায়, কিন্তু বরফ গলে গেলেই ওরা আরও উঁচু এলাকায় এল্‌ক্ শিকারে যাবে।'

'তোমার কাছে শুনলাম সে আগেও আমেরিকায় এসেছে?'

'হ্যাঁ, কূটনৈতিক মিশনে। কয়েক সপ্তাহ সে ওয়াশিংটন ডি.সি.তে ছিল–যুদ্ধের আগে।'

'ওর কথা আমি শুনেছি, কিন্তু পরিচয় হয়নি কখনও,' মন্তব্য করল জেক।

'আমার বড় ভাই প্যারিসে স্কুলে পড়ার সময়ে ওর সাথে একই ক্লাসে পড়াশোনা করেছে। এমন কম বয়সী লোকের পক্ষে এই বয়সে এত বিখ্যাত রাজনীতিবিদ হওয়া সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। সে ভিয়েনা, রোম, কন্সট্যান্টিনোপল, আর কায়রোতে বিভিন্ন কূটনৈতিক কাজে গিয়েছে।'

'বাবার সাথে তার ওয়াশিংটনে আলাপ হয়েছিল, ওখানেই সে শিকার করার ইচ্ছা জানিয়েছিল। বাবা তাকে আমন্ত্রণ জানায়।'

'ওর সাথে আর কে কে যাবে?'

'তুমি তো জানোই, সাধারণত যারা যায় তারা। তবে এবার আরও একজন যাবে, তার নাম টিমথি হোয়াইট।'

একে একে সবাই গাড়িতে উঠল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে টুইনি ওদের যাওয়া দেখল। এক ঘণ্টার মধ্যেই আরও পাঁচটা গাড়ি ওই পথে গেল। 'ওরা সবাই কোথায় যাচ্ছে, মা?'

'মিস্টার আপটন একটা পার্টি দিচ্ছে, ওরা কয়েকদিন তার ওখানেই কাটাবে।'

দুপুরের আগেই টেড বুন এসে হাজির হলো। 'মিসেস জেমস, তুমি স্টেশনের কাছাকাছি থেকো, আর ছেলেমেয়েদের ভিতরেই রেখো। ভার্জিনিয়া ডেলের পুবে একটা ছোট র‍্যাঞ্চে ইন্ডিয়ান আক্রমণ হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।'

'কিন্তু ওটা তো এখান থেকে বেশ দূরে।'

'ম্যাম, ওরা ঘরটা পুড়িয়ে দিয়েছে, আর দুজন লোককেও হত্যা করেছে। ট্র্যাক দেখে বোঝা যায় ওরা দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছে।' ঘোড়ার মুখ ঘুরাল সে। 'আমি ডিক ইয়াংকে খবরটা জানাচ্ছি।' পিছন ফিরে তাকিয়ে সে আবার বলল, 'তুমি সতর্ক থেকো!'

ইন্ডিয়ানের দল···এখানে?

পনেরো

সূর্য উপরে ওঠার পর আবহাওয়ার কিছুটা পরিবর্তন হলো। পরিষ্কার আকাশ ধীরে ধীরে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এল। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ল। ঝাপটা বাতাস ঝরা-পাতাগুলোকে মাটির উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বাতাসে ঝোপগুলো নুয়ে পড়ছে। বার্নের দরজা বন্ধ করে বাতাস ঠেলে একটু কুঁজো হয়ে স্টেশনে এসে ঢুকল টেড বুন। 'মনে হচ্ছে ঝড় আসবে,' বলল সে। এক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে আবার হঠাৎ করেই থেমে গেল।

'ডিক কোথায়?' প্রশ্ন করল নোরা। 'সে কি ঠিক আছে?'

'বার্নে আছে। ওকে তো তুমি জানো, বার্নেই ঘুমাবে সে।' রাইফেলটা জানালার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখল টেড। 'ওদিকে কিছু চিহ্ন দেখলাম

কয়েক ঘণ্টা আগে। টাট্টু ঘোড়ার ট্র্যাক।'

'ইন্ডিয়ান?'

'আমার ধারণা ওরা সিউ ইন্ডিয়ান। এর মানেই ঝামেলা।'

'ওয়াট কোথায়?' টুইনি জিজ্ঞেস করল।

'সে বার্নের পিছনে ট্যাক রুমে থাকবে। ওয়াট আর ইয়াং দুজনে পালা করে পাহারা দেবে। ছেলেটা যে কোন পরিণত বয়স্ক পুরুষের কাজ করতে পারে।'

আগুনে হাত সেঁকল বুন। 'বাতাসটা খুব ঠাণ্ডা,' বলল সে। 'বছরের এই সময়ে এত ঠাণ্ডা হওয়া একটু অস্বাভাবিক।'

'স্টেজের জন্য এটা কি নিরাপদ হবে?' প্রশ্ন করল টুইনি। 'ওদের স্টেজ বন্ধ করতে হবে না?'

'না, টুইনি। স্টেজ কারও জন্যে থামে না,' বলল বুন। 'ওরা ডাক নিয়ে যায়, আর যাত্রীরাও এগিয়ে যেতেই পছন্দ করে। তাই স্টেজকে চলতেই হয়।'

আগুনে আরও কাঠ চাপাল বুন। তারপর কফি বেশি গরম করার জন্য পটটাকে একটু ভিতরে ঠেলে দিল। 'লিঙ্কন আপটনের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। থেমে, ওকে সাবধান করলাম আমি। খবরটা ওরা আগেই পেয়েছে। ওদের মোটেও বিব্রত মনে হলো না–ওখানে অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক এসেছে ওই ইংলিশ লর্ডের সাথে দেখা করতে।

'আসলে সে লর্ড নয়, তাই না, মা? "স্যার" তো "নাইট"।'

'ঠিকই বলেছ, টুইনি। আমরা অনেকে মনে করি কোন টাইটেল থাকলেই, যেমন "আর্ল বা কাউন্ট", সবাই রাজ-বংশীয়। রাজবংশে যাদের জন্ম তারাই কেবল রয়ালটি। অন্যরা সম্ভ্রান্ত পরিবারের।'

'আমি নিজে ওসব বিশ্বাস করি না। কাজেই মানুষের পরিচয়, মন্তব্য করল বুন। 'মানুষকে যথার্থ মানুষ হতে হবে, এবং ভদ্র হতে হবে। অর্থাৎ ব্যবহারে ভদ্রলোক হতে হবে। আমার পরিবারে এই শিক্ষা দিয়েই আমাকে মানুষ করা হয়েছে।'

'আর্ল বা কাউন্ট কীভাবে হয়, মা?' জিজ্ঞেস করল টুইনি।

'সাধারণত রাজার প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে কোন দুঃসাহসিক কাজ করলেই ওই উপাধি দেয়া হয়। সাহসিকতার জন্য তাকে খেতাবের সাথে অনেক জমিও দেয়া হয়। যুদ্ধের সময়ে বেশ কিছু সৈন্য নিয়ে সম্ভ্রান্ত লোকেরা রাজাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে বলেই এসব করা হয়।'

দূরে একটা বিদ্যুতের চমক দেখা গেল, তারপর একটু পরেই মেঘের গুড়গুড় শব্দ হলো।

'এমন আবহাওয়ায় বেশি যাত্রী বেরোবে না,' মন্তব্য করল বুন। 'হয়তো সকালে স্টেজ আসার আগে আর কেউ এই পথে আসবে না।'

কফি শেষ করল সে। 'আমার এখন ফোর্ট কলিনসে যাওয়ার কথা আছে। আর্মির জন্য কিছু সংবাদ নিয়ে যাচ্ছি।' টিরেসার দিকে তাকাল সে। 'তোমার কি মনে হয় তুমি এদিকটা একা সামলাতে পারবে? সকাল হওয়ার আগেই আমি আবার ফিরে আসব।'

'নিশ্চয়, আমাদের জন্য চিন্তা করার কোন কারণ নেই। এদিকটা আমি ঠিকই সামলাতে পারব। ডিক ইয়াং আছে, তা ছাড়া আমরা সবাই অস্ত্র চালাতে জানি।'

'আমি কখনও রেড ইন্ডিয়ান দেখিনি,' নোরা জানাল। 'মাত্র একটা বুড়োকেই দেখেছি–লোকটা স্টেজে করে এসেছিল, ওকে তো আমার ভাল বলেই মনে হলো।'

শব্দ তুলে হাসল বুন। 'ওই লোক? জান? যৌবনকালে ও একজন দারুণ ভীতিকর মানুষ ছিল। কিন্তু এখন সত্যিই ভদ্রলোক। সে একজন ইউতে; ওরা পাহাড়ী ইন্ডিয়ান। যৌবনে লোকটা অন্তত তিরিশ থেকে চল্লিশজন লোক মেরেছে।'

'ওই চমৎকার বুড়োটা?' অবাক হলো নোরা। 'ওর এমন হাসিখুশি চেহারা দেখে কেউ তা আঁচ করতে পারবে না। ওর চেহারায় একটা আনন্দময় কৌতুকের ভাব ছিল।'

'হয়তো আমাদের অবাস্তব, আর অবান্তর রীতিনীতি দেখেই আনন্দ পেয়েছিল। ভাবছিল ওদের পন্থাই সবথেকে ভাল। হয়তো ওদের চিন্তাধারায় সেটাই ঠিক।'

রাইফেলটা নিয়ে বাইরে বেরোনোর জন্য তৈরি হলো বুন। দরজার কাছে পৌঁছে পিছনে ফিরে টিরেসার দিকে তাকাল। হাত নেড়ে ওকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

'আমার আরও কিছু কাঠ আনতে বাইরে যাওয়া দরকার,' বলল নোরা। 'আজকের রাতটা ঠাণ্ডা যাবে।'

বাইরে পা দিয়ে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল। টেড বুন চলে গেল। 'ভাবছি, মিস্টার বুন থাকলেই ভাল হত,' টুইনি বলল। 'লোকটা কাছাকাছি থাকলে নিরাপদ মনে হয়।'

'আমরা সবাই তা বোধ করি,' ওর মা বলল। 'কিন্তু তার কাজ আছে।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল টিরেসা। করালে ছয়টা ঘোড়া রয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাসে ওরা একত্র জড়ো হয়ে আছে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সে। ঘোড়াগুলোকে কি বার্নে নেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত? ইয়াং-এর ঘোড়া সহ বার্নে ওদের সবার জায়গা হবে না। তা ছাড়া সকালের আগে ওদের সাজ পরাবার দরকার হবে না। করালে খড় রয়েছে, এবং ঘোড়াগুলো মাসট্যাঙ; বুনো পরিবেশই ওদের পছন্দ। বার্নে রাখলে ওরা অস্বস্তি বোধ করবে।

'এসো নোরা, প্রথমে আমরা সাপার তৈরি করব, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি বই পড়ে শোনাব।'

আবার জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল সে। গাছ আর ঝোপগুলোকে তীক্ষ্ণ নজরে খুঁটিয়ে দেখল। কিছুই নড়ছে না। ইন্ডিয়ানদের চিন্তা ওকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে, কিন্তু টুইনিকে ভয় পাইয়ে দিতে চায় না টিরেসা।

এই বুনো পশ্চিমে বাচ্চাকে নিয়ে আসা কি তার ভুল হয়েছে? কিংবা নিজের আসা?

না এটাই তাদের একমাত্র সুযোগ। বসন্ত এলে সুন্দর একটা জায়গা খুঁজে

বের করে ক্লেইম ফাইল করবে সে।

সেটাই ভাল হবে। ওই জমিতে একটা বাড়ি বানালে তার যদি কিছু হয়, তবু টুইনির বাড়তি একটা জায়গা থাকবে।

'তোমার নিজের জন্য একটা জমি ক্লেইম করা উচিত, নোরা,' হঠাৎ বলল সে। 'জমির মালিক হওয়ার থেকে বড় নিরাপত্তা আর কিছু নেই।'

'আমাকে কত জমি দেবে সরকার?'

'একশো ষাট একর–কিন্তু তোমার নিজেই ওখানে একটা বাড়ি বানিয়ে কুয়া খুঁড়তে হবে। আর কিছু জমি চাষ করে ফসল বুনতে হবে।'

'একশো ষাট একর!' অবাক হলো নোরা। 'তা হলে আমি ধনী হয়ে যাব!'

'ঠিক তা নয়। তবে ওটা তোমার একটা নিজস্ব সম্পত্তি হবে।'

'আমাদের সাপারটা তৈরি করে ফেলা দরকার,' নোরা বলল। 'মিস্টার ইয়াং নিশ্চয় ক্ষুধার্ত।'

'খিদে আমারও পেয়েছে,' ঘোষণা করল টুইনি।

'বেলা গিয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে,' বলল টিরেসা।

হঠাৎ তার চোখের সামনে করালের গেটটা আপনা-আপনি খুলে গেল। সে বলল, 'নিশ্চয় কেউ–!'

তীক্ষ্ণ গলায় একটা "হুপ" শোনা গেল। পরমুহূর্তেই ঘোড়াগুলো করাল থেকে বেরিয়ে ছুটল–পিছনে একটা ইন্ডিয়ান ঘোড়া নিয়ে দৌড়াচ্ছে। ডিক ইয়াং-এর বাফেলো গানটা গর্জে উঠল। সে দেখল করালের পাশ ঘুরে আর বার্নের পিছন থেকে ডজনখানেক ইন্ডিয়ান ঘোড়াগুলোর পিছু নিল। ওদের একজন কোনমতে ঘোড়ার পিঠে টিকে আছে–ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে ঘোড়ার একটা পাশ গাঢ় লাল করে তুলেছে।

'নোরা!' চেঁচিয়ে উঠল টিরেসা। 'ওরা আমাদের ঘোড়া চুরি করছে!'

কোন চিন্তা না করেই রাইফেলটা তুলে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গুলি ছুঁড়ল টিরেসা। একজন ইন্ডিয়ান পিছন ফিরে ওর দিকে চেয়ে ব্যঙ্গ করে হাত নাড়ল। আবার গুলি ছুঁড়ল সে–কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

ধীরে রাইফেলটা নামাল সে। বিফল হয়েছে টিরেসা। ঘোড়াগুলো চুরি হয়েছে। এখন কী করবে ও?

চোখ গোল করে মায়ের দিকে চেয়ে আছে টুইনি। 'ওদের দিকে গুলি ছুঁড়েছিলে তুমি? কাউকে লাগাতে পেরেছ?'

'মনে হয় না। মিস করেছি আমি। ঘোড়াগুলো গেছে–একেবারে গেছে! কাল সকালে যখন স্টেজ আসবে–!'

ডিক ইয়াং রাইফেল হাতে বার্ন থেকে বেরিয়ে এল! 'সরি, ম্যাম। আমি বুঝে ওঠার আগেই ওরা কাজ সেরে পালিয়ে গেল। প্রায় ডজনখানেক হবে। কোত্থেকে যে এল, টেরই পেলাম না!'

'এতে তোমার কোন দোষ নেই, মিস্টার ইয়াং। ওদের অন্তত একজনকে তুমি আহত করেছ।'

'না, ম্যাম,' ইয়াং বলল, 'আমি ওকে হত্যাই করেছি। মানুষ যখন ওভাবে

রক্ত ঝরায়, তখন সে মরার পথে। পরের বার ওরা সাবধান হবে। তুমি চিন্তা কোরো না, ওরা জানে কাজটা কে করেছে। আমি আশেপাশে আছি জানলে ওরা আর ঘোড়া চুরি করার চেষ্টা করবে না।'

'কিন্তু ঘোড়াগুলোকে ওরা নিয়ে গেছে, মিস্টার ইয়াং। অথচ কাল সকালেই একটা স্টেজ আসবে।'

'থর্প আরও কিছু ঘোড়ার ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত আমাদের কিছু করার নেই।'

'মিস্টার আপটনের অনেক ঘোড়া আছে না?' প্রশ্ন করল টিরেসা। 'ওর কাছে চাইলে–?'

'অসম্ভব! সে কিছুতেই ঘোড়া দেবে না!' জানাল ইয়াং। 'থর্পকে দেখতে পারে না আপটন। আমার ধারণা ওদের চরিত্রে খুব বেশি মিল।'

টিরেসা জেমস নিজের অ্যাপ্রনটা খুলল। 'সে যা-ই হোক, আমি চেষ্টা করে দেখব। আমি চাই না লোকে বলুক, কোন পুরুষ স্টেশনের চার্জে থাকলে এমন ঘটত না। আমি ওখানে যাচ্ছি।'

'ম্যাম, বাইরে ঝড় আসার পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে, তা ছাড়া কাছেই কোথাও ইন্ডিয়ানরাও রয়েছে। তুমি চুপচাপ বসো, আর–'

'মিস্টার ইয়াং, তুমি এদিকটা সামলাও। তুমি যদি তোমার ঘোড়াটা আমাকে ধার দাও, তা হলে খুব উপকার হয়।'

'শোন, ম্যাম! ওই ঘোড়াটা একটু অস্থির। মেয়েদের সে ঠিক পছন্দ করে না। এবং আমি ছাড়া আর কেউ ওর পিঠে চড়ুক এটাও সে চায় না।'

'তুমি বলতে চাও ঘোড়া তুমি দেবে না?'

ডাইনে বাঁয়ে তাকাল ইয়াং। চোয়াল ঘষে লাজুক চোখে টিরেসার দিকে চাইল সে। 'না, মাম, ব্যাপারটা তা নয়। আমি কেবল–'

'ধন্যবাদ, মিস্টার ইয়াং। আমি বর্ষাতিটা নিয়ে আসছি।'

কী যেন বলতে যাচ্ছিল ডিক। বিড়বিড় করল, "বোকা মেয়ে!" পরে বার্নের দিকে রওনা হলো।

নোরা আপত্তি তুলল। 'ম্যাম, তোমার এভাবে যাওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? ওদিকে ইন্ডিয়ানরা রয়েছে, আর টুইনি এখানে–বেচারি আগেই তার বাবাকে হারিয়েছে।'

'চাকরি নিয়েছি, কাজ আমাকে করতেই হবে। চিন্তা কোরো না, নোরা। ঘোড়া আমি ভাল চালাতে পারি। তুমি টেরই পাবে না, আমি যাব আর আসব। তুমি আর টুইনি দুজনেই ভিতরে থেকো।'

ইয়াং দরজার কাছে নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েদের চড়ার জন্য টিরেসার সাইড-স্যাডলটা ঘোড়ার পিঠে চাপানো হয়েছে। 'জানি না। তুমি এই ঘোড়াটাকে কীভাবে বাগে রাখবে!' প্রতিবাদ করল সে। 'তারওপর আমার মনে হয় না আর্থার এটা সহ্য করবে।'

'আর্থার? তুমি ওকে আর্থার নামে ডাকো?'

'আর্থার নামের একজন লোক ঘোড়াটা আমাকে দিয়েছিল। তাই আমি ওকে আর্থারের ঘোড়া বলেই ডাকতাম। পরে সেটা শুধু আর্থারে এসে দাঁড়িয়েছে।'

ঘোড়াটার কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর পিঠে হাত রাখল টিরেসা। 'হ্যালো, আর্থার। আমরা বন্ধু হতে যাচ্ছি, ঠিক আছে?'

আর্থার সন্দিগ্ধ বড় বড় চোখে ওর দিকে চাইল, কিন্তু ওকে বিশেষ অসুখী মনে হলো না। ইয়াং-এর হাত ধরে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল টিরেসা। পাশের দিকে স্কার্টের ঘষায় আর্থার একটু অস্বস্তি বোধ করছে। পিঠে ওজনও অন্যরকম। কিন্তু লাগামের টানে দক্ষ চালকের পরিচয় সে ঠিকই টের পেল।

রাতটা আরও ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। আকাশটা এখনও মেঘাচ্ছন্ন। মনে হলো আর্থার ছুটতে প্রস্তুত। তাই লাগামে ঢিল দিয়ে ওকে নিজস্ব গতিতে যেতে দিল টিরেসা। ভারি পিস্তলটা তার কোটের তলায় রয়েছে, আর ডেরিঞ্জার দুটো তার মোটা কাপড়ের স্কার্টের পকেটে রয়েছে।

ইন্ডিয়ান···

ওরা যে কোন জায়গায় থাকতে পারে! হঠাৎ কেমন যেন ভয় ঢুকল ওর মনে। ওর মাথায় কি ভূত চেপেছিল? এত রাতে কেন সে বাসা থেকে বেরিয়ে এসেছে? তবে আসলে খুব একটা রাত হয়নি—নয়টা বাজে।

ঝুঁকির কথা ওর আগে মনেই আসেনি। একমাত্র চিন্তা ছিল সকালে স্টেজ আসবে, ঘোড়াগুলো ক্লান্ত থাকবে—তবু ওই অবস্থাতেই ওদের আবার ছুটতে হবে।

তাজা ঘোড়া তাকে জোগাড় করতেই হবে। এই দায়িত্ব তার না হলে আর কার? সে জানে না নিকি ওয়ালটন, মাইকেল থর্প বা বুন এই অবস্থায় কী করত। কেবল জানে তাকে সাধ্যমত চেষ্টা করতেই হবে।

শক্ত রাস্তার উপর ঘোড়ার খুরের শব্দ হচ্ছে। বৃষ্টিতে কেবল ধুলোগুলো মাটিতে বসেছে। জোর বাতাস বইছে।

হঠাৎ আর্থার একটু নার্ভাস হয়ে নাক ঝাড়ল—ট্রেইলের পাশে ঝোপের ভিতর কী যেন নড়ে উঠল। টিরেসা বর্ষাতির ভিতর হাত ঢুকিয়ে পিস্তলের বাঁট আঁকড়ে ধরল।

আর্থার থামল না, ছুটতেই থাকল। ওখানে যা-ই থেকে থাকুক, ওর তা পছন্দ হয়নি—থামতে সে রাজি নয়।

খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল টিরেসা। ছোট্ট টিলার উপর বাড়িটা আলোয় ঝলমল করছে। চকচকে বার্নিশ করা গাড়িগুলোর উপর পড়ে আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। গাড়ির ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেল টিরেসা। হিচিঙ রেইলে ঘোড়াটাকে বেঁধে, ছুটে সিঁড়ি বেয়ে উঠল।

দরজার কাছে পৌঁছে মাথা ঢাকা বর্ষাতিটা খুলল সে। ওখানে একজন বাটলার অবাক হয়ে ওর দিকে ফিরল। 'মিস, তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি?'

'আমি মিস্টার আপটনের সাথে দেখা করতে এসেছি। খুব জরুরী দরকার।'

'তুমি কি অতিথিদের একজন, মিস?' লোকটা তার কাদা মাখা বুটের দিকে চেয়ে দেখল। হিচিঙ রেইলে বাঁধা মাসট্যাঙটাও দেখল সে। 'আমার তা মনে হচ্ছে না।' বিনীতভাবে ক্ষমা চাইল সে। 'আমি দুঃখিত, ম্যাম, মিস্টার আপটন অতিথিদের সাথে থাকলে কারও সাথে দেখা করে না।'

'এটা সত্যি খুবই জরুরী ব্যাপার, আর আমি অনেক দূর থেকে এসেছি।'

দরজাটা খোলাই রয়েছে, ভিতরে ওদের একটা "ওয়াল্‌স্‌" নাচতে দেখা যাচ্ছে। সে অতিথি নয়–বাইরের মানুষ। চলে যাওয়ার জন্য ঘুরতে শুরু করেছিল টিরেসা, তারপর তার ঠোঁট জোড়া চেপে বসল।

'তুমি কি আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবে, প্লীজ? কিংবা তাকে আমার সাথে দেখা করতে বলবে?'

আবার টিরেসার দিকে চাইল সে। মেয়েটার স্বরে কী যেন যাদু আছে–শুধু স্বর নয়, ব্যবহারেও।

'নিশ্চয়, মিস, আমি দেখছি কী করা যায়।'

হঠাৎ কয়েকজোড়া নারী-পুরুষ চওড়া বারান্দায় বেরিয়ে এল। তাদের মধ্যে একজন মিস ওলিভিয়া। 'কী ব্যাপার, হেনরি?'

'একজন যুবতী, মিস ওলিভিয়া। সে মিস্টার আপটনের সাথে দেখা করতে চায়।'

হেনরির পাশ দিয়ে চেয়ে টিরেসাকে দেখতে পেল সে। 'এটা জরুরী কিছু নয়, হেনরি। ও নিছক স্টেজ-স্টেশনের সেই মেয়েটা। যদি দরকারী কিছু হয় তা হলে বাবা সকালে অবসর পেলে স্টেশনে যাবে।'

একটু এগিয়ে আলোয় এসে দাঁড়াল টিরেসা। 'প্লীজ, মিস আপটন, ভীষণ জরুরী দরকার। এখন দেখা করা যায় না?'

সে কী জবাব দিত তা টিরেসা জানে না। হঠাৎ দরজার কাছ থেকে একজন চিৎকার করে উঠল। বৃটিশ অফিসারের পোশাক পরা লম্বা লোকটা ওর দিকে এগোল।

'টিরেসা! টিরেসা জেমস! তুমি এখানে কী করে এলে!'

ষোলো

'স্যার হোমার!' দুটো হাতই ওর দিকে বাড়িয়ে দিল টিরেসা। 'তোমারই তো ওই প্রশ্নের জবাব দেয়া উচিত! তুমি এখানে কী করছ?'

'আমি মোষ শিকারে এসেছিলাম,' সে বলল, 'লিঙ্কন সৌজন্য দেখিয়ে আমাকে এখানে থাকার আমন্ত্রণ জানায়।' ওর জামা-কাপড়ের দিকে তাকাল হোমার। 'কিন্তু, টিরেসা? তুমি পার্টিতে যোগ দিতে আসোনি?'

'না, হোমার। হারলেকুইন ওকস যুদ্ধের প্রথম দিকেই ধ্বংস হয়; আমাদের ঘোড়া আর গরু সবই লুট করে গেরিলারা নিয়ে গেছে। বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার পর আমাদের জন্য আর কিছুই ছিল না ওখানে–তাই যুদ্ধ না থামা পর্যন্ত আমাদের উপার্জনের জন্য অন্য পথ বেছে নিতে হলো। জমিটা অবশ্য এখনও আমার, কিন্তু আপাতত আমি একটা স্টেজ-স্টেশন চালাচ্ছি।'

হাসল সে। 'চমৎকার! হারলেকুইন ওকসের মালিক টিরেসা জেমস স্টেশন

এজেন্ট?' আবার হাসল সে। 'কেবল আমেরিকাতেই এটা সম্ভব!'

আরও কয়েকজন অতিথি দরজার কাছে এল। আত্মসচেতন হয়ে উঠল টিরেসা। 'আমি আসলে মিস্টার আপটনের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম। ব্যাপারটা জরুরী।'

'তাকে তুমি চেনো নিশ্চয়?'

'না, আমাদের কখনও দেখা হয়নি। এখানে আমি অল্পদিন হলো এসেছি।'

'টিরেসা, তোমার জন্য আমি তাকে খুঁজে বের করব–কিন্তু তার আগে তোমাকে আমার সাথে নাচতে হবে।'

'নাচ? এখানে? এখন? না, না! আমি অতিথি নই, হোমার। আর নাচের জন্য পোশাক–'

'তুমি আমার অতিথি! পুরোনো দিনের দোহাই দিয়ে আমি অনুরোধ করছি!'

শিল্পীরা আরেকটা ওয়ালস বাজাচ্ছে। হঠাৎ হাসল সে। 'ঠিক আছে, হোমার। তুমি অনুরোধ করলে আমাকে নাচতেই হবে!'

চওড়া বারান্দার উপর নাচ শুরু করল ওরা। বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। নিমন্ত্রিত অতিথিরা বিস্মিত চোখে ওদের নাচ দেখছে। টিরেসা আর হোমার দুজনেই অপূর্ব নাচতে পারে। গত ট্রিপে স্যার হোমার যখন ওদের বাসায় উঠেছিল, অনেক নেচেছে ওরা। ভাল পার্টনার না হলে নেচে তেমন আনন্দ পাওয়া যায় না। কাদা মাখা বুট নিয়েই নাচছে টিরেসা, কিন্তু নিপুণ দক্ষতার সাথে হোমারের সাথে বাজনার তালেতালে ওর পা পড়ছে। অত্যন্ত উপভোগ করছে টিরেসা–সেই পুরোনো দিন যেন ফিরে পেয়েছে সে!

ওই মুহূর্তে বিপর্যয় আর ঝামেলার কথা সব ভুলে গেল টিরেসা। দূরের পুরোনো বন্ধু আর ওয়ালসের স্টেপিঙের দিকেই তার খেয়াল। সবসময়েই ওয়াল্‌স নাচ পছন্দ করত ও। এবং স্যার হোমারও চমৎকার নাচে। নাচ থামলে সবাই হাততালি দিয়ে ওদের অভিনন্দন জানাল।

লিঙ্কন আপটন এগিয়ে এল। 'স্যার হোমার? আমার সাথে ওর আগে দেখা হয়নি–প্লীজ পরিচয় করিয়ে দাও।'

'লিঙ্কন,' এ হচ্ছে মিসেস টিরেসা জেমস। আমার অনেক পুরোনো বন্ধু। আমি ওয়াশিংটনে যখন ছিলাম প্রায়ই ভার্জিনিয়ায় ওদের বাসায় যেতাম। হারলেকুইন ওকস-এ ওর পরিবার আমাকে তাদের বাড়িতে অতিথি করে অনেক আনন্দ দিয়েছে। ওগুলো ছিল দারুণ পার্টি। ওদের বাসায় আমি আনন্দময় অনেক, অনেক ঘণ্টা কাটিয়েছি। ওর বাবা ছিল একজন চমৎকার মানুষ–সব অর্থেই চমৎকার। আর ওদের ওখানে যেসব ঘোড়া ছিল, এত ভাল জাতের ঘোড়া আমি আর দেখিনি। ওকে এমন জায়গায় দেখতে পাব, এটা এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'পরিচিত হয়ে ধন্য হলাম, মিসেস জেমস। আমাদের পার্টিতে যোগ দাও?'

'ধন্যবাদ, মিস্টার আপটন, কিন্তু পার্টিতে যোগ দেয়ার মত জামা-কাপড় পরে আমি আসিনি। তা ছাড়া আমার হাতে সময়ও কম। আমি খুব দ্রুত এখানে ছুটে এসেছি একটা কাজে।'

'কাজ?'

'আমি এখন চেরোকী স্টেশনের এজেন্ট। কিছুক্ষণ আগেই ওখানে একটা ইন্ডিয়ান রেইড হয়েছে। আমাদের কারও ক্ষতি হয়নি বটে, তবে ওদের একজন আহত হয়েছে। কিন্তু আমাদের ঘোড়াগুলো ওরা তাড়িয়ে নিয়ে গেছে।'

'তাই? কিন্তু তোমার আসার কারণটা আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার হলো না।'

'আমি আশা নিয়ে এসেছি তোমার কাছ থেকে ছয়টা ঘোড়া ধার নেব, যেন সকালের স্টেজটা সময় মত যেতে পারে।'

আপটন একটু বিব্রত বোধ করছে। ওর জন্য টিরেসার দুঃখ হচ্ছে; একজন অতিথির সামনে অনুরোধটা করা তার ঠিক হয়নি, কিন্তু–

'আমি জানি থর্পের সাথে তোমার সম্পর্ক ভাল না, মিস্টার আপটন, কিন্তু তুমি কি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ঘোড়া ধার দেবে? ফিরতি পথে ওগুলো এলেই তোমাকে ফিরিয়ে দেব।'

'মিসেস জেমস,' বলল আপটন, 'আমি দুঃখিত যে আমাদের আগে পরিচয় হয়নি। এতে ক্ষতি আমাদের দু'পক্ষেরই হয়েছে। আমি নিশ্চিত, যে ভবিষ্যতে আমরা দুজনেই এর প্রতিকার করার চেষ্টা নিশ্চয় করব।' একটু ভাবল আপটন, তারপর আবার বলল, 'ঘোড়ার ব্যাপারে চাককে আমি এখনই হুকুম দিচ্ছি।'

'সকালের স্টেজ, তাই না?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ, মিস্টার আপটন, কোচ সকালেই আসবে।'

'তোমার এই ব্যাপারে ধন্যবাদ দেয়ার দরকার নেই, মিসেস জেমস। তুমি কি আমার লাইব্রেরিতে সঙ্গ দিয়ে একটু কফি খাবে?'

'নিশ্চয়, নিজেকে ধন্য মনে করব, মিস্টার আপটন।'

'তুমিও আমাদের সাথে যোগ দেবে, স্যার হোমার?'

'আনন্দের সাথে।'

লাইব্রেরী ঘরটা একটু ছোট, কিন্তু নিরিবিলি। ভিতরে, চামড়ার বিশাল সোফা সেট। ওখানে অনেক বই রয়েছে, আর ঘরটা আরামদায়কগামী আসবাবে সুসজ্জিত। 'তোমরা একটু বস, আমি কফির কথা বলে আসছি।'

আদেশ দিয়ে ফিরে সে নিজেও বসল। 'হ্যাঁ, এবারে বল তুমি কী কারণে পশ্চিমে এলে?'

'যুদ্ধের গোড়ার দিকে মেজর জেমসের সাথে আমার বিয়ের কয়েক মাস পরেই বাবা মারা গেল। "বুল রান" ব্যাটলে আমার স্বামী আহত হয়ে একটা হাত হারায়। সে হাসপাতালে থাকা অবস্থাতেই গেরিলারা আক্রমণ করে আমাদের বাসায় আগুন লাগিয়ে ঘোড়া আর গরু সব লুট করে নিয়ে যায়। আমাদের কিছু লোককেও ওরা হত্যা করে। আমার কপাল ভাল বলেই পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আমি বাঁচতে পেরেছি।'

'ধ্বংসের কথা শুনে আমি দুঃখিত, কিন্তু তুমি বেঁচে গেছ বলে আনন্দিত,'. জানাল হোমার।

'গেরিলারা ছিল নেহাত নিচু মানের চোর। লুটতরাজ করাই ছিল ওদের পেশা। কনফেডারেট সৈনিকা ওদের ঘৃণা করত। যুদ্ধের ছুতোয় ওরা খুন আর লুট

করত। কিন্তু সেসব কথা এখন বলে লাভ নেই।'

কেক আর কফি এল। স্যার হোমার বলল, 'তোমার সাথে আবার দেখা হওয়ায় আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি, টিরেসা। তুমি বিশ্বাস করবে না আমরা তোমাদের পার্টি কতটা উপভোগ করতাম। কিছুদিন আগে আমি প্যারিস গিয়েছিলাম–আমরা অনেকেই হারলেকুইন ওকসে কত আনন্দ পেয়েছি সেই বিষয়ে আলাপ হচ্ছিল।'

আরও অনেক বিষয়ে আলাপ হলো। ঘোড়া, হাউন্ড, শিয়াল আর পরিচিত লোকজন সম্পর্কে।

'আর মেজর জেমস?' জিজ্ঞেস করল স্যার হোমার। 'সেও কি এখন তোমার সাথে এখানে আছে?'

'সে মাত্র কয়েকদিন আগেই জুলসবার্গে মারা গেছে। তাকে রাস্তায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।'

'ওহ্, আমি দুঃখিত! কে তাকে হত্যা করল?'

'এই কাজটা করেছে গেরিলাদের চীফ,' শান্ত স্বরে জবাব দিল টিরেসা। 'আমার স্বামী ওকে চিনে ফেলায় কোন দোষারোপ করার আগেই সে তাকে খুন করে।

'আমার স্বামী তার পিস্তল বোতাম আঁটা আর্মি খাপে পরা ছিল। ওকে দেখামাত্র কোন সুযোগ না দিয়েই তাকে হত্যা করা হয়েছে।'

দরজায় নক্ শোনা গেল, তারপর দরজাটা খুলল। 'মিস্টার আপটন? শুনলাম তোমাকে এখানে পাওয়া যাবে। আমার ইচ্ছা–'

লোকটা টিমথি হোয়াইট।

'তোমরা যদি জানতে চাও কে এমন কাজ করেছে, তা হলে হোয়াইটকে জিজ্ঞেস করতে পারো,' বলল টিরেসা।

এক মুহূর্ত ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল হোয়াইট। সে বুঝতে পারছে না টিরেসা জেমস এখানে কী করছে। বোঝাই যাচ্ছে সে বন্ধুদের সাথেই আছে। সে এটাও বুঝল যে আপটনের সমর্থন পাওয়া এখন তার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

'আমি দুঃখিত,' সে বলল, 'আমি তোমাদের আলাপে বিঘ্ন ঘটাতে চাইনি।'

দরজা বন্ধ করে বাইরে দাঁড়িয়ে রাগে সে কিছুক্ষণ কাঁপল। এখন তার এতদিনের পরিকল্পনা আর চেষ্টা সবই বিফল হয়ে গেল। ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আর কিছুই রইল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের ঘোড়া আনতে বলল সে।

'তুমি কী ইঙ্গিত করছ? টিমথি হোয়াইটই ওই গেরিলাদের সর্দার ছিল? কিন্তু সে তো আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবের সুপারিশেই এখানে এসেছিল!'

'ইঙ্গিত দিচ্ছি না আমি, মিস্টার আপটন, যা সত্যি সেটাই বলছি। তুমি বাইরে ছিলে তাই হয়তো জান না কয়েকদিন আগে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। চেষ্টাটা করেছিল জো ট্যানার। কয়েকদিন আগে একজন কম বয়সী যুবকের সাথে সে চেরোকী স্টেশনে এসেছিল, লোকটা আমাদের থেকেই চুরি করা ঘোড়ার পিঠে চেপে এসেছিল। ওই ঘোড়ার কাগজপত্র এখনও আমার কাছে আছে।'

'কিন্তু হোয়াইটের সাথে ওদের যোগাযোগ ছিল এর কোন প্রমাণ আছে

তোমার কাছে?'

'দুর্ভাগ্যক্রমে নেই। আমার স্বামীকে হত্যা করার পিছনে সে যুক্তি দিয়েছিল এটা সে আত্মরক্ষার জন্যে করেছে। বলেছিল আমার স্বামী নাকি ওর জীবন নেয়ার হুমকি দিয়েছিল।'

দরজায় একজন দেখা দিল। 'স্যার, ঘোড়ার দলটা তৈরি। আমিও কি মিসেস জেমসের সাথে যাব?'

উঠে দাঁড়াল টিরেসা। 'না, তার কোন দরকার নেই। আমি নিজেই সামলাতে পারব।' স্যার হোমারের দিকে চেয়ে সে বলল, 'এতদিন পরে তোমাকে দেখে কতটা খুশি হয়েছি সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যদি সময় পাও দেখা কোরো। নোরা চমৎকার রান্না করে।' তারপর বলল, 'মিস্টার আপটন, তোমার বদান্যতায় আমি সত্যিই ধন্য হলাম।'

টিরেসা চলে যাওয়ার পর আপটন হোমারকে জিজ্ঞেস করল, 'ওই হারলেকুইন ওকস, ওটা কি সত্যিই সুন্দর জায়গা?'

'অনেকেই ওখানে আমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকত। পুরে এমন চমৎকার জায়গা আর দুটো ছিল না। ওর বাবার যেসব ঘোড়া ছিল···ওফ্, আর তার খাবারের তুলনা হয় না। এবং চমৎকার মদের স্টকও ছিল তার। চারশো একরের সুন্দর জমি ছিল ওদের। পাহাড়ের কাছেও ওদের আরও জমি ছিল–প্রায় ছয়শো একর। আমরা প্রায়ই ওখানে শিকার করতে যেতাম। যুদ্ধ শেষ হলে জমিটা আবার ফলপ্রসূ করে তোলা যাবে। মেয়েটা সত্যিই ধনবতী।'

'আশ্চর্য, তা হলে পশ্চিমে এসে এমন একটা কাজ সে কেন নিল?'

'তুমি যদি ওই পরিবারকে চিনতে, তা হলে বুঝতে। ওরা অত্যন্ত স্বাধীনচেতা। ওর বাবা যে কোন দায়িত্ব কাঁধে নিতে পারত। কচি মেয়ে হয়ে সে হয়তো অতটা পারবে না।'

বাতাসটা ঠাণ্ডা, বৃষ্টিও পড়ছে। ওর প্লাস্টিকের বর্ষাতির উপর জোর আঘাত হানছে বৃষ্টি। অনেক পথ চলতে হবে তাকে। তবে এখন সে খুব ভাল বোধ করছে। বহুদিন এত ভাল অনুভব করেনি ও।

স্যার হোমারকে দেখা, আপটনের চমৎকার আতিথেয়তা, আর টিমথি হোয়াইটের পরাজয়–সব মিলিয়ে ওর খুব ভাল লাগছে। সে বুঝতে পারছে হোয়াইটের রাজনৈতিক উচ্চাশা এখন শেষ। আপটনের থেকে এখন সে কোন সাহায্যই পাবে না। আর আপটনের সাহায্য ছাড়া এই এলাকায় সে ভোট পাবে না। কলোরাডোর খবরের কাগজগুলো এখন টিমথির বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় লিখবে।

তবু এতে তার ঝুঁকি মোটেও কমেনি। হয়তো লোকটা এতে আরও বিষিয়ে গিয়ে টিরেসাকে শেষ করার চেষ্টা করবে।

সবদিক চিন্তা করে টিরেসা বুঝল তার বিপদ এখনও কাটেনি। এবার সে যা করবে তা নিছক দুর্ঘটনার মতই দেখাবে।

মধ্যরাতের অনেক পরে টিরেসা ঘোড়াগুলো নিয়ে চেরোকী স্টেশনের উঠানে পৌঁছল।

বার্নের দরজা খুলল ওয়াট। 'ওগুলোকে এখানে রাখাই ভাল হবে, ম্যাম।'

'ওয়াট! এত রাতে তুমি জেগে আছ কেন?'

'আমি আর ডিক দুজনে পালা করে পাহারার ভার নিয়েছি। আমরা বেশি শব্দ না করলে সে ঘুমিয়েই থাকবে।'

ঘোড়াগুলো ভিতরে ঢোকানোর পর কোন শব্দ না করে চুপিসারে স্টেশনে ঢুকল টিরেসা। আগুনের পাশে বসে এককাপ কফি খেল। কফিটা গরম, আর স্বাদও ভাল।

বিছানায় শুয়ে খুশি মনেই ভাবছে সে, আজকের দিনটা ভালই গেছে। আগামীকাল সময় মতই স্টেজ যেতে পারবে।

ঘোড়াগুলো ইন্ডিয়ানরা নিয়ে গেছে বটে, কিন্তু সে বিকল্প ব্যবস্থা করতে পেরেছে।

বুন বা মাইকেল থর্পও এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করতে পারত না।

হাসি মুখেই ঘুমাল টিরেসা।

সতেরো

সকালে স্টেজ চলে যাওয়ার পর টুইনি টেবিল থেকে প্লেট সরাল। ওয়াটের দিকে চাইল সে। হাতে নিয়ে কী একটা জিনিস দেখছে সে।

'ওটা কি?'

'ইন্ডিয়ান তীরের ফলা।'

'আমি দেখতে পারি?' খোলা হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'এটা তুমি কোথায় পেলে?'

হাত নেড়ে পাহাড়ের ওপাশে দেখাল সে। 'ওদিকে একটা পুরোনো ইন্ডিয়ান ক্যাম্প ছিল।'

'আমিও একটা পাব?'

'হয়তো। কপাল ভাল থাকলে, আর ভাল করে খুঁজলে পেতেও পার।'

'তুমি আমাকে নিয়ে যাবে ওখানে?'

'জানি না, তোমার মা কী বলবে?'

'মা কিছু মনে করবে না। খুব বেশি দূর?'

'না, ওই টিলার পরেই। কয়েক মিনিটের ব্যাপার। কিন্তু জানি না হয়তো তুমি ভয় পাবে।'

'ভয়? ওখানে ভয় পাওয়ার কী আছে?'

'ভূত। মৃত ইন্ডিয়ানদের ভূত। অনেকে বলে ওরা নাকি পুরোনো ক্যাম্পের পাশেই ঘোরাফেরা করে।'

'তুমি দেখেছ? কোন ভূত?'

'না, আমি কখনও দেখিনি। কিন্তু তার মানে এই না যে ওরা নেই। আমি

একবার একটা মৃত ইন্ডিয়ানকে দেখেছি, তার খুলি আর হাড়গোড়ই কেবল ছিল।'

'তুমি কী করলে?'

'আমি তাকে কবর দিয়ে এসেছি। বাবা বলত মৃত মানুষকে বিরক্ত করা ঠিক নয়। সে বলত তীরের মাথা আনায় কোন দোষ নেই–কিন্তু কখনও ওদের কবরে কিছু কোরো না। ওদেরও তোমার শ্রদ্ধা করতে শিখতে হবে। একবার আমাকে বলেছিল, নদীর পাড়ে বাবা একটা ক্ষয়ে যাওয়া পাড় দেখেছিল। ওখানে তিনটে সারিতে কবর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। একেকটা তিন ফুট দূরে। প্রত্যেকটাই আলাদা, আর তীরের মাথাও অন্য রকম।'

তীরের মাথাটা টুইনির হাতে ধরিয়ে দিল সে। 'তুমি এটা রাখতে পার। কোন ইন্ডিয়ান এটা অনেকদিন আগে তৈরি করেছিল। চলো, তোমাকে আমি জায়গাটা দেখাব।'

ওটা পকেটে রাখল টুইনি। 'ধন্যবাদ, ওয়াট। কোন ছেলের থেকে উপহার এই আমার প্রথম।'

'ও, এটা তো কিছুই না! তুমি অপেক্ষার কর! আমি তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে চুনি, আর মাঝে মাঝে পান্নাও পাওয়া যায়। তোমার ভয়ের কিছু নেই, আমি তোমার দেখাশোনা করব। বেশি দেরি হবে না।'

'মা-র অনুমতি নিতে হবে না?'

'কাছেই, আমরা যাব আর আসব। মা কিছু জানার আগেই ফিরব।'

গাছগুলো পেরিয়ে ওরা পাহাড়ের খাঁজে ঢুকল। ঝোপের মাঝে পাহাড়ের একপাশে কিছুটা খালি জায়গায় পাথরের উপর কালো দাগ দেখা যাচ্ছে। ওদিকে ইঙ্গিত করে ওয়াট বলল, 'দেখেছ? এখানেই ওরা ওদের আগুন জ্বালাত।'

'এখানেই তুমি তীরের মাথা খুঁজতে এসেছিলে?'

'ঠিক তা নয়। স্টেজ-স্টেশনটা যখন তৈরি হয় তখন বাবার সাথে ওয়্যাগনে করে আমি প্রথম এখানে আসি কিছু হাড় সংগ্রহ–'

'হাড়?'

'হ্যাঁ, পুরোনো হাড়। ওয়্যাগন ভরলে বাবা সেগুলো শহরে নিয়ে বিক্রি করত।'

'দুর্গন্ধ হাড় কিনে ওরা কী করবে?'

'দুর্গন্ধ নয়, ওগুলো ছিল পুরোনো হাড়। ওগুলো গুঁড়ো করে ওরা কী কী সব তৈরি করে।'

'মানুষের হাড়?'

'না, বোকা মেয়ে। মোষ, হরিণ, এসবের হাড়। একবার বাবা একটা হাতির দাঁতও পেয়েছিল। এক ব্যবসায়ী ওটা বিশ ডলার দিয়ে কিনে নেয়।'

হঠাৎ থেমে মুঠির সমান একটা পাথর তুলে নিল। ওটার একটা ধার থেকে বাড়ি দিয়ে পাথর খসিয়ে ওটাকে ধারাল করা হয়েছে। 'এটা দেখেছ? ইন্ডিয়ানরা এইভাবে একটা ধার কুচিকুচি করে ভেঙে ধারাল করে চামড়ার ভিতর দিকের চর্বি চেঁছে সরাবার কাজে ব্যবহার করত।'

'ওহ···দেখ! আমি একটা তীরের মাথা পেয়েছি!' ওয়াটকে দেখাবার জন্য

ওটা তুলে ধরল সে।

'হ্যাঁ, সত্যিই তো!' খুশি হলো ওয়াট। হঠাৎ তার মুখের ভাব বদলে গেল। 'দেখ! ওই ওপাশে!'

তীরের ফলাটা যেখানে পাওয়া গেছে তারই একটু সামনের দিকে আঙুল তুলে দেখাল ওয়াট। একটা বুটের ছাপ, বেশ বড় একটা বুট।

'ওটা কী?' বুঝতে পারছে না টুইনি।

'শ্‌শ্‌!' ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে ওকে নীরব থাকতে বলল ওয়াট। 'দেখ! ট্র্যাকটা নতুন!' নিচু স্বরে কথা বলছে সে। 'আজ সকালেই তৈরি!'

'তুমি কি করে জান?' ওর গলায় অবিশ্বাসের সুর স্পষ্ট।

'গতরাতে বৃষ্টি পড়েছে, জোর বাতাসও ছিল। আগের ছাপ হলে ওতে বৃষ্টির দাগ থাকত, তা ছাড়া ধারগুলোও এত স্পষ্ট রইত না।'

'হয়তো মিস্টার ইয়াং এখানে এসেছিল।'

'না, আমি জানি ওটা কার পায়ের ছাপ। নিকি ওয়ালটন!'

'ওয়াট, চল আমরা বাড়ি ফিরি। আমার ভয় করছে।' তারপর আবার বলল, 'তুমি কী করে জানলে ওটা তার ট্র্যাক?'

'ওর ট্র্যাক আমি অনেকবার দেখেছি। এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ যেখানে বুটে তালি দেয়া হয়েছে–ওটা সে নিজেই মেরামত করেছে।'

'আমি জীবনেও ওকে দেখতে চাই না, চল বাড়ি ফেরা যাক।'

'উঁহুঁ। অন্তত আমি তা পারি না। আমার দেখতেই হবে লোকটা কী করছে। নিশ্চয় কোন কুমতলব আছে ওর। তোমার মায়ের চিরশত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে সে।'

'আমরা কী করব এখন?'

'কিছুদূর ওকে অনুসরণ করে দেখব কোন্‌দিকে যাচ্ছে। তারপর ডিক বা টেড বুনকে জানাব।'

আগ্রহের সাথে ট্র্যাক দেখে এগোল ওয়াট। 'তুমি আমার পিছনে থাক। নিঃশব্দে এসো! আর কোন কথা বোলো না!'

দ্রুত এগোচ্ছে ওয়াট। কেউ অনুসরণ করতে পারে ভাবেনি বলেই ট্র্যাক ঢাকার কোন চেষ্টা নিকি করেনি।

হঠাৎ থেমে টুইনির কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আমি ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি!'

একটু এগিয়েই আবার থামল সে। তারপর ফিসফিসিয়ে জানাল, 'যদি দৌড়ানোর প্রয়োজন হয় তবে ওই লম্বা টিলাটার চড়াই-এর দিকে ছুট দিও। ওটার ওপাশেই স্টেজ-স্টেশন। লোকটা ভারি দেহ নিয়ে তোমাকে ধরতে পারবে না!'

আবার আগে বাড়ল ওরা। বালুর উপর দিয়ে পা টিপে টিপে নিঃশব্দে চলছে দুজন। ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে নীরবে এগোচ্ছে ওরা। টুইনির ভয় করছে, কিন্তু সেইসাথে উত্তেজনাও বোধ করছে সে। এমন তার আগে কখনও হয়নি। তার মা কী ভাববে? আর নোরা?

হঠাৎ হাত তুলে টুইনিকে থামার নির্দেশ দিল ওয়াট। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। টুইনি খুব কাছাকাছি দূরত্বে ওর পিছুপিছু আসছিল। চট করে থামায় ওর ধাক্কায়

টাল সামলাতে না পেরে ওয়াট একটা শুকনো ঝোপের উপর গিয়ে পড়ল। নিকি ওয়ালটনের চোখ সোজা টুইনির উপর পড়ল। আগুনের উপর উবু হয়ে তাপ পোহাচ্ছিল সে। বিস্ফারিত চোখে সে তাকে দেখল। পরমুহূর্তেই লাফিয়ে উঠে ওর পিছু নিল। পিছনে নিকির বুটের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। কিন্তু ভয়ে পিছন ফিরে চাইতে পারছে না। পাথর আর ঝোপের মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোচ্ছে টুইনি। ভীতা খরগোসের মত ছুটছে ও। ঝোপ আর পাথর কাটিয়ে চলছে।

ওর একটু বাম দিকে ওয়াটও একটা ঢাল বেয়ে উঠছে। টুইনির একটু উপরে রয়েছে ও, একটা বড় পাথরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে।

ঝুঁকে একটা বড় পাথরের পিছনে বসল ওয়াট। পাথরটাকে ঠেলে নীচে গড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু শক্তিতে কুলাচ্ছে না। চিৎকার করে টুইনিকে ডাকল ওয়াট। 'আমাকে একটু সাহায্য কর টুইনি।'

একটা ডাল এনে সাহায্য করল টুইনি। পাথরটা নড়ে উঠল—তারপরেই নীচের দিকে রওনা হলো। ওয়াটের ধাক্কায় ওটা ঠিক দিকেই গেল। পড়ন্ত পাথর ওর দিকেই আসছে দেখে নিকি একপাশে ঝাঁপ দিল। তারপর বেকায়দা অবস্থায় ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ল।

টুইনির একটু বাঁয়েই উপরে উঠছে ওয়াট। নিকি উঠে দাঁড়িয়ে ওদের পিছনে ধাওয়া করছে। কিন্তু আবার পিছলে মাটিতে পড়ল সে।

'জলদি! এবার অন্যটা!' বলল ওয়াট। ছুটল সে।

ওর পিছনেই রয়েছে টুইনি। এবার একটা আগেরটার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট পাথর গড়িয়ে ফেলল ওরা। ওটার সাথে কিছু ছোট পাথরও নীচের দিকে লাফিয়ে রওনা হলো।

'চল, এবার দৌড়াই!' কোনমতে ওরা টিলার উপরে উঠল। দুজনেরই দম ফুরিয়ে এসেছে। ওখানে দাঁড়াল ওরা। হাতে-হাত ধরে পিছনে ফিরে দেখল, নিকিকে দেখা যাচ্ছে না—কেবল ধুলো উড়ছে।

'চল যাই,' ওয়াট বলল। 'তোমাকে এখানে আনাই আমার উচিত হয়নি।'

'মা রাগ করবে।'

'আমাদের তাকে জানানো উচিত যে লোকটা এদিকে এসেছে,' বলল ওয়াট।

ওরা উঠানে পৌঁছে দেখল নোরা প্লেট আর ডিশ ধোওয়া পানি ফেলতে বাইরে বেরিয়েছে। ওদের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়াল।

'তোমরা তা হলে গোলমালে জড়িয়ে পড়েছিলে?'

'তুমি কী করে জানলে?' প্রশ্ন করল টুইনি।

'তোমাদের চোখ মুখ দেখেই বুঝতে পারছি! অন্ধ মানুষও বুঝবে। এদিকে এসো, বল, কী ঘটেছে?'

ওর বলার মাঝেই ডিক ইয়াং দরজায় উপস্থিত হলো। ওর হাতে এক টুকরো এপ্‌ল্ পাই। 'ওহ্, ঘটনাটা দেখতে পেলে বড় মজা হত!' হাসছে সে। 'নিকি ব্যাটা নিজের জীবন বাঁচাতেই ব্যস্ত ছিল!' পাইটা মুখে পুরে নিজের উরুতে একটা থাপড় দিল সে। আবার কথা বলার মত অবস্থা এলে বলল, 'দুঃখের বিষয় পাথরগুলোর একটাও ওর মাথার ওপর পড়েনি!'

টিরেসা সাপ্লাই লিস্ট তৈরি করতে করতে সব কথাই শুনল, কিছুটা রাগ আর কিছুটা অস্বস্তির সাথে। 'ওয়াট, আমি তোমাকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমার মেয়েকে তুমি নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছ। তবে আমাকে না জানিয়ে কাজটা করা ঠিক হয়নি। তোমরা জান, ওই পাজি লোকটার হাতে তোমরা দুজনেই মারা পড়তে পারতে?'

'হ্যাঁ, ম্যাম,' নরম সুরে বলল ওয়াট। 'আমরা ভাবিনি এত কাছে শত্রুর সাথে দেখা হয়ে যাবে।'

'এখন ওকে আর ওখানে পাওয়া যাবে না,' বলল ইয়াং। 'আমরা ওর অবস্থান জেনে গেছি। ও জানে যে বুন এদিকেই কোথাও আছে। হাতের কাছে পেলে টেড ওকে গুলি করে শেষ করবে। ভাবছি আমি একটু ঘুরেফিরে দেখে আসব কিনা।'

'আমি চাই না তুমি ওর পিছনে ধাওয়া কর,' বলল টিরেসা। 'তোমাকে আশপাশে দেখলে আমার সাহস বাড়ে।'

'তুমি চিন্তা কোরো না, ম্যাম। পাহাড়ে ওর পিছু নেয়ার তেমন জোর ইচ্ছা আমার নেই। যদি সে এদিকে আসে, তবে সে যে ভাষা বোঝে, সেই ভাষাতেই আমি ওর জবাব দেব।'

'কিন্তু আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে,' বলল টিরেসা। 'আমরা এখন জানি লোকটা কাছেই কোথাও আছে। ওয়াট, ওকে আবিষ্কার করার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

'ও খুব কাজের ছেলে,' ভিতরে ঢোকার পর বলল নোরা। 'ওদের ঠিক দোষ দেওয়া যায় না। ছোটকালে ছেলেমেয়েরা এমনই হয়, কৌতূহলী হয়ে বাইরে বাইরে ঘোরাই চাই। আমি নিজেও ওই বয়সে তাই করেছি। তবে আমাদের ওখানে আউট ল বা ইন্ডিয়ান ছিল না।'

আঠারো

টিমথি হোয়াইটের মাথায় প্রথম ধাক্কাকেই চিন্তা এসেছিল যে পালানো দরকার। অথচ সে অনেক খেটে নিজেকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আগেকার সেই পালিয়ে বেড়ানো জীবনে ফিরে যাওয়ার কোন ইচ্ছা তার নেই। ডেনভারে পৌঁছে নিজের বর্তমান পরিস্থিতিটা বিচার করে দেখল সে।

একটা সামান্য মেয়েই কেবল তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। এটা ঠিক, এখন লিঙ্কন আপটন এবং তার বন্ধুদের সমর্থন সে আর পাবে না। কারণ, যার চরিত্র কলঙ্কিত, তাকে সমর্থন করে কেউ নিজের সম্মান আর সুনাম হারাতে রাজি হবে না। কিন্তু আপটনের শত্রু কারা?

টিমথি জানে, যারা ভাল পোশাক পরে, আর মার্জিত কথাবার্তা বলে, লোকে সহজে তাদের সম্পর্কে খারাপ চিন্তা করে না। গানে ওর গলা ভাল, নিয়মিত চার্চে গিয়ে গানও গায়। প্রায় সব ধর্মীয় গানই ওর জানা আছে। তবে আসলে সে

গির্জায় যায় সুন্দরী মেয়েদের সাথে আলাপ করার জন্য।

কেবল সম্ভ্রান্ত লোকজনের সাথে মিশে সে আগের প্ল্যান মতই কাজ চালিয়ে যাবে। তার একটা মাইন বা র‍্যাঞ্চও করতে হবে–ওখানে কারও সন্দেহ না জাগিয়ে যে কোন লোকের সাথে দেখা করতে পারবে ও।

টিরেসা জেমসকে অবশ্যই তার সরাতে হবে–কোন দুর্ঘটনা ঘটাতে হবে বা ইন্ডিয়ানদের দিয়ে কাজটা করাতে হবে।

নিকি ওয়ালটন? সে যদি টিরেসার উপর প্রতিশোধ নেয় তবে কেউ অবাক হবে না। ঘটনাটার জন্য হোয়াইটকে কেউ দায়ী করবে না।

নিকি···ইন্ডিয়ান···অ্যাক্সিডেন্ট।

এগুলোর কোন একটায় ফল হবেই। ওর বিরুদ্ধে যা অভিযোগ তা লোকজন টিরেসার মৃত্যুর পর সহজেই ভুলে যাবে। এখন চিন্তা করে ওকে একটা পথ বের করতে হবে–ওকে একটা প্ল্যান করতে হবে।

অবশ্য উইলবার স্টোন আছে, তবে গভর্নর না হওয়া পর্যন্ত স্টোনকে দৃশ্যে আনতে চায় না সে। স্টোন বোকা নয়, ওকে সে পরে কাজে লাগাবে। বরং ট্যাফি জন এ কাজের জন্য ভাল হবে।

কয়েকদিন পর, রাস্তায় জনের পাশে থেমে ওর দিকে না তাকিয়ে টিমথি বলল, 'নিকির কী খবর? একটা মেয়ের হাতে চাবুক পেটা খেয়ে সে কি তা হজম করবে?'

শব্দ করে হাসল জন। 'ব্যাপারটা ভোলেনি নিকি। সব সময়েই বিড়বিড় করে তার হুমকির কথা উচ্চারণ করে।'

'লোকটা আমাদের অনেক সমস্যার সহজ সমাধান করতে পারে। ওকে একটু খোঁচাও।'

রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল হোয়াইট। এখান থেকে কিছুটা দূরেই একটা ছোট র‍্যাঞ্চ আছে। হয়তো মালিকের সাথে কথা বলে তাকে ওটা বিক্রি করায় রাজি করাতে পারবে সে। জায়গাটা নিরিবিলি। ট্রেইল থেকেও কাছে, আবার পিছন দিকে পাহাড়ে যাওয়ারও একটা পথ আছে। দরকার হলে ওই পথে পালানো সম্ভব।

ওর সমস্ত সত্তা বলছে এখনই তার পালানো উচিত। অনেক সময়ে অনেক জায়গাতে সে তা করেছে। কিন্তু একটা মেয়ের কাছে হার স্বীকার করে পালাতে সে চায় না। তার মনে হচ্ছে এমন চমৎকার সুযোগ সে আর দ্বিতীয়বার পাবে না।

এমন ধার্মিক কেউ সে নয়–তবে সমাদৃত। বেশ কয়েকবার তাকে অনুরোধ করে একা গাইতে বলা হয়েছে। খুব একটা ভাল গায়ক না হলেও সে এমন পরিবার থেকে এসেছে যেখানে সবাই গাইতে পারে। লিঙ্কন আপটনের সমর্থন সে পাবে না বটে, কিন্তু তার দরকার নেই ওকে। খবরের কাগজে এখনও ওর নাম ওঠেনি; তাই টিরেসাকে মারতে পারলেই তার কাজ উদ্ধার হবে। সাবধানে পরবর্তী পদক্ষেপ বিবেচনা করছে সে।

এখন যা দরকার সেটা হচ্ছে বৃষ্টি। দু'এক ফোঁটা নয়, ঝমঝম বৃষ্টি। এতে চেরোকী স্টেশনের প্রধান শত্রু ধুলো মিশে যাবে মাটির সাথে–তাতে ওদের কাজ

অনেকটা কমবে। যে কোন আরোহী বা স্টেজ এলেই ধুলো উড়ে এসে সবকিছু ধুলোময় করে কাজ বাড়ায়।

নোরা বেক করছে। কুকিজ, পাই আর ডোনাট বানাতে খুব পছন্দ করে সে। ডোনাট তার কাছে নতুন–এদেশে আসার আগে সে ডোনাট কী, তা জানতই না।

টিরেসা লাপোর্ট গেছে। ওখান থেকে কিছু সাপ্লাই আনা দরকার। ডিক ইয়াং শিকারে গেছে।

নাশতা খেতে বসে সে বলেছিল, 'বুনো মাংসের জন্য আমার মনটা যেন কেমন করছে। আমি কিছু শিকার করে আনব। হয়তো হরিণ, যদিও হরিণের মাংস আমার বিশেষ পছন্দ নয়–মোষের মাংসই আমার দরকার। তবে টাটকা পাহাড়ী সিংহ বা কুগার (আমেরিকান পাহাড়ী বাঘ) হলে আরও ভাল। কুগারের সাথে অন্য মাংসের কোন তুলনাই হয় না।'

টুইনির দিকে তাকাল সে। বলল, 'কুগার পেলে দারুণ হয়! এত সুস্বাদু যে খুর পর্যন্ত খেয়ে ফেলা যায়।'

'কুগারের কি খুর থাকে নাকি!' প্রতিবাদ করল টুইনি। 'ওদের তো থাকে থাবা।'

'অবশ্যই! তবে বুনো মাংসের জন্যে আমার এত খিদে যে থাবা আর নখ সুদ্ধ খেয়ে ফেলতে পারি আমি।' চেয়ারটা পিছনে ঠেলে টেবিল ছেড়ে উঠল সে। 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমি ঘোড়া নিয়ে বেরোচ্ছি, একটা মোষ বা হরিণ শিকার করে আনব। হয়তো একটা গ্রিজলি ভালুককেও কোণঠাসা করতে পারি।'

'গ্রিজলি!' বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে তাকাল ওয়াট। 'মাথা ঠিক থাকলে কেউ কখনও গ্রিজলিকে কোণঠাসা করতে চাইবে না!'

'এটা করতে আমারও খারাপ লাগে,' ব্যাখ্যা দিল সে। 'সত্যিই তাই। ওই গ্রিজলিগুলো আমাকে চেনে। আমাকে দেখলেই ওরা বোঝে যে ওদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। কেউ কেউ আমাকে আর্থারের পিঠে চেপে আসতে দেখলেই ছোট বাচ্চার মত কাঁদে।

'ওরা জানে ওদের স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবার দিন ফুরিয়েছে, এবং শিগ্‌গিরই ওরা স্টেক বা কিমায় পরিণত হবে। গ্রিজলির মাংসের কিমা কাবাব খেয়েছ কখনও? এরচেয়ে মজার জিনিস আর হয় না।

'গ্রীষ্মে ওদের শরীরে চর্বি জন্মায়। বাদাম আর জাম খেয়ে ওরা মোটা হয়। দু'একটা ছোট মোষও খায়–অর্থাৎ তখন সে তৈরি! মানে, খাবার জন্য।

'অবশ্য আমি কখনও দেহে চর্বি নেই এমন গ্রিজলি মারি না। মাঝে মাঝে ওরা ছুটে পালানোর সময়ে আর্থারের পিঠে ধাওয়া করে আমি ওদের পাশে গিয়ে পাঁজর খুঁচিয়ে দেখেছি কতটা চর্বি আছে। ওরা বোঝে কেন, আমি চিমটি কেটে ওদের পরীক্ষা করছি। ওরা হয়তো তখন ভাবে, এত খাওয়া-দাওয়া করে মোটা না হলেই ভাল করত।'

'বিশ্বাস কোরো না, টুইনি,' বলল ওয়াট। 'ও বাড়িয়ে বলছে।'

কটমট করে ওয়াটের দিকে তাকাল ডিক। 'বাড়িয়ে বলছি, না? তোমাকে আমার সাথে একদিন শিকারে নিয়ে যাব। তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাবে

আমি বড়াই করছি কিনা।

'কখনও বীবরের লেজ খেয়েছ? কুগারের পরেই ওটা স্বাদে ভাল। কিংবা মোষের জিহ্বা? দারুণ স্বাদ!'

ডিক ইয়াং চলে যাওয়ার একঘণ্টা পর ইন্ডিয়ানরা এল। চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়াতেই জানালার কাছ এগিয়ে গেল ওয়াট। দেখল অন্তত তিরিশজন রয়েছে। বেশিও হতে পারে। অন্তত আটজন পুরুষ, বারোজন মহিলা আর কিছু বাচ্চা রয়েছে।

নোরা হতভম্ব আর বিস্মিত হয়েছে। চেরোকীতে আসার পর থেকে সে ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে অনেক গল্পই শুনেছে–ওরা কতটা খেতে পারে ইত্যাদি। ওদের সবাইকে খাওয়াতে হলে স্টেজে যারা আসবে তাদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কী করবে সে?

ওরা করালের পাশে থেমেছে–দুজন ইন্ডিয়ান স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসছে। শটগানটা নিয়ে দরজার পাশে রাখল নোরা।

'ওরা সাহসকে শ্রদ্ধা করে,' বলেছিল একজন, 'আর কিছুই ওরা মানে না।' সাহসের কোন অভাব নেই নোরার। সিঁড়ি গোড়ায় ওরা পৌঁছার আগেই হঠাৎ এক ঝাঁকিতে দরজা খুলল সে।

ঘটনাটা এতই অকস্মাৎ ঘটল যে লোক দুটো থমকে দাঁড়াল। 'তোমরা কী চাও?' ব্যাখ্যা দাবি করল নোরা। শটগানটা দরজার পাশে থাকলেও ওর হাতে এখন রয়েছে একটা লম্বা কাঠের হাতলওয়ালা ঝাড়ু।

'খাবার,' একজন বলিষ্ঠ ইন্ডিয়ান জবাব দিল। 'আমরা ক্ষুধার্ত

'তা হলে যাও শিকার করো,' বলল নোরা। 'একটা মোটাসোটা গ্রিজলি শিকার করো–কিন্তু ওর পাঁজর টিপে আগেই দেখে নিও যথেষ্ট চর্বি আছে কিনা।'

অবাক চোখে মেয়েটার দিকে চেয়ে আছে ওরা। নোরা যে ভয় পেয়েছে, এটা ওর মুখ দেখে বোঝার কোন উপায় নেই। একটু আগে ডিক ইয়াং বাচ্চাদের কী বলেছে এটা ওর খেয়াল আছে। 'যদি দেখ বেশি চর্বি নেই, ওকে নিজের পথে যেতে দিও।'

ইন্ডিয়ানদের একজন অন্যজনকে নিজের ভাষায় কী যেন বলল। দুজনেই নোরার দিকে চেয়ে আছে। সেও সরাসরি ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমরা ক্ষুধার্ত,' পুনরাবৃত্তি করল ওদের একজন।

'তা হলে মোটা ভালুক বা মোষ শিকার করো।' ওদের পিছন দিকে নোরার চোখ গেল। ইন্ডিয়ান বাচ্চাগুলো গোলগোল চোখে চেয়ে আছে, ওদের চেহারায় স্পষ্ট হতাশার ছাপ।

'তোমাদের আমি খেতে দিতে পারব না–এত খাবার আমার নেই। কিন্তু ওই ছোট বাচ্চাগুলো–ওই পাপুসদের আমি খাওয়াব কিন্তু তুমি অথবা তুমি,' দুজনের দিকেই আঙুল তুলে নির্দেশ করল নোরা, 'তোমাদের জন্য কোন খাবার আমি দিতে পারব না। তোমরা শিকার করেই খেতে পারবে। বাচ্চাদের আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

ইন্ডিয়ান দুজন নিজের দলের কাছে ফিরে গেল। অনেক কথা হলো–তারপর ছোট ছেলেমেয়েরা একে একে স্টেশনের দিকে এগোল।

ওরা নয়জন। একটু বড় একটা ছেলে এল না। নিজেকে সে পরিণত বয়স্ক পুরুষ বলেই মনে করে।

সবাইকে টেবিলে বসিয়ে সে স্ট্যু খেতে দিল। তাকে আবার রান্না করতে হবে এটা ঠিক, কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। ওরা সবাই নীরবেই খেল। নোরা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ওদের পরিচর্যা করছে। ওরা খাওয়ার মাঝেমাঝে নোরার দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে। বাইরে নিজেদের ঘোড়ার কাছে দাঁড়ানো ইন্ডিয়ান পুরুষ আর যুবতী মেয়েরাও ওকে লক্ষ করছে। শেষ পর্যন্ত ওদের খাওয়া যখন প্রায় শেষ, রান্নাঘরে গিয়ে কুকি আর ডোনাট, দুটো প্লেটে বেড়ে নিয়ে এল নোরা।

বাচ্চাগুলো সতৃষ্ণ নয়নে কুকির দিকে চেয়ে আছে। 'একটা!' বলল সে। 'বেশি না!' নোরার কণ্ঠ দৃঢ়, দুর্বলতার রেশমাত্র নেই।

গম্ভীর মুখেই সবাইকে সে একটা করে কুকি আর একটা ডোনাট পরিবেশন করল। লোভাতুর চোখে ওরা বাকিগুলোর দিকে চেয়ে আছে।

হঠাৎ ঘুরে সে বাইরে যারা অপেক্ষা করছে তাদের কাছে গেল। ওদের প্রত্যেকেই একটা করে কুকি আর ডোনাট নিল। পুরুষদের দেওয়া হলে মেয়েদের কাছে গিয়ে ওদেরও দিল। ট্রেতে এখন কেবল একটাই কুকি রয়েছে। সে নিজেই ওটা খেল। একজন ইন্ডিয়ান হেসে উঠে কী যেন বলল, ওরা সবাই হাসল।

ছোট বাচ্চারা সবাই বেরিয়ে এসে নিজেদের টাট্টু বা ট্র্যাভয়তে (ঘোড়ার পিঠের দু'পাশ থেকে দুটো কাঠ মাটি পর্যন্ত এনে একসাথে বেঁধে, কাঠ দু'টোর সাথে মোটা কাপড় বা ক্যানভাস লাগিয়ে ইন্ডিয়ানরা ছোট বাচ্চাদের নেওয়ার জন্য ট্র্যাভয় তৈরি করে) উঠে বসল। রওনা হয়ে গেল ওরা। একটা হাত তুলে হাত নেড়ে বিদায় জানাল নোরা। এক মুহূর্ত পরে বাচ্চাদের একজন হাত নেড়ে জবাব দিল।

ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ধপাস করে একটা বেঞ্চের উপর বসে পড়ল নোরা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। দারুণ ভয় পেয়েছিল সে—ভয়টা এখনও পুরো কাটেনি।

একটু পরেই উঠল নোরা। 'শুধু এর জন্যেই আমাকে এখন পুরো সকালটা রান্নায় ব্যস্ত থাকতে হবে!' বিড়বিড় করে বলল সে।

কয়েক ঘণ্টা পর ডিক ইয়াং ফিরতি পথে ইন্ডিয়ানদের ট্র্যাকগুলো দেখে থমকে দাঁড়াল, তারপরেই ঊর্ধ্বশ্বাসে স্টেজ স্টেশনের দিকে ঘোড়া নিয়ে ছুটল। প্রায় পৌঁছে গেছে, এইসময়ে নোরা দরজা খুলে কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল।

'কী হলো, ভয় পেয়েছ? তা হলে সোজা ভিতরে চলে এসো।'

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল ডিক। 'বল কী ঘটেছে?'

'না, কিছুই ঘটেনি! কিছু ইন্ডিয়ান এসেছিল, ওদের সাথে কিছু কথা হলো—তারপর ওরা চলে গেল।'

'ওরা কি না খেয়েই চলে গেছে? এটা আমার বিশ্বাস হয় না

'ওরা সবাই চমৎকার মানুষ,' বলল সে, 'আমি আজ পর্যন্ত যাদের দেখেছি তাদের অনেকের থেকেই ওদের ব্যবহার ভাল!' একটু থামল নোরা। 'আমি কেবল ওদের বলেছি যখন আমার চর্বিওয়ালা মাংসের প্রয়োজন হয়, গ্রিজলি মারার আগে ওর গায়ে কতটা চর্বি আছে সেটা আমি চিমটি দিয়ে দেখে নিই।'

'তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করছ।' বিস্ফারিত চোখে কতক্ষণ চেয়ে থাকল ডিক। 'শোন, মেয়ে, আমি–!'

'নিজের কাজে যাও,' বলল নোরা। 'এমনিতেই তুমি অনেক দেরি করেছ।'

চারদিন পর দু'জন ইন্ডিয়ান ঘোড়ার পিঠে করে এল। টিরেসা সিঁড়ি ঝাঁট দিচ্ছিল, আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে চেয়ে দেখল একটা ঘোড়ার পিঠে হরিণের চামড়ায় মোড়া একচাক তাজা মাংস রয়েছে।

দরজার কাছে রাশ টেনে দাঁড়াল ওরা। 'কোথায় সেই মেয়ে যে ভালুককে চিমটি কাটে?' প্রশ্ন করল একজন।

ওদের সাড়া পেয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল নোরা।

'পাপুসরা কোথায়?' গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল একজন।

ঘুরে, টুইনি আর ওয়াটকে ডাকল নোরা।

ওরা দরজার কাছে এলে ইন্ডিয়ান লোকটা ভাব-গম্ভীর মুখে ওয়াটের হাতে মাংসের তালটা তুলে দিল। তারপর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নোরার দিকে তাকাল। 'তোমার জন্যে না! পাপুসদের!'

চলে গেল ওরা। রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে পৌঁছে ফিরে তাকাল। হাত নাড়ল নোরা–উত্তরে ওরাও হাত নাড়ল।

উনিশ

কাজ ছাড়া চেরোকী স্টেশনে একটা দিনও কাটে না। তবে কাজগুলো একটা নির্দিষ্ট ছকে পড়েছে এখন–প্রত্যেকেই জানে তাকে কী করতে হবে।

'ওই ওয়াট,' একদিন সকালে বলল ডিক, 'এই হারে এত কাজ করলে আমার চাকরি আর বেশিদিন থাকবে না!'

'ছেলেটা তো কামার নয়, তাই না?' নোরা বলল, 'তবে সে ঘোড়ার কাজে খুব ভাল।'

'কামারের কাজ জানে না বলছ? আমার কাজ সে সর্বক্ষণ মনোযোগের সাথে খেয়াল করে। যখন সম্ভব আমাকে সে সাহায্যও করে। ছেলেটা দ্রুত সব কাজ শিখে ফেলছে!'

পরে নোরা ওয়াটকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি আমার হতে চাও? মিস্টার ইয়াং বলল তুমি নাকি খুব জলদি সব কাজ শিখে ফেলছ?'

'না, ম্যাম। সবারই কোন না কোন কাজ ভাল করে শিখে রাখা উচিত, যেন দরকার হলে ওই কাজ করে উপার্জন করতে পারে।'

'তুমি তা হলে কী হতে চাও?'

লজ্জা-রাঙা হয়ে নিজের প্লেটের দিকে তাকাল ওয়াট। 'আমি স্যার ওয়ালটার স্কটের মত বিখ্যাত লেখক হতে চাই।'

'এটা খুব কঠিন কাজ, ওয়াট। খুব কম লেখকই লেখার রোজগার থেকে

চলতে পারে

'ওই স্যার ওয়ালটার করেছিল। টেড বুন আমাকে বলেছে লোকটা নাকি খুব ভাল করেছে।'

'টেড বুন একথা বলেছে তোমাকে?' অবাক হলো নোরা।

'কথাটা সত্যি, তাই না?'

'হ্যাঁ, সে অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক ছিল। চার্লস ডিকেন্স আর উইলিয়াম শেক্সপিয়ারও তাই।'

একটু থামল নোরা। 'মিস্টার বুনের সাথে তোমার এই আলোচনা কোন পরিপ্রেক্ষিতে হলো?'

'স্যার ওয়ালটার স্কটের একটা বই পড়ছিল সে। খুব ধীরে পড়লেও, বুন বলল, সে ভবিষ্যতে আরও দ্রুত আর ভাল পড়তে পারবে। ও বলল এমন কোন কাজ নেই যা মানুষ পারে না; তবে এজন্য কঠিন পরিশ্রম দরকার।'

'আর মিস্টার বুন কী হতে চায়?'

চতুর দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল ওয়াট। 'হয়তো সময় এলে সে নিজেই তোমাকে জানাবে।'

এতক্ষণ কাজের ফাঁকে ওদের কথা শুনছিল টিরেসা। 'আমরা সবাই নিজেদের উন্নতি সাধন করতে পারি, ওয়াট আজকাল এত সহজে বই পাওয়া যায় যে কারও শিক্ষা লাভ না করাই বোকামি। তুমি লেখক হতে চাইলে তোমাকে অনেক বই পড়তে হবে। যে বিষয়ে তুমি লিখতে চাও, শুধু সেই বিষয়ে পড়লেই চলবে না–অন্য বিষয়ও পড়তে হবে।'

ওয়াট আস্তাবলে চলে যাওয়ার পর, নোরা বলল, 'মিস্টার বুন একজন সত্যিকার উঁচু দরের মানুষ। যে কোন মেয়ে ওর ভালবাসা পেলে ধন্য হবে।'

'এত জলদি আমি ওসব কথা ভাবছি না, নোরা। মিস্টার জেমসকে আমি ভালবাসতাম, ওকে ভুলতে পারি না, নোরা। তা ছাড়া উইনির ভবিষ্যৎও আমাকে দেখতে হবে।'

'আমিও এব্যাপারে কিছু দোলায় আছি, মাম। তুমি দিনদিন আরও ওয়েস্টার্ন হয়ে যাচ্ছ। জানি না তুমি এটা অনুভব করেছ কি না।'

'হয়তো। আমার ইচ্ছা, যুদ্ধ শেষ হলেই আমি ভার্জিনিয়ায় ফেরত যাব।'

'তবে, মাইকেল থর্পও আছে–সেও চমৎকার মানুষ। ভাল কাজে মোটা অঙ্কের টাকাও সে রোজগার করে। লোক-মুখে শুনেছি, রেল-রাস্তার কাজও সে বেশ কিছু করছে। যুদ্ধ শেষ হলেই সে পুরোদমে রেল-রাস্তা গড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। সে-ও এই কাজের সাথে জড়িত।'

ওয়াশ বেসিনে কাপড় ধোয়া ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল টিরেসা। 'আমি একটা জিনিস খুব পছন্দ করি–সেটা হচ্ছে এখানে কেউ কোন কাজই অসম্ভব বলে মনে করে না। এরা অনুভব করে কাজটা করতে পারবে, এবং স্বভাবতই সেই কাজে এগিয়ে যায়।'

কয়েক মিনিট পানি ঢেলে কাপড় থেকে সাবান ধুয়ে ফেলার পর সে আবার বলল, 'টেড বুন বলে, ট্রেন লাইন এলে আমাদের দেশটা আর আগের মত থাকবে

না। আমারও তাই মত–দেশটা হয়তো টাকা-পয়সার দিক থেকে উন্নতি করবে, কিন্তু মানুষগুলো বদলে যাবে।

'এখন ওদের এদিকে আসতে যথেষ্ট সময় লাগে–আর পুবের লোকজন অনেক কথাই শোনে। ওদের চিন্তাধারার সাথে পশ্চিমের মেলে না এখানে পশ্চিমের লোক মেয়েদের সাথে একরকম ব্যবহার করে, পুরুষদের সাথে ভিন্ন রকম। ওরা যদি কোন ব্যবসা বা বিনিময়ে রাজি হয়ে কথা দেয়, তবে ওদের মুখের কথাই যথেষ্ট–দলিলপত্রের দরকারই হয় না।

'যখন এদিকে রেল-রাস্তা হবে, মিস্টার বুনের ধারণা, তখন পশ্চিমের অনেক বদল হবে। ভিন্ন মতের অনেক লোক তখন পশ্চিমে আসবে। আমার মনে হয় ওর কথাই ঠিক। পুবের কিছু লোককে আমি চিনি, যাদের আমি এখানে দেখতে চাই না।'

'কিন্তু আমরা সবাই পুব থেকেই এসেছি!'

'হ্যাঁ, মাম। কিন্তু পশ্চিমের লোকেরা কেমন করে যেন দুষ্ট লোক, আর দুর্বল মানুষকে চিনে ফেলে ওরা এখানে বেশিদিন বাঁচে না। অবশ্য সামান্য কিছু লোক এখানে আছে, যারা নিকি ওয়ালটনের মত। তবে, তারা সংখ্যায় খুবই কম।

'ওই টোনি, যে তার নতুন বুট জোড়া ওয়াটকে দিয়েছিল, সে আউটল হলেও কখনও কোন মহিলার থেকে কিছু লুট করেনি।'

কাপড় ইস্তিরি করা শেষ হলে টিরেসা জেমস বাইরে এল। বাতাসে একটা অন্য আমেজ–অন্য গন্ধ। বসন্তের ছোঁয়া।

উপত্যকার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। ভাবছে, মানুষ কত জলদি ভুলে যায়! এখন তার বিশ্বাসই হয় না ওদিকে যুদ্ধ চলছে। যাদের সে চিনত তারা যুদ্ধ করে মরছে। এখন সবই কেমন দূরে মনে হয়। ওটা যেন অন্য পৃথিবী।

যারা পশ্চিমে আসে, তারা সবাই মনে অনেক আশা নিয়ে আসে কেউ গড়তে আসে–কেউ বা জলদি টাকা বানিয়ে সরে পড়তে চায়। স্টেজ যাত্রীদের কথাবার্তা সে শুনেছে। ওরা ইন্ডিয়ান, মরুভূমি, বন-জঙ্গল না পাহাড় কিছুকেই ভয় পায় না।

এটা ওদের স্বপ্নের জগৎ–যেখানে সব স্বপ্নই সফল হয়।

টুইনি এসে ওর পাশে দাঁড়াল। 'সুন্দর, তাই না, মা?'

'ঠিকই বলেছ, টুইনি।'

যুদ্ধ শেষ হতে কতদিন লাগবে? যখন ওরা ফেরার চিন্তা-ভাবনা করতে পারবে? চেরোকী স্টেশন তখন তার মনে কেবল একটা পুরোনো স্মৃতি হয়ে থাকবে। যখন সে ফিরে তাকাবে–তখন সে কেবল এখানকার নীরব পাহাড়, ক্ষয়ে যাওয়া স্টেশন, নোরা, ওয়াট, আর বুনের কথাই ভাববে।

নোরা বাইরে পানি ফেলতে এসেছিল। টিসো বলল, 'নোরা? আমাদের নিজস্ব জমির খোঁজ করতেই হবে যুদ্ধ শেষ হলে হাজার-হাজার মানুষ পশ্চিমে আসবে–সবাই ভাল জমি চাইবে।'

'হ্যাঁ, মাম।' আমি এক টুকরো জমি চাই, যেখানে, গাছ আর একটা ঝর্না থাকবে।'

'হয়তো আমাদের আরও পশ্চিমে পাহাড়ের মধ্যে খোঁজা দরকার।'

'জী, মাম। আর সবার মতই আমাদের মনে হবে, হয়তো আরও পশ্চিমে ভাল জমি পাওয়া যাবে।'

কথাটা ঠিক। ওয়াইওমিঙের কথা টিরেসা অনেক শুনেছে অবশ্য এদিকেও অনেক সবুজ মাঠ আর জমি আছে। তবে, চিনতে পারাটাই কঠিন। তবে রক্তে একবার চেষ্টা ঢুকলে সবই পাওয়া যায়।

এখানে সব কিছুই অদ্ভুত–কিন্তু তবু কেমন যেন পরিচিত। পশ্চিমে মেয়েদের চিন্তা করার কোন সময় নেই। সবাই বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখে। নিজের কাজে বড় হতে চায় ওরা।

'পৃথিবীতে অনেক কিছুই ঘটছে নোরা, কিন্তু আমরা তার কোন খবরই রাখি না।'

'হ্যাঁ, মাম। কিন্তু নিজের চারপাশেই চেয়ে দেখ, এখানেও অনেককিছু আছে।' পশ্চিমের দিকে দেখল সে। ওরা পাহাড়ে সোনা, রূপার খোঁজ পেয়েছে। সেদিন সকালে একজন একটা ঘোড়া, আর দুটো গাধা নিয়ে এসেছিল। লোকটা পশ্চিমে যাচ্ছে সোনার খোঁজে। পাথর ফাটানোর বারুদ আর খাবার সাপ্লাই নিয়ে সে চিন্তায় ছিল।'

তোয়ালে নিঙড়ে পানি ফেলল নোরা। 'আমি ওকে "গ্রাবস্টেক" করেছি, মাম।'

'কী করেছ?'

'গ্রাবস্টেক–মানে ফাইনান্স করেছি। সে যদি সোনা বা রূপা খুঁজে পায়, তা হলে আমাকে অংশ দেবে।'

'কত?'

'তিন ভাগের এক ভাগ, মাম।' হাত মুছে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল। 'এটা সই করে দিয়েছে। লোকটা আইরিশ। সে যদি আমাদের কাছে ফিরে না আসে, তা হলে আমিই ওর কাছে যাব। আমাদের মধ্যেও ঠগ আছে, কিন্তু আমি ওকে বলেছি দরকার হলে আয়ারল্যান্ডের কর্কে গিয়ে ওর আত্মীয়-স্বজনের কাছে নালিশ জানাব। আইনের লোককেও ওর পিছনে লাগাব।' একটু হাসল সে। 'কিংবা হয়তো ডিক ইয়াং বা টেড বুনকে লাগাব।'

'ওকে কত দিয়েছ তুমি?'

'এতদিন যা জমিয়েছিলাম সবই দিয়েছি কিন্তু এখানে আমি খাওয়া পাচ্ছি, শিগগিরই কিছু বেতনও পাব। কোথাও না বেরোলে আমার আর কোন খরচই নেই।'

গামলার পানি ফেলার জন্য দরজার কাছে গেল নোরা। 'ওই যে, টেড বুন আসছে। তুমি তোমার চুলটা একটু ঠিকঠাক করে নাও, মাম।'

বিরক্ত চোখে নোরার দিকে তাকাল টিরেসা। 'ধন্যবাদ, আমি চুল ঠিক করে নিচ্ছি–কিন্তু ওর সাথে জোড়া বাঁধার কোন ইচ্ছা আমার নেই!'

'পাত্র হিসেবে ও কিন্তু খারাপ নয়, মাম। একটু রুক্ষ আর বুনো হলেও ওর মনটা ভাল এমন মানুষ খুব বিরল।'

আয়নায় দেখল এখানে-ওখানে কিছু চুল এলোমেলো হয়ে রয়েছে। অভ্যস্ত

হাতে দ্রুত চুল ঠিক করে নিল টিরেসা। টেড বুনের ব্যাপারে সে আগ্রহী নয়, কিন্তু তবু–

দরজা দিয়ে ঢুকে, একটু থেমে আড়চোখে প্রশংসার দৃষ্টিতে টিরেসার দিকে তাকাল বুন। নিজের চুল গুছিয়ে নেওয়ার জন্য মনেমনে খুশিই হলো টিরেসা। 'কিছু মনে না করলে আমি নিজের জন্যে কিছু কফি ঢেলে নিতে চাই, মিসেস জেমস। তোমার ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই থামলাম।'

'নিশ্চয়, যা দরকার ঢেলে নাও, মিস্টার বুন নোরা কি তোমাকে বলেছে ছেলেমেয়েরা নিকি ওয়ালটনের পাল্লায় পড়েছিল?'

'এদিকটা ভাল করে জরিপ করে দেখছে ওই লোক। এখান থেকে ওকে অন্য কোথাও পাঠানোর ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে।'

'কোন দরকার নেই, মিস্টার বুন। আমার কাছে এখন পিস্তল আছে।'

হাসল বুন। 'পিস্তল থাকা, আর কখন ওটা ব্যবহার করতে হবে জানা, দুটো দু'রকম জিনিস। নিজের বিবেচনা মত ব্যবহার করো, ম্যাম। কিন্তু বেশি দেরি কোরো না. নিকির এখানে থাকার কোন কারণ নেই–স্টেজ কোম্পানিও ওকে চায় না। সে যদি আসে, ঝামেলা করার জন্যেই আসবে। ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে সময় নষ্ট কোরো না। এই খেলা ও ভালই জানে। ওকে ফিরে যেতে বোলো, সে এক পা আগে বাড়লেই গুলি কোরো। সে তো অপরিচিত কেউ নয়, ওর স্বভাব তোমার জানাই আছে।'

কফি নিয়ে বসল বুন। 'এই স্টেশন সম্পর্কে অনেক সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, ম্যাম। অনেকেই চাচ্ছে এখানে রাতে থাকার ব্যবস্থা করা হোক।'

'কিন্তু আমাদের তো জায়গা নেই!'

'ঠিক তাই। তবে ওরা আরও দালান তুলে ঘুমানোর ব্যবস্থা করবে।' কফিতে চুমুক দিল সে। 'এতে তোমারও ভাল হবে, ম্যাম। তোমার বেতন অনেক বাড়বে।'

এই কথা তার মনে আসেনি। বেতন এমন কিছু না বাড়লেও কিছুটা সাহায্য হবে।

'আমার ধারণা এজন্য মাইকেল থর্পকে আমার ধনব্যবাদ দিতে হবে।'

'না, ম্যাম। এটা তুমি নিজেই করেছ। তুমি, নোরা, আর অন্যান্যরা। যাত্রীরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে–তুমি ভাল খাবার পরিবেশন এখানকার পরিবেশনও ভাল। খারাপটা স্টেশন সম্পর্কেও ওরা আলোচনা করে।'

নিজের কাপটা আবার ভরে নিল বুন। 'আমি ভাবছিলাম, ম্যাম। মানে তোমার ব্যাপারে ভাবছিলাম। এখন–'

'মাম, ট্যাফি জন লোকটা আসছে, ওর সাথে আরও দুজন লোক আছে।'

ঝট করে উঠে রাস্তার দিকে চাইল টেড। তারপর হাত নামিয়ে পিস্তলের উপরকার ফিতেটা খুলে ফেলল।

'ওকে দেখতে পাচ্ছি।' টিরেসা জেমসের মুখের ভাব কিছুটা বদলাল। আমারই একটা ঘোড়াতে চড়ে আসছে লোকটা।'

বিশ

টাফি জনকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে দেখল বুন। ওর চেহারা আড়ষ্ট আর কঠিন হয়ে উঠেছে। 'মিসেস জেমস,' ওর গলার স্বরও বদলে গেছে, তুমি কি গোলমালের জন্য প্রস্তুত?'

'কেমন গোলমাল?'

'গোলাগুলি,' জবাব দিল সে

'একটু পরেই স্টেজ আসবে, তার আগে আমি গোলাগুলিতে নামতে চাই না।'

'ওটা জনকে বল। অপেক্ষা করা সে পছন্দ করে না, বিশেষ করে খুনের ব্যাপারে। টুইনি কোথায়?'

'রাস্তার ওপাশে আমাদের ঘরে রয়েছে। স্টেজ এলে আমাদের সাহায্য করতে আসবে।'

'উচিত হবে না। ওকে ওখানেই থাকতে দাও।' টিরেসা একটু আগে বাড়তেই হাত তুলল বুন। 'না! এখানেই থাক! ওর কপালে যা আছে তাই ঘটবে।'

'তোমার কথার মানে? গোলাগুলি কেন হবে?'

'হোয়াইট তোমাকে পৃথিবী থেকে সরাতে চায়। টাফি জন তার ভাড়াটে খুনী আর বল্ডউইন–ওকে থামানো অসম্ভব। কিছুতেই ঠেকানো যাবে না।'

'কিন্তু স্টেজটা–!'

নোরার দিকে ফিরল বুন। 'ওদের সার্ভ করো–স্টেজের যাত্রীদেরও খাবার দিও।'

টিরেসা জেমস জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে। 'ওই ঘোড়াটা আমার!' হঠাৎ খেপে উঠল সে। 'ওরা যদি ঝামেলাই চায়, তবে তাই হোক!'

'টিরেসা! মিসেস জেমস, তুমি কী করছ ভেবে দেখো। তোমার সামনে যাদের দেখতে পাচ্ছ ওরা ভয়ানক লোক। ওদের মত কাউকে আগে তুমি দেখোনি!'

'নিশ্চয় দেখেছি! ওরা হারলেকুইন ওকস্ আক্রমণ করেছিল! আমাদের কয়েকজন লোককে হত্যা করে গরু ঘোড়া লুট করেছিল!'

অবাক চোখে টিরেসার দিকে চেয়ে রইল বুন। মেয়েটা কি বুঝতে পারছে না তিনজনের বিরুদ্ধে বুন একা?'

ডিক ইয়াং গেল কোথায়? এই সময়ে ডিক কই?

হয়তো ট্যাফি জনকে সে সামলাতে পারবে, কিন্তু আর দুজন?

'মিসেস জেমস,' নরম সুরে বলল টেড। 'ঈশ্বরের দোহাই, ওই ঘোড়া সম্পর্কে কিছু বোলো না! এখন না!'

'আমি কিছুতেই তা–!'

'ওই যে স্টেজ আসছে,' বলল নোরা। অ্যাপ্রনে হাত মুখে নিজের পোশাক

একটু ঠিক-ঠাক করে নিল সে।

বাঁক ঘুরে স্টেজটা দ্রুতগতিতে এসে দরজার সামনে থামল। ট্যাফি জন আর তার দুই সঙ্গী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল–ওরা ফিরে তাকাল।

'নোরা?' ফিসফিস করে বুন জিজ্ঞেস করল, 'শটগানটা কোথায়?'

নিজের শোবার ঘরের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'দরজার পাশেই বাম দিকে।'

কফি কাপটা বাম হাতে নিয়ে দরজাটার দিকে পিছিয়ে গেল বুন। প্রথমে ট্যাফি···সে-ই ওদের মধ্যে সবথেকে ফাস্ট, তারপর বল্ডউইন আর করডেট।

পিস্তলে ওর হাত ভাল, টেড বুন নিজেও তা জানে। কিন্তু ওরা তিনজন!

টিরেসা জেমসকে মারার জন্য এটা চমৎকার একটা সুযোগ। গোলাগুলিতে মহিলার মৃত্যু হলে, তা দুর্ঘটনার মতই দেখাবে।

ট্যাফি তার সঙ্গীদের নিয়ে প্যাসেঞ্জারদের অল্প আগেই স্টেজ-স্টেশনে ঢুকল টেবিলের ওপাশে টেড বুনের দিকে তাকাল সে। 'ভাল, ভাল। টেড বুন!'

ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে–মুখে মুচকি হাসি। 'তুমি জো ট্যানারকে হত্যা করেছিলে, তাই না? ও ছিল আমার বন্ধু।'

'সে ছিল একটা চোর। মৃত্যুর দিকে ওকে নিয়তিই টেনেছে।'

হাসল ট্যাফি। 'অবশ্যই, সে অনেক কিছুই করেছে! মানুষ হত্যা, এমনকী অনেক মহিলা আর শিশুকেও সে খুন করেছে। কিন্তু ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল–আমরা একসাথেই রাইড করেছি।'

যাত্রীরা ভিতরে ঢুকল। মোট নয়জন। দু'জন শক্তিশালী চেহারার লোক। ওদের মধ্যে অন্তত চারজন ওয়েস্টার্ন লোক। দু'জন ব্যবসায়ী লোকও রয়েছে–কিন্তু সবাই সশস্ত্র।

নোরা নীরবে ওদের খাবার পরিবেশন করল। এল্‌ক্‌-এর মাংস–খুবই সুস্বাদু

একজন যাত্রী ট্যাফি আর বুনকে লক্ষ্য করে তার সঙ্গীকে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল। লোকটা 'লাইন অভ ফায়ার'-এর আওতা থেকে একটু সরে বসল।

ট্যাফি জন কাঁটা চামচে দেখে এক টুকরো মাংস মুখে পুরল। ঠিক এই সময়েই টিরেসা জেমস বলল, 'মিস্টার জন, তুমি একটা চুরি করা ঘোড়া চালাচ্ছ!'

মাংসে ওর মুখ ভর্তি; চিবাচ্ছে সে। কাঁটায় বিঁধিয়ে আর একটুকরো মাংস মুখে পুরতে যাচ্ছিল সে। ওর চোখ দুটো ক্রূর হয়ে উঠল। কিন্তু পর মুহূর্তেই তা মিলিয়ে গেল।

কাঁটা নামিয়ে রেখে মুখে পোরা মাংস চিবিয়ে গিলে ফেলল সে। 'ম্যাম, তুমি মেয়ে তাই–'

'মিস্টার জন, আমি বলেছি তুমি একটা চোরাই ঘোড়ায় চড়ছ। ওটা আমার ঘোড়া। ওটা আমার প্ল্যানটেশনে গেরিলা রেইডের সময়ে চুরি করা হয়েছিল।'

ট্যাফি জনের মুখ একটু ফ্যাকাসে হলো। চট করে আশেপাশে বসা মানুষগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে। 'ঘোড়া এদেশে অনেকেই আছে, ম্যাম। ভুল করা খুবই স্বাভাবিক। শোন, আমি–'

'এতে কোন ভুল নেই, মিস্টার জন। ওই ঘোড়াটা চুরি করা হয়েছে। ওটা আমারই ঘোড়া!' পকেটে হাত ঢুকিয়ে কাগজ বের করল সে। 'এটা শেরিফের

কাছে জমা দেয়ার ইচ্ছা ছিল আমার; কিন্তু তুমি যখন একটা ঘোড়া নিয়েই এসেছ, এই কাগজটার আর দরকার পড়বে না।'

একটু থেমে সে আবার বলল, 'এই কাগজে তুমি যে ঘোড়াটা এনেছ তার বংশ পরিচয়ও লেখা আছে। ওটা আমার!'

ট্যাফি জনেরু মুখ ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে। সবার চোখ ওর উপর। মেয়েটা নিজেকে কী ভাবে? সবার সামনে তাকে এভাবে অপমান করছে? 'তুমি ভুল করেছ, লেডি,' সে বলল, 'ওই ঘোড়াটা আমার।'

'স্যার?' টেবিলে বসা একজন স্টেজ যাত্রীর উদ্দেশে বলল সে। 'তোমাকে খাওয়ার মাঝে বিরক্ত করার জন্য মাফ চাইছি–কিন্তু তুমি উঠে এসে ঘোড়াটার ঝুঁটির উপর দিকে একটা এম লেখা আছে কিনা দেখো। আমার বাবার নাম ছিল মেলবর্ন–সেই থেকেই এম। প্রমাণ হোক ঘোড়াটা কার। ওটা ছিল আমার প্রিয় ঘোড়া।'

'ম্যাম, তুমি কি আমার বিরুদ্ধে ঘোড়া চুরির অভিযোগ আনছ?'

'না, তা নয়। আমি এইটুকুই বলতে চাই যে ঘোড়াটা আমার এবং লুট করে ওকেও নেয়া হয়েছিল আমাদের প্ল্যানটেশন থেকে। আমার কাছে ওর কাগজপত্র আছে। তোমার কাছে বিক্রির কোন কাগজ আছে?'

ওর চেহারা আরও লাল হয়ে উঠল। ভালমতই ফেঁসেছে সে। বুঝতে পারছে না কীভাবে এটার মোকাবিলা করবে। এখন পিস্তল বের করলে সে নিজেই মারা পড়তে পারে। কারণ যাত্রীরাও তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। বন্ডউইন আর করবেট তার সাথে আছে বটে, কিন্তু ওদিকে আছে টেড বুন, আর স্টেজের কিছু যাত্রী কঠিন পশ্চিমের লোক।

করবেট খুব ধীরে বেঞ্চটা পিছনে ঠেলে উঠে বলল, 'কত বিল হয়েছে, বিশ সেন্ট? আমি তা দিয়ে দিচ্ছি।'

সবাই যেন শুনতে পায় তা নিশ্চিত করে কথাগুলো বলল সে। যেন কেউ ভুল না বোঝে। এবার সাবধানে পকেটে হাত ঢুকিয়ে পয়সা বের করে টেবিলের উপর রাখল। তারপর দরজার দিকে এগোল। বন্ডউইনও পয়সা দিয়ে ওর পিছু নিল।

বাইরে থেকে লোকটা ভিতরে এল। 'হ্যাঁ, ওখানে ঠিকই "এম" ব্র্যান্ড করা আছে। মনে হচ্ছে ঘোড়াটা আসলেই তোমার।'

'এখানে কাগজপত্র রয়েছে আমার,' টিরেসা বলল, 'ঘোড়াটার বিবরণও আছে।'

ঘোড়া চুরি করলে চোরকে পশ্চিমে ফাঁসি দেওয়া হয়। বাইরে স্টেজ ড্রাইভার আর আস্তাবল রক্ষক, ভিতরে রয়েছে বুন আর কঠিন কিছু যাত্রী। গলায় দড়ির ফাঁসটা প্রায় অনুভব করতে পারছে জন।

'আমি দুঃখিত, ম্যাম। জানতাম না ওটা চোরাই ঘোড়া। ওর পিঠে শহর পর্যন্ত যেতে পারব আমি?'

'নিশ্চয় না! ঘোড়াটা এখানেই থাকবে। তুমি তোমার জিন আর মাথার সাজ নিয়ে যেতে পার। স্টেজে চড়ে তুমি শহরে যেতে পার।' একটু থামল সে। 'অবশ্য তোমার কাছে ভাড়া দেয়ার মত টাকা থাকলে তুমি স্টেজে যেতে পারবে।'

ওর চোখ দুটো কুৎসিত হয়ে উঠল। 'তুমি যদি পুরুষ হতে–!'

'আমি পুরুষ,' হালকা সুরে বলল বুন।

'এখানে না!' নোরার হাতে শটগান। 'তোমরা তিনজনই এখান থেকে বেরোও। এখনই!'

ওরা বেরিয়ে গেল। যাত্রীরাও একে একে স্টেজে উঠছে। বল্ডউইন আর করবেট একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাফি জন বার্নের দিকে যাচ্ছে। হঠাৎ ঘুরল সে–স্টেজ স্টেশনের দিকে ওর মুখ।

ওদের সামনে দিয়েই টিরেসা স্টেজ-কোচের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'মিস্টার স্টেসি? যাত্রীরা সবাই উঠে বসলেই তুমি গাড়ি চালানো শুরু করো?' ঘুরে সে ট্যাফি জনের দিকে চাইল। 'তুমি চাইলে ঘোড়ার জিন আর নিজের জিনিসপত্র নিয়ে এখনই স্টেজে উঠতে পার। তুমি যদি হাঁটতে না চাও, তা হলে এটাই সহজ পথ।'

'এখানে আমার কিছু কাজ বাকি আছে,' জবাব দিল সে। ওর চোখ দরজার দিকে। টেড বুন ওখানে দাঁড়িয়ে।

সেখান থেকে ও বলল, 'ম্যাম, কেন বোঝ না, তোমাকেই ওরা মারতে চায়। এজন্যই হোয়াইট ওদের পাঠিয়েছে!'

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল টিরেসা। এমন বোকামি সে কেমন করে করল? এখন কি সে ভিতরে যেতে পারবে? এর আগেই ওরা তাকে গুলি করবে। ওদিকে স্টেজটা চলতে শুরু করেছে। এখন নড়লেই গুলি করবে ওরা।

ধুলো উড়ছে। স্টেজ চলার শব্দ ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। এখন কী করবে সে? মাথা উঁচু করে স্থির দাঁড়িয়ে একটা উপায় ভেবে বের করার চেষ্টা করছে টিরেসা।

দরজার দিকে হাঁটবে? নাকি সোজা ওদের দিকে? দরজার কাছ থেকে একটা নরম স্বর শোনা গেল। 'আমি বেরিয়ে এলেই তুমি ঝট করে মাটিতে শুয়ে পড়ো, ম্যাম। ওটাই তোমার বাঁচার একমাত্র সুযোগ!'

জানালার দিকে এগোল নোরা। 'মিস্টার বুন, আমার হাতে শটগান রয়েছে, আমি করবেটকে সামলাব।'

অপেক্ষা করছে বুন। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল সে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে থেকে ট্যাফি জনকে দেখা যাচ্ছে না। এতে জনেরই সুবিধা। টেড জানে, যে মুহূর্তে ওর দেহ দেখা যাবে, তখনই জন গুলি ছুঁড়বে।

মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল টেড বুন। গুলি খেতে হবে এতে সন্দেহ নেই–কিন্তু ওকে শেষ করতেই হবে। এই মেয়েদের সে ওর হাতে একা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। যা-ই ঘটুক ওকে সে শেষ করবে!

বার্ন থেকে হঠাৎ আর একটা স্বর শোনা গেল। 'ঠিক আছে, নোরা, তুমি করবেটকে কাভার কর, আমার বাফেলো গানটা বল্ডউইনের বুক লক্ষ্য করে তাক করা আছে!'

আর একটা অচেনা কণ্ঠ শোনা গেল। 'আমরা তিনজন। আমরাও গুলি করব।'

করাল বারের পাশ থেকে তিনটে রাইফেলের নল দেখা গেল।

ট্যাফি জন পিস্তল বের করার জন্য তৈরি হয়েছিল–হাত থেমে গেল। ওর

কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিল। খুব সতর্কভাবে ধীরে হাত নামিয়ে নিল সে। 'তোমার ঘোড়াটা আন, ওটাই সবথেকে বড়। ওর পিঠেই আমাদের একসাথে যেতে হবে।'

বল্ডউইন উঠান পার হয়ে বাঁধা ঘোড়া দুটোকে খুলে এনে ট্রেইলের পথে দাঁড় করাল। করবেট ঘোড়ায় উঠে বসল। ওর চেহারায় হতচকিত ভাব সুস্পষ্ট।

বল্ডউইন একটু ইতস্তত করে ঘোড়ায় চাপল। ওর পিছনে উঠল জন। ঘোড়াটা এত ওজন নেওয়ায় অভ্যস্ত নয়–সে একটু পাশের দিকে সরল। বোঝা যাচ্ছে ঘোড়াটা এতে খুশি না। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত রওনা হয়ে গেল।

ফিরে তাকাল ট্যাফি জন। 'আমি একেবারে বিদায় নিচ্ছি না, বুন–আশেপাশেই থাকব! আবার আমাকে তুমি আশা করতে পার!'

ওরা চলে গেলে টিরেসা স্টেশনে ঢুকে ধপ করে বসে পড়ল। 'ধন্যবাদ, মিস্টার বুন। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

নোরা দরজার কাছে গিয়ে একহাতে চোখ ঢেকে বাইরে তাকাল। 'অন্য লোক তিনজন কে ছিল? কে–?'

করালের পিছন থেকে তিনজন ইন্ডিয়ান বেরিয়ে এল। দরজার কাছে এসে ওরা থামল।

'ওহ্, তোমরা, ধন্যবাদ!'

ওদের চেহারা গম্ভীর। 'তোমার জন্যে নয়,' একজন বলল, 'শুধু পাপুজদের জন্যে!'

হাসতে হাসতে ওরা চলে গেল।

একুশ

'আমি ঘোষণা করছি; ম্যাম,' ডিক ইয়াং বলল, 'তোমার আশেপাশে বাস করা, যুদ্ধক্ষেত্রে বাস করারই সামিল। আমি বুড়ো মানুষ, এত উত্তেজনা আমার সহ্য হয় না। চেয়েছিলাম শান্ত হয়ে ধীরে সুস্থে প্রৌঢ়ত্বে প্রবেশ করব।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার ইয়াং। আমি তোমার গলার স্বর শুনেই বুঝেছি, ওদের একজন ফাইটে যোগ দিতে পারবে না।'

'হয়তো, আমি সাধারণত টারগেট মিস করি না। আর এত কাছে থেকে? লোকটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। বিশ্বাস কর, ওকে কোন দয়া আমি দেখাতাম না।'

'ঘটনার শেষ এখানেই নয়,' বলল বুন। 'আমার মনে হয় এখনই শহরে গিয়ে ট্যাফি জনের মোকাবিলা করা আমার উচিত।'

'প্লীজ, ওকে ছেড়ে দাও।'

টেড বুন টিরেসার দিকে ফিরল। 'আমার কোন উপায় নেই, ম্যাম। এটা আমার দেশ–এখানেই আমার বাস করতে হবে। আমি ঝামেলা চাই না। কিন্তু কিছু আছে যা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

'আমি এখন যেখানেই যাই না কেন, হয়তো ওখানে লুকিয়ে আমার জন্যে সে অপেক্ষা করবে তাই এটা যত জলদি সম্ভব মিটিয়ে ফেলাই ভাল।'

'ও ঠিকই বলছে, ম্যাম সরাসরি মোকাবিলা ওকে করতেই হবে। লোকটা বুনকে মারতে চায়। এটা সেও জানে, দেখা হলে বুনও ওকে ছেড়ে কথা বলবে না। তাই অ্যামবুশ করে মারার চেষ্টাই সে করবে।'

স্টেজ আসে, যায় যাত্রীদের খাবার তৈরির কাজটা বিরতিহীন। বিভিন্ন ধরনের যাত্রী আসে: অভিনেতা, প্রসপেক্টর, জুয়াড়ী, শিকারী, সাংবাদিক, বেশ্যা, সব রকম মানুষ।

কাজ একটা ছকে পড়ায় এখন একটু সহজতর হলেও কঠিন। ওখানে ওই সময়ে মেয়ের কমতি থাকায় ওরা দুজনেই গড়ে তিনদিনে একটা করে বিয়ের প্রস্তাব পায়।

'কেউ কেউ সত্যিই মন থেকেই প্রস্তাব দেয়,' নোরা বলল, 'তবে কিছু লোক শুধু কথার কথা বলে। হঠাৎ রাজি হয়ে গেলে ওরা ভয়ে সিটিয়ে যাবে!' টিরেসাকে বলছিল সে, বুন এসে স্টেশনে ঢুকল

একটু পরেই স্টেজ আসবে। বুনকে কফি ঢেলে দিয়ে নিজেও এককাপ কফি নিয়ে টেবিলে বসল। 'শুনলাম তুমি নাকি স্যার ওয়ালটার স্কটের ভক্ত?'

কফি কাপ থেকে মুখ তুলে চাইল সে। 'ওর লেখা আমি পড়েছি, তবে এখনও দ্রুত পড়ার ক্ষমতা আমার হয়নি। সে যাদের সম্পর্কে লেখে, তারা অনেকটা আমাদেরই মত–আমার তাই মনে হয়। হ্যাঁ, স্কটকে আমি পছন্দ করি।'

'আমি ওয়াট আর টুইনিকে রোজ রাতে বই পড়ে শোনাই। আজ স্কটের একটা বই ধরব।'

'সব ঠিক মত চললে আজ রাতে আমি শুনতে আসব।' হ্যাট ছুঁয়ে টিরেসাকে বিদায় জানাল বুন। 'এখন আমার কাজ আছে।'

'মা?' টুইনি ওর হাত ধরল, বুনের হেঁটে যাওয়া দেখছে সে। 'তুমি ওকে পছন্দ কর?'

'আমার ধারণা লোকটা ভাল।'

'কিন্তু তোমার পছন্দ হয় কিনা বল?'

হাসল টিরেসা। 'জিদ কোরো না! ওই সম্পর্কে ভাবার জন্যে আমি এখনও তৈরি নই। তোমার বাবা এখনও আমার মন জুড়ে রয়েছে। কোন পুরুষের কথা ভাবলে আমি তার কথাই ভাবি।

'তা ছাড়া এখন আমার অনেক কাজ! এই স্টেশনটাকে আমার আরও ভাল করে তুলতে হবে। তোমার আর ওয়াটের জন্য স্কুলের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের বাসাটাকেও সুন্দর করে তোলা দরকার।'

'আমার মনে হয় তুমি মিস্টার থর্পকে পছন্দ কর।'

হাসল সে। 'তুমি কি আমার একটা প্রেম ঘটানোর চেষ্টা করছ? আমার বিশ্বাস মাইকেল থর্পও একজন ভাল লোক। সে একজন সফল মানুষ–অনেক উন্নতি করবে।'

আর একটু কফি ঢেলে নিল টিরেসা। 'তোমার মনে রাখতে হবে শুধু

ভালবাসাই যথেষ্ট। তুমি হয়তো কল্পনা করছ কাউকে ভালবাস, কিন্তু জেনো প্রতিদিন ওই লোকটার সাথে তোমাকে বাস করতে হবে। সুখের সময়ে, আবার দুখের সময়েও। পরে নিজের মনের মত করে গড়ে নেবে ভেবে কাউকে বিয়ে কোরো না–পস্তাবে।

'যাক, এসব কথা বলার এখন সময় নেই, যাও নোরাকে টেবিল সাজাতে সাহায্য কর।'

ওয়াট কোথায়?

উঠান পেরিয়ে আস্তাবলে উঁকি দিল টিরেসা। 'ওয়াট?' কোন জবাব এল না। পিছনে ট্যাক-রুমের দরজাটা খোলা, ওর বিছানাটা নিভাঁজভাবে পাতা রয়েছে–কিন্তু ওয়াটের কোন চিহ্ন নেই।

বাইরে বেরিয়ে দেখল ডিক ইয়াং এক টুকরো চামড়া সেলাই করছে।

'মিস্টার ইয়াং, তুমি ওয়াটকে দেখেছ?'

'না, ম্যাম, অনেকক্ষণ দেখিনি। হয়তো আশেপাশেই কোথাও আছে। বার্নে দেখেছ?'

'ওখানে নেই।'

'মনে পড়েছে, তীরের ফলা খোঁজার কথা কী যেন বলছিল। বলেছিল ওর কাজ সব শেষ, টুইনির জন্য কোন বিশেষ উপহার খুঁজতে যাবে।'

নিশ্চয়! তার নিজেরই এই সম্ভাবনার কথাটা মনে আসা উচিত ছিল। যাক, জায়গাটা স্টেশন থেকে বেশি দূরে নয়, তবে স্টেশন থেকে দেখা যায় না।

এত চিন্তা করছে কেন সে? ছেলেটা এখানে আসার আগে বুনো প্রাণীর মত বনে-জঙ্গলে অনেক ঘুরেছে। ওখানে কীভাবে টিকে থাকতে হয় তা সে টিরেসার থেকে ভাল জানে। হয়তো অন্যান্যদের থেকেও, একবার মন্তব্য করেছিল ডিক।

যাক, পড়া আরম্ভ করতে এখনও কিছুটা দেরি আছে। কিন্তু কখন শুরু করা হবে এটা ওকে জানানো হয়নি।

সরু পথটা ধরে গাছের ভিতর দিয়ে এগোল সে। অল্পই পথ, কিন্তু তবু টিরেসাকে একটু তাড়াহুড়ো করতে হবে, কারণ টেড বুন শিগগিরই ফিরবে।

চারদিক একেবারে স্তব্ধ। ঢিবির উপর থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে নীচে নামছে টিরেসা। ওদিকে একটা ফাঁকা জায়গা দেখা যাচ্ছে নীচে।

ঝোপের ভিতর থেকে একটা চিৎকার শোনা গেল। 'ম্যাম! ফিরে যাও! দৌড়াও!'

গাছ আর ঝোপের মধ্য দিয়ে শব্দ লক্ষ্য করে এগোল টিরেসা। নিকি ওয়ালটন ওখানে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছে। কাছেই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে ওয়াট।

'ভেবেছিলাম তুমি নিশ্চয় ওকে খুঁজতে বেরোবে,' বলল নিকি। 'অন্য কেউ এলে আমি দেখা দিতাম না–কিন্তু তুমি, আমি চাই তুমি বোঝ কার বিরুদ্ধে তুমি লড়তে নেমেছ।'

'মিস্টার ওয়ালটন, তুমি বোকামি করছ। সুযোগ থাকতে এখান থেকে চলে যাওয়াই তোমার উচিত। মিস্টার বুন আর মিস্টার ইয়াং, দুজনেই অল্পক্ষণের

মধ্যেই আমাকে খুঁজতে বেরোবে। ওদের দুজনের ধৈর্য একটু কম।'

'তাই নাকি?' কৌতুকবিহীন হাসি হাসল সে। 'আমার মনে হয় এখানে বসে ওদের দুজনকেই আমি সামলাতে পারব।'

'আমার মনে হয় আমাদের সাথে তোমার প্রথম অভিজ্ঞতাই যে কোন বুদ্ধিমান মানুষের জন্য যথেষ্ট। বুদ্ধি থাকলে যে কেউ দূরে থাকত।'

'আমি এই ছেলেটাকে দিয়ে শুরু করব, তারপর দেখো আমি তোমার কী অবস্থা করি।'

আশ্চর্য! একটু ভয় লাগছে না ওর। টিরেসা জানে তাকে কী করতে হবে। আর কোন উপায় নেই ওর।

'মিস্টার ওয়ালটন, আমার পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়!'

'নাক-উঁচু মেয়েটা বলে কী! আর অপেক্ষা করতে পারবে না! চেঁচিয়েও তোমার কোন লাভ হবে না–তোমার চিৎকার কেউ শুনতে পাবে না। আমি জানি ওই ঢিবিটার ওপাশে কোন শব্দই পৌঁছবে না। এখানে তুমি আর আমি একা।'

মরিয়া হয়ে সংগ্রাম করছে ওয়াট। শেষ পর্যন্ত অর্ধেক উঠে বসতে সক্ষম হলো সে। তারপরেই নিকির পা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল।

বিরক্ত আর উদাসীন ভাব নিয়ে ওকে লাথি মারল নিকি। তারপর আবার।

'মিস্টার ওয়ালটন? তোমাকে আবারও সাবধান করছি।' ওর চেহারা গম্ভীর, স্থির। ভিতরে-ভিতরে তৈরি। ঘটনা যে এভাবে মোড় নেবে এটা সে মোটেও আশা করতে পারেনি। কিন্তু–

লোকটা এবার ওর দিকে এগিয়ে আসছে। বিশাল দেহ ওর। সহজ গতিতে পকেট থেকে ডেরিঞ্জারটা বের করে ওকে গুলি করল টিরেসা।

নিকি নিশ্চিত ছিল, সাথে অস্ত্র থাকলেও গুলি করার সাহস ওর হবে না। মেয়েদের সহজাত নমনীয় স্বভাবই তাকে গুলি করা থেকে বিরত রাখবে।

ডেরিঞ্জারের দুটো ব্যারেল–দুটোই .৪৪ ক্যালিবারের।

মাত্র পনেরো ফুট দূরে ছিল নিকি। ডেরিঞ্জারের গুলির ধাক্কায় সে টলতে টলতে দু'কদম পিছিয়ে গেল। 'তুমি, তুমি–'

ডেরিঞ্জারটা হাতে নিয়েই সে ঘুরে ওয়াটের দিকে এগিয়ে গেল। বলল, 'মিস্টার ওয়ালটন, আমি বলছি তোমার ক্ষতটা ডাক্তারকে দেখানো দরকার–যদি মরতে না চাও। এখনও একটা গুলি রয়েছে এতে।'

'ড্যাম ইউ! তুমি–!'

মেয়েটার গলা শুকিয়ে এসেছে। ধড়াস-ধড়াস করছে বুক। ঢোক গিলতে পারছে না–কিন্তু ওর হাতের গানটা এখনও নিকির দিকেই তাক করা রয়েছে।

'মিস্টার ওয়ালটন,' বলল টিরেসা। 'এখানে কিন্তু এখনও একটা গুলি রয়েছে–যদি দরকার পড়ে আমি আবার গুলি করব।'

কতক্ষণ তাকিয়ে রইল নিকি। ওর চোখ দুটো নীচ, আর কুৎসিত। তারপর, তার চেহারা বদলে গেল। চোখগুলো বিস্ফারিত হলো, ওর মুখের চামড়াটা ধূসর দেখাচ্ছে! খাবি খাচ্ছে সে।

'জলদি ফিরে গিয়ে নিজের চিকিৎসা করাও।'

একটু পিছু হটল নিকি। তারপর হোঁচট খেতে খেতে ঝোপের ভিতর দিয়ে ছুটল। ওদিকে ঝোপের আড়ালে বাঁধা ওর ঘোড়াটাকে এক ঝলক দেখতে পেল টিরেসা।

নার্ভাস কাঁপা আঙুলে ওয়াটের হাতের গিঁট খুলতে চেষ্টা করছে মেয়েটা। খুব এঁটে বাঁধা হয়েছে ওগুলো।

'ম্যাম? আমার হিপ পকেটে একটা জ্যাক-নাইফ আছে।' ছুরিটা বের করে ব্লেড খুলে বাঁধন কাটল টিরেসা। ছেলেটা উঠে দাঁড়ালে ছুরিটা ওকে ফেরত দিল সে।

'ওহ, ম্যাম, তুমি নিকিকে আচ্ছা জব্দ করেছ! এমনটা আমি আর কখনও দেখিনি!'

'চল বাড়ি ফিরি, ওয়াট আমি–আমি ভাল বোধ করছি না।'

স্টেশনের দিকে ফেরার পথে দেখল ডিক রাইফেল হাতে ছুটে ওদের দিকে আসছে। নোরা স্টেশনের সিঁড়িতে দাঁড়ানো।

'আমরা একটা গুলির আওয়াজ শুনলাম,' বলল ডিক। তারপর টিরেসার ভাবভঙ্গি দেখে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ, ম্যাম?'

'ও নিকি ওয়ালটনকে গুলি করেছে!' বলে উঠল ওয়াট। 'সিধে পাঁজরের ভেতর!'

'তুমি নিকিকে গুলি করেছ?' অবাক হলো ডিক। 'কী–?'

'প্লীজ, মিস্টার ইয়াং, এখন না। আমি একটু বিশ্রাম নিতে চাই। নোরা–?'

'নিশ্চয়, ম্যাম।' হাত দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে ভিতরে নিয়ে গেল নোরা। 'তুমি আমার সাথে এসো। এখানে বসে এক কাপ চা খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বিরাট একটা ধাক্কা খেয়েছ তুমি।'

প্রথম চুমুক চা খাওয়ার সময়ে কাপটা পিরিচের সাথে শব্দ তুলে বাড়ি খেল। দ্বিতীয় চুমুকের আগেও তাই।

'নোরা, ব্যাপারটা জঘন্য! জঘন্য! ওই লোকটা–ওয়াটকে বেঁধে রেখেছিল। আমাকে হত্যা করার প্ল্যান ছিল ওর। প্রথমে ওয়াটকে মেরে তারপর–'

'ওই ব্যাপারে এখন আর কথা বোলো না, ম্যাম। যা ঘটার তা ঘটে গেছে।' টিরেসার কাপে আরও চা ঢেলে দিল নোরা। তারপর বলল, 'এটার আরও দিক আছে, ম্যাম।'

'সেটা কী?'

'তুমি তোমার যোগ্য কাজই করেছ, মাম। তুমি ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছ নিজেকে রক্ষা করার সময় এলে সেটাও তুমি করেছ। নিজে একা ওর মোকাবিলা করেছ–যখন আর কোন উপায় ছিল না, তখনই ওকে গুলি করেছ। কোন মেয়ের পক্ষে একা থাকা খুবই কঠিন, মাম, কিন্তু যা করা দরকার ছিল তা তুমি ঠিকই করেছ। বিশ্বাস করো, তুমি নিকি ওয়ালটনকে গুলি করায় কেউ দুঃখ পাবে না।'

টিরেসার দেহ শিউরে উঠল। 'আমি–আমি একটু শুতে চাই, নোরা। তোমা ওপর সব কাজের বোঝা চাপিয়ে যেতে আমার খারাপ লাগছে, কিন্তু–'

'তুমি সোজা গিয়ে শুয়ে পড়। টুইনি আর আমি মিলে এদিকটা সামলাতে পারব। কী বল, টুইনি? পারব না?'

'নিশ্চয়।' সাইডবোর্ডের কাছে ছুটে গেল টুইনি। 'আমি টেবিল সাজাচ্ছি।'

নোরার পাশাপাশি হেঁটে নিজের ঘরে এল টিরেসা ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আবার স্টেশনে ফিরল নোরা। বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ছাদের দিকে চেয়ে রইল টিরেসা। নিজের সাথে বোঝাপড়া চলছে ওর মনে

সে একটা মানুষকে গুলি করেছে

নিজের কাছেই ওর এটা বিশ্বাস হচ্ছে না সে, টিরেসা ওলিভ জেমস, সত্যিসত্যি একটা লোককে পিস্তল দিয়ে গুলি করেছে!

অন্ধকার ঘনিয়ে আসার অনেকক্ষণ পর ওর ঘুম ভাঙল। স্থির হয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে রইল সে। স্টেশনে আলো জ্বলছে করালে কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে।

ম্যাচ জ্বেলে চিমনি উঠিয়ে সলতে ধরিয়ে আবার চিমনি নামাল সে। তারপর আয়নায় নিজের চেহারা দেখল। বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওদিকে স্টেশনে কিছু লোকজন এসেছে। হঠাৎ তার মনে পড়ল পিস্তলটা আর লোড করা হয়নি। বাবা ওকে শিখিয়েছিল ওটা–টেড বুনও একই মন্তব্য করেছিল। একটা কার্তুজ নিয়ে ডেরিঞ্জারে ভরে নিল সে।

রাস্তা পেরিয়ে স্টেশনে গেল টিরেসা। মাইকেল থর্প আর লিঙ্কন আপটন টেবিলে বসা। ওকে দেখে দুজনেই উঠে দাঁড়াল।

টেড বুনও ওখানে রয়েছে; লম্বা, মেদহীন আর কম কথার মানুষ। ওর চোখ দুটো টিরেসার চেহারা খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখছে।

'মিসেস জেমস!' বলল থর্প, 'আমরা শুনেছি কী ঘটেছে। প্লীজ, আমাদের সাথে বস। আমরা তোমাকে নিয়ে চিন্তিত ছিলাম–অত্যন্ত চিন্তিত।'

'কেন? গোলমাল তো শেষ হয়ে গেছে।'

'সেটা হলে তো ভালই ছিল,' বলল আপটন। 'কিন্তু আমরা খবর পেয়েছি সামনে আরও গোলমাল আসছে–বিরাট ঝামেলা।'

হঠাৎ হাসল টিরেসা। 'আমাদের এখানে আগেও ঝামেলা এসেছে, আমরা তা সামলেছি। যে মুশকিলই আসুক আমরা তার মোকাবিলা করতে পারব।'

বাইশ

'মিসেস জেমস, টেড বুন আমাদের নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, তুমি সহজে ভয় পাওয়ার মেয়ে নও, তাই ব্যাপারটা তোমাকে সরাসরিই খুলে বলছি

'আজ সোমবার আগামী শনিবারে একটা স্টেজ আসবে, ওতে ডেনভার থেকে কমপক্ষে ছয়জন লোক থাকবে। ওরা ভাড়া আগেই দিয়েছে–ব্যবসা সেরে লারামি যাবে '

'আমরা জেনেছি যে আরও লোক এই খবর পেয়েছে। ওদের সাথে অনেক টাকা থাকবে। ওরা সাধারণ স্টেজের সাথে একটা বিশেষ কোচে আসবে।

'খবর পেলাম, উইলবার স্টোনও এই ব্যাপারটা জানে–এবং সে দুটো

স্টেজই লুট করার প্ল্যান করেছে। আর সেটা চেরোকী স্টেশনেই ঘটবে। আমাদের বিশ্বাস, একটা অসমাপ্ত কাজও ওরা সেই সাথে সেরে যাবে।'

'ওদের সাথে কতজন লোক থাকবে? উইলবার স্টোনের কথা বলছি আমি।'

'আমরা জেনেছি ছয়জন লোক নিয়ে আসবে সে। আমরা ওদের জন্য প্রস্তুত থাকব।'

'আমার মনে হয় এর দ্বিগুণ লোক নিয়ে আসবে ও,' মন্তব্য করল টিরেসা।

আপটন হাসল, মাথা নাড়ল সে। 'কে-কে আসছে তাও আমরা জানি। করবেট আসবে, শুনেছি ট্যাফি জনও থাকবে ওদের সাথে।'

'সে থাকবে না,' বলল বুন। 'ওর পক্ষে আসা সম্ভব হবে না।'

দুজনেই অবাক চোখে বুনের দিকে তাকাল। 'না, সে আর আসতে পারবে না। ও এখানে নেই।' সাদামাঠা কণ্ঠে বলল বুন।

'তাই?' অবাক হলো আপটন। 'যাহোক, আমরা খবর পেয়েছি ওরা ছয়জন আসবে।' আড়চোখে টিরেসার দিকে তাকাল সে। 'আমি বিশেষভাবে চিন্তিত, কারণ যারা যাচ্ছে তাদের দুজন আমার পরিচিত, এবং বন্ধু। আমি চাই না ওদের কিছু হোক।'

'আমি চাই না আমার স্টেশনে কারও কিছু ঘটুক।'

'অবশ্যই,' স্বীকার করল আপটন। 'আমি চাই তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে লাপোর্ট চলে যাও।'

'না।'

'কী?'

'না,' বলল টিরেসা। 'আপনারা জানেন এটা বর্তমানে আমার বাসস্থান। ঝামেলা হলেও আমি এটা ছেড়ে যেতে চাই না। যেকোন মুশকিল আসুক না কেন, তার মোকাবিলা আমি করব।'

'আমরা চাই না তোমার বা ছোট মেয়েটার কোন ক্ষতি হোক।'

'আমিও তা চাই না, কিন্তু আমার জায়গা এখানেই। আমি থাকব! হয়তো আমরা কেউ নিহত হব, তবু আমরা এখানেই থাকব। এই স্টেশনের দায়িত্ব আমার–দায়িত্ব ছেড়ে আমি পালাব না। তা ছাড়া, আমি না থাকলে আউটলরা সন্দেহ করবে কিছু ঘাপলা আছে আরও কথা আছে, কোন অপারেশন করার আগে ওরা চাইবে স্টেশনে ওদের কোন লোক থাক।'

'চিন্তাধারাটা চমৎকার, মিসেস জেমস।' ফিরে আপটনের দিকে তাকাল থর্প, 'নিশ্চয়, ও ঠিকই বলেছে মিসেস জেমস চেনে না এমন অন্তত দুজন লোককে ওরা এখানে রাখবে, যারা তাকে ব্যস্ত রাখবে।'

এবার বুন মুখ খুলল 'আমার মনে হয় মিসেস জেমসের কথাই ঠিক ওরা ঘোড়ার পিঠে চার্জ করে স্টেশনে ঢুকে সবাইকে জানাতে চাইবে না যে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে ধরো এখানে ওরা দুজন লোক রাখল, যারা নিষ্পাপ শিশুর মত খাওয়ায় ব্যস্ত বাইরেও একজন থাকবে, যে ডিক ইয়াংকে ঘোড়ার নাল লাগানো, বা ওই ধরনের কোন কাজে ব্যস্ত রাখবে। ডিকের কথা ওরা জানে লোকটা মুখে শান্তির কথা বললেও ফাইটে ওর জুড়ি নেই। তাই ওকে ঠেকানোর জন্যে একজন

বা দুজন লোক ওরা রাখবে। হয়তো স্টেজ আসার অল্প আগে আরও দু'তিনজন ধীর পায়ে ঘোড়া চালিয়ে করালে এসে হাজির হবে।

'মিসেস জেমস আর নোরাকে স্টেশনে বন্দী রেখে ওরা তিন দিক থেকে স্টেজের ওপর গুলি চালাবে।'

'গুলি চালাবে?' অবাক হলো আপটন। 'এটা তো হোল্ড-আপ হওয়ার কথা। গুলি ছুঁড়বে কেন?'

'মিস্টার বুন ঠিকই বলেছে,' বলে উঠল টিরেসা। 'আমরা জানি ওই লোকগুলো কে। ওরা আগে গেরিলা ছিল। তারা ছেলে মেয়ে বুড়ো নির্দ্ধিধায় খুন করে। সাক্ষী দেওয়ার মত কাউকেই ওরা জীবিত রাখবে না।

'মিসেস জেমস,' আপটন বলল, 'আমি জোর দিয়ে বলছি তোমার এখানে থাকা চলবে না। তুমি আমার র‍্যাঞ্চে থাকতে পার–ওটা তোমার জন্য নিরাপদ–'

'না, মিস্টার আপটন। এক বছর আগে হলে আমি হয়তো ঠিক তাই করতাম। কিন্তু এর মাঝে অনেক কিছুই ঘটে গেছে। আমি এখানে আসার আগে এবং পরে। দায়িত্ব যখন নিয়েছি তখন দরকারের সময়ে আমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

মাইকেল থর্প বাধা দিল। 'মিসেস জেমস? তুমি যদি চাও এখানে থাক, তবে বলব স্টেজ কোম্পানি তোমার থেকে এতটা আশা করে না। তোমার যদি থাকতেই হয়, তবে আমাকে কথা দাও উঠানে স্টেজ পৌছানোর সাথে সাথে তোমরা সবাই নোরার কামরায় ঢুকে দরজা আটকে দেবে। কথা হচ্ছে,' বলে চলল সে, 'স্টেজে ডেপিউটি ভরা থাকবে, যে কোন ঝামেলা মোকাবিলা করার জন্য ওদের সবার কাছেই শটগান আর অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র থাকবে।'

'লাপোর্টে স্টেজে কে কে উঠল এদিকে ওরা নিশ্চয় নজর রাখবে?' বলল বুন।

হাসল আপটন। 'নিশ্চয়, কিন্তু ওরা যাদের দেখবে তারা ভিন্ন লোক। শহর থেকে বেরোনোর পর ওদের বদলে অন্য লোক ভরা হবে। চিন্তা কোরো না বুন, ওদের সবাইকে এবার চমকে দেব।'

বুধবার নীরবেই কাটল, বৃহস্পতিও। তবু টিরেসার উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছে। সে কি বোকামি করছে? টুইনি, ওয়াট আর নোরার জীবন কি সে বিপন্ন করছে না? এরকম একটা ঘটনা বাচ্চাদের দেখতে দেওয়া কি ঠিক হবে? যাই ঘটুক, লোকজন মারা পড়বে বা জখম হবে। কে বা কারা মারা পড়বে কে জানে?

'নোরা?' ওরা একা হলে বলল টিরেসা। 'আমার ভয় করছে!'

'জানি, মাম, আমারও একই অবস্থা। পৃথিবীর অশুভ শক্তি হামলা চালাবেই। আর সেটা তোমার আমার মত মানুষের উপরই ঝামেলা ডেকে আনবে।'

শুক্রবার স্টেজে কিছু বন্ধুসুলভ লোকজন এল। সবাই হাসি খুশি। ওরা ডেনভারে মঞ্চে শো দেখাবে।

'তোমার খাবার খুব ভাল, মিস,' শো-এর ম্যানেজার বলল। 'এত ভাল খাবার স্টেজ লাইনে আমি কখনও খাইনি। রাতটা এখানে থেকে যেতে পারলে ভাল হত।'

'আমাকে জানানো হয়েছে সামনের বছর এর ব্যবস্থা করা হবে। তখন যাত্রীদের অনেক সুবিধে হবে।'

'ভাল, আমরা আবার আসব কিন্তু রান্না কে করে?' টিরেসার থেকে নোরার দিকে চোখ ফেরাল সে। 'তুমি না তুমি?'

'দুজনই।' জবাব দিল নোরা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ডেনভারে গেলে আমরা তোমাদের শো দেখতে পাব?'

'নিশ্চয়ই। আমি নিজে তোমাদের বসাব!'

পরদিন সকালেই টেডবুন এসে হাজির হলো। একটা কাপে কফি নিয়ে বসল টেবিলে। 'তোমাকে কিছুতেই স্টেশন ছেড়ে যেতে রাজি করানো যাবে না?'

'না,' বলল সে।

ওয়াট একটা ডোনাট খাচ্ছিল, সে মুখ তুলে চেয়ে কিছু বলার উদ্যোগ নিল কিন্তু নোরা বাদ সাধল।

'তুমি বলেছিলে ট্যাফি জন আর আসতে পারবে না–তার মানে? তুমি এটা কীভাবে জানলে?'

বুন তার কফিতে চুমুক দিল। 'যতই বড়াই করুক, ট্যাফি এমন কিছু ওস্তাদ লোক না। তবে ধূর্ত। ঠিক জন্তুর মতই। কিন্তু আর এদিকে পা বাড়াবে না।'

'কিন্তু আমার ধারণা এসবে কোন কাজ হবে না,' মন্তব্য করল ওয়াট। 'ওই মিস্টার আপটন এদের চেনে না।'

ওয়াট যেভাবে কথাটা বলল, তাতে টিরেসা আর বুন, দুজনেই সতর্ক হয়ে উঠল।

'এমন কথা বলছ কেন, ওয়াট?' প্রশ্ন করল টিরেসা।

'ওই লোকগুলো বছরের পর বছর এইসব কাজ করে আসছে। তুমি কি মনে কর ওরা থর্পের সাথে স্টেসিকে কথা বলতে দেখেনি? ওরা জানবে এর মাঝে কিছু গোলমাল আছে। ওরা বাতাস শুঁকেই ঝামেলা টের পায়। তোমরা কি বুঝতে পারছ না উইলবার স্টোন বা তার বস্ এভাবে কাজ করে না? সে অন্তত বিশজন লোক নিয়ে আসবে–হয়তো বেশিও আনতে পারে।'

'বিশজন? কিন্তু মিস্টার আপটন বলল ছয়–'

'খবরটা সে কোথায় পেয়েছে বলে তোমার ধারণা? কে তাকে আগাম খবরটা দিয়েছে? ওদের কেউ নয়?'

'ওয়াট? তুমি কিছু জানো মনে হচ্ছে?' প্রশ্ন করল টিরেসা।

'আমি জানি আমার উচিত হয়নি, কিন্তু সেদিন রাতে তোমাদের সব কথা আমি শুনেছি। আমি বসেবসে ভাবছিলাম বয়স্ক মানুষ কীভাবে এত বোকা হয়! আমি আন্দাজ করতে পারছি কে কে ওদের এই টিপ সরবরাহ করেছে। আমি জানি ওদের সাথে বিশজন থাকবে–বেশিও থাকতে পারে।'

'তুমি কীভাবে জান?' জিজ্ঞেস করল টিরেসা।

'তোমরা সবাই জানতে চাও আমি কোথা থেকে এসেছি। ওই আউটলগুলো "বনার স্প্রিংসে" আমার বাবার র‍্যাঞ্চ ওদের গুপ্ত আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করেছে। আমি ওদের দেখেছি, ওরা কেবল জুয়া খেলে সময় কাটায়, একটা বড় দাঁও মারার অপক্ষোয় আছে ওরা।

'ওখানে কিছু লোক আগেই ছিল, কিন্তু হোয়াইট তোমার স্বামীকে হত্যা করার

পর আরও লোক এসেছে।

'লোকগুলো যা করছে, এতে ওরা অভ্যস্ত ওরা এসব অনেক বারই করেছে। ওদের কথা আমি শুনেছি, ওরা জানে এদিক থেকে সব ব্যবস্থাই নেয়া হবে। তাই ওরা তৈরি হয়েই আসবে।'

'ওরা ভীষণ, ম্যাম, আমি জানি, ছয়জন আসার খবরটা ওরা নিজেরাই জানিয়েছে। এর আগে ওদের অভিযুক্ত করতে সব রকম চেষ্টা করা হয়েছে–ওরা জানে কী করতে হবে।

'নোরা ভাল লোক, কিন্তু কয়জনকে মারতে পারবে সে? একজন? দুজন? কিন্তু তারপর সবাই মারা পড়বে। তবে প্রথম যে গুলি করবে তাকে ঠিকই শেষ করবে ও। আপটনকেও ওরা শেষ করবে।'

'ওয়াট, তুমি কীভাবে এত শিওর হচ্ছ?'

'ম্যাম, আমি ওদের কথা বলতে শুনেছি ওরা আমাকে ছোট ছেলে বলে অবজ্ঞা করেছে–কিন্তু তবু আমি দেখেছি–শুনেছি।'

'ওরা কী করবে, ওয়াট?'

'এ ব্যাপারে আমি অনেক ভাবনা-চিন্তা করেছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না। তবে এটা বুঝতে পারছি, এমন কিছু করবে যা কেউ আশা করবে না। যেমন মিস্টার আপটনকে হত্যা। এটা সে আশা করছে না–তুমিও না।'

'কিন্তু ওকে মারতে যাবে কেন?'

জবাবটা দিল বুন। 'হোয়াইটের যদি এখনও ইলেকশনে দাঁড়ানোর ইচ্ছা থাকে, আপটন তাতে বাদ সাধবে। আর ওখানে ওর অনেক ক্ষমতা।'

'ওরা তা হলে কী করবে? ওয়াটের ধারণা যদি সত্যি–'

'আমাদের বিশ্বাস করতে হবে ওর কথাই ঠিক। ছেলেটা ওদের সাথে বছরখানেক বা তারচেয়েও বেশি সময় কাটিয়েছে–ওদের কথাবার্তা, প্ল্যান শুনেছে, ওদের নাড়ির খবর আমাদের থেকে বেশি জানবে।'

রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে যখন আলো কমিয়ে ফুঁ দিয়ে নেভাল তখনও সমাস্যার কোন সমাধান মাথায় এলো না টিরেসার। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে যেখানে স্টেজটা এসে থামবে, সেই ধূসর জায়গাটার দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে রইল। কী করবে ওরা? কী করতে পারে?

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে শূন্যের দিকে চেয়ে বাবার সাথে অন্যান্য আর্মি অফিসারের কথাবার্তাগুলো মনে করার চেষ্টা করল সে। যুদ্ধের ট্যাকটিকস, অপ্রত্যাশিত চমক–ওসব থেকে কি কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাবে?

অতর্কিতে আক্রমণ করলে ব্যাপারটা ওদের অনুকূলেই যেত: কিন্তু তা হলে থর্প বা আপটনকে 'টিপ-অপ' করা হলো কেন?

হঠাৎ বিছানায় উঠে বসল টিরেসা। নিশ্চয়! ওদের বিভ্রান্ত করার জন্যই খবরটা দেওয়া হয়েছে! আসলে আক্রমণটা আসবে অন্য কোথাও।

কিন্তু কোথায়? এখানে না হলে কোথায়?

ওয়াটের কথা যদি ঠিক হয়, ওরা যদি আপটনকেই মারতে চায়, তা হলে ঘটনা ট্রেইলে কোথাও ঘটবে না–কারণ সে ট্রেইলে বা স্টেজে থাকবে না। সে

থাকবে তার র‍্যাঞ্চে।

নিশ্চয়!

প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি উঠে জামা পরে নিল টিরেসা। এখনও ভাবছে সে। গেরিলাদের প্ল্যান সফল হতে হলে আপটনের র‍্যাঞ্চে ওদের আকস্মিক আক্রমণ চালাতে হবে।

ওরা দূর থেকে নজর রাখবে, অস্ত্রে সজ্জিত লোকগুলো স্টেজে উঠে র‍্যাঞ্চ ত্যাগ করার পরই ওরা আক্রমণ চালাবে। স্টেজটা আপটনের ওখানে থামবে, যাত্রীদের সে আপ্যায়ন করবে–ডেপিউটিরা ওখান থেকে স্টেজে চড়ে রওনা হবে। অপ্রত্যাশিত আক্রমণের ব্যাপারে আগে থেকে খবর না পেলে আপটনের বাঁচার কোন আশা নেই। স্টেজ যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা তো ছিনিয়ে নেওয়া হবেই, আপটনকে মেরে র‍্যাঞ্চও লুট করা হবে।

তেইশ

স্টেশনে ঢুকে নিজের জন্য এক কাপ কফি ঢেলে নিল টিরেসা। সময় খুব কম। ডিক ইয়াং স্টেশনে ঢুকল।

'মিস্টার ইয়াং, তুমি আমার একটা উপকার করবে? ট্যাক্সি জনের যে ঘোড়াটা উদ্ধার করা হয়েছে, ওটায় জিন বসিয়ে দরজার কাছে নিয়ে আসবে?'

কোন জবাব না দিয়ে, একবার আড়চোখে টিরেসার দিকে চেয়ে বার্নের দিকে গেল ডিক। যখন ফিরে এলো তখন টেড বুনও এলো ওর সাথে।

'মিস্টার বুন? সারারাত অনেক চিন্তা করেছি, আমার বিশ্বাস এখানে তোমাকে আর ডিক ইয়াংকে হত্যা করার একটা চেষ্টা নেবে ওরা।'

মাথা ঝাঁকাল বুন। 'আমিও তোমার সাথে একমত। ঘোড়াটা কীসের জন্য?'

'ভেবে দেখলাম, এখানে আসার আগে ওরা মিস্টার আপটনের র‍্যাঞ্চ আক্রমণ করবে। আমি ওখানে গিয়ে ওদের সাবধান করতে চাই।'

'কী ব্যবস্থা নেয়া হবে সেটা ওরা কীভাবে জানবে?'

'ওরা ঠিকই জানবে যা করা হচ্ছে এটা ওরা আঁচ করবে, কিংবা ভাববে স্টেজের চারপাশে গার্ড থাকবে। ওরা নিশ্চয় এসব চিন্তা করেই প্ল্যান করবে।'

'ওরা কয়েকজন সৈনিক এনেছে, এদিক দিয়েই গেছে, ম্যাম। মাঝরাতের পরে ওদের সাথে আমার কথা হয়েছে। একজন বলল সে তোমাকে চেনে। ওর নাম হ্যারি ওব্রায়েন।'

'ভাল লোকটা ওদের অনেকেরই চেহারা চেনে, আমার বিশ্বাস টিমটি হোয়াইটকেও সে চেনে।'

'ওর সাথে সাতজন লোক ছিল, সবাই ফাইটিঙে ঝানু ওরা ইন্ডিয়ানদের সাথেও অনেকবার লড়েছে। ওদের দেখে মনে হলো ভীষণ শক্ত লোক।'

'চমৎকার! অ্যাপ্রন খুলে ফেলল টিরেসা।

'প্লীজ, ম্যাম? আমি গেলেই ভাল হবে।'

'না, তোমাকে আমার এখানেই দরকার। তুমি আর ডিক ইয়াং-তোমরা গেলে টুইনিকে দেখার আর লোক থাকবে না।'

'ওয়াটও ওখানে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ, পারে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না ওয়াটের কথা ওরা কতটা বিশ্বাস করবে।'

'এক মিনিট, ম্যাম। ট্যাফি জোন ট্রেইল ধরে আসছে!' বুন রিজের ওপরটা, আশপাশ আর করালটা ভাল করে নিরীথ করে দেখল।

'ডিক, আমি ওর মোকাবিলা করতে যাচ্ছি। আমি জানি ওর সাথে আরও একজন লোক রয়েছে-ওকে তুমি সামলিও।'

'আমি কি ওইসব ঝোপের ভিতর ওকে দেখতে পাব?'

'তুমি সতর্ক লোক, নিশ্চয় দেখতে পাবে। ওখানে যদি কেউ থাকে সেটা তোমার দায়িত্ব।'

'তুমি আমাকে কী মনে কর? আমি কি ফেরেস্তা?'

'না, কিন্তু তুমি একজন ভাল লোক। চালাকও বটে-ওখানে যদি কেউ থাকে, সে তোমার।'

ট্যাফি জন করালে ঘোড়া বেঁধে স্টেশনের দিকে এগোল। কিন্তু ততক্ষণে বুন বেরিয়ে এসেছে। 'জো, তুমি কি আমাকে খুঁজছ?' প্রশ্ন করল সে।

টিরেসা জেমস গোলাগুলি অনেক দেখেছে, কিন্তু এমনটা আর কখনও দেখেনি।

চমকে উঠল জন। সে আশা করেছিল কেউ টের পাওয়ার আগেই আরও কাছে ভিড়তে পারবে। চেয়েছিল, বুনকে কাছে এসে ডাকবে-তারপর ওকে মারার আগে কিছু নাটকীয় কথা বলবে।

বুনকে খুন করতে চায় ও। পারলে অনেক নাম হবে ওর। স্টেশনের দিকে আসার পথে এইসবই চিন্তা করছিল সে। কিন্তু ওর উচিত ছিল বুন সম্পর্কে ভাবা।

কিছু বলার চেষ্টায় সে মুখ খুলল। নাটকীয় কথাগুলো বলার জন্য কথা খুঁজছে সে-এই সময়ে ওর উচিত ছিল নিজের পিস্তল বের করা।

অনেকটা নিজের অজান্তেই ওর হাত নীচের দিকে নামল, পিস্তলের বাঁটটা ধরল সে। তারপরেই কী যেন ওর বুকে আঘাত করল। ধাক্কায় দু'পা পিছিয়ে গেল জন। ওর পিস্তলটা কোমর সমান উঠেছে-বুড়ো আঙুল দিয়ে হ্যামার কক করল সে।

দ্বিতীয় বুলেটটা কনুইয়ে লেগে দেহের ডান পাশ দিয়ে ভিতরে ঢুকল। ওর নিজের বুলেটটা বুনের পাশে মাটিতে ঢুকল।

'বর্ডার সুইচ' করল জন-অর্থাৎ ডান হাত থেকে পিস্তলটা শূন্যে ছুঁড়ে দক্ষভাবে বাম হাতে ধরল পিছন দিক থেকে একটা বাফেলো গানের আওয়াজ এলো। এখন ট্যাফি জনের মাথা পরিষ্কার কাজ করছে। সে জানে দুটো বুলেট ওর দেহে আঘাত হেনেছে। দ্বিতীয় গুলিতে তার কনুইও ভেঙেছে বাম হাতেই গুলি ছুঁড়ল সে বুন একটু কেঁপে উঠল-আবার হ্যামার কক করল ট্যাফি।

দ্রুত ছোঁড়া দুটো বুলেট ট্যাফি জনের বুকে গিয়ে বিধল শব্দ শুনে মনে হলো

যেন একটাই গুলি করা হয়েছে। পিস্তল ছেড়ে দিয়ে উল্টে পড়ল জন

গড়িয়ে উপুড় হয়ে ওঠার চেষ্টা করল সে। হাত বাড়িয়ে নাগালের বাইরে পড়ে থাকা পিস্তলটা ধরার জন্য বৃথা মাটি খামচাচ্ছে ট্যাফি জখম হাতটা আর ওর দেহের ভার রাখতে পারল না। গড়িয়ে চিৎ হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে রইল সে।

এখানে শুয়ে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। অন্ধকার হয়ে আসছে–বৃষ্টি পড়বে এখানে ধুলোর মধ্যে পড়ে আছে কেন সে? গালের উপর একটা বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল: তারপর কয়েক ফোঁটা ওর চোখে। চোখ দুটো বিস্ফারিত–আকাশের দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু ওর চোখের পাতা পড়ছে না।

টিরেসা জেমস জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখে চেয়ে আছে, বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। অথচ খেলা শেষ হয়ে গেছে, একেবারে শেষ। কতক্ষণ? এক মিনিট? দুমিনিট?

খুন করেছে টেড বুন–কিন্তু ওই লোকটাই টেডকে মারতে এসেছিল। এটা তার মনে রাখা উচিত। আর তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে যারা লুট করেছে, লোকটা তাদেরই একজন

'আমার যেতে হবে,' বলল টিরেসা। 'নইলে দেরি হয়ে যাবে।'

নোরার দিকে ফিরল সে। 'টুইনিকে এই দৃশ্য দেখতে দিও না। প্লীজ না।'

ডিক ইয়াং দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। 'চিন্তা ক'রো না, আমরা নিমেষে ওর লাশ সরিয়ে ফেলব। স্টেজের লোকজনের জন্যেও এই দৃশ্য প্রীতিকর হবে না।'

আবার টিরেসার দিকে তাকাল ডিক। 'ওদের খবরটা দেয়ার পর কি তুমি ফিরে আসছ, ম্যাম?'

'পারলে আসব, মিস্টার ইয়াং, পারলে আসব

টিরেসা ভুলেই গেছিল ব্রাউনি কী মানের ঘোড়া। এতদিন পরেও নিজের নাম শুনে ঘোড়াটা কান খাড়া করে টিরেসার দিকে ফিরল। মনে হলো ওকেও সে চিনতে পেরেছে।

স্টেশন ছেড়ে বেরোতে যাবে, এই সময়ে ওয়াট এসে হাজির হলো। 'ম্যাম, বনের মধ্যে দিয়ে একটা ট্রেইল আছে। ওই পথে গেলে ওরা তোমাকে দেখতে পাবে না। ওটা শর্ট-কাট–তোমার অন্তত পনেরো মিনিট সময় বাঁচবে।'

রওনা হলো টিরেসা ট্রেইল ছেড়ে বাঁক নিয়ে ওয়াট যে পথের কথা বলেছিল, সেই পথেই রওনা হলো সে। আসলে ওয়াট যাকে বন বলেছিল, সেটা ঠিক তা নয় ছড়ানো ছিটানো কিছু গাছ, আর কিছু ঝোপঝাড় রয়েছে ওখানে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে নিচু জমির উপর দিয়ে এগিয়ে চলল টিরেসা। পুরোনো ট্রেইলটা ভাল, ব্রাউনিরও এটা পছন্দ হয়েছে একটা ব্যাপারে ট্রাফি জনের কাছে সে কৃতজ্ঞ–লোকটা ঘোড়া চিনত, তেমনি যত্নও নিয়েছে।

বাড়ির পিছনে ঘোড়াটা বেঁধে সিঁড়ির দিকে এগোল টিরেসা। প্রথমেই ওলিভিয়ার মুখোমুখি পড়ল সে

'তুমি? কী ব্যাপার!'

'তোমার বাবা কোথায়? তার সাথে আমার এই মুহূর্তে দেখা করা দরকার

নীরবে লাইব্রেরীর দিকে আঙুল দেখিয়ে সে সরে দাঁড়াল।

মাইকেল থর্প, লিঙ্কন আপটন আর হ্যারি ওব্রায়েন আছে ওখানে। যত সংক্ষেপে সম্ভব, পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল টিরেসা।

'তুমি বলতে চাও ওরা এখানে আক্রমণ করবে?' আপটনের কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'ওদের কাজই এরকম, স্যার,' সার্জেন্ট ওব্রায়েন বলল। 'আমার মত মিসেস জেমসও ওদের ভাল করেই চেনে, স্যার। অত্যন্ত খারাপ লোক ওরা।'

স্টেজটা এসে হাজির হলো। যাত্রীরা নামল। চারজন সৈনিক স্টেজে উঠল। 'বাকি সবাই এখানেই থাকো, আমরা বাঁকটা পেরিয়ে পাহাড়ের খাঁজে নেমে ফিরে আসব। হয়তো এখানেই ব্যাপারটার ফায়সলা হয়ে যাবে।'

বাড়ির ভিতর আপটন তার গান-কেসগুলো খুলল। বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র আছে ওর কাছে। শিকারের রাইফেল, শটগান, আরও অনেক কিছু। ওগুলো সবার মধ্যে বেঁটে দিল সে–উপযুক্ত কার্তুজও দিল। 'ওদের জীবিত ধরব আমরা, কিন্তু তা সম্ভব হলে, তবেই।'

স্টেজটা চোখের আড়াল হতেই তিনজন আরোহীকে দেখা গেল ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোচ্ছে। আরও দুজন চূড়ার পুব দিক দিয়ে এগোচ্ছে। তারপর আরও দুজন। ওরা প্রথমে বাড়িটা পার হয়ে গেল, তারপর হঠাৎ ঘুরে ঘোড়া ছুটিয়ে দুজন বাড়ির দিকে এগিয়ে এলো। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ওরা দরজায় নক করল।

এবার আরও অনেকগুলো আরোহী দৃশ্যে এল।

লিঙ্কন আপটন দরজা খুলল। পিস্তল হাতে দুজন ঘরে ঢুকল। কিন্তু দেখল, চারটে ডাবল ব্যারেল শটগান ওদের দিকে তাক করা রয়েছে। 'বাঁচতে চাইলে তোমাদের পিস্তলগুলো ফেলে দেয়াই উচিত হবে,' বলল থর্প।

উন্মাদ ছাড়া কেউ চারটে শটগানের বিরুদ্ধে পিস্তল হাতে চান্স নেবে না। শটগানের প্রত্যেকটাই ওদের দিকে তাক করা রয়েছে। ওরা বোকা নয়।

'এখন চুপচাপ ভিতরে চলে এস। দরজাটা অন্যদের জন্য খোলাই থাক।'

পরের তিনজন ছুটে ভিতরে ঢুকল, কিন্তু চারটে শটগান দেখতে পেল ওরাও। নির্দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করল তিনজন।

উইলবার স্টোন লাগাম টেনে র‍্যাঞ্চ হাইসের সামনে ঘোড়া থামাল। কিন্তু ভিতরটা একেবারে নীরব। ভিতরে মেয়েরা রয়েছে–এতক্ষণে ওদের চিৎকার শুরু করা উচিত। নিজের লোকজনকে সে ভাল করেই চেনে। আরও ডজনখানেক আরোহী ওর পাশে এসে দাঁড়াল। 'বন্ডউইন তুমি ভিতরে খোঁজ নাও। আমার মনে হয় সব আমাদের নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। কিন্তু সময় নষ্ট কোরো না– 'আমাদের ওই স্টেজ কোচটাকে ধরতে হবে।'

বন্ডউইন আড়চোখে স্টোনের দিকে তাকাল। লোকটা নিজে কেন যাচ্ছে না? কান পেতে শুনে দেখল সব চুপচাপ। সামনে এগিয়ে দরজার দিকে চেয়ে দেখল, ওব্রায়েন ওদের দিকে চেয়ে আছে। অন্যদের দৃষ্টির আড়ালে, একা সে-ই ওকে দেখতে পাচ্ছে।

'এখন নীরবে ঘোড়া থেকে নেমে কোন চালাকি না করে এদিকে এগিয়ে এস।'

'অসম্ভব!' ঘোড়াটা ঘুরিয়ে পিস্তল বের করল সে। কিন্তু দুটো রাইফেলের গুলি

ওকে মারাত্মকভাবে বিঁধে ফেলল। কিছুক্ষণ ঘোড়ার পিঠে টিকে থেকে সে মাটিতে পড়ল। ঘোড়াটা দৌড়ে পালিয়ে গেল।

একটা গাল বকে উইলবার স্টোন স্পারের খোঁচা দিয়ে নিজের ঘোড়াটা ছুটিয়ে নিয়ে চলল। লোকজনকে কী যেন নির্দেশও দিল সে।

বাড়ি থেকে এক ঝাঁক গুলিতে তিনটে জিন খালি হলো। কিন্তু স্টোন ছুটে এগিয়ে গেল।

নোয়া স্টেসি স্টেজের মাথা থেকে বাঁকের মাথায় শটগান দিয়ে ওকে গুলি করল।

'চমৎকার,' বলল আপটন। 'খুবই চমৎকার–মিসেস জেমসকে ধন্যবাদ। আগে থেকে সাবধান করাতে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তোমার কাছে আমি চির ঋণী হয়ে থাকলাম।'

এক ঘণ্টা কেটে গেল, সার্জেন্ট ওব্রায়েনের নেতৃত্বে বন্দীদের সবাইকে নিয়ে যাওয়া হলো। পাহাড়ের গোড়ায় দুজনকে কবরও দেওয়া হলো। স্টোন এখনও জীবিত, কিন্তু আহত।

'এগুলো কিছুই আমরা হোয়াইটের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারব না, যদি বন্দীরা কেউ কথা না বলে। ওদের কেউ মুখ খুললে সেটা হবে আমাদের আশীর্বাদ।'

আপটন বলল, 'আমার মনে হয় মিসেস জেমস যা বলেছে, আর ওব্রায়েন যা বলল, সেটাই যথেষ্ট। টিরেসা আগাম খবর দিয়ে আজ আমাদের জীবন বাঁচিয়েছে–এর প্রতিদান দিতেই হবে।'

'কিন্তু বন্দীদের কেউ মুখ না খুললে কিছু প্রমাণ করা কঠিন হবে,' বলল থর্প।

'আমি নিশ্চিত,' বলল আপটন। 'মিসেস জেমস আর সার্জেন্ট ওব্রায়েনের কথা অনুযায়ী আজ এখানে যা ঘটল তার সাথে হোয়াইটের ঠিকই সম্পর্ক আছে।' একটা সিগার বের করল সে। 'মিসেস জেমস, তুমি কিছু মনে না করলে আমি এটা ধরাতে চাই।' একটা ম্যাচের কাঠি জ্বালাল লোকটা, 'ওই লোকটা, যে তোমার ঘোড়া চালাচ্ছিল, ওকে কথা বলানো যায় না? বেশিরভাগ লোকই ফাঁসি এড়াতে কথা বলবে।'

'কিন্তু সেটা এখন আর সম্ভব নয়,' বলল টিরেসা। 'টেড বুনকে মারার জন্য ওকে পাঠানো হয়েছিল। চেষ্টা করেছিল ট্যাফি জন, কিন্তু বিফল হয়েছে।'

'বুন ওকে মেরে ফেলেছে? মন্তব্য করল থর্প। 'অবাক হবার কিছু নেই–বুন সাংঘাতিক লোক।'

'এবং ভদ্রলোক,' বলল টিরেসা। উঠে দাঁড়াল সে। 'আমাকে স্টেশনে ফিরতে হবে–নইলে ওরা চিন্তা করবে।'

আপটনও উঠে দাঁড়াল। 'প্রতিবেশী হিসেবে তোমাকে পেয়ে আমরা সুখী। মিসেস জেমস, প্লীজ পর হয়ো না।'

'তোমাকে ধন্যবাদ।'

মাইকেল থর্পও উঠল। 'স্টেজ তো চলে গেছে। তুমি আমাকে একটা ঘোড়া

ধার দেবে? স্টেশনে গিয়ে মিসেস্ জেমসের সাথে আমার কিছু ব্যবসায়িক আলাপ করতে হবে।'

নিজের রাইফেলটা তুলে নিল থর্প। 'ওখানে যাত্রীদের থাকার একটা ব্যবস্থা করা দরকার, সবাই তাই চাইছে।'

ব্রাউনির পিঠে বসে থর্পের জন্য অপেক্ষা করছে টিরেসা। অল্প বৃষ্টি যা পড়ছিল তা থেমে গেছে।

থর্প র‍্যাঞ্চ হাউসের পাশ থেকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেরিয়ে এল। বাতাসটা টাটকা। পুরোনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

'তুমি চমৎকার কাজ করেছ,' বলল থর্প। 'সত্যি কথাই আমি বলছি, আমার সন্দেহ ছিল একটি মেয়ে স্টেশন চালাতে পারবে কিনা। কিন্তু তুমি প্রমাণ করেছ এটা সম্ভব। হাসল সে, 'এই ক্যালিফোর্নিয়াতে কেউ বিশ্বাস করবে না এটা হতে পারে। তোমার ধারাই আলাদা।'

'কেমন ধারা, মিস্টার থর্প?'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'জায়গা মতই ধরেছ–তুমি একজন লেডী।'

'আমি আশা করি তাই। ধন্যবাদ। কখনও একে জীবনে প্রতিবন্ধক বলে মনে করব না।' আবার হাসল টিরেসা।

দূরে স্টেশনটা দেখা যাচ্ছে। ওটা অল্পদিনের মধ্যেই অতীত হয়ে যাবে। যুদ্ধ শেষ হলেই এদিকে রেল-রাস্তা আনা হবে। স্টেজ কিছুদিন কাজ করবে, তারপর মরে যাবে।

'কতদিন? কতদিন পরে রেল-রাস্তা পশ্চিমে আসবে?' প্রশ্ন করল টিরেসা।

'তিন, বা চার বছর। স্টাড পেলি, আমার বস্, এই ব্যাপারে চিন্তা করছে। আমিও। কিন্তু ওটাই আমাদের ভবিষ্যৎ।'

কিছুক্ষণ নীরবে চলার পরে সে আবার বলল, 'পরবর্তীতে তোমার কী প্ল্যান?'

'আপাতত চেরোকী স্টেশন যতটা সম্ভব ভালভাবে চালানোর চেষ্টা করব। তারপর যুদ্ধ শেষ হলে হয়তো আমি ভার্জিনিয়ায় ফিরে যেতে পারি। ওখানে আমার কিছু সম্পত্তি আছে।'

'আমরা কেউ কেউ চাই তুমি এখানেই থাক। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষ এবং মহিলার আমাদের প্রয়োজন আছে।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু আমাকে কিছুদিন টুইনির কথাও ভাবতে হবে। ওয়াটও আছে। ও আমাদের পরিবারেরই একজন। আমি দিন এনে দিন খাব বটে, কিন্তু এখানে কিছুদিন থাকব। ওরা এখানে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে–আমিও কিছুটা হয়েছি। পরে হয়তো অন্য কথা ভাবব।'

'যদি ভাব তা হলে আশা করব তুমি আমার কথা মনে রাখবে।'

'অবশ্যই মিস্টার থর্প, তোমাকে কীভাবে ভুলব?'

একটু উষ্ণ কণ্ঠেই সে বলল, 'ওখানে বুন আছে না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাতে কী? নোরা বলে সে একজন চমৎকার মানুষ!'

স্টেশনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নোরা অ্যাপ্রনে হাত মুছছে। টেড বুন আর ডিক ইয়াং বার্ন থেকে স্টেশনের দিকে এগোচ্ছে। ওয়াট এক হাতে চোখ ঢেকে টিরেসা

আর থর্পকে দেখছে।

ওরা সবাই রয়েছে চেরোকী স্টেশনে। বাড়ি ফিরে টিরেসার ভাল লাগছে

কয়েক ঘণ্টা পর পঞ্চাশ মাইল দূরে টিমথি হোয়াইট দক্ষিণ-পুবে রওনা হলো ট্রেইল এড়িয়ে চলছে ও। ওর কোমরে জড়ানো টাকার বেল্টটা ভারি। ঘোড়ার পিঠে স্যাডল-ব্যাগগুলোও তাই কলোরাডোতে তার খেলা শেষ–কিন্তু দক্ষিণে নিউ মেক্সিকো রয়েছে। একটু পশ্চিমে নতুন দেশ। জীবনের জুয়ায় কখন অফ যেতে হয় তা সে জানে। সময় মত ক্যালিফোর্নিয়ায় সে আবার সব গুছিয়ে নিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

অফিসে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে লোকজন কী বলছে শুনতে পেয়েছে সে। উইলবার স্টোন মারা গেছে, তার দলের বেশিরভাগ লোকই মারা পড়েছে। আর যারা বন্দী হয়েছে, তারা ফাঁসির দড়ি এড়াতে যা জানে সবই বলবে।

তিরিশ মিনিট পর ঘোড়ায় চেপে পিছনের রাস্তা ধরে শহর ছাড়ল।

অনেক মাইল দূরে গিয়ে নিজের মনেই হাসল টিমথি। এখন সে নিরাপদ ভালই হয়েছে, অঙ্গীকার করা টাকার ভাগ এখন আর কাউকে দিতে হবে না। সবটাই সে একা উপভোগ করবে। কলোরাডোতে সে যে সম্মান আর প্রতিপত্তি পেয়েছিল সেটা অন্য কোথাও গিয়ে নতুন করে গড়ে তুলবে ও। একটা কিছু পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘুরে গাছে ঘেরা ছোট ক্রীকটার কাছে পৌঁছল হোয়াইট। ওখানে ঘোড়াটাকে পানি খাইয়ে একটু বিশ্রাম নেবে।

কোমাঞ্চি ওয়ার পার্টির দলটার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। একশো মাইল পথ পাড়ি দিয়েও কাউকে হত্যা করতে পারেনি ওরা।

ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে ওরা ঝর্নার ধারে থেমে দাঁড়াল। সহজ গতিতে এগিয়ে আসছে আরোহী।

অর্ধেক বৃত্ত করে ধনুকে তীর লাগিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। গাছের ফাঁক দিয়ে আরোহী বেরিয়ে আসার অপেক্ষা করছে। চট করে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল হোয়াইট।

বারোজন ইন্ডিয়ান রয়েছে ওখানে। এই প্রথম কোমাঞ্চি ওয়ার পার্টি দেখল টিমথি হোয়াইট, এবং এটাই শেষ। পিস্তল বের করতে গেল সে–কিন্তু কোমরে জড়ানো মোটা বেল্টটা বাধার সৃষ্টি করল। কোমাঞ্চিদের তেমন কোন সমস্যা ছিল না।

একজন যোদ্ধা যখন ছুরি হাতে টিমথির উপর ঝুঁকে পড়ল তখনও ওর দেহে প্রাণ আছে।

কেউ তাকে একটা কালো দুই বেঁটে দিয়েছে–ভাবল সে।

***